বাংলার লোক-সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
রত্নসদস্য, ভারতের জাতীয় সঙ্গীত নাটক আকাদেমি
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

১৩৪০

ক্যালকাটা বুক হাউস
১।১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

Vangalar Loka-Sahitya, Vol. V.—Riddles
[An Encyclopaedia of Bengali Folk-literature, Vol. V.]
By Dr. Asutosh Bhattacharyya, M. A., Ph. D.
Price Rs. 12·50 (Rupees Twelve and Fifty Paisa only)
Published by—P. C. Bhowal
Calcutta Book House
1/1, College Square, Calcutta-12.

প্রকাশক :
শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল
ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

গ্রন্থনা
শ্রীগৌরাঙ্গ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
৭২।৩, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল
মুদ্রণ ভারতী প্রাইভেট লিমিটেড
২, রামনাথ বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৯

মূল্য : বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

কবি-বন্ধু

শ্রীসুধীর গুপ্ত

অভিন্নহৃদয়েষু

বাংলার লোক-সাহিত্য

নিবেদন

বাংলা লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ধাঁধা সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত বিষয়। এ যাবৎ ইহার সংগ্রহও যেমন অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে, তেমনই ইহার বিষয়ে কাব্য-কিংবা সমাজ-বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনাও কিছুই হয় নাই। ইহার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ছড়া, গান এবং কথা সম্পর্কে তাঁহার যে গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা প্রকাশ পাইয়াছে, ইহার সম্পর্কেও যদি তাহা প্রকাশ পাইত, তবে তাহা দ্বারা বাঙালী সংগ্রাহক এবং সমালোচক অনুপ্রাণিত হইতে পারিতেন; কিন্তু তাহা হয় নাই বলিয়াই, ইহার প্রতি বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি যথাযথ আকৃষ্ট হইতে পারে নাই।

চট্টগ্রামের অধিবাসী মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদই সম্ভবতঃ বাংলা ধাঁধার প্রথম সংগ্রাহক। তাঁহার 'চট্টগ্রামী ছেলে ঠাকানী ধাঁধা' নামক সংগ্রহ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৩১২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়, তারপর হইতেই কিছু কিছু আঞ্চলিক সংগ্রহ বাংলা দেশের নানা আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ধাঁধা সম্পর্কিত কোন আলোচনাই আজ পর্যন্ত বাংলায় প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং বাংলার লোক-সাহিত্যের বর্তমান খণ্ডখানি এই বিষয়ে সর্বপ্রথম বলিয়াই এক অতি দুঃসাহসিক প্রয়াস।

অথচ ধাঁধা (Riddle) পৃথিবীর বিভিন্ন অগ্রসর দেশে যে পরিমাণ সংগ্রহ এবং তাহা অবলম্বন করিয়া গবেষণা হইয়াছে, তাহা বিস্ময়কর। ইংরেজি ধাঁধার সংগ্রাহক এবং গবেষক আর্চার টেলার-এর *English Riddles from Oral Tradition* এবং *A Collection of Irish Riddles* ধাঁধার সংগ্রহ এবং গবেষণার বিরাট কীর্তিস্তম্ভ। ইহা ইংরেজি লোক-সাহিত্যের সমৃদ্ধির অন্যতম নিদর্শন। ভারতবর্ষ বহু প্রাচীন দেশ; সুতরাং ঐতিহ্য-মূলক ধাঁধার উৎস ইহার আরও গভীর এবং প্রাচীন; সুতরাং ধাঁধার বিষয়ে ইহারও সমৃদ্ধি থাকিবারই কথা। কিন্তু কেবল মাত্র এই বিষয়ে অনুরাগের অভাবে আমাদের এই বিপুল সম্পদ সম্পর্কে আমাদের এ' যাবৎ কোন ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে নাই। এখনও ভারতের গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষর সমাজের মুখে মুখে ধাঁধার যে এক বিপুল সংখ্যা ছড়াইয়া আছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া যথাযথ ভাবে উপস্থিত করিতে পারিলে আর্চার টেলারের সংগ্রহ অপেক্ষাও বহুগুণে সমৃদ্ধ এবং মূল্যবান সংগ্রহ প্রকাশিত হইতে পারে।

বর্তমান গ্রন্থে নানা কারণেই বাংলা ধাঁধার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয় নাই। বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে আমি আমার ছাত্রছাত্রী এবং গ্রামবাসীদের সহায়তায় যে সকল ধাঁধা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা এই গ্রন্থে স্থানাভাব বশতঃ সঙ্কলিত করিতে পারি নাই। গ্রামাঞ্চলে যে এত ধাঁধা এখনও প্রচলিত আছে এবং প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে এখনও যে তাহাদের ব্যবহার হয়, গ্রামে গিয়া ধাঁধা-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে এই বিষয়ে আমারও কিছুই ধারণা ছিল না। সেইজন্য কয়েক বছরের মধ্যে সংখ্যার দিক দিয়া আশার অতিরিক্ত ধাঁধা সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। কেবলমাত্র বিষয়গত বৈচিত্র্য দেখাইবার জন্য বহু বিষয়েরই কিছু কিছু ধাঁধা মাত্র বর্তমান খণ্ডে সংকলন করিয়াছি।

পুরুলিয়া জিলার এবং মেদিনীপুর জিলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে সংগ্রহ-শিবির স্থাপন করিয়া বিগত ১০ বৎসর যাবৎ আমি আমার ছাত্রছাত্রীদিগের সহায়তায় ধাঁধা সংগ্রহের কাজ করিয়াছি। সেইজন্য এই সকল অঞ্চলের ধাঁধা সংখ্যার দিক দিয়া অধিক সঙ্কলিত হইয়াছে। বাংলা দেশের প্রান্তিক অঞ্চলেই লোক-সাহিত্যের নিদর্শন অধিক পরিমাণে বর্তমান আছে মনে করিয়া এই অঞ্চলগুলিই আমি আমার সংগ্রহ কার্যের জন্য নির্বাচন করিয়াছিলাম, তাহাতে আশাতীত সুফল লাভ করিয়াছি। নানা কারণেই অন্যান্য প্রান্তিক অঞ্চলগুলি সম্পর্কে এই সুযোগ গ্রহণ করিতে পারি নাই। তবে বাংলার পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তিক অঞ্চল হইতে কিছু নির্ভরযোগ্য সংগ্রহ নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি তাহা হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছি।

গ্রামাঞ্চলের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হইতে ধাঁধার সংগ্রহ এক অতি দুরূহ ব্যাপার। ইতিমধ্যেই গ্রাম এবং সহরের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে গ্রাম্য লোকের নিকট সহরের অধিবাসী অবিশ্বাসের পাত্র হইয়াছে। সুতরাং সংগ্রহের উদ্দেশ্য লইয়া যদি কেহ কোন দিন গ্রামাঞ্চলে যায়, তবে তাহাদিগকে সকলেই অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখে; এই অবস্থায় তাহারা কিছুতেই তাহাদের মনের কথা খুলিয়া বলিতে চাহে না। বার বার যাতায়াতের পর তাহাদের অবিশ্বাস ধীরে ধীরে দূর হয়, তখন অবশ্য তাহারা মনের আর কিছুই গোপন করিয়া রাখে না; তাহারা যাহা জানে, তাহা মন খুলিয়া বলিয়া দেয়। সুতরাং এই কার্যে ধৈর্য যেমন আবশ্যক, তেমনই সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতিও তেমনই আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ এই বিষয়ে আরও একটি অসুবিধা এই যে, গ্রামাঞ্চল হইতে সংগৃহীত প্রত্যেকটি ধাঁধা-ই নিজস্ব অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষায় রচিত হয়। শুধু তাহাই নহে, বিশেষ অঞ্চলের জীবনোপকরণই তাহার ভিত্তি হইয়া থাকে। অথচ এ'কথা সকলেই বুঝিতে পারেন, নদীমাতৃক পূর্ববাংলা এবং অরণ্য এবং পর্বত বেষ্টিত পশ্চিম সীমান্ত বাংলার জীবনোপকরণ কখনও এক হইতে পারে না। সুতরাং একান্ত ভাবে আঞ্চলিক জীবন ভিত্তি করিয়া আঞ্চলিক ভাষায় যাহা রচিত হয়, তাহা বাহিরের সংগ্রাহকদিগেরও সহজে বোধগম্য হইতে পারে না। অনেক সময় আঞ্চলিক বিষয় কিংবা আঞ্চলিক শব্দের বিশেষ অর্থ বিশেষ অঞ্চলের লোক বুঝিতে পারিলেও অন্যকে তাহা বুঝাইতে পারে না। অথচ অনুমান করিয়াও তাহাদের কোন অর্থ প্রকাশ করা যায় না। এই সকল ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষা এবং বিষয়গুলিকে অপরিবর্তিতই রাখা হইয়াছে, কোন মনগড়া অর্থ দিয়া তাহাদিগকে ব্যাখ্যা করিবার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। কিন্তু তাহার ফলে হয় ত মূল বক্তব্য বিষয়টি সর্বত্র সমান স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই।

লোক-সঙ্গীতের যদিও অনুরূপ আঞ্চলিক রূপ আছে, তথাপি ইহার কতকগুলি সর্বজনীন বিষয়ও আছে। রাধাকৃষ্ণ, হরগৌরী, রামসীতা, চাঁদ-মনসা প্রভৃতির প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া এখনও সমগ্র বাংলাদেশ-ভিত্তিক লোক-সঙ্গীত রচিত হইয়াছে। কিন্তু ধাঁধার এমন কোন সর্বজনীন অবলম্বন নাই। যে অঞ্চলে জীবনের যে রূপ প্রকাশ পাইয়াছে, সেই অঞ্চলে তাহাই ধাঁধার অবলম্বন হইয়াছে। তবে কতকগুলি সাধারণ বিষয় যে না আছে, তাহাও নহে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হইতে ধাঁধা সংগ্রহ করিতে গিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, যে অঞ্চলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাব বেশি হইয়াছে, সেই অঞ্চলে ধাঁধার প্রচলনও কম। অর্থাৎ নাগরিক জীবন প্রভাবিত পল্লীসমাজে ইহার প্রচলন নাই, তাহা হইতে যতই দূরে গিয়াছি, ধাঁধার সন্ধান ততই বেশি পাইয়াছি। বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্রই হাটে বাজারে, পথে ঘাটে, ফিরিওয়ালার কাছে 'কালিদাসের হেঁয়ালী', 'বরযাত্রী ঠকানো ধাঁধা', 'বাসর ঘরে-'বর ঠকানো ধাঁধা' এই সকল নামে বটতলার ধাঁধার বই কিনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের প্রভাব দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের ধাঁধাতেও অনুভব করা যায়। ইহাদের একটি প্রধান অংশই লৌকিক ধাঁধা।

ধাঁধা সংগ্রহের দুরূহ কার্যে আমার যে সকল ছাত্র-ছাত্রীর নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কল্যাণভাজন শ্রীসুশান্ত কুমার হালদার এম. এ. বি. টি-র নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার এই বিষয়ে একটি স্বাভাবিক অনুরাগ সৃষ্টি হইয়াছে এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি ২৪ পরগণা এবং নদীয়া জেলার সীমান্ত হইতে বহুসংখ্যক মূল্যবান্ ধাঁধা সংগ্রহ করিয়াছেন।

মেদিনীপুর জিলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার সুবর্ণরেখা নদীর দুই তীরবর্তী গ্রামগুলিতে বাংলা ধাঁধার এক অফুরন্ত ভাণ্ডারের সন্ধান পাইয়াছিলাম। বারবার সেই অঞ্চলে গিয়া সংগ্রহ-শিবির স্থাপন করিয়া সেখান হইতে ধাঁধার সংগ্রহ করিয়াও সেখানকার একাংশ ধাঁধাও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সেই অঞ্চলের সংগ্রহের কার্যে কল্যাণভাজন অধ্যাপক শ্রীসনৎকুমার মিত্র এম. এ. এবং শ্রীজয়ন্তকুমার রায় এম. এ. আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীসুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আমার সংগ্রহকার্যের সঙ্গীরূপে বহু মূল্যবান ধাঁধা সংগ্রহ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থের প্রেস কপি প্রস্তুতের কাজ অত্যন্ত দুঃসাধ্য ছিল। কারণ, কয়েক বৎসর যাবৎ সংগৃহীত সহস্রাধিক উপকরণ যে ভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা বিষয় এবং শ্রেণী অনুযায়ী বিভাগ করিয়া অনুলিপি করা সহজ কাজ ছিল না। আমার পরম স্নেহাস্পদা ছাত্রী শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য এম. এ, বি. টি এই দুরূহ কার্যে আমাকে সহায়তা করিয়াছেন। কল্যাণীয়া শ্রীমতী মায়া সরকার এম এ., শ্রীমতী শীলা রক্ষিত এম. এ এবং শ্রীমতী কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ-ও আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া উপকৃত করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

সংযোজন

আচার মূলক ধাঁধা

(সপ্তম অধ্যায়ে 'আচার মূলক' ধাঁধা বিষয়ে নিয়োক্ত নিদর্শনটি যুক্ত হইবে। গ্রন্থের মুদ্রণ শেষ হইয়া যাইবার পর ৬ই জুন ১৯৭১ তারিখে বাঁকুড়া জিলার শালতোড়া গ্রামের অধিবাসী ক্ষেত্রনাথ মণ্ডলের নিকট হইতে এই অংশ সংগৃহীত হইয়াছে। জামাতা শ্বশুর বাড়ীতে যাওয়ার পর তাহাকে কতকগুলি ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিয়া সেই অঞ্চলে যে আচার পালনের রীতি প্রচলিত আছে, উদ্ধৃত ধাঁধাগুলি সেই সম্পর্কেই ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহা যে বর্তমান কালেও পল্লীজীবনে ব্যবহৃত হয়, নিতান্ত সাম্প্রতিক সংগ্রহ হইতে তাহাই বুঝিতে পারা যাইবে।)

জামাই শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়াছে। সবে মাত্র বাড়ীর আঙ্গিনাতে পা দিয়াছে। শ্বশুর আঙ্গিনায় বসিয়াছিলেন, তিনি জামাতাকে দেখিবা মাত্রই জিজ্ঞাসা করিলেন,—

কোথা থেকে এলেন মহাশয় আঙ্গিনায় দিলেন পা।
আঙ্গিনাখানি কেটে গেল জোড়াই দিয়ে যা॥

জামাই বিব্রত বোধ করিলেন। আঙ্গিনা ত ফাটাই ছিল, তিনি কি করিয়া তাহা ফাটাইলেন। এখন কি করিয়া তিনি তাহা জোড়া দিতে পারেন? তিনিও হেঁয়ালী করিয়া বলিলেন,

চালুনি ক'রে দুগ্ধ আন পেট ভ'রে খাই।
দশজনকে ডেকে আন জোড়াই দিয়ে যাই॥

শ্বশুর দেখিলেন, জামাই বেশ চতুর। তাহার সর্ত পূরণ করা সম্ভব নহে, সুতরাং আঙিনা জোড়া দিবার কোন কথা আর হইল না। এইবার তিনি জামাতাকে আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, বলত বাবাজী, তোমার গুপ্ত পিতার নাম কি?'

জামাতা তৎক্ষণাৎ তাহার জবাব দিলেন,

শুহন শুহেন শুহন, মহাশয়, কহি তব ঠাঁই,
আমাদের গুপ্ত পিতা কোন পুরুষে নাই।
আপনার যদি গুপ্ত পিতা আছেন ঘরে,
আপনি কি বলবেন মহাশয়, আপনার মা বলতে পারে।

শ্বশুর বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার জামাতা নির্বোধ নহে। তিনি জামাতার জন্ম একখানি আসন আনিবার আদেশ দিলেন।

শ্যালক আসন জোগাইল। শ্বশুর জামাতাকে বলিলেন, 'আসন শুদ্ধ করিয়া বস।' কি করিয়া আসন শুদ্ধ করিতে হয়, জামাতার তাহা জানা ছিল। তিনি বলিলেন,

ভুট্ট কম্বল আদি করি যতেক বিছানা।
একে একে শুদ্ধ হলো দশের বিছানা॥
দশ জনা করি পদধূলি পড়িল যাহারে।
আসন শুদ্ধ হ'লো বস সবারে॥

যাহাতে দশজনের পদধূলি পড়ে, তাহাই শুদ্ধ; দশজন যে আসনে বসে তাহাই শুদ্ধ। সবাইকে লইয়া জামাই আসনে বসিল।

তখন শ্বশুর এবং শ্যালক জামাতার নাম জিজ্ঞাসা করিল। জামাতা বলিল, আমার নাম শ্রীক্ষেত্রনাথ মণ্ডল। শ্বশুর এবং শ্যালক উভয়েই জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তোমার নামের আগে শ্রী হইল কেন? জামাতা শ্বশুরকে ইহার একভাবে উত্তর দিল, কারণ, শ্বশুর শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এবং শ্যালকদিগকে অন্য ভাবে উত্তর দিল; কারণ, তাহাদের সঙ্গে হাস্য এবং পরিহাসের সম্পর্ক। শ্বশুরকে বলিল,

যখনই জন্মিলাম আমি জননী জঠরে।
শ্রীপদ পেয়েছি আমি মহাদেবের বরে॥
শ্রীপদ পাইয়া আমার হরষিত মন।
আরকটি প্রশ্ন কর শুঁড়ির নন্দন॥

শ্যালকদিগকে বলিল,

আসক পাতা বাসক পাতা ফুল গুঁজেছি কানে,
নেতার বোনকে বিয়ে করেছি শ্রী পেয়েছি দানে॥

এক শ্যালক জামাইকে তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল, বলিল, 'হুঁকা শুদ্ধ করিয়া খাও।' কি করিয়া হুঁকা শুদ্ধ করিতে হয়, জামাই তাহা জানে। বলিল,

উত্তম গাছের ফল, তাহাতে ধরে নারিকল
নারিকল কুঁদিলে হয় হুঁকা।
জল ভরি খল খল তামুক দি মিঠা,
দশজনাকার আজ্ঞা পাই খাই একটান হুঁকা।

নারিকেল ফল পবিত্র, তাহা দিয়া হুঁকা তৈরী হয়। জল, গঙ্গা, মাথায় আগুন, সবই পবিত্র সুতরাং হুঁকা অমনিতেই পবিত্র, তাহাকে পবিত্র করিবার প্রয়োজন নাই। ইহাই জামাইর বক্তব্য।

জামাতার তামাক খাওয়া হইয়া গেল। ছোট শ্যালক তাহার পাশে আসিয়া বসিয়া তাহার কাপড়ের কোঁচাটি ধরিয়া বসিয়া রহিল, কোঁচা ছাড়িবার কোন লক্ষণ নাই। শ্বশুর জামাতাকে স্নান করিতে যাইতে বলিতেছেন, কিন্তু শ্যালক তাহার কোঁচা ধরিয়া রাখিবার জন্য জামাতা উঠিতে পারিতেছে না। একটি ছড়া বলিয়া কোঁচাটি ছাড়াইতে হয়, জামাই ছড়াটি বলিল,—

মায়ে কাটে সরু সুতা বাপে দেয় বানী,
ছাড়রে পাপিষ্ঠ শালা আমার কোঁচা খানি।

শ্যালক কোঁচা ছাড়িয়া দিল। জামাতা স্নান করিয়া আসিয়া খাইতে বসিল। খাওয়ার পর শ্যালক জামাতাকে বলিল, 'পাতা ফেলিয়া দাও।' ইহার জবাবে কি বলিতে হয়, জামাই তাহা জানিত. সে বলিল,

পুবে আছে চাঁদ সুয্যি পছিমে উঠিছে তারা,
হাতে ধ'রে মান ক'রেছে পাত ফেলবে তারা।

ইহার অর্থ এই যে, তাহার স্ত্রী আছে, সুতরাং সে-ই পাতা ফেলিবে, এই কাজ তাহার কর্ত্তব্য নহে।

জামাতা সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

বিষয়-সূচী

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট—ক

বাংলার লোক-সাহিত্য

ভূমিকা

১

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেরই সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোক-সাহিত্যের যে সকল বিষয়ের গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছে, ধাঁধা তাহাদের অন্যতম। একদিন এমন ছিল, যখন ধাঁধার উত্তর দিবার উপর একজনের জীবন এবং মরণ নির্ভর করিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাচীন সাহিত্য এবং সভ্যতার ইতিহাস হইতে তাহার বহু নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমানে ধাঁধা নিরক্ষর সমাজের অবসর বিনোদনের অবলম্বন মাত্র, ইহার অতিরিক্ত আর ইহার কোন মূল্য নাই। তবে ক্বচিৎ প্রাচীন ধারা অনুসরণ করিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজ-জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এখনও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে ইতিমধ্যে এই ব্যবহারে শৈথিল্যের ভাব দেখা দিয়াছে।

কেহ কেহ ধাঁধাকে লোকসাহিত্যের সকল বিষয় অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে করেন। একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত লিখিয়াছেন, 'A good case could probably be made for their priority to all other forms of literature or even to all other oral lore, for riddles are essentially metaphors, and metaphors are the result of the primary mental processes of association, comparison and the perception of likenesses and differences.'[১] অর্থাৎ তিনি মনে করেন, সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় ধাঁধাকে সম্ভবতঃ প্রাচীনতম বলিয়া উল্লেখ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, অন্ততঃ লোকসাহিত্যের মধ্যে যে ইহা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, তাহা মনে করা যাইতে পারে। কারণ, ধাঁধা মূলতঃ রূপক...... (metaphor) এবং ইহা মানব মনের আদিম চিন্তাধারা অনুসরণে সংসর্গ, তুলনা, ঐক্য এবং বৈপরীত্য লক্ষ্য করিয়া পরিকল্পিত হইয়া থাকে।

কিন্তু এই উক্তি সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ, রূপকের পরিকল্পনা উচ্চতর রস এবং জীবনবোধের ফল, আদিম সমাজের মধ্যে যথার্থ রূপক বা metaphor বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা সৃষ্টি হইতে পারে না। ইহার পরিকল্পনায় যে মানসিক ক্রিয়া (mental process)র প্রয়োজন হয়, তাহা

১ SDFL, II, 938.

কদাচ আদিম সমাজের মানুষের মধ্যে আশা করা যায় না। এমন কি, যে ক্ষেত্রে দেখা যায়, বহু আদিম সমাজে যথার্থ 'লোকশ্রুতি' বা folklore বলিতে কিছু নাই, সেখানে ধাঁধার মত বুদ্ধি এবং কৌশল পূর্ণ রচনা সম্ভব, তাহা কিছুতেই মনে হইতে পারে না। তারপর সংসর্গ (association), তুলনা (comparison) কিংবা ঐক্য এবং বৈপরীত্যের অনুভূতি (perception of likeness and difference) আদিম সমাজ ভুক্ত মানবের পক্ষে যথাযথ সম্ভব নহে। সুতরাং যদি তাহাই হয়, তবে ধাঁধা কদাচ আদিম সমাজের সর্বপ্রথম রস-সৃষ্টি বলিয়া মনে করা সঙ্গত হয় না। মননশীলতায় অগ্রসর কোন সমাজের সংস্পর্শে না আসিলে কিংবা তাহা দ্বারা কোন না কোন ভাবে প্রভাবিত না হইলে সেই সমাজে ধাঁধার জন্ম হইতে পারে না। ভারতের বহু আদিবাসী সমাজেই ধাঁধার অস্তিত্ব নাই। কেবলমাত্র যে সকল আদিবাসী সমাজের উপর খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক দিগের প্রভাবের ফলে ধর্ম এবং শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, তাহাদেরই মধ্যে ধাঁধার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

উক্ত পাশ্চাত্ত্য সমালোচক ধাঁধার প্রাচীনতম উদ্ভবের আর একটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন ; 'Possibly confirmatory of their antiquity too is the ubiquitous element of humour and wit.' অর্থাৎ সম্ভবতঃ ইহার সর্বব্যাপী হাস্য এবং কৌতুকরসের অস্তিত্ব ইহার প্রাচীনত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই সৃষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। অধিকাংশ প্রাচীন ধাঁধাতে যথার্থ কৌতুক কিংবা হাস্যরস বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা নাই ; বরং জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় তাহা ভারাক্রান্ত। এমন কি, সাহিত্য সৃষ্টিতে—তাহা লোকসাহিত্যই হোক, কিংবা শিল্পসাহিত্যই হোক, হাস্যরস এবং বিশেষতঃ কৌতুক রস (wit)-এর ব্যবহার উচ্চতর জীবনবোধের ফল, এবং জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা দ্বারাই তাহা লব্ধ। সুতরাং নিতান্ত আদিম সমাজের সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে তাহা আশা করা যায় না। বিশেষতঃ হাস্য এবং কৌতুক রস সৃষ্টির জন্য জীবনের যে বহুমুখী অভিজ্ঞতার আবশ্যক, তাহা কদাচ গোষ্ঠী এবং আঞ্চলিক জীবনের বৈচিত্র্যহীন সীমায় আবদ্ধ মানুষের পক্ষে সঞ্চয় করা সম্ভব নহে। বিভিন্ন বিষয় এবং বস্তুর মধ্যে হইতে কোন গোপন ঐক্যের সন্ধানের ফলে অনেক সময় যে ধাঁধার হাস্যরসের সৃষ্টি হয়, আদিম সমাজের মানুষ নানা কারণেই তাহার সন্ধান লাভ করিতে পারে না। সুতরাং হাস্য এবং কৌতুক রসের অস্তিত্ব লোকসাহিত্যে ধাঁধার প্রাচীনত্বের পরিচায়ক

বলিয়া কদাচ স্বীকার করা যায় না। বিষয়-বস্তু এবং জীবনাচরণের বৈচিত্র্য সম্পর্কে ভূয়োদর্শিতা না জন্মিলে বিভিন্ন বিষয় এবং বস্তুর গোপন ঐক্য আবিষ্কার করা কদাচ সম্ভব নহে।

আদিম সমাজের একটি মাত্র বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে তাহার সঙ্গে ধাঁধার উদ্ভবের কিছু সম্পর্ক অনুমান করা যাইতে পারে, তাহা আদিম সমাজের ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া (magic)। আদিম সমাজের ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার কোন কোন ক্ষেত্রে ধাঁধার ব্যবহার দেখা যায় এবং তাহার ধারা আজ পর্যন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে আদিম এবং মানসিকতায় অনগ্রসর সমাজের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায়। বাংলা দেশে চৈত্র সংক্রান্তির শিবের গাজনে কিংবা পশ্চিম সীমান্ত বাংলার ধর্মের গাজনে ভক্ত্যা বা সন্ন্যাসীদের মধ্যে যে উত্তর প্রত্যুত্তর মূলক ধাঁধা জাতীয় কতকগুলি ছড়ার ব্যবহার হইয়া থাকে, আদিম সমাজ-জীবনেই তাহাদের উৎসের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। বিবাহাচারে ব্যবহৃত ছড়াগুলিকেও আদিম সমাজে উদ্ভূত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু এখানেও একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে অনেক ধাঁধাই প্রাচীন সামাজিক কোন আচরণের পরিবর্তিত রূপ মাত্র, ইহাদের মধ্যে সমাজ জীবনের মৌলিক রূপের সন্ধান পাইবার কোন উপায় নাই। যেমন বিবাহাচারে ব্যবহৃত ধাঁধাগুলি আসুর বিবাহে ব্যবহৃত ক্রিয়া বা আচারের পরিবর্তিত রূপ মাত্র। সুতরাং ইহাদিগকেও সমাজের কোন আদিম রূপ বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। বর্তমান সমাজে প্রচলিত বহু ক্রীড়া যেমন প্রাচীনতম সমাজের যুদ্ধেরই পরিবর্তিত আধুনিক রূপ, বহু ধাঁধাও তাহাই। বিবাহাচারে ব্যবহৃত ধাঁধাও যে তাহাই, তাহা স্পষ্টতই বুঝিতে পারা যায়। দৈহিক শক্তির স্থান ক্রমে সমাজে মানসিক শক্তি বা বুদ্ধিই অধিকার করিয়া লইয়াছিল; ধাঁধাও দৈহিক যুদ্ধের পরিবর্তে মানসিক যুদ্ধ। যদি তাহাই হয়, তবে ধাঁধাকে সমাজ-জীবনের আদিম সংস্কৃতির পরিচায়ক বলিয়া কোন ভাবেই নির্দেশ করা যায় না।

তবে কোন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ায় কিংবা কোন সামাজিক প্রাচীন সংস্কারে যে এখনও ধাঁধার ব্যবহার হয়, তাহা সমাজ-জীবনের এক অতি প্রাচীন রূপের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। ইহাদের মধ্যে বাংলা দেশে গাজনোৎসবে প্রচলিত সন্ন্যাসী বা ভক্ত্যাদিগের মধ্যে যে ধাঁধার মত প্রশ্নোত্তরবাচক ছড়া ব্যবহৃত হয়, তাহা এবং মধ্যপ্রদেশের গঁড়জাতির মধ্যে প্রচলিত অন্ত্যেষ্টি ধাঁধা (Death Riddle)

অন্যতম। কিন্তু এই সকল ধাঁধার বিষয়বস্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে ইহারা প্রাচীন হইলেও সমাজ-জীবনের সর্বপ্রাচীন রূপের কোন পরিচয় ইহাদের মধ্যে প্রকাশ পায় নাই। যেমন গাজনের ধাঁধা কৃষি-ভিত্তিক সমাজে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে; কিন্তু কৃষিভিত্তিক সমাজের পূর্বেও মৃগয়াজীবী যে যাযাবর সমাজ ছিল, তাহার কোন পরিচয় ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় নাই। গড় জাতির অন্ত্যেষ্টি ধাঁধার মধ্যেও জীবন এবং পরলোক সম্পর্কে যে বিশ্বাসের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও আদিম সমাজ হইতে জাত বলিয়া মনে করিবার কিছু কারণ নাই; কারণ, তাহার উপর উচ্চতর জীবন-দর্শনের প্রভাব অনুভব করা যায়। সুতরাং ইহাকেও আদিম সমাজের কোন রূপ বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই।

এরিষ্টোটেল রূপকের (metaphor) সঙ্গে ধাঁধার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাহা যে নৃতত্ত্ববিদ্‌, ভাষাতত্ত্ববিদ্‌, মনস্তত্ত্ববিদ কিংবা লোক-শ্রুতিবিদ ইহাদের কাহারও দৃষ্টি যথার্থ আকর্ষণ করিতে পারে নাই, সেইজন্য কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।[১] কিন্তু ইহার একটি কারণ আছে; তাহা এই যে metaphor বা রূপক-এর সঙ্গে সাহিত্য বিশেষতঃ কাব্যের সম্পর্ক বলিয়া মনে করা হয়; ইহা প্রধানতঃ কল্পনার ফল। ইহা কাব্যেরই অলঙ্কার; সেইজন্য প্রাকৃত বিজ্ঞান (natural science) শাখায় তাহার কোন ক্রিয়া আছে, তাহা সহজে মনে হইতে পারে না। বিশেষতঃ যাহারা প্রাকৃত বিজ্ঞানের অনুশীলন করেন, তাঁহারা কাব্য এবং সাহিত্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া চলেন। সুতরাং যে দৃষ্টি দিয়া এরিষ্টোটেল ধাঁধাকে রূপক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন, সে দৃষ্টি প্রাকৃত বৈজ্ঞানিকদিগের ছিল না বলিয়া তাঁহারা ইহার গূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অথচ একটু গভীর ভাবে দেখিলেই এরিষ্টোটেলের উক্তির তাৎপর্য সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। ধাঁধার মত রূপকে পরিচয়বাচক শব্দগুলি সর্বদা উহ্য থাকে। যেমন জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞানের অন্ধকার অপনীত হয়। এখানে সূর্য শব্দটি উহ্য আছে, যেমন এখানে বলা উচিত, জ্ঞানরূপ সূর্যের আলোকে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়। ধাঁধার মধ্যেও বিষয়ের বর্ণনা কিংবা বস্তুর ক্রিয়াটির বর্ণনা থাকে; কিন্তু বস্তুটি উহ্য আছে। বস্তুটিকে সন্ধান করিয়া বাহির করা ধাঁধার লক্ষ্য; রূপকের মধ্যে পরিচয়বাচক শব্দটি উহ্য থাকিলেও

১। প্রাগুক্ত

তাহা যথাযথ উপলব্ধি করিতে না পারিলে বক্তব্য বিষয়ের অর্থ কিংবা রস কিছুই উপলব্ধি করিতে পারা যায় না।

রূপক অলঙ্কারে উপমান এবং উপমেয়ের তুলনা করিতে গিয়া উভয়ের অভেদ বা অভিন্নত্ব কল্পনা করা হয়। এই অভেদ বা অভিন্নত্ব এমনভাবে কল্পনা করা হয় যে, তাহাদের মধ্যে যেন কোন পার্থক্যই নাই। ধাঁধার মধ্যেও তাহাই হইয়া থাকে। যেমন,

একটু খানি গাছে
রাঙা বৌটি নাচে। লঙ্কা

এখানে রাঙা বৌ এবং লাল লঙ্কাটিতে কোন ভেদ আছে বলিয়া মনে করা হয় না। তেমনই 'জ্ঞানের আলোকে অন্ধকার বিদূরিত হইল' বলিয়া যখন উল্লেখ করা হইল, তখন জ্ঞানের সঙ্গে সূর্যের কোন ভেদ কল্পনা করা হইল না। দুই ক্ষেত্রেই উপমেয়টি উহ্য আছে ; ধাঁধার ক্ষেত্রেও লঙ্কা উপমেয়, তাহা এখানে ব্যক্ত নহে এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে সূর্য উপমেয়, তাহাও এখানে উহ্য আছে। সুতরাং ধাঁধার মধ্যে যে রূপকের শুধু লক্ষণই নয়, স্বাধর্ম্য আছে, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

তবে ধাঁধা হইতেই কি রূপক (metaphor) অলঙ্কারের জন্ম হইয়াছে ? এই কথা মনে করা কি সঙ্গত হইবে ? বলা বাহুল্য এমন কথা এরিষ্টোটেল বলেন নাই। এমন অনুমান করা কতদূর সঙ্গত তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। তবে এই কথা সত্য, ধাঁধার মধ্যে রূপক অলঙ্কারের গুণ আছে। কিন্তু তথাপি ইহাদের মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য এই যে, ধাঁধায় উপমেয়টি সর্বদাই উহ্য থাকে, তাহা সন্ধান করিয়া বাহির করাই ধাঁধার উদ্দেশ্য, কিন্তু রূপক অলঙ্কারে উপমেয় সর্বদাই যে উহ্য থাকে, তাহা নহে এবং উপমেয়কে সন্ধান করিয়া বাহির করাও রূপকের লক্ষ্য নহে। তবে রূপকে উপমেয়কে যথাযথ অনুভব করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা না করিতে পারিলে তাহার যথার্থ রস গ্রহণ সম্ভব হইতে পারে না।

একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রকৃতি-বিষয়ক ধাঁধাগুলিকে প্রাচীনতম বলিয়া মনে করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে গ্রহ-নক্ষত্র, রৌদ্র বৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ক ধাঁধাগুলিই সমাজে সর্বপ্রথম রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা কি সম্ভব ? সমাজের আদিম অবস্থা হইতে আজ পর্যন্ত মানব-মনের

রহস্য কোন পথে কি ভাবে উদ্‌ঘাটিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই; এমন কি, এই বিষয়ে অনুমানও অনেক সময় নির্ভুল হইতে পারে না। আগেই বলিয়াছি, মননশীলতায় কিছু দূর অগ্রসর না হওয়া পর্যন্ত কেহ ধাঁধা রচনা করিতে পারে নাই। কারণ, ইহা কেবল হাসিকান্না বা সুখ দুঃখের সহজ অভিব্যক্তি মাত্র নহে, ইহার রচনায় একটু কৌশল বা বুদ্ধি প্রয়োগের আবশ্যক হয়। এই পরিমাণ বুদ্ধি যখন মানব-সমাজে জাগিয়াছে, তখন তাহা কেবলমাত্র গ্রহ-নক্ষত্র, রৌদ্র বৃষ্টির মধ্যেই যে তাহাদের সৃষ্টিশক্তি সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা মনে করা যাইতে পারে না। সে তখন সকল বিষয়েই ভাবিতে শিখিয়াছে। সুতরাং প্রকৃতি বিষয়ক ধাঁধাগুলিই প্রথম রচিত হইয়াছে এবং অন্যান্য বিষয়ক ধাঁধা পরবর্তী কালে রচিত হইয়াছে, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। বিশেষতঃ ধাঁধার যে বর্তমান সংগ্রহ কিংবা লিখিতভাবে পূর্ববর্তী সংগ্রহও আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাদের মধ্যে রচনার দিক দিয়াই হোক কিংবা বিষয় বস্তুর দিক দিয়াই হোক, সুপ্রাচীন কালের কোনও স্বাক্ষর সুস্পষ্টভাবে মুদ্রিত হইতে পারে নাই। তবে এই কথা সত্য, মধ্যযুগের ধাঁধাগুলির মধ্যে সমসাময়িক কালের ভাষার রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আধুনিক কাল পর্যন্ত আধুনিক ভাষায়ও তাহাদের রূপান্তরও আমরা লক্ষ্য করিতে পারি।

যদি প্রাচীনতম বলিয়া কোন ধাঁধার উল্লেখ করিবারই প্রয়োজন হয়, তবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিষয়ক ধাঁধাগুলিকেই সর্বপ্রাচীন বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে, প্রকৃতি বিষয়ক ধাঁধাগুলিকে নহে। কারণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গেই মানুষের প্রথম পরিচয় হইয়াছে। সেইজন্য মানুষ আজও সংখ্যা গণনায় আঙুলের ব্যবহার করিয়া থাকে, দৈর্ঘ্য মাপিতে হাত ব্যবহার করিয়া থাকে, মানুষ এবং পশুপক্ষীর চিত্র দিয়াই মানুষ প্রথম অক্ষরের পরিকল্পনা করিয়াছে। আজ পর্যন্তও মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবলম্বন করিয়া রচিত অসংখ্য ধাঁধা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে মানুষের জিহ্বা, দাঁত, চোখ, আঙুল, মাথার চুল, হাত এবং পায়ের নখ ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া আজও যে সকল ধাঁধা প্রচলিত আছে, ইহারাই সম্ভবতঃ মানব-সমাজের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী রচনা। তাহাদের প্রাচীনতম রূপ আজ আর নাই এ কথা সত্য, কিন্তু তাহাদের প্রাচীন ধারা অনুসরণ করিয়াই এ যুগের এই বিষয়ক ধাঁধাগুলি রচিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

তবে এ কথা সত্য, মানব-বুদ্ধির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধাঁধার গঠন জটিল হইতে জটিলতর হইয়াছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক ধাঁধাগুলি একদিন যেমন সরল কিংবা সহজ ভাষায় প্রকাশ করা হইত, তাহাদের মধ্যে রচনাগত কৌশল ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল; ক্রমে তাহা কাব্যের প্রায় সমধর্মী হইয়া উঠিল। তথাপি লৌকিক ধাঁধার রচনায় প্রাচীন আঙ্গিকটি কদাচ পরিত্যক্ত হইল না।

লৌকিক ধাঁধা নিরক্ষর সমাজে শিক্ষার একটি অঙ্গস্বরূপই ব্যবহৃত হইত। এমন কি, শিক্ষিত সমাজেও ধাঁধা শিশুশিক্ষার একটি প্রধান অবলম্বনরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। ইহার ভিতর দিয়া শিশু আনন্দের সঙ্গে যে ভাবে শিক্ষা লাভ করিতে পারে, বিদ্যালয়ের বাঁধা ধরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ভিতর দিয়াও তাহা তত সহজে পারে না। একজন ইংরেজ পণ্ডিত বলিয়াছেন, 'I have sat by the stove of a winter night and given the answers to the riddles my father and mother alternately asked me as they went through the catechism their parents had taught them. It was part of my education and much more interesting than the lessons in grammar school. It was much more mind-stretching for the answer to each new riddle was not given me until I had tried long and hard and turned the given situation every which-way seeking the solution.'[১] অর্থাৎ শীতের রাত্রে আগুনের পাশে আমি বসিতাম এবং আমার পিতা এবং মাতা পর্যায়ক্রমে আমাকে যে সকল ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহাদের জবাব দিতাম। আমার মাতামহ মাতামহী, কিংবা পিতামহ-পিতামহীর নিকট হইতে তাঁহারা যে সকল প্রশ্নোত্তরমালা শিখিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহাই আমাকেও জিজ্ঞাসা করিতেন এবং প্রয়োজনমত তাহাদের উত্তর বলিয়া দিতেন। ইহা আমার শিক্ষার অঙ্গ ছিল এবং ইংরেজি বিদ্যালয়ে আমি যে শিক্ষা পাইতাম, তাহা হইতে ইহা অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক ছিল। ইহাতে আমার মনের প্রসার হইত, কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি প্রত্যেকটি ধাঁধা অনেকক্ষণ ধরিয়া গভীরভাবে নানা দিক হইতে চিন্তা করিয়া জবাব দিতে পারিতাম, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে কোন ধাঁধারই উত্তর বলিয়া দেওয়া হইত না।

---

১ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০১

ইংরেজি শিক্ষা আমাদের দেশে প্রবর্তিত হইবার পর হইতে আমাদের দেশে মাতাপিতা তাঁহাদের শিশু সন্তানকে এই ধারায় শিক্ষাদান করিয়া ধাঁধার উত্তর জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার মনের প্রসার সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া কখনও শুনিতে পাওয়া যায় না। তবে এ দেশে ইংরেজি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্বে মাতা কিংবা মাতামহী বা পিতামহী স্থানীয়াদের নিকট হইতে কখনও কখনও এই ধারায় শিক্ষা লাভ করিয়া শিশুরা আত্মার প্রসার করিবার প্রয়াস পাইত এ' কথা সত্য। এই শিক্ষা মুখে মুখেই দেওয়া হইত এবং শিশুরাও মুখে মুখেই লাভ করিত। কিন্তু যেদিন হইতে লিখিত পাঠ্য পুস্তকের উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষার প্রবর্তন হইল, সে দিন হইতেই শিশুশিক্ষার এই সনাতন একটি ধারা নিতান্ত উপেক্ষিত হইতে লাগিল।

কিন্তু তথাপি অক্ষর-জ্ঞান-সম্পন্ন শিশুর সমাজে ধাঁধা একটি সম্পূর্ণ নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল. তাহাকে লৌকিক ধাঁধার পরিবর্তে সাহিত্যিক ধাঁধা বলিয়া উল্লেখ করা যায়। কারণ, তাহাতে লৌকিক ধাঁধার ঐতিহ্য বহুল পরিমাণে অনুসরণ করা হইলেও তাহা ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক লিখিত ভাবে রচিত হইতে লাগিল, শিশু পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হইয়া বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন শিশুর মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গ্রাম্য নিরক্ষর সমাজে লৌকিক ধাঁধার ধারা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল না, বরং পূর্ববৎই তাহার ধারা অগ্রসর হইতে লাগিল। দ্বিপ্রহরে কর্মের অবসরে এবং বিশ্রামে, নিরক্ষর সমাজ এখনও ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিয়া এবং তাহার উত্তর দিয়া আনন্দ লাভ করে। তবে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত বাঙ্গালী পরিবারে ইহাদের অনুশীলন এক প্রকার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়।

ধাঁধার সহায়তায় আদিম সমাজের মানুষ মননশীলতার প্রথম অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছিল, কেহ কেহ এমন মনে করিয়াছেন। এ'কথা সত্য, লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় ধাঁধার রচনা এবং উত্তর দেওয়ার মধ্যেই সর্বাধিক মননশীলতার আবশ্যক। লোকসাহিত্যের অন্তর্গত ছড়া অনায়াস-সৃষ্ট, লোকসঙ্গীতও সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি, কিন্তু ধাঁধার রচনায় চিন্তা এবং কৌশল প্রয়োগের আবশ্যক। ইহাকেও স্বতঃস্ফূর্ত বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। একটি বস্তু সম্পর্কিত অভিনিবেশ পূর্ণ দৃষ্টি এবং সুগভীর অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত রচনা কৌশলও আয়ত্ত না থাকিলে সার্থক লৌকিক ধাঁধা রচনাও সম্ভব হইতে পারে না। লোকসাহিত্যের সামগ্রিক সৃষ্টি

(Communal creation)র বা গোষ্ঠীগত রচনার যে একটি দাবী আছে, ইহাতে তাহা কতখানি পূর্ণ হয়, তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। অর্থাৎ ইহাদের রচনা সমগ্র সমাজ কর্তৃক সমর্থিত হইলেও যে ব্যক্তি-বিশেষের, তাহা একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। সুতরাং ধাঁধার মধ্য দিয়া যেমন মানব-সমাজে মননশীলতার প্রথম বিকাশ হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতে পারে, তেমনই ধাঁধার মধ্য দিয়াই লোকসাহিত্যে ব্যক্তি-সচেতন শিল্পসাহিত্য সৃষ্টির প্রথম প্রয়াস দেখা দিয়াছিল বলিয়া মনে হইতে পারে। কারণ, তাব অর্থ এবং গঠনপ্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন না থাকিলে ধাঁধা রচনা করা যায় না এবং বুদ্ধি সজাগ এবং সক্রিয় না থাকিলেও তাহার জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না। তবে এ কথাও সত্য যে, বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া ধাঁধার সমাধান করা হয় না, বরং প্রচলিত উত্তরটি জানা থাকিলে তাহা স্মৃতি হইতে উদ্ধার করিয়া পরিবেশন করিতে পারিলেই ধাঁধার উত্তর দেওয়া হয়। কারণ, ধাঁধার উত্তর সাধারণতঃ ঐতিহ্যমূলক (traditional), তাহা বুদ্ধি গ্রাহ্য নহে।

সভ্যতার প্রভাব বশতঃ ব্যক্তিগত জীবনাচরণ যতই জটিল হইতে জটিলতর হইতে থাকে, ধাঁধার ব্যবহার সমাজ হইতে ততই লুপ্ত হইতে থাকে। ধাঁধার চর্চার অর্থাৎ ধাঁধা জিজ্ঞাসা এবং তাহার সমাধানের জন্য জীবনে যে অবকাশ প্রয়োজন, তথাকথিত সভ্য সমাজের মানুষের সেই অবকাশ নাই। একদিন মাতাপিতার জীবনেও অবসর ছিল, তাঁহারা নিজেদের সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া বসিয়া অবসর যাপন করিবার সুযোগ পাইতেন। আজ জীবন-সংগ্রাম কঠিন হইতে কঠিনতর হইবার ফলে সন্তানেরাও মাতাপিতার সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। সমাজে তাহার পরিণাম যাহা হইবার তাহা হইতেছে।

পাশ্চাত্ত্য সমাজে ধাঁধার মূলতঃ একটু শিক্ষাগত উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, যে প্রাচীন গ্রীক্ শব্দ হইতে ধাঁধার ইংরেজি প্রতিশব্দ riddle শব্দটির জন্ম হইয়াছে, তাহার মূল অর্থ উপদেশ দেওয়া। অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য ধারণায় ধাঁধা উপদেশাত্মক। কিন্তু সংস্কৃতে ধাঁধার প্রতিশব্দ প্রহেলিকা, তাহা হইতে হেঁয়ালী শব্দ জাত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, প্রহেলিকা কিংবা হেঁয়ালী শব্দের মধ্যে উপদেশ দিবার কোনও ভাব নাই। ইহা কেবল মাত্র বুদ্ধির পরীক্ষা লইবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইত বলিয়া মনে হয়। জীবনের নানা

কাজে, সামাজিক নানা আচারে একদিন বুদ্ধির পরীক্ষা লইবার আবশ্যক হইত। হেঁয়ালী ব্যতীতও বাংলায় ধাঁধার আরও বহু নাম আছে, যেমন, শ্রীহট্ট অঞ্চলে ধাঁধা বলিতে বুঝায় পট ; সম্ভবতঃ 'প্রশ্ন' হইতে শব্দটি আসিয়াছে। মেদিনীপুর জিলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার যে অংশ উড়িষ্যার সঙ্গে সংলগ্ন সেই অঞ্চলে ইহার নাম ঢক্। ইহা কোন দেশী শব্দ হইতে পারে ; কারণ, ইহার ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা কঠিন। অনেক সময় বাংলার কোন কোন অঞ্চলে ধাঁধাকে রাতকথা, কিংবা রাত কাহিনীও বলে। রূপকথা সম্পর্কে যে লোক-বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, ইহা কেবল মাত্র রাত্রেই বলিবে, দিনে বলিবে না, ধাঁধা সম্বন্ধেও সম্ভবতঃ সেই প্রকার কোন জনশ্রুতি হইতেই ইহার রাতকথা কিংবা রাতকাহিনী (প্রাদেশিক উচ্চারণে) 'রাত কাহানী', বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কোন কোন অঞ্চলে ধাঁধাকে 'শোলোক' বলিয়াও উল্লেখ করা হয়। ধাঁধা সাধারণতঃ পদ্যবদ্ধ রচনা বলিয়া ইহাকেও তাহারই অনুরূপ অর্থাৎ শ্লোক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ইহাকে পুরুলিয়া জিলায় কোন কোন অঞ্চলে 'দাতকথা'ও বলে।

বলা বাহুল্য, এই সকল কোন নামেই উপদেশ দিবার ভাব বুঝায় না। বরং তাহার পরিবর্তে কেবল মাত্র কৌতুক সৃষ্টি কিংবা বুদ্ধির পরীক্ষাই বুঝায়। যদিও ধাঁধাকে রাতকথা বা রাতকাহিনী বলিয়াও কোন কোন অঞ্চলে উল্লেখ করা হয়, তথাপি রাত্রেই যে ধাঁধা জিজ্ঞাসা কিংবা তাহার সমাধান করা হয়, তাহা নহে—দিনে কর্মের অবকাশে যে কোন সময় ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ কোন কোন অঞ্চলে রূপকথার সংস্কারটি ধাঁধার উপরও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সেইজন্যই ইহার রাতকথা নাম হইয়াছে। এই বিষয়ক বহু প্রচলিত ধাঁধা শব্দটি সংস্কৃত 'দ্বন্দ্ব' শব্দ হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং ইহার মধ্যেও উপদেশ দিবার কোন ভাব নাই। 'দ্বন্দ্ব' শব্দের অর্থ সন্দেহ ; সুস্পষ্টভাবে ধাঁধার অর্থ বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া কিংবা ইহার সমাধান সম্পর্কে সন্দেহ থাকিয়া যায় বলিয়া ইহার এই নাম হইয়া থাকিবে।

কিন্তু প্রাচীনতম যে ধাঁধার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া দাবী করা হয়, তাহা প্রাচীন বেবিলনের বিদ্যালয় পাঠ্য ছিল বলিয়া মনে করা হইয়াছে,—'the oldest riddles on record are school texts from Babylon.' তবে এদেশে প্রচলিত ধাঁধায়ও যে শিক্ষামূলক ভাব বর্তমান আছে, তাহা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আদিম জাতির সমাজে ইহার অন্য উদ্দেশ্য ছিল. তাহাতে ইহা বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ কোন সামাজিক কিংবা পারিবারিক

অনুষ্ঠানে ইহা জিজ্ঞাসা এবং সমাধান করা হয়। তাহারই প্রভাব বশতঃ কোন কোন পল্লীসমাজেও এইভাবে ইহাদের এখনও ব্যবহার হইয়া থাকে ; বিবাহের সময় যে ধাঁধার ব্যবহার হয় কিংবা গাজনের সময় ভক্ত্যা বা সন্ন্যাসীরা যে ধাঁধা জিজ্ঞাসা এবং গতানুগতিক ভাবে সমাধান করিয়া থাকে, তাহা এই শ্রেণীভুক্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে এই প্রকার আরও বহু দৃষ্টান্তের সন্ধান পাওয়া যায়। জেম্‌স্ ফ্রেজার তাঁহার রচিত সুপ্রসিদ্ধ *Golden Bough* গ্রন্থে এই প্রকার বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতবর্ষেও বৈদিকযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম যুগ পর্যন্ত এই শ্রেণীর বহু ধাঁধার সন্ধান পাওয়া যায়।

কোনও কোনও আদিম জাতির মধ্যে আবার দেখা যায়, বৎসরের নির্দিষ্ট কোনও সময়ে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা নিষিদ্ধ বা taboo। ইহাতে ধাঁধার মধ্যে ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে বলিয়া মনে করা হয় ; বৎসরের নিষিদ্ধ সময়ে ধাঁধার ব্যবহারের মধ্য দিয়া সেই শক্তি সমাজের কোনও অকল্যাণ করিতে পারে বলিয়া মনে করা হয়। অবশ্য বাংলা দেশের প্রচলিত আঞ্চলিক লোক-বিশ্বাস মতে দিনের বেলা ধাঁধা বলা যে নিষিদ্ধ বলিয়া মনে করা হয়, তাহাও ইহার ঐন্দ্রজালিক শক্তির অনুভূতি হইতে জাত। সমষ্টি জীবনে ইহা হইতেই একদিন মনে করা হইত যে, যদি দিনের বেলা ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা হয়, তবে ইহার অলৌকিক কোন শক্তি বৃহত্তর সমষ্টি-জীবনে কোন অকল্যাণ সৃষ্টি করিতে পারে। প্রাচীনতর সমাজে ধাঁধার উপর যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, ইহা হইতে তাহাই মনে হইতে পারে।

Golden Bough গ্রন্থের রচয়িতা স্যার জেম্‌স্ ফ্রেজার মনে করেন যে, আদিম সমাজের মানুষ বিশেষ কোন উপলক্ষে প্রত্যক্ষ ভাবে কোন ভাব প্রকাশ করিবার কোন বাধা আছে মনে করিলে সেখানে ধাঁধার প্রয়োগ করিয়া অপ্রত্যক্ষ ভাবে সেই ভাব প্রকাশ করিত ; তাহা হইতে ধাঁধার উদ্ভব হইয়াছে। প্রত্যক্ষ ভাবে কিছু প্রকাশ করিবার বাধা কোথায়, তাহা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, আদিম সমাজে অনেক সময় মৃতদেহের সম্মুখে প্রত্যক্ষ ভাবে মনের কোন ভাব প্রকাশ করা হইত না ; কারণ, তাহাদের বিশ্বাস ইহাতে প্রেতাত্মা তাহাদের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া অভীষ্টপূরণে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু প্রহেলিকা কিংবা ধাঁধার ভিতর দিয়া তাহা প্রকাশ করিলে প্রেতাত্মা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিবে না ; কারণ, প্রেতাত্মা ইহার মৃতদেহের চারিদিকেই ঘুরিয়া বেড়ায়। তাঁহার এই অনুমান কতদূর সত্য, তাহা বলা কঠিন। কারণ,

যে আদিম সমাজে প্রেতাত্মা সম্পর্কে উপরোক্ত বিশ্বাস বর্তমান, তাহার মধ্যে ধাঁধার প্রচলন সম্ভব কি না, সেই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। কারণ, আগেই বলিয়াছি, মননশীলতায় বেশ কিছুদূর অগ্রসর না হইয়া কোন জাতিই ধাঁধার মত বুদ্ধি এবং কৌশলপূর্ণ রচনা সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে না। প্রেতাত্মার সম্মুখে তাহারা পরোক্ষে মনোভাব প্রকাশ করিলেও তাহা যে প্রকৃতই ধাঁধার মাধ্যমে প্রকাশ পাইত, তাহা বলিবার কোন উপায় নাই। তবে প্রাচীন সমাজে সমাজ কিংবা ব্যক্তিগত জীবনের কোন কোন সঙ্কট মুহূর্তেই যে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিবার রীতি প্রচলিত ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। মৃত্যুও জীবনের একটি সঙ্কট, সেইজন্য কোন কোন সমাজে মৃত্যু এবং মৃতের সৎকারের সময় ধাঁধার ব্যবহার দেখা যায়। তবে তাহাদের সকলই প্রেতাত্মাকে প্রবঞ্চিত করিবার জন্য কি না, তাহা বলা কঠিন।

অনাবৃষ্টি সমাজ-জীবনের আর একটি সঙ্কট। বাংলাদেশে চৈত্র সংক্রান্তির সময় যে গাজনের অনুষ্ঠান হয়, তাহার মধ্যে ঐন্দ্রজালিক উপায়ে অনাবৃষ্টি দূর করিবার কামনাও প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। সেই সময় গাজনে সন্ন্যাসীদের কোন কোন আচারে ধাঁধাও জিজ্ঞাসা করিতে এবং তাহার উত্তর দিতে শুনিতে পাওয়া যায়। বিবাহ ব্যক্তিজীবনের একটি 'সঙ্কট' মুহূর্ত। সেইজন্য সেই উপলক্ষেও বাংলাদেশে ধাঁধার ব্যবহার হইয়া থাকে। সেই সম্পর্কিত ধাঁধা এখনও বাংলা দেশ হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। পৃথিবীর সকল দেশেই বৃষ্টিপাতের জন্য, শস্য সম্পদ বৃদ্ধির জন্য, বিবাহ এবং অন্ত্যেষ্টি উপলক্ষে আদিম সমাজে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিবার রীতি প্রচলিত আছে।

বিবাহোপলক্ষে বরকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিবারি একটি ব্যবহারিক তাৎপর্য আছে। ইহা দ্বারা বরের বিদ্যাবুদ্ধির পরীক্ষা হইত ; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে সে নির্বোধ বলিয়া বিবেচিত হইত এবং পত্নীলাভ করিতে পারিত না ; কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি দিয়া বরের বিদ্যাবুদ্ধির বিচার করিবার সেদিন কোন উপায় ছিল না ; সুতরাং মৌখিক ধাঁধার উত্তর দিয়াই তাহাকে বুদ্ধির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইত ; ইহাই কালক্রমে একটি সামাজিক আচারে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এই রীতি একদিন প্রচলিত ছিল, কোন কোন দেশে এখনও প্রচলিত আছে। একটি দেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, 'the Turkish girls, who test the intelligence of their wooing lovers by asking

them to answer tough riddles seem to have what may be a primitive but is probably a practical form of trial marriage.'[১]

প্রাচীন ভারতে বীর্যশুল্কে কন্যালাভের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, ইহা ক্ষত্রিয়ের আচার ছিল। ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্যান্য জাতির মধ্যে যে বুদ্ধিশুল্কে কন্যা লাভেরও প্রচলন ছিল, বিবাহে বরকে ধাঁধা জিজ্ঞাসার যে রীতি আজও প্রচলিত আছে, তাহা হইতে ইহাও জানিতে পারা যায়। তবে এমনও হইতে পারে যে, বীর্যশুল্কে কন্যা লাভ (marriage by abduction) বা আসুর বিবাহের যে রীতি পূর্বে প্রচলিত ছিল, তাহারই পরবর্তী কালে ধাঁধার উত্তর দিয়া কন্যা লাভের রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। একদিন দৈহিক শক্তি দ্বারা যাহা লাভ করা যাইত, তাহাই পরবর্তী কালে বুদ্ধি দ্বারা লভ্য হইয়াছিল।

ধাঁধার মধ্যে একটি বিষয় কিংবা বস্তু আকস্মিক ভাবে আবিষ্কার করিবার আনন্দ লাভ করা যায়। কবিতা বিশ্লেষণ করিয়া আমরা একটি ভাব বুঝিতে পারি, ভাবটি নিতান্ত নিরবয়ব বলিয়া ইহা আমাদের মনোরাজ্যে যে আনন্দ বিস্তার করুক না কেন, প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে তাহার কোন প্রভাব অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু যখন ধাঁধার সার্থক উত্তর খুঁজিয়া পাই, তখন একটি বস্তু আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ বা vivid হইয়া উঠে। আকস্মিকভাবে একটি গোপন বস্তু প্রত্যক্ষ করিবার যে আনন্দ, তাহা কেবলমাত্র ভাব উপলব্ধি করিবার আনন্দ হইতে অধিক। সেইজন্য কবিতা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবার তুলনায় সাধারণ সমাজ ধাঁধা বিশ্লেষণ করিয়া একদিন আনন্দলাভ করিত। একজন ইংরেজ পণ্ডিত বলিয়াছেন, 'To make riddle is to delight the world. To enjoy riddles is to have access to new form vitality.'

ধাঁধা লোকসাহিত্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইহা জীবন-ভিত্তিক রচনা; সেইজন্য আপাতদৃষ্টিতে ইহা যতই তুচ্ছ হোক না কেন, সাহিত্যিক গুণের জন্য ইহা সমাজে চিরকাল আদরণীয় হইয়া আসিয়াছে। ইহার সাহিত্যিক গুণ ইহার রচনার ভঙ্গিতে, ইহার বাস্তব জীবনায়নে এবং প্রত্যক্ষ বস্তুর সরস রূপায়ণের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়। সুতরাং ইহা তুচ্ছ নহে। প্রাচীন সমাজে ইহার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কিছুই ছিল না। ইহার উত্তর দিয়া সুখ এবং সমৃদ্ধি লাভ হইত; এমন কি, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিও

১ প্রাগুক্ত ৯৪৹

কেবল ধাঁধার উত্তর দিয়া জীবন-লাভ করিত। সুতরাং জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার হইত। ধাঁধার ভিতর দিয়া বৈদিক যাগযজ্ঞের মন্ত্র রচিত হইত, দেবতা এবং প্রকৃতিকে তুষ্ট করিবার জন্য পুরোহিত, অগ্নিহোত্র এবং অধ্বর্যুগণ ধাঁধা এবং তাহাদের উত্তরের ভিতর দিয়া প্রার্থনা জানাইতেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের পুরোহিত ধাঁধা এবং তাহার উত্তর দানের মধ্য দিয়া তাহাদের যজ্ঞ কর্মে পূর্ণাহুতি দিতেন। ধাঁধা সাহিত্যের একমাত্র বিষয়, যাহা যৌথভাবে উপভোগ্য, সম্পূর্ণ একক ভাবে উপভোগ্য হইতে পারে না। ছড়া কিংবা গানের কোন শ্রোতা না থাকিলেও গায়ক একাকী গান আবৃত্তি করিয়া কিংবা গাহিয়া আনন্দ পায়, কিন্তু ধাঁধা একাকী বলা যাইতে পারে না, তাহার অন্ততঃ একজন উত্তর দাতার অবশ্যই সম্মুখে থাকিবার আবশ্যক হয়। শুধু সম্মুখে উপস্থিত থাকাই নহে, তাহাকে সক্রিয় ভাবে তাহাতে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং ইহার মধ্যে দ্বৈত ভূমিকা আছে, সাহিত্যের আর কোন বিষয়ের মধ্যে তাহা নাই। এমন কি, লোক-কথায় এক কিংবা একাধিক শ্রোতা থাকিলেও একাধিক ব্যক্তি কথা আবৃত্তির মধ্যে কোন অংশ গ্রহণ করে না। ইহার মধ্যে শ্রোতা ব্যতীত অন্যের কোন ভূমিকা নাই; কিন্তু ধাঁধা সম্পর্কে তাহা বলা যায় না; ইহার মধ্যে জিজ্ঞাসাকারী এবং উত্তর দাতা দুই জনেরই সমান ভূমিকা আছে। দুই পক্ষ ব্যতীত ইহার প্রয়োগ সম্ভব নহে। সেইজন্য ইহার প্রয়োগের মধ্যে একটি নাটকীয় গুণ প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ একজন যখন ধাঁধাটি জিজ্ঞাসা করে, তখন তাহার উত্তর দাতা অত্যন্ত সতর্কভাবে তাহা অনুসরণ করে, তাহাকে প্রতিটি শব্দ ও তাহার অর্থ সচেতন ভাবে লক্ষ্য করিতে হয়, শিথিল ভাবে তাহা অনুসরণ করিলে অর্থটি গ্রহণ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। লোকসাহিত্যের আর কোন বিষয়ের মধ্যে এই প্রকার দুইটি পক্ষ সমান অংশ গ্রহণ করিতে দেখা যায় না। সেইজন্য ইহা একদিক দিয়া যেমন বুদ্ধির অনুশীলন, তেমনই আর এক দিক দিয়া যেন একটি মানসিক ক্রীড়া বা mental recreation। সুতরাং নিম্নতম স্তরের সমাজের মধ্যে ইহার প্রচলন দেখা যায় না। এই কথা সত্য, ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী সমাজেও ধাঁধার প্রচলন আছে, কিন্তু আদিবাসী সমাজের মধ্যেও যাহারা উচ্চতর সমাজের সান্নিধ্য অধিক লাভ করিয়াছে, কেবলমাত্র তাহাদের মধ্যেই ধাঁধার প্রচলন দেখা যায়। তবে ভারতবর্ষে এখন আর এমন কোন আদিবাসী সমাজ নাই, যাহারা কোন না কোন দিক দিয়া উচ্চতর সমাজ দ্বারা প্রভাবিত না

হইয়াছে। সেইজন্য যত অল্প সংখ্যায়ই হোক, প্রায় প্রত্যেক আদিবাসীর মধ্যেই ধাঁধার প্রচলন আজ দেখা যায়।

বিভিন্ন পর্যায়ের সমাজে ধাঁধার বিভিন্ন প্রয়োগ ক্ষেত্র দেখা যায়। অর্থাৎ আদিবাসীর সমাজে ধাঁধার প্রয়োগ ক্ষেত্র এক, উচ্চতর সমাজে তাহা অন্য। যেমন আদিবাসী সমাজ কিংবা প্রাচীন সমাজে ধাঁধা আচার জীবনেরও অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু উচ্চতর সমাজে ইহার আচারগত মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। বিবাহ-সম্পর্কিত এক শ্রেণীর ধাঁধা বাংলা এবং ভারতের আদিবাসী সমাজে এখনও আচারগত মূল্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু উচ্চতর সমাজে তাহাদের সেই মূল্য লোপ পাইয়াছে। নিম্নস্তরের নিরক্ষর সমাজে ধাঁধার যাহারা অনুশীলন বা চর্চা করেন, তাহারা গ্রামবৃদ্ধ (village elders); কিন্তু উচ্চতর সমাজে ধাঁধার যাহারা অনুশীলন করেন, তাহারা শিশু কিংবা কিশোর। ধাঁধার প্রচলন উভয় ক্ষেত্রেই পুরুষের সমাজেই অধিক প্রচলিত। লোকসাহিত্যের অনেক বিষয়ই স্ত্রীসমাজেই অধিক প্রচলিত, কিন্তু ধাঁধা তাহার একটি ব্যতিক্রম। ইহাদের মধ্যে হৃদয়ের পরিবর্তে মস্তিষ্কের অনুশীলন অধিক হইয়া থাকে বলিয়া স্ত্রীসমাজের অধিকার সেখানে অত্যন্ত সীমিত। সেইজন্য প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে যেমন নারীর জীবন-চিত্র অধিক স্পষ্ট বলিয়া অনুভব করা যায়, ধাঁধায় তেমন নহে, ইহাতে গার্হস্থ্য জীবনের রূপ প্রাধান্য লাভ করিলেও নারীর সার্বভৌম অধিকার স্বীকৃত হয় নাই।

একমাত্র প্রবাদ ব্যতীত লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে হৃদয়েরই প্রাধান্য দেখা যায়; সেইজন্য তাহাতে চিত্রগুলি কাব্যধর্মী এবং রচনাগুলি গীতিধর্মী হইয়া থাকে, কিন্তু ধাঁধার মধ্যে নীরস বুদ্ধির অনুশীলন হইলেও ইহার চিত্রগুলির মধ্যে কাব্যধর্মিতা এবং ইহাদের রচনায় গীতিধর্মিতা অনেক সময় প্রকাশ পায়। ব্যবহারিক জীবনের স্থূল অভিজ্ঞতা মাত্রই ইহার একমাত্র বিষয় নহে, প্রকৃতি-জগৎও ইহার মধ্যে একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করে বলিয়াই ইহার মধ্যে মস্তিষ্কের অনুশীলন থাকিলেও ইহার চিত্রগুলি অনেক সময় সরস হইয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে অনেক সময় যে রূপক এবং উপমা ব্যবহৃত হয়, তাহাদের মধ্যে কাব্যগুণ প্রকাশ পায়। একটি বিষয় কিংবা বস্তুকে রূপকের অন্তরালে গোপন করিয়া ইহাতে প্রকাশিত হয় বলিয়া রূপক অলঙ্কারের জন্ম ইহার মধ্যেই হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।

বৈদিক সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম লোকসাহিত্য পর্যন্ত ধাঁধার প্রচলন আছে, অথচ ধাঁধার প্রকৃতি এবং প্রয়োগ-রীতি সম্পর্কে আমাদের

দেশে যে খুব ব্যাপক আলোচনা হইয়াছে, এই কথা বলিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে এখনও এমন সব বিস্তৃত অঞ্চল আছে, যাহাদের অধিবাসীদিগের মধ্য হইতে আজিও কোন ধাঁধাই সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং এই বিষয়ের মধ্য দিয়া তাহাদের সম্পর্কে কিছুই জানিতে পারা যায় না। অথচ এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, যে-সকল সাংস্কৃতিক উপকরণের মধ্য দিয়া এক একটি জাতি বা গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, ধাঁধা তাহাদের অন্যতম। কেবলমাত্র আকৃতি এবং প্রকৃতির ভিতর দিয়াই মানুষকে সম্পূর্ণ চিনিতে পারা যায় না, তাহার ক্ষুদ্রতম সাংস্কৃতিক উপকরণগুলিও সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে তাহা হইতেও তাহার বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ধাঁধা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার মধ্যে জাতির বুদ্ধি এবং বিচার শক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা দিয়া সমগ্র জাতির একাধারে যেমন মননশীলতা, তেমনই আর একদিক দিয়া তাহার জীবনী চর্চার পরিচয় প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে পারে।

বিশেষতঃ কেবলমাত্র লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রেই যে ধাঁধার স্থান, তাহা নহে, ক্রমে লোকসাহিত্যের স্তর হইতে ইহা শিল্পসাহিত্যের মধ্যেও স্থান লাভ করিয়াছে; কারণ, দেখা যায়, বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তী কালেও রামায়ণ-মহাভারত এবং পুরাণাদি নানা শাস্ত্রের মধ্যে এদেশে ধাঁধার ব্যাপক প্রচলন হইয়াছিল। এমন কি, আধুনিক কালেও তাহারই ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করিয়া শিল্পসাহিত্যে এক শ্রেণীর ধাঁধা জন্মলাভ করিয়াছে। তাহাকে সাহিত্যিক ধাঁধা বা ইংরেজিতে literary riddle বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

সমাজ-জীবনে ধাঁধার ব্যবহার নানা প্রকার। হয়ত এক উদ্দেশ্যে ইহাদের উদ্ভব হয়, কিন্তু কালক্রমে, তাহাদের প্রয়োগক্ষেত্রের পরিবর্তন হইতেও দেখা যায়। ঋগ্‌বেদের যুগে যে ধাঁধাগুলি সমাজ-মানসে প্রথম জন্ম লাভ করিয়াছিল, তখন হয়ত ইহাদের কোন অলৌকিক উদ্দেশ্য ছিল না, সাধারণভাবে বুদ্ধির পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কিংবা কৌতুক করিবার জন্যই তাহা সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে কোন কোন যজ্ঞক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হইয়া ইহারা মন্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে। তখন হইতেই ইহাদের উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হইয়া ইহারা আচারানুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি ইহাদের প্রকাশভঙ্গি লক্ষ্য করিলে ইহাদিগকে লৌকিক ধাঁধার ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হইতে পারে না। বাজসনেয়ী সংহিতায় যজ্ঞের পুরোহিত, হোতৃ এবং অধ্বর্যুর মধ্যে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে

যে বিস্তৃত ধাঁধা জাতীয় সংলাপের ব্যবহার শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা কালক্রমে যজ্ঞীয় আচারানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত হইলেও যান্ত্রিক ক্রিয়া, কোন জটিল তত্ত্বকথা কিংবা গূঢ় ইঙ্গিতের দ্যোতক নহে।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাদের প্রয়োগের ক্ষেত্র পরিবর্তিত হইয়া যাইবার পরে ইহাদের মধ্য হইতে লৌকিক মূল্য হ্রাস পাইয়া যায়। ইহারা তখন আচার-মূলক ধাঁধা রূপে গণ্য হয়। ধাঁধা যখনই আচার জীবনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়, তখনই ইহার ক্রমবিকাশের ধারা রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার একটি লৌকিক ধারা রক্ষা পায়। সেইজন্য বৈদিক সাহিত্যে যে সকল ধাঁধা আচারের অঙ্গীভূত হইয়াছে, তাহাদের লৌকিক নানা রূপ কোন না কোন ভাবে আজ পর্যন্তও সমাজে রক্ষা পাইয়া আসিয়াছে। আচারানুষ্ঠানে পুরোহিত, হোতৃ কিংবা অধ্বর্যু যে ভাবেই ইহাদের ব্যবহার করুক না কেন, স্বাধীন ভাবে কৌতুক সৃষ্টি এবং সাধারণ বুদ্ধির পরীক্ষায় বা সাধারণের ক্ষেত্রে ইহাদের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

কেবলমাত্র ভারতীয় প্রাচীনতম সাহিত্য বৈদিক সংহিতাই নহে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই প্রাচীন ধর্মগ্রন্থাদিতে ধাঁধার একটি বিশেষ স্থান আছে। এই সম্পর্কে বাইবেলের কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহাতেও ধাঁধার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে, যদিও তাহাতে ধর্মীয় কোন আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্য কিংবা কেবলমাত্র লঘুকৌতুক সৃষ্টি করিবার জন্য ধাঁধার ব্যবহার হয় নাই, তথাপি সেখানে তাহা সামাজিক দায়িত্ব পালন করিবার গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। বাইবেলের স্যামসনের ধাঁধা পৃথিবীর একটি অতি প্রাচীন জাতির ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে।

আচারের অন্তর্ভুক্ত হইবার ফলে অনেক বিষয়ই ধাঁধা প্রাণহীন হইয়া যায়। কিন্তু আচারের মধ্যেই সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ করিয়া না দিবার জন্যই ধাঁধার সেই পরিণতি হয় নাই। আচার-জীবনের সমান্তরাল ভাবেই ইহার লৌকিক ধারাটি স্বাধীন ভাবেই অগ্রসর হইয়া সমাজ-জীবনের নানা কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। যেমন, মহাভারতের মধ্যে দেখা যায়, ধাঁধা কেবল মাত্র যাগযজ্ঞের আচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, বরং তাহার পরিবর্তে সমাজের নীতিশিক্ষার কার্যেও ব্যবহৃত হইতেছে। এই সম্পর্কে বকরূপী ধর্মের ধাঁধা জিজ্ঞাসার কথা সকলেই স্মরণ করিতে পারিবেন। জাতকের কাহিনীর মধ্যেও অনুরূপ নীতিপ্রচার-মূলক ধাঁধার সন্ধান পাওয়া যায়। জাতকের কোন কোন কাহিনীর

মধ্যে দেখা যায়, কতকগুলি চারিত্র-নীতিমূলক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার উত্তর দিতে বলা হয়, প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বোধিসত্ত্ব তাহাদের যথাযথ উত্তর দিয়া থাকেন। সুতরাং এই ক্ষেত্রে দেখা যায়, জনসাধারণের মধ্যে নীতিপ্রচারের সহায়ক রূপে ধাঁধার ব্যবহার একদিন ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ধাঁধার জনপ্রিয়তাই যে ইহার কারণ, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় ; নতুবা সাধারণের মধ্যে নীতি প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতিটিই গ্রহণ করিবার আর কোন কারণ ছিল না।

এক একটি বৌদ্ধ জাতকে এক বা কোন এক সময় একাধিক ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। মহাউম্মগ্‌গ জাতকে একটিতেই বারটি ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, ইহাদের অধিকাংশই নীতিমূলক। নীতিপ্রচারের সহজ উপায় রূপেই ইহাদিগকে কাহিনীর মধ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে। বিশেষতঃ ধাঁধা জিজ্ঞাসা এবং তাহাদের উত্তর দানের ভিতর দিয়া কাহিনীর মধ্যে একটি ঔৎসুক্য কিংবা উৎকণ্ঠার ভাব সৃষ্টি হয়, তাহাতে বৌদ্ধ নীতিমূলক কাহিনীর বিষয়-গুণও বৃদ্ধি পায়, নতুবা একঘেয়ে নীতি-প্রচার কাহারও কৌতূহল আকর্ষণ করিতে পারে না।

বৌদ্ধজাতকে বিভিন্ন শ্রেণীর ধাঁধা আছে, প্রথমতঃ বিচিত্র পরিবেশমূলক ধাঁধা, অলৌকিক বিষয়ক ধাঁধা, নৈতিক ধাঁধা এবং কৌতুকের ধাঁধা। বিচিত্র পরিবেশমূলক ধাঁধাগুলি অভাবনীয় ঘটনা অবলম্বন করিয়া রচিত। একটি জিজ্ঞাসামূলক কাহিনীর উপসংহারে ইহার ঘটনাসম্পর্কিত একটি দুরূহ জিজ্ঞাসা থাকে, জিজ্ঞাসাটির উত্তর ধাঁধার উত্তর। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র কাহিনীগুলি ইহারই অনুরূপ। কাহিনীর ভিতর দিয়া যে জিজ্ঞাসাটি উপস্থিত করা হয়, তাহার উত্তর দিতে পারা এবং না পারার মধ্যে কাহিনীর কোন চরিত্রের ভাগ্যাভাগ্য নির্ভর করে। কিন্তু জিজ্ঞাসাটি কোন দার্শনিক তত্ত্বমূলক কিংবা গাণিতিক তথ্যমূলক নহে, তাহা নিতান্ত বাস্তব জীবনাশ্রিত, প্রখর বুদ্ধি এবং বিবেচনা শক্তি থাকিলেই তাহার উত্তর দেওয়া যায়। জাতকের এই সকল ধাঁধা-কাহিনীর ভিতর হইতে দুই সহস্র বৎসরের প্রাচীন ভারতীয় সামাজিক জীবনের খুঁটিনাটি সম্পর্কে নানা বিষয় জানিতে পারা যায়। সাধারণ মানুষের মনন-শীলতাও যে সেদিন কোন স্তরে অবস্থিত ছিল, তাহাও তাহা হইতে অনুমান করিতে কোন বেগ পাইতে হয় না। বৌদ্ধ জাতক হইতে এই শ্রেণীর একটি ধাঁধা এখানে উল্লেখ করা যায়।

মিথিলারাজের রাজসভায় চারিজন বিজ্ঞ লোক ছিলেন। তাঁহারা সকল প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর দিতে পারিতেন। একদিন রাজা দেখিলেন, তাঁহার পালিত একটি কুকুর এবং একটি ছাগলের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছে। রাজা বিজ্ঞ লোকদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা ইহার উত্তরে ইহার কারণটি খুলিয়া বলিলেন : রাজার কুকুর হস্তিশালা পাহারা দিত, ছাগল যখন তাহা হইতে ঘাস চুরি করিতে যাইত, তখন কুকুর তাহাকে তাড়া করিত ; একদিন তাড়া করিয়া তাহার পিঠে কামড়াইয়া দিল। তারপর একদিন কুকুর রাজবাড়ীর পাকশালা হইতে কিছু মাংস চুরি করিল, কিন্তু ধরা পড়িয়া বেদম মার খাইল, মারের চোটে তাহার পিঠ ভাঙ্গিয়া গেল। ছাগলটি তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার প্রতি সহানুভূতি জানাইল। তারপর উভয়ে স্থির করিল, ছাগল রাজার পাকশালা হইতে কুকুরের জন্য মাংস চুরি করিয়া আনিবে, কুকুর ছাগলের জন্য ঘাস আনিয়া দিবে, তাহা হইলে কেহই তাহাদিগকে সন্দেহ করিবে না। তখন হইতে তাহারা পরস্পরের বন্ধু হইল।

ইহার মধ্যে একটি নীতিকথা আছে,—একই অবস্থার অভিজ্ঞতা না থাকিলে কেহ কাহারও বন্ধু হইতে পারে না। জাতক কাহিনীর মধ্যে নীতি-প্রচারই মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই জন্য জীবন-রস অপেক্ষা নীতিকথা ইহার মধ্যে মুখ্য হইয়া উঠে। এই শ্রেণীর ধাঁধা-কাহিনী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-সাহিত্যে বহু প্রচলিত আছে, বৌদ্ধ-জাতক এবং জৈন ধর্মকথায় ইহাদেরই এক বিপুল অংশ স্থান লাভ করিয়াছে।

এই শ্রেণীর নীতিমূলক ধাঁধা-কাহিনী ব্যতীত বৌদ্ধ জাতকে আর এক শ্রেণীর ধাঁধা আছে। তাহাদের মধ্যে নীতি প্রচারের কোন সম্পর্ক নাই, সাধারণ বুদ্ধি দ্বারাই তাহাদের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। ইহারা মহাভারতের যক্ষের প্রশ্নের অনুরূপ, উত্তর দিতে না পারিলে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিবার কথা আছে। অসংখ্য ধাঁধা তাহার নিদর্শন।

তবে ইহাদের কাহিনী জাতকে যেমন সংক্ষিপ্ত, পরবর্তী কথাসাহিত্যে তাহা তত সংক্ষিপ্ত নহে, কল্পনা দ্বারা তাহা নানা ভাবে পল্লবিত হইয়াছে।

জাতক ধর্মপ্রচারমূলক সাহিত্য ; সুতরাং নীতিকথা প্রচার তাহার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব তাহাতে যে সকল ধাঁধা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের একটি প্রধান অংশ নীতিপ্রচারমূলক। তাহাদিগকে নীতিমূলক ধাঁধা বলিয়া উল্লেখ করা যায়। যেমন গোপন কথা কাহাকে বলিব ? ইহার যাহা উত্তর, তাহাই ধাঁধাটির উত্তর।

প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীর রচনাকে ধাঁধা বলা যাইতে পারে না, ইহা নীতিমূলক প্রশ্নোত্তর। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Wise Man's Question বা বিজ্ঞজনের প্রশ্ন বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে, ধাঁধা বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। তথাপি ইহাদের প্রকাশ-ভঙ্গি ধাঁধারই অনুরূপ।

জাতকে আর এক শ্রেণীর ধাঁধার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাদের সঙ্গে নীতিপ্রচারের কোন সম্পর্ক নাই, ইহাদিগকে সাধারণ ভাবে কৌতুককর ধাঁধা বলিয়া উল্লেখ করা যায়। ইহাদের মধ্যে নীতি কিংবা শিক্ষার বিষয় কিছুই নাই; এমন কি, ধাঁধা এবং তাহার উত্তরগুলি যে সম্পূর্ণ যথাযথ তাহাও মনে করা যাইতে পারে না। অনেক সময় ইহাদের উত্তরগুলিও নির্দিষ্ট কৌতুকরস ব্যতীত আর কিছুই সৃষ্টি করিতে পারে না।

যেমন পুন্ননদী জাতকে এই ধাঁধাগুলি শুনিতে পাওয়া যায়, প্রশ্ন: নদীতে যখন বান আসে, তখন কে তাহার জল পান করিতে পারে?—উত্তর রাজহাঁস। প্রশ্ন: কে ধান ক্ষেতকে চোখের আড়াল করে?—উত্তর সারস পাখী ইত্যাদি। এই সকল প্রশ্নের জবাবগুলি বুদ্ধি কিংবা বিবেচনা দ্বারা লব্ধ নহে, বরং সাধারণ কৌতুকবোধ হইতে জাত; সেইজন্য ইহাদের উত্তরগুলির মধ্যে কোন গুরুত্ব নাই। কেহ ইহাদিগকে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি দিয়া দেখে না, কেবলমাত্র ইহাদের জবাবের ভিতর হইতে লঘু কৌতুকরস অনুভব করে।

ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিয়া বিবাহের পূর্বে বর কিংবা কন্যার বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার কথাও জাতকে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারই ধারা পরবর্তী কালের ভারতীয় বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসাহিত্য পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। সংস্কৃত কথাসাহিত্যে বহু রাজকন্যা তাহাদের ভাবী স্বামীর এই ভাবে বুদ্ধির পরীক্ষা করিতে গিয়া কখনও জীবনে সাফল্য, কখনও বঞ্চনা লাভ করিয়াছেন। বাংলা মঙ্গলকাব্যেও দেখা যায়, এক সুন্দরী গণিকা ধাঁধা জিজ্ঞাসায় পরাজিত করিয়া কাব্যের নায়ককে স্বামীত্বে বন্দী বলিয়া রাখিবার আয়োজন করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সে প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছিল।

রাজ্যে রাজা নির্বাচন করিবার প্রয়োজন হইলে ধাঁধার সহায়তা গ্রহণ করা হইত। যিনি সন্তোষজনক ভাবে সকল ধাঁধার জবাব দিতে পারিতেন, তাহাকেই সিংহাসনে উপবিষ্ট করা হইত। গামণিচণ্ড জাতকে দেখা যায়, রাজপুত্র অদ্দশ্‌সমূহকে চৌদ্দটি ধাঁধার উত্তর জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তাহাদের যথাযথ জবাব দিবার ফলে তিনি সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। নতুবা

রাজপুত্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে সিংহাসনের উপর অধিকার পরিত্যাগ করিতে হইত। বৌদ্ধ জাতকে কোন কোন ধাঁধার সাধারণ ভাবে উত্তর দিবার পরিবর্তে তাহাদিগের কোন কোন সময় কোন গূঢ়ার্থ সন্ধান করা হইয়াছে। যেমন জাগর জাতকের একটি ধাঁধায় পাওয়া যায়,— প্রশ্ন : সকলে যখন জাগে, কে তখন ঘুমায় ? সকলে যখন ঘুমায়, কে তখন জাগে ? সাধারণ ভাবে ইহার অর্থ হইতে পারে পেঁচক। কিন্তু এই সহজ অর্থের পথে অনেক সময় জাতকে ধাঁধার ব্যাখ্যা করা হয় না, জাতকে ইহার অর্থ বোধিসত্ত। বলাই বাহুল্য, জাতক বৌদ্ধধর্ম প্রচারমূলক রচনা বলিয়া বোধিসত্ত ইহার জবাব হইয়াছে, নতুবা পূর্বোক্ত জবাবটিই ইহার অধিকতর বাস্তবধর্মী। লৌকিক ক্ষেত্রে ইহার পেঁচকই জবাব। কি ভাবে লৌকিক ধাঁধাকে যে ধর্ম এবং নীতি প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে, ইহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যাইবে ?

পালিভাষায় 'মিলিন্দ-পহ্‌ণ' এবং সংস্কৃত ভাষায় 'প্রশ্নোত্তরমালা' নামে একশ্রেণীর ধাঁধা আছে। ইহারাও ধর্ম এবং নীতিমূলক ; যেমন 'প্রশ্নোত্তরমালা'র একটি ধাঁধা :

কো বা দরিদ্রো'স্তি বিশালতৃষ্ণঃ,
শ্রীমানশ্চ কো যস্য মনশ্চ তুষ্টম্।
জীবন্মৃতকস্তু নিরুদ্যমো যঃ,
কা বা মৃতির্ দীনজনে দুরাশা।

অর্থাৎ দরিদ্র কে ?—যাহার তৃষ্ণা বিশাল। ধনবান্ কে ? যে সন্তুষ্ট। কে জীবন্মৃত ? যে নিষ্ক্রিয়। মৃত্যুতুল্য কি ? দীনের দুরাশা।

'কথাসরিৎ-সাগর' নামক সংস্কৃত কথাসাহিত্যের গ্রন্থে রাজকুমারী উদয়বতীকে বিমলাবতী যে ধাঁধা-দ্বন্দ্বে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ আছে। রাজকুমারীদিগের মধ্যে ধাঁধা দ্বারাই বুদ্ধির পরীক্ষা হইত, বুদ্ধির পরীক্ষা (intelligence test)-র সেকালে আর কোন উপায় ছিল না।

শুক পক্ষীর মুখে ধাঁধা জিজ্ঞাসার রীতিও সংস্কৃত কথাসাহিত্যে ব্যাপক প্রচলিত ছিল। তাহা হইতেই মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যে তাহা গৃহীত হইয়াছে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এক শুক পক্ষী ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার বুদ্ধি-বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছে। এই সকল ধাঁধার

বিষয়বস্তু প্রধানতঃ ধর্মীয়, নৈতিক এবং কৌতুককর এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। তবে নীতি-শিক্ষাই ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ধাঁধার মধ্য দিয়া লোকশিক্ষা প্রচারের রীতি ভারতবর্ষে অত্যন্ত প্রাচীন। যে সকল ধাঁধা সংস্কৃত ভাষায় মধ্যযুগে প্রচার লাভ করিয়াছে, তাহারা দেশীয় আঞ্চলিক ভাষাতেই প্রথম প্রচার লাভ করিয়াছিল। তখন ইহারা কেবলমাত্র মৌখিক প্রচার লাভ করিত। কালক্রমে পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি তাহাদের উপর আকৃষ্ট হইবার ফলে তাহা সংস্কৃতে অনূদিত হইয়া বিদগ্ধ সমাজের মধ্যেও প্রচার লাভ করিয়াছে।

সংস্কৃতে প্রভালিকা এবং প্রহেলিকা নামে দুটি শব্দ আছে। দুইটি শব্দই ধাঁধা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রভালিকা শব্দটি অত্যন্ত প্রাচীন, বৈদিক সাহিত্যে ইহার ব্যবহার দেখা যায়। প্রহেলিকা শব্দটি তত প্রাচীন না হইলেও মহাভারতের পরবর্তী যুগ হইতে ইহার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। আরও পরবর্তী কালে ধাঁধা অর্থে সমস্যা শব্দটিও সংস্কৃতে ব্যবহৃত হইয়াছে। সমস্যার সমাধান সাধারণ লোকের মধ্যে এক অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ এবং কৌতুককর বিষয় ছিল। মধ্যযুগের বিভিন্ন প্রকৃতির সাহিত্যে ইহার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, ইহা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এক শ্রেণীর গদ্যে রচিত ধাঁধা-কাহিনী অথবা Riddle Story-ও সে যুগে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। তাহাতে গল্পের ভিতর দিয়া একটি কাহিনী উপস্থিত করা হইত।

প্রাচীনতম কাল হইতে আধুনিকতম কাল পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যে এবং জীবনে যে সকল ধাঁধা প্রচলিত আছে, তাহাদিগকে প্রধানতঃ চারিটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে; যেমন আচারমূলক (ritual) ধাঁধা, আধ্যাত্মিক (mystic) ধাঁধা, সাহিত্যিক ধাঁধা এবং লৌকিক ধাঁধা। বৈদিক সাহিত্যেই আচারমূলক ধাঁধার অস্তিত্ব আছে, ইহারাও মূলতঃ লৌকিক ধাঁধা রূপেই উৎপন্ন হইয়া ক্রমে আচার-জীবনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আচার মূলক ধাঁধার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে সামাজিক কিংবা ধর্মীয় জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের ব্যবহার (function) যখন লুপ্ত হইয়া যায়, তখন ইহারা পুনরায় লৌকিক ধাঁধায় পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে। এইভাবে লৌকিক ধাঁধার সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। তবে যে সকল আচার মূলক ধাঁধা গূঢ়ার্থ বাচক (mystic) এবং প্রধানতঃ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, তাহাদের

পক্ষে লৌকিক ধাঁধায় পরিণতি সম্ভব হয় না; যাহা বুদ্ধির অগোচর, তাহা লৌকিক ধাঁধায় স্বভাবতঃই স্থান পাইতে পারে না, কিন্তু তাহা আচারের অন্তর্ভুক্ত থাকিবার পক্ষে কোন বাধা হয় না; কারণ, আচার অন্ধভাবে পালন করা হয়, সেখানে বুদ্ধির কোন প্রয়োজন করে না।

যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, বিবাহ এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সঙ্গেই প্রধানতঃ আচার মূলক ধাঁধার সম্পর্ক। ইহাদের মধ্যে কেবল মাত্র বিবাহাচারের অন্তর্ভুক্ত ধাঁধাগুলিই লৌকিক স্তরে নামিয়া আসিয়া আজিও ইহাদের প্রচলনের ধারা রক্ষা করিয়াছে, যাগযজ্ঞ এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সঙ্গে ধাঁধার সম্পর্ক সাধারণতঃ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তবে কোন কোন আদিবাসীদিগের মধ্যে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবার সময় এখনও যে সকল ধাঁধার ব্যবহার হয়, তাহা বৈদিক যাগযজ্ঞের আচারমূলক ধাঁধার সগোত্র। কারণ, বৈদিক যাগযজ্ঞও মানুষের ঐন্দ্রজালিক বুদ্ধি হইতেই জন্মলাভ করিয়াছিল। তবে এখানে আরও একটি বিষয় স্মরণ করিয়া রাখা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শক্তির সংরক্ষণ বা conservation of energy নামে যে একটি কথা আছে, লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাহা অনেকাংশে সত্য। অর্থাৎ ইহার কোন বিষয়ই লোপ পায় না, কেবল পরিবর্তিত হয় মাত্র। সেইজন্য সমাজে একদিন যে সকল আচার মূলক ধাঁধার প্রচলন ছিল, আজ তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত না হইয়া গিয়া অন্যভাবে পরিবর্তিত হইয়া সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে। কারণ, সমাজ-মানস একদিন যাহা সৃষ্টি করিয়াছে, সমাজের পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে তাহার সূত্র গ্রথিত হইয়া গিয়া তাহাও ক্রম পরিবর্তনের ধারা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। তবে এই কথাও সত্য অনেক সময় ইহাদিগকে সহজে চিনিয়া লইতে পারা যায় না।

আধ্যাত্মিক ধাঁধাকে প্রকৃত পক্ষে ইংরেজিতে mystic riddle বলা যায়। ধাঁধার অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার যে গতানুগতিক পদ্ধতি আছে, আধ্যাত্মিক ধাঁধায় তাহা অনুসরণ করা হয় না। ইহার অর্থ অত্যন্ত গূঢ়, তাহা কেবলমাত্র গুরুর নিকট হইতে শিষ্যই বুঝিতে পারে, শিষ্যপরম্পরায় ইহাদের প্রচার হইয়া থাকে। সাধারণ ক্ষেত্রে ইহাদের প্রচার হয় না। মধ্যযুগের বাংলার নাথসাহিত্যে এবং ধর্মে এই শ্রেণীর ধাঁধার সংখ্যার প্রাচুর্য দেখা যায়। ইহার একটি প্রধান কারণ, নাথধর্ম প্রবল গুরুবাদী ধর্ম; গুরু এবং শিষ্যের সম্পর্ক অত্যন্ত গোপনীয়। গুরুর বাণী শিষ্য ব্যতীত অন্য কাহারও উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয় না; সুতরাং

শিষ্য ব্যতীত অন্যে যাহাতে তাহা বুঝিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যেই তাহা হেঁয়ালী বা ধাঁধার আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। নাথসাহিত্যের অন্যতম বিষয় 'গোরক্ষ-বিজয়ে' দেখা যায়, গোরক্ষনাথ যখন নর্তকীর ছদ্মবেশে তাঁহার গুরু মীননাথকে কদলীপত্তন হইতে উদ্ধার করিতে যান, তখন তিনি তাঁহার গুরুকে মুখে কোন কথা না বলিয়া ধাঁধার আকারে মৃদঙ্গের তালে তালে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, মৃদঙ্গের ধ্বনি হইতে তাহার আর কেহ অর্থ উদ্ধার করিতে পারিল না; কিন্তু মীননাথ তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন। ধর্মকথার নিগূঢ় অর্থ গোপন রাখিয়া কেবল মাত্র শিষ্যের বোধগম্য করিবার জন্য এই প্রকার ধাঁধার আকারে ইহাদিগকে উপস্থিত করিবার রীতি অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রচলিত আছে।

আধ্যাত্মিক ধাঁধার উদ্দেশ্য ধর্মমূলক, সাধনভজন এবং ধর্মীয় আচার আচরণ ব্যতীত তাহাদের আর কোন ক্ষেত্র নাই। সেইজন্য ইহাদের প্রচার সীমাবদ্ধ। এমন কি, আচারমূলক ধাঁধা যেমন আচার বহির্ভূত জীবনেও কোন কোন সময় লৌকিক ধাঁধায় পরিবর্তিত হইতে পারে, আধ্যাত্মিক ধাঁধা গূঢ় অর্থ প্রকাশক বলিয়া কদাচ তাহা পারে না। আধ্যাত্মিক সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে ইহারা অর্থহীন হইয়া যায় এবং ইহাদের প্রচারের ধারাও লুপ্ত হইয়া যায়।

অনেক ধাঁধা এমনও আছে, যাহা আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইলেও তাহাদের লৌকিক ব্যাখ্যা আছে। এমন কি, বাংলার নাথধর্ম ও সাহিত্যে যে সকল ধাঁধার ব্যবহার হইয়াছে, তাহাদের প্রয়োজন মূলতঃ আধ্যাত্মিক হইলেও, ইহাদের ব্যাখ্যা অনেক ক্ষেত্রেই আধ্যাত্মিক নহে, বরং তাহা লৌকিক। নাথধর্ম যোগ-সাধনার উপর নির্ভরশীল, কোনও অলৌকিক ভাব-স্বপ্নের উপর নির্ভরশীল নহে; সেইজন্য নাথসাহিত্যে যে সকল ধাঁধার প্রচলন আছে, তাহাদের অধিকাংশেরই বাস্তব ব্যাখ্যাও সম্ভব, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও লৌকিক প্রয়োজনে ইহাদের ব্যবহার হয় না। ধর্ম বিষয়ক ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক সময় ব্যক্তি বিশেষের ধর্মবোধ পরীক্ষা করা হয়। যে সমাজের মধ্যে ধর্মজ্ঞানকেই পরা বিদ্যা বলিয়া মনে করা হয়, তাহাতে ধর্মবিষয়ক ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিয়া বুদ্ধি এবং জ্ঞানেরও পরীক্ষা করা হয়। নাথসাহিত্যের অন্তর্গত 'গোপীচন্দ্রের গানে' রাজপুত্র গোপীচন্দ্র তাঁহার জননীকে কতকগুলি যোগশাস্ত্র বিষয়ক ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিয়া জননীর যোগ-সাধনা বিষয়ক জ্ঞান পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তবে যোগ সম্পর্কিত জ্ঞান কোন অলৌকিক বিষয়ক জ্ঞান নহে, বরং বহুলাংশেই

তাহা লৌকিক জ্ঞান ভিত্তিক, সেইজন্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার লৌকিক বুদ্ধিরও পরিচয় ইহা দ্বারাই প্রকাশ পাইয়াছিল।

ধাঁধা এবং প্রশ্নোত্তর এক জিনিস নহে। ধাঁধার মধ্যে যে প্রশ্নটি থাকে, তাহার উত্তরটি প্রকাশ্য ভাবে ইহার মধ্য হইতে পাওয়া যায় না, রূপক কিংবা গৌণার্থের মধ্য হইতে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। সাধারণ প্রশ্নের উত্তরটি প্রত্যক্ষভাবে তাহা হইতে পাওয়া যায়। সেইজন্য আধ্যাত্মিক ধাঁধা এবং আধ্যাত্মিক প্রশ্নোত্তর একার্থবাচক হইতে পারে না। গুরুশিষ্যে আধ্যাত্মিক প্রশ্নোত্তর যেমন হইতে পারে, তেমনই আধ্যাত্মিক ধাঁধাও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। সেইজন্য যে সকল ধর্মের আচার গুহ্য বা গোপনীয়, তাহাদের সম্পর্কে ধাঁধার ব্যবহার হইলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে গুরুশিষ্যে সাধারণ ভাবেই প্রশ্নোত্তর ব্যবহৃত হইতে পারে।

যে সকল ধাঁধা ঋগ্বেদের মধ্যে সংকলিত হইয়াছে, তাহারা এক কালে মুখে মুখেই প্রচলিত ছিল; ঋগ্বেদে সংকলিত হইবার পর ইহারা লিখিত না হইলেও ইহাদের মধ্যে যে আচারগত উদ্দেশ্য প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার জন্য ইহাদের ক্রমবিকাশের ধারা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইহারাই সাহিত্যিক ধাঁধার প্রাচীনতম নিদর্শন। বাইবেলের মধ্যেও যে স্যামসনের ধাঁধা আছে, তাহাও প্রথম মৌখিক প্রচলিত ছিল; কিন্তু তারপর বাইবেলের মধ্যে তাহা প্রবেশ করিয়া ধর্মগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য ইহারাও সাহিত্যিক ধাঁধার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। লৌকিক বা মৌখিক প্রচলিত ধাঁধা যখন আচার জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয় কিংবা কোন লিখিত রূপ লাভ করে, তখন ইহাদের মৌখিক রূপ এবং তাহাদের উত্তর দুই-ই এক একটি অপরিবর্তনীয় সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করিয়া যায়, তখনই ইহা সাহিত্যিক ধাঁধা বা literary riddle বলিয়া পরিচয় লাভ করে। লোকসাহিত্যের সকল বিষয়ই লিখিত রূপ লাভ করিলে যেমন ইহার ক্রমবিকাশের ধারা লুপ্ত হইয়া যায়, তেমনই ধাঁধাও সাহিত্যিক রূপ লাভ করিলে ইহার ক্রমবিকাশের ধারা লুপ্ত হয়।

বৈদিক যুগ হইতেই এদেশে সাহিত্যিক ধাঁধার প্রচলন আছে। অনেক সময় সাহিত্যিক ধাঁধা লোকসাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে জন্মলাভ করে। লিখিত হইয়া সাহিত্যিক রূপ লাভ করিলে ইহার বহির্মুখী রূপের সামান্য পরিবর্তন হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে অর্থ কিংবা উত্তরের কোন পরিবর্তন হয় না। সুনির্দিষ্ট কোন সাহিত্যিক ধাঁধা হইতেও কোন কোন সময় লৌকিক ধাঁধা

জন্মলাভ করিতে পারে ; কিন্তু তাহার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম নিদর্শন বৌদ্ধ গান বা চর্যাপদে যে সকল ধাঁধা সাহিত্যিক ধাঁধার রূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারা তৎকাল প্রচলিত লৌকিক ধাঁধা হইতেই জন্মলাভ করিয়াছিল, তবে তাহাদিগকে বিশিষ্ট ছন্দে রচিত কবিতার পদ-মধ্যে স্থাপন করিবার জন্য ইহাদের রূপে সামান্য পরিবর্তন করা হইয়া থাকিবে। ইহার বিপরীত কথাটিও সম্ভব। অর্থাৎ বহুল প্রচলিত সাহিত্যের কোনও বিষয় হইতে কোন কোন ধাঁধা মৌখিক প্রচার লাভ করিয়া ক্রমে মৌখিক রূপ লাভ করিতে পারে। বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের যেমন বহু পদ বাংলা প্রবাদে পরিণত হইয়াছে, তেমনই কোন জনপ্রিয় লেখকের রচনার অন্তর্গত কোন ধাঁধাও কালক্রমে মুখে মুখে প্রচার লাভ করিয়া লৌকিক ধাঁধায় পরিণত হইতে পারে। তবে সাহিত্যিক ধাঁধা মাত্রই বিশ্লেষণ করিলে তাহাতে লৌকিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। লৌকিক উপাদান লইয়া সাহিত্যিক ধাঁধা রচিত হয়। সুতরাং লৌকিক এবং সাহিত্যিক ধাঁধার মূল পার্থক্য ইহাদের বিষয়-বস্তুর ব্যবহারে নহে, বরং ইহাদের পরস্পরের প্রকাশ ভঙ্গির উপরই নির্ভর করে। সাহিত্যিক ধাঁধার প্রকাশ সাহিত্যিক রূপের ভিতর দিয়াই সম্ভব, লৌকিক ধাঁধার প্রকাশভঙ্গির মধ্যে লৌকিক পদ্ধতিই সর্বদা অনুসরণ করা হয়।

আধুনিকতম কালে সাহিত্যিক ধাঁধা একটি নূতন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় ; তাহা শিশুচিত্তের কৌতুক সৃষ্টি। বৃহত্তর ক্ষেত্র হইতে ইহার প্রয়োজনীয়তা লুপ্ত হইয়াছে। দেশবিদেশের সাহিত্য এবং জীবন-চর্চার সঙ্গে যোগাযোগের ফলে নূতন নূতন বিষয়ও ইহাতে প্রতিনিয়তই প্রবেশ করিতেছে। ইহাদের রচনায় নূতন নূতন পদ্ধতিও গৃহীত হইতেছে।

তথাপি ধাঁধার বিষয় এত ব্যাপক যে সুনির্দিষ্টভাবে ইহার শ্রেণীবিভাগ কখনও সম্ভব হইতে পারে না। বিশেষতঃ প্রত্যেক জাতির মধ্যে ইহাদের বিশেষত্ব, আছে ; এমন কতকগুলি ধাঁধা আছে, যাহা বিশেষ কোন দেশেরই বিশেষত্ব অন্য দেশে তাহা নাই। যেমন বরফ বিষয়ক কোন ধাঁধাই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শুনিতে পাওয়া যায় না, কারণ, তাহা শুনিতে পাওয়া যাইবার কথা নহে ; অথচ শীতপ্রধান দেশে এক মাত্র এই বিষয়ের উপরই অসংখ্য ধাঁধা রচিত হইয়াছে। জীবনাচরণের বিশেষত্বের উপর বিশেষ প্রকৃতির ধাঁধার প্রচলন নির্ভর করে। বাংলা দেশে প্রচলিত ধাঁধাগুলিকেও সেইজন্য এই দেশের নিজস্ব প্রকৃতি

অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করিবার আবশ্যক হয়। সাধারণ ভাবে ইহাদিগকে নিম্নলিখিত কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ নরনারী বিষয়ক ধাঁধা। মানুষ এবং তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক দেশেই বহু সংখ্যক ধাঁধা রচিত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, এই শ্রেণীর ধাঁধাগুলি সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম রচনা। কারণ, মানুষ তাহার নিজের সম্পর্কে প্রথমই অবহিত হইয়াছে, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া সে জীবনের প্রথম বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছে। সেইজন্য তাহাদিগকে লইয়া তাহার জিজ্ঞাসার অন্ত নাই। চোখ, আঙ্গুল, জিহ্বা ইত্যাদির কার্যপ্রণালী, শরীর গঠনে ইহাদের অবস্থান মানুষের কৌতূহলের বিষয় হইয়াছে। নরনারী বলিতে কেবলমাত্র পার্থিব মানুষই নহে, পার্থিব মানুষের ছায়াকেই প্রসারিত করিয়া মানুষ কল্পনায় মানুষকেও গড়িয়াছে। পুরাণের মানুষ এমন কি, দেবদেবীও তাহারই ছায়াতলে রচিত হইয়াছে। সেইজন্য নরনারী বলিতে এখানে কেবলমাত্র পার্থিব মানুষই নহে, পুরাণের চরিত্রকেও বুঝাইবে।

মানুষ চোখ খুলিয়া প্রকৃতির দিকে তাকাইয়াও বিস্ময় অনুভব করিয়াছে; সেইজন্য প্রকৃতি বিষয়ক ধাঁধা সকল দেশেই একটি প্রধান অংশ অধিকার করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ফুল ফল, নানা শস্যসম্পদের রূপ এবং জন্মরহস্য সম্পর্কে নানাভাবে কৌতূহল প্রকাশ করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর ধাঁধাগুলিকে সাধারণভাবে ফুলফল এই সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়।

পশুপক্ষীও প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহাদের আচার ব্যবহার একটু স্বতন্ত্র; সেইজন্য ইহাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ নির্দেশ করিতে হয়। প্রকৃতি জগতের মধ্যে ইহারা মানুষের মত চলিয়া বেড়ায়, আহারাদি করে, নিদ্রা যায়, কলহ-বিবাদ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিবার জন্য সংগ্রাম করে। তাহাদের আচার আচরণও আদিম মানুষেরই শুধু নয়, সভ্য মানুষেরও কৌতূহলের বিষয় হইয়াছে; সেইজন্য তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক দেশেই এক বিপুল সংখ্যক ধাঁধা রচিত হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়েও বিশেষ বিশেষ জাতির এক একটি বিশেষ প্রবণতা প্রকাশ পায়। যেমন, বাংলা দেশে কুকুর যতই সুলভ হোক, ইহাদের সম্পর্কে কোন ধাঁধা নাই বলিলেই চলে। বিড়ালের মত পরিচিত পশু বাংলা দেশে আর কি আছে; কিন্তু তাহার সম্পর্কেও কোন ধাঁধা শুনিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ সুগভীর মনস্তত্ত্বমূলক, তাহা এখানে বিশ্লেষণ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখি না। তবে এ

কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক, যে কোন পশু পক্ষীই ধাঁধায় স্থান পাইতে পারে না। যাহাদের কোন না কোন বিশেষত্ব আছে, কেবল মাত্র তাহারাই স্থান পাইয়া থাকে এবং সেই বিশেষত্বেরও প্রকৃতি বিভিন্ন হইতে পারে। এই শ্রেণীর ধাঁধাগুলিকে সাধারণভাবে পশুপক্ষী বিষয়ক ধাঁধা বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

গ্রহনক্ষত্রও আদিম মানবের কৌতূহলী দৃষ্টি গভীর ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে চন্দ্র-সূর্য-তারাই প্রধান। চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি, সূর্যের উদয়াস্তের রূপ বিবর্তন, নক্ষত্রের অসংখ্যতা সর্বদাই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহাদের বিষয়ও সকল দেশেই ধাঁধা রচিত হইয়াছে; তবে ধাঁধাগুলির বিষয়-বস্তুর মধ্যে বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নাই বলিয়া অর্থাৎ প্রধানতঃ চন্দ্র, সূর্য এবং তারা ইহাদিগকে লইয়াই প্রায় এই বিষয়ক সকল ধাঁধাই রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের মধ্যে বিষয়গত বৈচিত্র্যের অভাব দেখা যায়।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত তৈজসপত্র অবলম্বন করিয়াও এক বিপুল সংখ্যক ধাঁধা রচিত হইয়াছে। আদিম সমাজ-জীবনে মানুষের তৈজসপত্রে কোন জটিলতা ছিল না, এখনও নাই। কেবল মাত্র অর্থনৈতিক দিক দিয়া যে সকল সমাজ কিছু অগ্রসর হইতে পারিয়াছে তাহারাই জীবনে তৈজসপত্রের আড়ম্বর বৃদ্ধি করিয়াছে। তথাপি নিতান্ত আবশ্যক তৈজস ব্যতীত অনাবশ্যক কোন সামগ্রী দিয়া বিলাস উপভোগ করাও এই সমাজের পক্ষে সম্ভব ছিল না বলিয়া সাধারণ সামগ্রী অবলম্বন করিয়াই এই শ্রেণীর ধাঁধাগুলি রচিত হইয়াছে। কৃষকের চাষ করিবার সরঞ্জাম, জেলের মাছ ধরিবার সরঞ্জাম, শিকারীর শিকারের সরঞ্জাম সবই এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিতে হয়।

মানুষের জীবনের এমন কতকগুলি আচার ব্যবহার আছে, যাহাদিগকে অবলম্বন করিয়াও ধাঁধা রচিত হইয়াছে, তাহাদিগকে একটি স্বতন্ত্র বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিবার আবশ্যক হয়। তবে তাহা মানুষেরই আচার ব্যবহার বলিয়া নরনারী বিভাগেরও অন্তর্ভুক্ত করা যাইত, কিন্তু তাহাতে বিষয়টির সম্যক্ মর্যাদা রক্ষা পায় না বলিয়া ইহাকে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত হয়। যেমন আছাড় খাওয়া, ঘোম্‌টা দেওয়া, নিদ্রা যাওয়া ইত্যাদি নরনারীরই কাজ, তথাপি বিষয়টি এত ব্যাপক এবং বৈচিত্র্য-পূর্ণ যে তাহা দ্বারা স্বতন্ত্র একটি বিভাগ রচনা আবশ্যক।

প্রত্যেক দেশের নরনারীর মধ্যেই আচার ব্যবহারে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সেইজন্য ঘোমটা দেওয়া বিষয়ক ধাঁধা বাংলা দেশে যেমন পাওয়া যাইবে, তামিলনাড়ুতে তেমন পাওয়া যাইবে না। কারণ, সমাজ-জীবনের প্রত্যক্ষ আচার আচরণই ধাঁধার বিষয় হইয়া থাকে। সেইজন্য ইহাদের মধ্য দিয়া সমাজের স্বরূপটি উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এই বিভাগের ধাঁধাগুলিকে ব্যবহারিক ধাঁধা বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

কতকগুলি ধাঁধা কাহিনীমূলক, অর্থাৎ একটি আনুপূর্বিক কাহিনীর মধ্য দিয়া জিজ্ঞাসাটি উপস্থিত করা হয়, কাহিনীটি মনোযোগের সঙ্গে শুনিয়া সেই জিজ্ঞাসাটির উত্তর দিবার প্রয়োজন হয়। ইহাদের মধ্যে একদিক দিয়া কাহিনীর রস, আর এক দিক দিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার কৌশল উভয়ই ব্যক্ত হইয়া থাকে। সংস্কৃত কথাসাহিত্যেও অনুরূপভাবে প্রহেলিকা জিজ্ঞাসার রীতি প্রচলিত আছে। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সেই ধারা অনুসরণ করিয়াই হোক, কিংবা স্বাধীন ভাবেই হোক বাংলায় কাহিনীমূলক এক শ্রেণীর ধাঁধার প্রচলন দেখা যায়।

পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রত্যেক দেশেই কতকগুলি ধাঁধা সামাজিক জীবনের নানা আচার (ritual)-এর সঙ্গে জড়িত; কেবল মাত্র আচার পালনের সময় ধাঁধাগুলি জিজ্ঞাসা করা হয়—অবসর বিনোদনে, কৌতুক সৃষ্টির অভিপ্রায়ে কিংবা জীবনের অন্য কোন প্রয়োজনে ইহাদের ব্যবহার হয় না। ইহাদের উত্তরগুলিও নিতান্ত গতানুগতিক বা মামুলী অর্থাৎ বুদ্ধি সজাগ রাখিয়া চিন্তা বা বিচার করিয়া ইহাদের উত্তর দেওয়া হয় না, কতকগুলি পূর্ব নির্দিষ্ট উত্তর ইহাদের সঙ্গে সঙ্গেই আবৃত্তি করা হয় মাত্র। ইহারা নিষ্প্রাণ, কেবল মাত্র রীতি রক্ষার উদ্দেশ্যেই ইহারা ব্যবহৃত হয়। তবে বিবাহের আচারবিষয়ক ধাঁধাগুলি কোন কোন সময় প্রাণরসের স্পর্শে জীবন্ত হইয়া উঠে। বাৎসরিক কৃষি উৎসব, বিবাহ কিংবা অন্ত্যেষ্টি উপলক্ষেই এই শ্রেণীর ধাঁধার সাধারণতঃ ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহাদিগকে আচারমূলক ধাঁধা বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

সাধারণতঃ লোক-সমাজে অঙ্কের হিসাবমূলক এক শ্রেণীর ধাঁধা শুনিতে পাওয়া যায়, আদিম সমাজে বা উপজাতির সমাজে যেখানে সংখ্যাগণনার প্রচলন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ সেখানে তাহা শুনিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে মৌখিক কতকগুলি গণিতের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, গভীরভাবে চিন্তা না

করিয়া ইহাদের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। অবশ্য ইহাদের গতানুগতিক জবাবও কোন কোন ক্ষেত্রে যে নাই, তাহাও নহে। ইহাদিগকে গাণিতিক ধাঁধা বলিয়া উল্লেখ করা যায়। তবে ইহাদের সংখ্যা যে খুব বেশি, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই ; কারণ, এই শ্রেণীর ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা কিংবা জবাব দিবার জন্য যে বুদ্ধির প্রয়োজন, তাহা নিতান্ত সাধারণ মানুষ কিংবা শিশুসমাজের নিকট আশা করা যায় না।

গণিত শাস্ত্র লিখিতভাবে প্রচলিত হইবার পূর্বে ইহা দীর্ঘকাল পর্যন্ত মৌখিকই ছিল। এখনও নিরক্ষর সমাজে মুখে মুখেই গাণিতিক হিসাব করা হইয়া থাকে। সেই সূত্র হইতেই ক্রমে গাণিতিক ধাঁধাগুলির জন্ম হইয়াছে। এখনও পল্লীর নিরক্ষর সমাজে মুখে মুখেই গণিতের বহু জটিল হিসাব করা হইয়া থাকে। এই বিষয়ে যাহাদের বিশেষ প্রতিভা আছে, তাহারা নিরক্ষর হইলেও শিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষাও এই বিষয়ে অধিকতর দক্ষতা দেখাইয়া থাকে। গাণিতিক হিসাবের নীরস বিষয়কে সরস করিয়া তুলিবার জন্যই অনেক সময় তাঁহারা হিসাবমূলক কাহিনী এবং অঙ্কের হিসাব মূলক ধাঁধা রচনা করিয়া থাকে। জটিল বিষয়ের মধ্যেও কৌতুকরস সঞ্চারিত করিয়া ইহাদিগকে সহজে স্মৃতিতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়।

ধাঁধার প্রধান বিষয়ই হইতেছে ইহার উত্তর। ধাঁধা এবং তাহার উত্তর এই উভয়ে মিলিয়াই একটি ধাঁধার পূর্ণাঙ্গ পরিচয়। উত্তর ব্যতীত অর্থাৎ যে সকল জিজ্ঞাসার কোন উত্তর নাই, কিংবা জিজ্ঞাসার মধ্যেই উত্তর প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত থাকে, তাহাকে ধাঁধা বলা যায় না। তেমনই যে ধাঁধার মধ্যে কোন প্রশ্ন নাই, তাহাও ধাঁধা হইতে পারে না। তথাপি কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, এমন কতকগুলি ধাঁধা আছে, যাহা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা হয় না, কিংবা তাহার কোন উত্তর নাই।[১] কিন্তু তাহাদিগকে কি যথার্থই ধাঁধা (riddle) বলা যাইবে ? এ পর্যন্ত আমরা উপরে ধাঁধার সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি লইয়া যে বিচার করিয়াছি, তাহা অনুসন্ধান করিলে প্রশ্নহীন ধাঁধাকে ধাঁধা বলিয়া উল্লেখ করা যাইবে না। এই প্রকার 'প্রশ্নবিহীন ধাঁধার' কিছু নিদর্শন উল্লেখ করা যায় ; তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, ইহাদিগকে প্রকৃত

১ Durga Bhagat, The Riddle in Indian Life Lore and Literature, Bombay 1965. pp 52-62.

পক্ষে ধাঁধা বলা যাইবে না। কারণ, এই সকল তথাকথিত ধাঁধার মধ্যে কেহ কোন উত্তরের সন্ধান করে না। পরস্পর ইহা বুঝিয়া থাকে মাত্র।

প্রথমতঃ নাম-ধাঁধা। ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে পরস্পর পরস্পরের নাম লওয়া নিষিদ্ধ; সাধারণের বিশ্বাস তাহাতে প্রত্যেকেরই আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে। সেইজন্য পরস্পরকে তাহারা হেঁয়ালীর আকারে সম্বোধন করিয়া থাকে, তবে তাহাদের বক্তব্য তাহাদের নিজেদের বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা হয় না। এই আচরণের একটি ঐন্দ্রজালিক উদ্দেশ্যও আছে; প্রকাশ্যে স্বামী কিংবা স্ত্রীর নাম লইলে যম তাহা শুনিয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলেই তাহাদের নামে পরওয়ানা জারি হইবার সম্ভাবনা। প্রকাশ্যে নাম না বলিলে যম তাহা শুনিতে পাইবে না এবং তিনি তাহা ভুলিয়া থাকিবার সম্ভাবনা। যাই হোক, এই শ্রেণীর তথাকথিত ধাঁধার কোন উত্তর দিবার আবশ্যক হয় না; সুতরাং ইহাদিগকে ধাঁধা বলা যায় না।

ছেলেমেয়েদের কতকগুলি খেলার মধ্যে প্রশ্নোত্তর বাচক কতকগুলি ছড়া আবৃত্তি করা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে জিজ্ঞাসা থাকে সত্য, তবে তাহা ধাঁধার আকারে অর্থাৎ রূপক কিংবা গৌণভাবে থাকে না, সহজভাবেই থাকে, এবং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরটিও যুক্ত থাকে। ইহাদের মধ্যেও ধাঁধার লক্ষণ কিছু নাই। তথাপি ইহাদিগকেই কেহ 'উত্তর বিহীন' ধাধা বলিয়া দাবী করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্য নহে। যেমন একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

ঝিঁ ঝি সই,
তোর পুত কই ?—আম পাড়ে।
কি কাজ করে ?—পিঁড়ি চাঁছে।
কার পিঁড়ি ?—ছোট বউর পিঁড়ি।
ছোট বৌ কো ?—ঘাটে গেছে।
ঘাট কো ?—ডাহ খাইছে।
ডাহ কো ?—বনে গেছে।
বন কো ?—পুইড়া গেছে।
ছাই কো ?—ধোপায় নিছে।
ধোপা কো ?—হাটে গেছে।
হাট কো ?—ভাইঙ্গা গেছে।
বুড়ি লো বুড়ি—কি লো ?

ভাইলা পাইলাগুলি সগালো—ক্যা লো ?
তালগাছটা পইল—টিপ্ পুদ !

এই শ্রেণীর খেলার ছড়াগুলিকে কিছুতেই ধাঁধা বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। কারণ, কেবল মাত্র প্রশ্ন এবং উত্তর থাকিলেই ধাঁধা হয় না। উত্তর গুলি সর্বত্রই প্রচ্ছন্ন বা গোপন থাকিবে, তাহাকে ভাবিয়া বাহির করিতে হইবে, প্রকাশ্যভাবে তাহা বলিয়া দিলে তাহাকে অনুসন্ধান করিবার ঔৎসুক্যটুকু থাকে না, ইহাতে ধাঁধার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। অতএব 'নীরব কবি' যেমন কবি নহে, তেমনই উত্তরহীন ধাঁধাও ধাঁধা নহে। এমন কি, উত্তর প্রকাশ্যে বলিয়া দিলেও ধাঁধার রস বিনষ্ট হয়।

আঙ্গিক বা গঠন-ভঙ্গির দিক হইতে ধাঁধার সঙ্গে প্রবাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, লোক-সাহিত্যের আর কোন বিষয়ের সঙ্গে ইহার এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই। প্রবাদ যেমন সংক্ষিপ্ত রচনা, অথচ সংক্ষিপ্ততার মধ্যেই ইহা ভাব এবং অর্থ সমৃদ্ধ, ধাঁধাও তাহাই। ধাঁধার মধ্যে একটি উত্তরের সন্ধান করিতে হয়, প্রবাদের মধ্যেও ইহার গূঢ়ার্থটিকে সন্ধান করিবার প্রয়োজন হয়। তবে ধাঁধার মধ্যে একটি বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়, প্রবাদের মধ্যে বস্তুর পরিবর্তে একটি ভাবের সন্ধান মিলে। ধাঁধা অনেক সময় শিশুর কৌতুক উপভোগের বিষয় হইতে পারে; কিন্তু প্রবাদ কদাচ তাহা নহে—ইহাতে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়, প্রত্যক্ষ জীবন-অভিজ্ঞতার সুকঠিন ফলই ব্যক্ত হয়। কিন্তু রচনা এবং বহির্মুখী গঠনের দিক হইতে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য নাই; মধ্যযুগের গুজরাটি ভাষায় ধাঁধা এবং প্রবাদ উভয়কেই 'লোকোক্তি' বলিয়া উল্লেখ করা হয়।[১] অবশ্য উভয়ই যে লোকোক্তি সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; তবে উভয়কেই যে অভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়, তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রাচীন মারাঠি ভাষায় 'আহানা' এবং 'উখনা' শব্দ দ্বারা ধাঁধা এবং প্রবাদ উভয়ই বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের সম্পর্ক যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, ইহা হইতেও তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

বাংলাতেও এমন কতকগুলি প্রবাদ আছে, তাহা প্রত্যক্ষতঃ ধাঁধারই মত। তবে হয়ত এক কথায় ইহাদের উত্তর দেওয়া যায় না। যেমন, একটি প্রবাদ—

---

১ Durga Bhagat প্রাগুক্ত।

'কাটলেও রক্ত নেই, কুটলেও মাংস নেই।'

ইহা শুনিলে প্রথমই মনে হইতে পারে যে ইহা একটি ধাঁধা, অর্থাৎ ইহার একটি উত্তর আছে। অর্থাৎ এখানে যেন জিজ্ঞাসা করা হইতেছে, এমন কি প্রাণী আছে, যাহা কাটিলে রক্ত পড়ে না এবং কুটিতে গেলেও মাংসের সন্ধান পাওয়া যায় না। হয়ত মূলত ইহা কোন ধাঁধারই অংশ ছিল; কারণ, ইহার প্রশ্নের ভঙ্গিটি পুরাপুরি ধাঁধারই। পরে হয়ত ইহার উত্তরটি অস্পষ্ট হইয়া যাইবার ফলে ইহা প্রবাদরূপেই এখন লোকসাহিত্যে আত্মরক্ষা করিতেছে। এই প্রবাদের অর্থ অক্ষম এবং পদার্থহীন মানুষ। ইহা ধাঁধার উত্তর নহে, কারণ, ধাঁধার উত্তর আরও প্রত্যক্ষ, কিন্তু ইহা একটি ভাবপ্রকাশ করিতেছে বলিয়া ইহা প্রবাদের ব্যাখ্যা মাত্র। এই প্রকার আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—

বাবাজীকে বাবাজী,
তরকারিকে তরকারি।

ইহা শুনিবা মাত্র ইহার সুনির্দিষ্ট একটি উত্তর আছে বলিয়া মনে হইতে পারে, অর্থাৎ ইহাকে ধাঁধা বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। ইহার সম্পর্কেও একথাই বলা যায় যে, সম্ভবতঃ ইহাও মূলতঃ ধাঁধাই ছিল এবং ইহার একটি সুনির্দিষ্ট উত্তরও ছিল। কিন্তু তাহা ক্রমে অপ্রচলিত হইবার ফলে প্রবাদের ক্ষেত্রে ইহা আত্মরক্ষা করিয়া আছে। প্রবাদে ইহার যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহা খুব সন্তোষজনক নহে বলিয়াই এই কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ইহা সম্ভবতঃ ধাঁধা হিসাবেই একদিন প্রচলিত ছিল; কারণ, ইহার উপস্থাপনার পদ্ধতিটি ধাঁধারই সম্পূর্ণ অনুরূপ। প্রবাদে ইহার ব্যাখ্যা, যাহা দুই কাজেই লাগে। ধাঁধায় ইহার উত্তর হয়ত ছিল, এমন একটি তরকারি যাহা তরকারি বা খাদ্য হিসাবে যেমন ব্যবহৃত হইতে পারে, তেমনই অন্য কোন কাজেও ব্যবহৃত হইতে পারে। ধাঁধায় ইহার জবাব হয় ত ছিল লাউ। কারণ, লাউ যেমন তরকারি হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তেমনই বাবাজি বা বৈষ্ণব ভিখারীরা ইহাকে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একই পদ ধাঁধা এবং প্রবাদ উভয় রূপেই ব্যবহার করা হইত। বর্তমানেও হয়ত অনুসন্ধান করিলে ধাঁধা রূপে ইহার ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। অবশ্য বর্তমানে ইহা বাংলা প্রবাদ-সংগ্রহে স্থান লাভ করিয়াছে।[১]

---

১ সুশীল কুমার দে, 'বাংলা প্রবাদ' (১৩৫৯) পৃঃ ৫৫৯

প্রথম অধ্যায়

নরনারী

বাংলা ধাঁধাগুলির শ্রেণী বিভাগ করিতে গিয়া প্রথমই যে নরনারী বিষয়ক ধাঁধার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হয়, তাহার অর্থ ইহাই নহে যে এই শ্রেণীর ধাঁধাই সংখ্যায় সর্বাধিক পাওয়া যায়। সংখ্যার দিক দিয়া অন্যান্য কোন কোন বিষয়ক ধাঁধা প্রথম উল্লেখযোগ্য হইলেও বিষয়ের গুরুত্বের দিক হইতে নরনারী বিষয়ক ধাঁধারই প্রথম উল্লেখ করিতে হয়। মানুষের জীবন, তাহার শরীর গঠন বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিচিত্র রূপ লক্ষ্য করিয়া মানুষ যে সর্বপ্রথম ধাঁধা রচনা করিয়াছে, তাহা না হইতে পারে, তবে ইহাদের সর্বজনীনত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য। মানুষের জীবন-মৃত্যুর রহস্য কিংবা তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন প্রত্যেক দেশেই এক এবং অভিন্ন। সেইজন্য পৃথিবীর এক অঞ্চলে তাহা লইয়া যে ধাঁধা রচিত হইয়াছে, বিভিন্ন অঞ্চলেও সেই বিষয় লইয়াই ধাঁধা রচিত হইয়াছে। ইহাদের তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা সাধারণ মানুষের বস্তু-দর্শন বা প্রকৃতি-জ্ঞানের মধ্যে যে এক অভিন্নতা আছে, তাহা অনুভব করা যায়। তবে এ'কথাও সত্য, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার পৃথিবীর সর্বত্র, এমন কি, একই দেশের মধ্যেও সম্পূর্ণ এক নহে; যেমন কৃষক হাত দিয়া চাষ করে, মৃগয়াজীবী হাত দিয়া তীর ছোঁড়ে, শিল্পী হাত দিয়া শিল্প সৃষ্টি করে। হাত দিয়া কর্ম করিবার যে বৈচিত্র্য আছে, তাহা অবলম্বন করিয়াই হাত বিষয়ে নানা বিচিত্র ধাঁধা রচিত হইয়াছে।

মানুষ তাঁহার নিজের জীবন সম্পর্কেও প্রথম হইতে যে সচেতন ছিল, মানুষের জীবন, তাহার জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তাহার আচার-আচরণকে লক্ষ্য করিয়া রচিত ধাঁধাগুলিই তাহার প্রধান প্রমাণ। মানুষ তাহার নিজের জীবন-রহস্য সম্পর্কেও ধাঁধা রচনা করিয়াছে।

এই ধাঁধাগুলির মূল্য অনেক বেশি, কারণ, দেখা যাইবে, এই প্রকার জিজ্ঞাসা হইতেই সমাজে ক্রমে জীবন-দর্শনের জন্ম হইয়া থাকিবে। এই গুরুত্বের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে নরনারী সম্পর্কিত ধাঁধাগুলিকে সর্বপ্রথম আলোচনা করিবার আবশ্যক হয়।

নরনারী সম্পর্কিত ধাঁধাগুলিকে প্রধানতঃ তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়; যেমন প্রথমতঃ নরনারী ও তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; দ্বিতীয়তঃ পৌরাণিক নরনারী এবং তৃতীয়তঃ পারিবারিক আত্মীয়স্বজন।

নরনারীর জীবন-রহস্ত এবং তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন সম্পর্কিত ধাঁধাগুলিও দুই ভাগে বিভক্ত ; প্রথমতঃ তাহার জীবন-রহস্ত এবং দ্বিতীয়তঃ তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন। প্রথমোক্ত শ্রেণীর ধাঁধাগুলি দার্শনিক চিন্তামূলক, যদিও তাহা নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের চিন্তা, তথাপি তাহাদের মধ্যে জীবন-দর্শনের প্রেরণা আছে। বাল্য হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবনের যে শারীর পরিবর্তন দেখা দেয়, তাহা আদিম মানুষও লক্ষ্য করিয়াছিল ; সেইজন্য ইহার সম্পর্কে তাহার নানা জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ধাঁধাগুলি নরনারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনের উপর নির্ভর করিয়া রূপকচ্ছলে রচিত, কখনও তাহাদের বর্ণনা বা বিশ্লেষণ মাত্র। রূপকের অন্তরাল হইতে কিংবা বর্ণনা বা বিশ্লেষণ মাত্র অবলম্বন করিয়া তাহাদের পরিচয় উদ্ধার করা ইহাদের লক্ষ্য। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিই মানুষের নিকটতম বন্ধু ; ইহারা তাহার সকল কাজের সহায়ক। কিন্তু ইহাদের তাহাকে সাহায্য করিবার পদ্ধতি স্বতন্ত্র। যদিও সামগ্রিক ভাবে দেহের সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সংযুক্ত, তথাপি ইহাদের প্রত্যেকের যে নিজস্ব কর্মপ্রণালী আছে, তাহাতেই ইহাদিগকে পরস্পর স্বাধীন বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেকটি ধাঁধাতেই ইহাদিগকে পরস্পর স্বাধীন রূপেই বর্ণনা করা হয়।

এক

মানুষ ও তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

আদিমকাল হইতেই মানুষ তাহার নিজের জীবন সম্পর্কে যে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া অতি প্রাচীন কাল হইতেই ধাঁধা রচিত হইয়া আসিতেছে। মানুষের শৈশব হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবনের বিচিত্র গতি এবং মৃত্যুর মধ্যে তাহার শেষ পরিণতি সকল দেশেই এক শ্রেণীর ধাঁধা রচনার প্রেরণা দিয়া আসিয়াছে। এই ধাঁধার উত্তর মানুষ স্বয়ং। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে ইহাদিগকে The Riddle of the Sphinx বলে। যদিও প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের উল্লিখিত স্ফিঙ্কস্ এর কাহিনী প্রচলিত হইবার বহু পূর্ব হইতেই এই শ্রেণীর ধাঁধা সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতে পারে, তথাপি প্রাচীন গ্রীক্ সাহিত্য অবলম্বন করিয়া ইহা একদিন প্রায় পৃথিবীর সর্বত্রই প্রচার লাভ করিয়াছিল। তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে স্ফিঙ্কস্ নাম্নী এক রাক্ষসী পথিপার্শ্বে বসিয়া প্রত্যেক পথিককে একটি ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিত, ধাঁধার উত্তর দিতে না পারিয়া পথিকেরা তাহার হস্তে নিহত

হইত। শেষ পর্যন্ত রাজা ঈডিপাশ তাহার উত্তর দিয়া রাজ্য তাহার অত্যাচার হইতে মুক্ত করিলেন। তাহার ধাঁধাটি এই—

সকালে কে চারি পায়ে হাঁটে?
দ্বিপ্রহরে দুই পায়ে হাঁটে?
সন্ধ্যায় তিন পায়ে হাঁটে?

রাজা ঈডিপাশ তাহার উত্তরে বলিলেন মানুষ। অনুরূপ মানুষ বিষয়ক ধাঁধা পৃথিবীর সর্বদেশেই প্রচলিত আছে, আমাদের দেশেও ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে।

মানুষ

১

চ্যাংড়া বেলা চার পাও
জোয়ান হলে দুই পাও
আর বুড়া হলে তিন পাও
কি কন দিদি? —রাজশাহী

২

পা পিঠ মাথাটি, দু হাত কুড়ি আঙ্গুল নাকটি
কান চক্ষু নাই, এমন কি জীব আছে,
বল দেখি ভাই! —দহমুণ্ডা, মেদিনীপুর।

৩

লতা লতা দুইটি লতা — পা
তার উপরে খাবার জালা — পেট
তার উপরে খাব কি? — মুখ
তার উপরে মিটির মিটির — চোখ
তার উপরে গড়ের মাঠ — কপাল
তার উপরে দূর্বাঘাস — চুল। —হাওড়া

৪

ঝাপ্ তলায় মিটি মিটি, মিটি তলায় ক্যা
ক্যাতলায় ফদর ফদর ফস্করই ভেঙ্গে দে।

—বেলপাহাড়ী

৫

আড়ের উপর আড়
তার উপর ভাতের হাঁড়ি
তার 'পরে জুল জুলে বুড়ি
তার ওপরে শোনের নুড়ি।

—২৪ পরগণা

৬

আনছ দড়ি বাঁধিছ কসে
আর যাব না তোমাদের দেশে।

মৃত মানুষ—নদীয়া

৭

পা পঞ্চ মাথাটি কুড়ি আঙ্গুল নাকটি
চক্ষু কর্ণ নাই।

—রাজশাহী

৮

মামাদের গড়ানে ঘাট,
বত্রিশটি কলাগাছ
একখানি পাত।

(মুখ, জিহ্বা, দাঁত)—মুর্শিদাবাদ

৯

লথ লথ দুটো দাঁড়া (পদদ্বয়)
তার উপরে ভাতের হাঁড়া (উদর)
তার উপরে থুক্ থুকুনি (বক্ষ)
তার উপরে ফুস্ ফুস্‌নি (ফুস্ ফুস্)
তার উপরে শো শোয়ানি (নাসিকা)
তার উপরে চুল চুলুনি (চক্ষু)
তার উপরে খাও কিসে (কপাল, অদৃষ্ট)
তার উপরে বেউল বাঁশ (কেশ)
তার উপরে চরে হাঁস (উকুন)

১০

পাও পিট মাথা
সওয়া আঙ্গুল তার নাকটা
আছে কর্ণ চক্ষু নাই।

—ঢাকা

১১

পেট পৃষ্ঠ মাথা
দুই হাত কুড়ি আঙ্গুল নাকটা
চক্ষু কর্ণ নাই, এমন জন্তু কোথায় পাই।

—শ্রীহট্ট

১২

চাইর মু' মুখ লড়ে চড়ে এক মু' বন্ (বন্ধ)
পিছু দি চলি গেল্ এই মানুষ উন্না কন্।

মরা মানুষ—চট্টগ্রাম

১৩

প্রথমে তার চারটি পা
তারপরে তে দুটি
শেষকালে সে তিনটি পায়ে
হাঁটে গুটি গুটি।

১৪

পা, পৃষ্ঠ, মাথাটি
কুড়ি আঙ্গুল নাকটি
তার চোখ কান নাই।

—বীরভূম

১৫

বন থেকে আসছে বীর
কুড়ুল কাঁধে কোরে,
নাইকো এমন বাপের বেটা
তাকে ধরে মারে।

মানুষের ছায়া—বাঁশপাহাড়ী

১৬

ঝাপুতলায় মিটি মিটি
মিটি তলায় কে
কে তলায় ফদর ফদর
ফোরই ভেঙ্গে দে।

—বেলপাহাড়ী

১৭

সর লো সর দেখি তোদের নূতন বর,
বেলি ফুলের মালা গেঁথে, সাজয় তোদের বাসর ঘর,
পশু নয়, পশুপতি, কোন্ বিধাতা গড়েছে
হনুর মত আকার প্রকার লেজটি দিতে ভুলেছে।

—মুর্শিদাবাদ

১৮

হাত পাও সব আছে এক তরি নাই,
এটা কোন্ জীব হয় বল দেখি ভাই?

—কোচবিহার

১৯

দুই হাত দশ আঙ্গুল নাক তার
চক্ষুকর্ণ নাই
কোন্ জীব বল দেখি ভাই?

—ঢাকা

২০

পাও পৃষ্ঠ মাথা
দুই হাত দশ আঙ্গুল
চক্ষু কর্ণ নাসিকা নাই
কোন্ জীব বল দেখি ভাই?

— মৈমনসিং

২১

পা—পিষ্ঠ—দুহাত নাক চোখ কান নাই।

—বেলপাহাড়ী

২২

দুই হাত দশ আঙ্গুল নাক
তাহার চক্ষু কর্ণ মুখ নাই
এই কথা ব্রহ্ম পণ্ডিত কয়
জিনিসটা কি ? —বরিশাল

২৩

দুহাতে দশ আঙ্গুল চক্ষু কর্ণ নাই
এই জীব সৃষ্টি কইর‍্যাছে কোন্ গোঁসাই।
—বরিশাল

২৪

পা পৃষ্ঠ মাথাটি তার
দুই হাত বিশ আঙ্গুল নাক তার
চক্ষু কর্ণ নাই এমন কি জন্তু আছে
বল দেখি ভাই। —২৪ পরগণা

২৫

গাছটি ঝাপুর ঝপুর
তার তলে মিলিক মালি (চোখ)
তার তলে সে ফোস (নাকের নিশ্বাস)
তার তলে ওজুর ভুটুর (জিভ)
[মানুষের মাথা]—হাতীবাড়ী, ঝাড়গ্রাম

২৬

পা পৃষ্ঠ মাথাটা,
দুহাত কুড়ি আঙ্গুল নাকটা। —পুরুলিয়া

২৭

তলে তারা তার উপরে ভাতের হাঁড়া
তার উপরে সকল সকল
তার উপরে হুমুক হুমুক
তার উপরে বাঁশের ঝাড়
তার ভিতরে চড়ে হাঁস।
পা দুটো, পেট মুখ, চোখ, চুল ও উকুন —বেলপাহাড়ী

২৮

দু'ধারে দু'টি গোয়াল চারা।
তার উপরে ভাতের হাঁড়া।
তার উপরে সজ্‌নে খাড়া।
তার উপরে লক্‌লকি।
তার উপরে মক্‌মকি।
তার উপরে মেটমেটি॥
তার উপরে বাঁশের ঝাড়া।
তার উপরে জাম ছড়া।

—পুষ্করিণী

২৯

মোদত নালগু কালুয়্
মধ্যলো বেনড্ডু কলয়ু
অনধরিকি মোড্ড্ কলয়ু।

—তেলুগু।

উদ্ধৃত ধাঁধাগুলির ভাষায় এবং চিত্রে এমন কতকগুলি ঐক্য দেখা যায়, তাহাতে মনে হইতে পারে যে ইহারা একই সূত্র হইতে উদ্ভূত হইয়া কালক্রমে বাংলা দেশের সর্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছে। 'পা পৃষ্ঠ মাথাটা দশ আঙ্গুল নাই' ধাঁধাটি পূর্ণতঃ কিংবা অংশতঃ বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে 'নাই' শব্দটি অভাববাচক অর্থাৎ নাস্তি বলিয়া মুখ্যতঃ বুঝিতে না পারার জন্যই ধাঁধাটির সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থাৎ ইহার উত্তরটি জিজ্ঞাসার মধ্যেই রহিয়াছে, কেবল মাত্র তাহা উপলব্ধি করিয়া বাহির করিতে হইবে। ঈডিপাস ধাঁধার রূপ ইহার অনুরূপ নহে, তাহা শব্দার্থের উপর নির্ভরশীল না হইয়া বরং বিশ্লেষণ বা বর্ণনামূলক।

উদ্ধৃত বাংলা ধাঁধাগুলির সঙ্গে ইংরাজি ধাঁধাগুলিরও তুলনা করা যাইতে পারে; ইহারা Sphinx Riddles বলিয়া পরিচিত—

1. What creature is that in the world that first goes on four feet, then two feet, then three feet then with four again.

মানুষ তাহার দ্বিতীয় শৈশব অর্থাৎ বার্ধক্যে আবার দাঁড়াইবার অক্ষমতা বশতঃ হামাগুড়ি দিয়াও চলে। অধিকাংশ ধাঁধা হইতেই শেষাংশ অর্থাৎ পুনরায় চলিবার কথা পরিত্যক্ত হয়।

2. It first walks on four legs, then on two, then on three legs.

3.
Four legs in the morning,
Two legs in the middle of the day,
Three legs in the evening. —Irish.

আঙুল

১

এক হাত গাছটি ফুল তার পাঁচটি। —বরিশাল

আঙুল সম্পর্কে দুইটি ইংরেজি (আইরিশ) ধাঁধা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে—

১। Behold a stick on which there is flesh. আঙুলটি তুলিয়া ধরিয়া ধাঁধাটি জিজ্ঞাসা করা হয়। ইহার উত্তর আঙুল।

২। Up there [goes] my coeval. ইহাও আঙুলটি তুলিয়া ধরিয়াই জিজ্ঞাসা করা হয়। ইহার উত্তরও আঙুল।

বরিশাল হইতে সংগৃহীত ধাঁধাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। হাতের অগ্রভাগেই আঙুল থাকে, হাতের মাপও এখানে এক হাত, সেইজন্য ইহার 'এক হাত গাছ'-এর উল্লেখ বিশেষ সার্থক।

নিম্নোদ্ধৃত ধাঁধাটিরও 'ঐ' কথাটি বলিবার সঙ্গে সঙ্গে আঙুলটিই দেখাইতে হইবে।

২

একটা দণ্ড
তার চাইরটা গণ্ড
মাথায় তার অর্ধ চন্দ্র
বোঝ তো বোঝ
না বোঝ তো ঐ।

—মৈমনসিং

৩

ত্রিভুজ মুরারি
মাথায় সাদা পাগড়ী
দেখিয়ে দেয় সব
নিজে না দেখতে পায়
থাকে সে নীরব।

—কোচবিহার

৪

মামাদের গতই বড় বড় বাঁশ
এক খানা কাটিলে সর্বনাশ।

—নদীয়া

৫

আমরা পাঁচজন ভাই
এক সাথে ভাত খাই।

—বাঁশপাহাড়ী

৬

যেতে আসতে কিছুদুর
একটি ডালে পাঁচটি ফুল।

—বীরভূম

৭

এক হাত গাছ তার
ফল ধরে পাঁচটা।

—২৪ পরগণা

উড়িয়া

নিম্নোদ্ধৃত ধাঁধাগুলির মধ্যে একই শব্দের দুইটি অর্থ-ই ধাঁধার মূল প্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছে। উড়িয়া বা ওড়িষ্যার অধিবাসী সংবৃত উচ্চারণে উড়ে, বাংলা ক্রিয়াপদ রূপে ব্যবহৃত হইয়া ধাঁধার সৃষ্টি করিয়াছে।

১

এক বেটা উড়ে যায়
পা তার মাটিতে। —বরিশাল

২

উড়ে যায় মাটিতে পা।

—২৪ পরগণা

৩

এক বেটা উড়ে যায়
তার মধ্যখানে নাই।

—ফরিদপুর

'নাই' শব্দের অর্থ এখানে নাভি বুঝিতে হইবে। শব্দের দুই অর্থ লইয়া ইংরেজি ভাষাতেও অসংখ্য ধাঁধা রচিত হইয়াছে। ইহাদের নাম এবং জাতি-বাচক বিশেষ্যের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। যেমন,

Not a Chair like every chair is the chair that I am lamenting for, but a chair that was in a chair is the chair that vexed my heart.

ইহার উত্তর chair, son of Cape অর্থাৎ চেয়ার নামক কোন ব্যক্তি।

কনুই

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে কনুইয়ের বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করিয়াও কয়েকটি ধাঁধা রচিত হইয়াছে—

১

হাতে আছে, হাত বাড়িয়ে পাই না।

—পুরুলিয়া

২

ঠাঁই আছে ঠাঁই নাই।
হাত বাড়ালে পায় নাই॥

—পুরুলিয়া

ইংরেজিতে কনুইয়ের উপর ধাঁধা খুব কম। গ্রীষ্মের দেশে নগ্নগাত্র মানুষের নিকট অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্যগুলি যে ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, শীতের দেশে সর্বাঙ্গ পোশাকে আচ্ছাদিত নরনারীর নিকট তাহা সে ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না। তবে আঙুল প্রভৃতি অঙ্গ সর্বদাই প্রত্যক্ষ, সেইজন্য ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া সর্বদেশেই ধাঁধা ব্যাপক প্রচলিত আছে।

৩

হাত আছে হাতে নাই
হাত বাড়ালে পাই নাই। —হুগলি

৪

হাতেই আছে হাতে নাই
হাত বাড়াই (ল) পাই নাই। —পুরুলিয়া

৩

কাছেই আছে কাছেই নাই
হাত বাড়ালে পাই নাই। —বেলপাহাড়ী

৪

এই আছে এই নেই
হাত বাড়ালে পা-ই নেই। —বর্ধমান

কাজী

নিম্নোদ্ধৃত ধাঁধাটির উত্তর কাজী বা মুসলমান বিচারক, এই বলিয়া সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কেন যে ইহার এই উত্তর তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না।

১

কে ভাগিনী কাকালের কাহিনী
কাজ কাম ছেড়ে যে বই পড়ে
সে হল দরিদ্র পানা।

—হাতীবাড়ী, ঐ

কান

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে কানের বিশেষত্ব বর্ণনা করিয়াও ধাঁধা রচিত হইয়াছে। প্রথম ধাঁধাটিতে 'চোয়াল' শব্দটি দ্ব্যর্থক, ইহা দ্বারা চোয়াল এবং চোয়াড় জাতি উভয়কেই বুঝাইয়াছে, হাঁড়ি শব্দেরও এক অর্থে সাদৃশ্য এবং আর এক অর্থে হাড়ি নিম্নজাতি বুঝাইয়াছে।

১

চিং চিং পানি তার মধ্যে চোয়াড় ও হাড়ি,
তোমার ওতো মনের খবর জানি।

—বরিশাল

নিম্নোদ্ধৃত ধাঁধাটিতে পাহাড় শব্দটি যে নাকের রূপক তাহা অতি সহজেই বুঝা যায়।

২

পাহাড়ের দু'ধারে দু'ভাই
দেখাদেখি নাই। —মাঠা (পুরুলিয়া)

কুম্ভকার পরিবার

১

মা হাটে বাবা পেটে
হামার বয়স তখন বছর আটে। —মালদহ

মাতা হাটে হাঁড়ি বিক্রয়ের জন্য গিয়েছে, পিতা হাঁড়িগুলি পিটাইয়া পিটাইয়া ঠিকমত আকৃতি দিতেছে—এই ঘটনার কালে সন্তানের বয়স আট বৎসর মাত্র।

পেটে শব্দের অর্থ পিটায়। 'পেটে' শব্দটির দুই অর্থের মধ্যেই ধাঁধার অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

২

কাঁচায় ঢল ঢল, পাকায় সিন্দুর,
তার ওপরে বসে আছে জমাদার বুড়ো।
—মাঠা (পুরুলিয়া)

কৃষক ও দুই বলদ

কৃষকের দুই বলদ দিয়া চাষ করিবার চিত্রটি অবলম্বন করিয়া কয়েকটি ধাঁধা রচিত হইয়াছে। কৃষি-জীবনে কৃষিকর্মের চিত্রটি বার বার স্মরণ হওয়া একান্তই স্বাভাবিক। তাই প্রাত্যহিক জীবনের নিতান্ত পরিচিত চিত্রটি এই ভাবে বাংলা ধাঁধায় স্থান লাভ করিয়াছে।

১

হাটে গুর গুর ছিণ্ডে মেটি
ছ চৌখ তিন কৌড়ি। —চট্টগ্রাম

২

হেঁকে কোঁচক তুলছে মাটি
ছয় চোখ তার তিন পুঁকটি।

—মুর্শিদাবাদ

৩

কুড় কুক্ কুক্চা মাটি
দশ পা তিনটা ভোঁটি

—পুরুলিয়া

৪

ঢকসা ঢকসা দশ পদ
তিন মুড় দেখিছ রে মৌছা।

—ডোমজুড়ি, শিংভূম

ব্যাখ্যা : ওড়িয়া ও বাংলা মিশ্র ভাষা।

৫

খসর গসর খামরা
তিন মুড় তার দশ পা।

—বেলপাহাড়ী, মেদিনীপুর

৬

কাঠ করি কোঠরা, লোহা করি ঠরোকা,
আগু আগু বক, তার পিছু লোক।

—পুরুলিয়া

৭

ঘস্ ঘস্ ঘস্কা
তিনটা মাথা দশটা পা।

—ঘোধাড়ি, ঐ

কর্মরত মানুষের চিত্র অবলম্বন করিয়া ইংরাজিতেও ধাঁধা রচিত হইয়াছে।

ঘোড়সওয়ার

ঘোড়সওয়ারের চিত্রের মধ্যে ঘোড়া এবং সওয়ারের চিত্রটি একত্র যুক্ত।

ছ পা তার চার পা চলে।
দু মুখ তার এক মুখ বলে।
এ কি কলির প্যাচ।
দু' পোঁদ এক নেজ।

—মেদিনীপুর

ঘোড়ার পিঠে বোঝা সম্পর্কে এই ইংরেজী ধাঁধাটি প্রচলিত আছে—

A black horse between two cows,
There is no time that the black horse moves.
That the two cows do not move.

চুল

মাথার চুলের গুণগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করিয়াও বহু সংখ্যক ধাঁধা রচিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একটি ধাঁধা মনে হয়, সারা বাংলা দেশে বিস্তার লাভ করিয়া বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু আঞ্চলিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে; তাহাতে মাথার চুলকে অর্জুন গাছের কাঠির সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

১

ছোটখানি ভিটে খান
খুপ খুপ করে,
রাজার বেটার শক্তি নাই
খুঁটা গাড়তে পারে।

—রাজশাহী

২

অর্জুন কাঠি তেলে ভাজি,
মুচড়ানো যায় তো ভাঙ্গা যায় না।

তেলে ভাজার অর্থ চুলে তেল দেওয়া—নদীয়া

৩

খালে রোগা না খালে মোটা।

তেল দিলে মাথার চুল মাথায় সঙ্গে মিশিয়া থাকে, তেল না দিলে উস্কো খুস্কো হয়, তাহাকেই মোটা বলা হইতেছে। —বেলপাহাড়ী

৪

খাইলে টুটে না খাইলে ফোলে।

—ঢাকা

৫

অর্জুন কাটি তেলে মাজি
শোয়াতে পারি ভাঙতে নারি।

—বাঁশপাহাড়ী

৬

অর্জুন কাঠি তেলে ভাজি,
নোয়াতে পারি ভাঙতে নারি। —পুরুলিয়া

৭

অর্জুন কাঠি তেলে মাজে,
ভাঙতে নারে নোয়াতে পারে। —বেলপাহাড়ী

৮

গোড়া কেটে করলাম গোড়া
গোড়া গেছে চরতে
এই কথাটি বলে গেছে
কবি কালিদাস জলকে যেতে যেতে। —বাঁশপাহাড়ী

কবি কালিদাসের জলকে যাওয়ার পরিকল্পনাটিও তাৎপর্যপূর্ণ। ইহাতে কালিদাস স্ত্রী কিংবা পুরুষ চরিত্র সেই সম্পর্কেও পল্লীবাসীর যে কোন জ্ঞান নাই, তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। কালিদাস তাহাদের নিকট একটি নাম মাত্র।

৯

ছয় কুড়ি ছয়খানা পাটা
তবু যায় না ঔষধ বাটা॥ —মুর্শিদাবাদ।

১০

খাইলে ছোটা না খাইলে মোটা —বরিশাল

১১

খাইলে মোটা না খাইলে সোটা —যশোহর

১২

গাছটি করে ঝাপুর ঝুপুর (চুল)
তাতে চৈতা ঠাকুর (টিকি)
তার তলে মিলিক মলুক (চোখ)
তার তলে হ্যাঁকুল (নাক)
তার তলে গছর গছর (মুখ)। —হাতীবাড়ি

সামগ্রিক ভাবে ধাঁধাটির উত্তর অবশ্য মানুষ। তবে প্রথম পদের মীমাংসা চুল বলিয়া চুলের মধ্যেই ইহাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। পূর্বোক্ত মানুষ সম্পর্কিত ধাঁধার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে।

১৩

অর্জুন কাঠি ভেলে মাজি
নোয়াইতে পারি, ভাঙ্তে নারি। —পুরুলিয়া

১৪

নোয়াতে পারি, ভাঙ্তে নারি। —শনকুপি, ঐ

উদ্ধৃত ধাঁধাগুলির সঙ্গে নিম্নোক্ত পাশ্চাত্য ধাঁধাগুলির তুলনা করা যাইতে পারে—

1. It is not blood, and it is not flesh, and it is not bone, and (yet) it is in a man. (Irish)

2. It is not *hum* ; it is not *hum* ;
It is not iron ; it is not tin ;
It is not bone ; it is not a pin ;
It is not a needle ; it is not a wisp of hay.
—Finn.

3. What thing is most plentiful at a Fair ?

চোখ

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে চোখ যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই ইহার বর্ণনাও বিশেষত্বপূর্ণ। সেইজন্য ইহাকে অবলম্বন করিয়া অসংখ্য ধাঁধা রচিত হইয়াছে। চোখ বলিতে এখানে কখনও কখনও চোখের তারা এবং চোখের পাতাকেও মনে করা হইয়াছে। চোখের দৃষ্টি সম্পর্কে স্বতন্ত্র ধাঁধা আছে।

১

হায় টিয়ে চলে গেল,
হায় টিয়ে চলে এল। —হুগলি

২

এক ফোঁটা পুকুরে
মাছ থর্থর্ করে,
একশ হাজার জালুয়া এলো
ধরতে নাহি পারে। —মেদিনীপুর

৩

হোর গেলো হোর আসে। —দিনাজপুর

৪

ঐ গেল এই এল। —নদীয়া

৫

ডাকের উপরে নিশিত্যা, নড়ে নড়ে পড়ে না।
—রাজশাহী

৬

এতটুকু পুকুরটা টলমল করে
রাজার ব্যাটার সাধ্য নাই
জাল ফেলাবার তরে। —রাজশাহী

৭

মামাদের পুকুর টলমল করে
একটি কুটা পড়লেই সর্বনাশ করে। —মুর্শিদাবাদ

৮

যমুনার জল টলমল করে,
একটুক কুটা পাইলে সর্বনাশ করে। —ঐ

৯

একনা জামিরের গচ
টোকা দিতে পরে রশ। —রংপুর

১০

ফেউএর ওপর ফেউ
তার ভেতরে পুতলি নাচে
বলতে পার কেউ। —বর্দ্ধমান

১১

একটুখানি পুকুরে
জল ছল্ ছল্ করে। —ঐ

১২

এ-পারের দূর্বাগুলি টলমল করে,
ও-পারের দূর্বাগুলি নমস্কার করে। চোখের পাতা—ঢাকা

১৩

এই পাড়ে খাগড়া, সেই পাড়ে খাগড়া
দুই খাগড়ায় ঝগড়া। ঐ—মুর্শিদাবাদ

১৪

এই কূলেও ঝাড়, অই কূলেও ঝাড়
ঝাড়ে ঝাড়ে বাড়ি খায়। ঐ—চট্টগ্রাম

১৫

হুড় গেইল, ফের আইল। চোখের পলক—রংপুর

১৬

দুটো হালে একটা খাড়ে
ডিঙ্গাইতে না পারে। —খুলনা

এখানে অবশ্য চোখ এবং নাক উভয়কেই বুঝাইয়াছে।

১৭

এক আলি দুই ভাই
কারুর সঙ্গে দেখা নাই। —ফরিদপুর

১৮

এই গেল এই এল। —২৪ পরগণা

১৯

মামাদের বাগানে বড় বড় বাঁশ
একখানা কাটলে সর্বনাশ। —২৪ পরগণা

২০

দুই ষাঁড়ে লড়াই করে
আল না ডিঙাতে পারে। —২৪ পরগণা

২১

এক আলা দুই ভাই
কার সঙ্গে দেখা নাই। —যশোহর

২২

এ-পার খাগড়া ও-পার খাগড়া
খাগড়ায় খাগড়ায় করে ঝগড়া। —যশোহর

২৩

এপারে দূর্বাগুলি টলমল করে,
ওপারের দূর্বাগুলি নমস্কার করে। —ঢাকা

ইহাতে চোখের ভুরু বুঝাইয়াছে।

২৪

গেল আর এল। —নদীয়া

২৫

দুই শিয়ালে লড়াই করে
আড়াটি ডিঙাতে নাড়ে। —হাতীবাড়ী

এখানেও চোখ এবং নাককে বুঝাইতেছে।

চক্ষু সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত পাশ্চাত্ত্য ধাঁধাগুলি লক্ষ্য করা যাইতে পারে,—

1. A little well of spring water on the very top of the mountain [with] a little glass window and a small door of clay. —Irish

নিম্নোদ্ধৃত ধাঁধাগুলির উত্তর চোখের জল, চোখের পাতা এবং চোখের দৃষ্টি, ইহাদের প্রকৃতপক্ষে চোখের বর্ণনামূলক ধাঁধার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

২৬

ভক্ত বড় শক্ত কথা
পণ্ডিত রইল বসে,
গাছের ফলটি গাছেই রইল
বোঁটাটি গেল খসে। —বেলপাহাড়ী

চোখের জল সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত পাশ্চাত্ত্য ধাঁধাটি লক্ষণীয়—

1. Salty water without salt [and] without brine. ইহার উত্তর ঘামও হইতে পারে।

২৭

গেল আইল। —মাঠা, পুরুলিয়া

সংক্ষিপ্ততম ধাঁধার ইহার একটি সার্থক নিদর্শন। কত সংক্ষিপ্ত কথায় যে একটি বস্তুকে গোপন করিয়া কেবল মাত্র সাংকেতিক ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া তাহার পরিচয় প্রকাশ করা সম্ভব, এই ধাঁধাটি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

২৮

একটি ছেলের মা জলে ভেসে যাচ্ছে,
ছেলেটি তুলতে যাচ্ছে ;
তখন তার মা প্রশ্ন করল,
তোর বাপ যেখানে ধরে নাই
সেইখানে ধরে তুলতে হবে। —বেলপাহাড়ী

এই ধাঁধাটি যাহার নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, সে ইহাকে 'চোখের আকর্ষণ' বা 'চোখের দৃষ্টি' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে ; কিন্তু আপাতঃ দৃষ্টিতে এই ব্যাখ্যার কোন সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তথাপি ধাঁধা যাহাদের মধ্যে প্রচলিত, তাহারা ইহার যাহা উত্তর বলিয়া মনে করে, তাহা একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। তবে সর্বদা, তাহাদের ব্যাখ্যা যে গ্রাহ্যও হয় না, তাহাও স্বীকার করিতে হয়।

জিভ

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে জিহ্বার যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহার রূপক বর্ণনার মধ্য দিয়া বহু সংখ্যক ধাঁধা রচিত হইয়াছে।

১

এতটুকু কানি
শুকাতে না জানি। —পুরুলিয়া

২

চাপের ওপর চাপ
তার ভেতরে লকলকে সাপ। —বর্ধমান

৩

এক রত্তি কানি
শুকুতে না জানি। —বর্ধমান

৪

একটুখানি কানি, না শুকাতে জানি। —বাঁকুড়া

৫

এত্তটুকু কানে না শুকাতে জানে। —বেলপাহাড়ী

৬

চার আঙুল পাতাটি
সবার থিনি আছে,
জিনিসটি যত জিনিস খায়
পরীক্ষাতে ল্যায়। —রাজশাহী

৭

এতটুকু পানি না শুকাতে জানি। —বেলপাহাড়ী

৮

বৈকুণ্ঠ নদীর গোর গোরা ঘাট
বত্রিশটা গাছের একটা পাত। —কুচবিহার

৯

কি কথায় কি নাচ
গর্তের মধ্যে কলুই গাছ। —২৪ পরগণা

১০

নীচে চাপ ওপরে চাপ
তার মধ্যে হলহলে সাপ। —নদীয়া

১১

গভীর পুকুর শ্যাওলার ঘাট
বত্রিশটা যৌরী
একখানা তেজপাত। —ঐ

১২

উপরে চাপ নিচেয় চাপ
তাহার ভিতর হলহলে সাপ। —নদীয়া

১৩

আতা গাছে তোতা নাচে
কথা কলি আরও নাচে। —ফরিদপুর

১৪

এড়া এড়া এড়া পাট কাঠির বেড়া
তার মধ্যে কেউ বলতে পারে কেউ। —২৪ পরগণা

১৫

হালায় পাখী নালায় চরে
ঘুরে ঘুরে তার পেটটি ভরে। —২৪ পরগণা

১৬

সর বড় দিঘিটি মনোহর গাছটি
বত্রিশ খান ডালে একটি পাতা ঝোলে। —বরিশাল

১৭

কবতি রসে ধার ধারকা
মধুর রসে ফোকে,
এই চকটি যে নাই কহয়
ধর ভয়ান কে? —হাতীবাড়ী

১৮

এতটুকু কানি, শুকাতে না জানি। —পুরুলিয়া

১৯

বত্তিস চিরে তত্তাত নাগিন ফিরে।
দেড় কুড়ি দুই পাথরে, নাগিনী ঘোরে ফিরে। —মারাঠি

জিভের বর্ণনা সকল দেশেই এক ; সেই সূত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই ইহার সম্পর্কে যে সকল ধাঁধা রচিত হইয়াছে, তাহাদের বিষয়ে ধাঁধার বর্ণনাও প্রায় এক। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তগুলি লক্ষণীয়—

1. Long legs. short thighs, little head
and no eyes. —English
2. Long legs, crooked thighs, a little
head and no eyes.
3. Long legs, crooked head and bald
head and no thighs.
4 Little feet long legs, short thighs,
bald head, no eyes.
5. Long knee hollows, crooked buttocks,
does its business without an eye.—Irish.
6. Man works with his feet and no hands.
7. Is in the corner with a pair of elbows ?

ডাক হরকরা

গ্রামের উপর দিয়া প্রতিদিন যে ডাক হরকরাটি যাতায়াত করে, তাহার উপরও পল্লীর অধিবাসীর কৌতূহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাহার সম্পর্কে এই প্রকার একটি জিজ্ঞাসাও তাহার মনে উদয় হয়।

১

ভুঁই ধংনা বিচন কালা
মুখ নাই তো বুলে ভালা
পাঁও নাই তো যায় দূর
পিন্দিয়া আইসে চম্পার ফুল। —জলপাইগুড়ি।

আঞ্চলিক ভাষার মধ্য দিয়া ইহার অর্থটি পরিগ্রহ করা কঠিন, তবে ইহা যে বর্ণনাত্মক এবং শব্দ বিশেষের বিশেষার্থের উপর নির্ভরশীল নয়, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

দাঁত

দাঁত সম্পর্কিত ধাঁধাগুলি সাধারণতঃ পরিণত বয়স্ক মানুষের দাঁতের সংখ্যা নিরূপক, সেইজন্য অতি সহজেই ইহাদের মীমাংসা করিতে পারা যায়।

১

বাড়ীর থেকে একটা লোক মরে গেছে;
আমার হইছে,
সে তোমার কি? —বরিশাল

২

একটু গর্তে বত্রিশ ছেলে হাসে। —বরিশাল

দাঁত ও জিভ

৩

বক বসেছে ধারি ধারি
ময়ূর বসিছে ফাঁকে,
ঐ চকটি বলে দাও না হে
পশ্চিম বাংলার লোকে। —হাতীবাড়ী

৪

এতটুকু বিলে বত্রিশ হালের চাষ,
কি ধান বুনছো রাজা রাম-সীতাশাল। —ঐ

৫

অতটুকু বিলে বত্রিশটা হাড়,
কি খান বহুত রাজা
রাম সীতা শাল? —হাতীবাড়ী

৬

সবচেয়ে পেছুর হাড় কোন্‌টা? —পুরুলিয়া

৭

একবার আসে, একবার যায়, আবার আসে,
কিন্তু আবার যে যায়, আর আসে না। —ঐ

৮

হাদির ভিতর সাদি
ফুল ফুটেছে বত্রিশ কাঁদি॥ —ঐ

৯

আইড়ান পুকুর গইড়ান ঘাট।
বত্রিশটা ফুলের একটি পাত॥ —ঐ

১০

সাগরের মধ্যে হরি ফলের গাচ
বত্তিশটা ডাল তার এইট্টা পাত। —রাজশাহী

১১

তুতুরিপুন্ তুতুরি
উঠল মুড়ার বাঁশ
থাউক মূর্খে কইব
পণ্ডিতের ছয়মাস॥ —চট্টগ্রাম

১২

ছ কড়ায় আটটা আম
ন কড়ায় তিনটে লেবু
ন কড়ায় নটা কাঁকুড় —নদীয়া

১৩

একুড় বাকুর
কড়ায় চার চার আম
কুড়ি কড়ায় কুড়িটা ফল
চলে গেছে রাম। —বেলপাহাড়ী

দাঁত সম্পর্কে একটি পাশ্চাত্ত্য ধাঁধা এই ;' ইহা বর্ণনামূলক নহে, বরং তাহার পরিবর্তে প্রশ্নমূলক।

1. What would you like to put through
a sweet cake ? —Irish

দাঁতের সঙ্গে জিভের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ; সেইজন্ত তাহাদিগের যুগ্ম-পরিচয়ের উপর ধাঁধার সৃষ্টি হইয়াছে—

১৪

কদম পুকুর গহীর ঘাট
বত্রিশ গাছে একটা পাত। —হাতীবাড়ী

১৫

বক ব'সে ধাব্‌কে ধরি,
মউর বসে ফাঁকে,
এ' ঢকটা বলে দাও হে,
পশ্চিম বাংলার লোকে। —ডোমজুড়ি, সিংভূম

১৬

বগু এসেছে ধারধারিকে,
মোরি ব'সে ফাঁকে,
একটা কথা বলে দাও হে—
পশ্চিম বঙ্গের লোকে। —ঐ

১৭

বত্রিশটা গাছে একটা পাতা। —ঐ

১৮

বগলা বসে ধারি ধারিতা
যুগী বসে একা,
এই ঢকটি যে ভাঙ্গাই দিবে
তাকে দিমু সোনার শাঁখা। —হাতীবাড়ী

১৯

বক বলিছে ধারি ধারিকে
ময়ূর বলে কাকে,
এই ঢকটি বলে দাও হে
পশ্চিম বাংলার লোকে। —হাতীবাড়ী

ইহাদের মধ্যে ধাঁধার একটি নূতন নাম শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা ঢক। আগেই বলিয়াছি, ওড়িয়া এবং বাংলা-ভাষী অঞ্চল যেখানে একত্র মিশিয়াছে, সেখানে ধাঁধাকে ঢক বলে। ইহা ধাঁধার একটি আঞ্চলিক নাম বলিয়া মনে হয়।

২০

ধুম পড়ল বনে,
দেখল দুজনে (দু চোখে দেখা)
কুড়াল পাঁচ জনে (পাঁচ আঙুলে ধরা)
ভাঙলো দশ জনে (দশ আঙুলে ভাঙা)
খেল বত্রিশ জনে (দাঁত)। —হাতীবাড়ী

২১

কদম পুকুর গহীন ঘাট,
বত্রিশটি ঘাটে একটি পাত। —আকুবাড়িয়া, মেদিনীপুর

নবজাতক শিশু

১

শক্ত লোকের ভক্তকথা
পণ্ডিত রইল বসে।
গাছের ফলটি গাছে রইল
বোঁকটি গেল খসে॥ —মেদিনীপুর

২

কাটলেই বাঁচে, না কাটলে মরে। —রাজশাহী।

ন বৌ

(নয় জন নয়, একজন)
ও পাড়ার ন বৌ, এ পাড়ার ছ'বৌ
তাল তলা দিয়ে যায়।
সাতটা তাল পড়ে গেলে
সমান ভাবে পায়। —হুগলি

ইহা গাণিতিক ধাঁধা বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

নয়নচন্দ্র বসু

নামের অক্ষর দিয়া পরিকল্পিত হেঁয়ালী। ইহাদিগকে গাণিতিক ধাঁধাও বলা যায়।

১

একটি লোকের নাম জিজ্ঞাসা করায়
উত্তর দিল—
আমার নাম ৩:৮
তার নাম কি? —যশোহর।

মঙ্গলকাব্যের সন তারিখের নির্দেশ এই প্রকার লৌকিক ধাঁধা হইতেই আসিয়া থাকিবে।

২

তিন অক্ষরকা মেরা নাম,
উল্টা সিধা এক সমান। —হুগলি

ইহার ব্যাখ্যা নরেন; নরেন কাহারও নাম।

নাক

লুকুই কুথা দুই দুথা দুটি দুয়ার। —পুরুলিয়া

ইহার সঙ্গে তুলনীয় একটি পাশ্চাত্য ধাঁধা এই—

1. I see it you do not, but it is nearer to you than to me.

নাক চোখ

বুদা তলে মিল্ মিল্
তার তলে সেঁও ফুল
তার তলে গেজের ভেটের। —হাতীবাড়ী

শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার নাড়ীচ্ছেদ করিবার যে আবশ্যক হয়, তাহার উপর কয়েকটি ধাঁধার সন্ধান পাওয়া যায়।

নাড়ি

১

একটি ঘরে একটি গিরা গেঁট॥ —বাঁকুড়া

২

কাটিলে যে মরে না
না কাটিলে মরে॥ —বাঁশপাহাড়ী

৩

গোটা ঘরটিতে একটি গিরা। —ঐ

৪

একটি গিরায় ঘরটি ঘেরা॥ —ঐ

নাভি

১

ডুবে নাই চুল ভিজে নাই। —মেদিনীপুর

'নাই' শব্দটির অর্থের উপরই এখানে ধাঁধা। নাই অর্থে নাভি বুঝিলেই ধাঁধার উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

২

এক ইঞ্চি মানুষটি এখানে সেখানে যায়
তার মাঝখানেতে নাই। —বরিশাল

৩

সারাদিন নাই দুই
তবু বলে নাই নাই। —ফরিদপুর

পশ্চিম বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী অঞ্চল হইতে সংগৃহীত নিম্নোক্ত ধাঁধাটি বাংলা ও ওড়িয়া ভাষার মিশ্রণে রচিত হইয়াছে—

৪

ধন্দা ধরকট ভুরি ছোরির পাটি
যাহা ছিলা বাকি টাকি
চুটিয়া নেলা কাটি। —হাতীবাড়ী

নারীর মুখ, ভ্রূ ও খোঁপা

নিম্নোক্ত ধাঁধাটিকে আলঙ্কারিক ধাঁধা বলা যাইতে পারে; কারণ, নারীর একটি অলঙ্কার-শাস্ত্রসম্মত বর্ণনা দিয়া ধাঁধাটি রচিত হইয়াছে। ইহা প্রকৃত পক্ষে ধাঁধা নহে, তথাপি ধাঁধারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে বলিয়া ইহা এখানে উল্লেখ করা হইল। ধাঁধা শব্দটি কোন কোন সময় যে কত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, ইহা তাহার প্রমাণ।

১

চাঁদের লোভে লোভে
কালো সাপ এলো
ধনুক দেখিয়ে পিছে
কুণ্ডলী পাকাল। —২৪ পরগণা

পদচিহ্ন

গায়ের দাগটিও ধাঁধার একটি বিষয় হইয়াছে। কোথাও ইহাকে 'সোনার খড়ম', কোথাও গাছের পাতা কোথাও ফলের বোঁটা ইত্যাদির রূপক হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে।

১

বনে গেলাম বনফল খেতে
সোনার খড়ম ফেলে। —২৪ পরগণা

২

গাছটা চলে গেল পাতাটা পড়ি রইল।
—বাঁশপাহাড়ী, ঝাড়গ্রাম

৩

গাছটি চলি গেল, পাতাটি পড়ি রইল।
—বেলপাহাড়ী, ঝাড়গ্রাম

৪

গাছটি গেল, পাতাটি রইল। —মাঠা, পুরুলিয়া

৫

ভক্ত বড় শক্ত কথা পণ্ডিত রইল বসে,
গাছের ফলটি গাছে রইল বঁকটি (বোঁটা) গেল খসে।

—বেলপাহাড়ী

৬

শক্ত গরুর ভক্ত চলা পণ্ডিত রইল বসে,
আর, গাছের ফলটি গাছে রইল বঁকটি গেল খসে।

—বাশপাহাড়ী

পদচিহ্ন সম্পর্কে একটি ইংরেজি ধাঁধা—

strongest thin at the fair.

পয়োধর

নারীর স্তন বা পয়োধর বিষয়কও কতকগুলি ধাঁধা রচিত হইয়াছে।

১

তরু নয় লতা নয়, জীব নয় জন্তু নয়।
মুখ হয় কালো॥
শয়ন করিলে তারা উঠিতে না পারে।
হেঁয়ালী পণ্ডিতে বলে জগতের ভালো॥ —পুরুলিয়া।

২

একমুখা দুইজন থাকে একদেশে।
দেখাশুনা নাই তার কোনই দিবসে॥
শয়ন করিলে তারা উঠিতে না পারে।
বাপে বেটায় তারে সমাদর করে॥ —বেলপাহাড়ি, মেদিনীপুর।

৩

একদিনে জন্ম হইল ভগিনী দুইজন।
মা'ও আছে বাপ নাই বিধাতার গঠন॥
দুই কন্যার এক নাম, এক জায়গায় ঘর।
শিশুকাল হৈতে কাপড় মস্তকের উপর॥ —রংপুর।

৪

দেখিতে সুন্দর ভালো।
কেবল বদন কালো॥
রাজা প্রজা সবে দেয় কর—
কর পেয়ে অতিশয়
করেছে প্রবল হয়।
পঞ্চমুখ নহে সে শঙ্কর॥ —ডোমজুড়, সিংভূম

উপরি-উক্ত লৌকিক ধাঁধাগুলি কালক্রমে এই বিষয়ক নানা সাহিত্যিক ধাঁধারও প্রেরণা দিয়াছে। যেমন রামকৃষ্ণ রায় প্রণীত 'শিবায়ন' নামক মঙ্গল কাব্যে পয়োধর সম্পর্কিত ধাঁধাটি এই প্রকার—

একত্রে বসতি করে দুই সহোদর।
মাথায় টোপর পরে নহে তারা বর॥
রাজা নহে তবু না চাইতে পায় কর।
বল দেখি, হর, তার কোন দেশে ঘর?
ইহা বলেন অদিতি ইহা বলেন অদিতি।
বুঝিতে নারিবে তুমি নামে পশুপতি॥

স্তন সম্পর্কিত কয়েকটি পাশ্চাত্ত্য ধাঁধা এই প্রকার—

1. Golden cup with leg ; King's son drinks from it.

—Irish

2. Golden cup with protruding foot, is neither stem nor top of the tree nor made by smith or artisan.

3. Golden candle-stick with protruding foot.

4. Wine bottle with cork ; King's son drinks from it.

মানুষ এবং পশুপক্ষীর পাকস্থলীটি পর্যন্ত ধাঁধার বিষয় হইয়াছে—

পাকস্থলী

১

গাছের নাম মসকরী
ভিতরে ছিলে উপর খায়,
তার নাম তরকারী। —রাজশাহী

২

উপরে ফল ভিতরে চোচা।

মুর্গীর পাকস্থলী—রাজসাহী

বৃদ্ধাঙ্গুলি

অঙ্গুলি বিষয়ক ধাঁধা সাধারণ ভাবে থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধাঙ্গুলি সম্পর্কে স্বতন্ত্র ধাঁধাও আছে। কারণ, সমস্ত অঙ্গুলির মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুলির একটু বিশেষত্ব আছে।

১

এক দণ্ড তিন খণ্ড
মাথায় তার ধবল চন্দ্র।
বুঝেন তো এই,
না বুঝেন তো এই।
ভাঙ্গি তুলি কয়া দিনু
তবু বুঝলেন কই। —কুচবিহার।

'বুঝেন ত এই' বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্টটি প্রশ্নকর্তা তুলিয়া দেখাইবেন এবং 'না বুঝেন ত এই' বলিয়াও তাহা তুলিয়া দেখাইবেন, অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুষ্টটিই যে এই ধাঁধার উত্তর তাহা প্রশ্নকর্তা নিজেই বলিয়া দিতেছেন। এখানে হাস্যরসের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ভিখারী

ধ্যাতাং ধ্যাতাং ভেকধারী পাড়া বেরুতে যায়।
বুড়োরা দিল খুলে, ছেলেরা দিল ঢেলে। —হুগলি

ভুতো

ইহাকে ধাঁধার পরিবর্তে ছড়া বলাই সঙ্গত হয়। তথাপি ধাঁধা রূপেই ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে।

১

ভুতোর মায়ের তিনটি ছেলে
খেতে বোসেছে,
একটি কালো একটি গোরা
আর একটি কে? —হুগলি

মাথা

১

টুটুর তলে মুটুর মুটুর
তার তলে কেউ। —পুরুলিয়া

মাথা উত্তমাঙ্গ হইলেও ইহার সম্পর্কিত ধাঁধার সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। এই একটির মাত্র সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

মাথা সম্পর্কে একটি পাশ্চাত্য ধাঁধা এই—

1. What is it that I am able to see that you are not able to see. —Irish

2. What member of your body you cannot see ?

মুখ গহ্বর

১

সরোবরে দেখি মনোহর গাছ
একটি পাতা তার বত্রিশটি দাঁত
শুকায় না সাত দিন সাত রাত। —ঢাকা

মুখ ও দাঁত

২

বগলা বচ্ছে ধরি ধরি
মোর বচ্ছে একা,
এই ঢকটি বলতে পার
পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা। —হাতীবাড়ী

৩

ওড়েন পুকুর গোড়েন ঘাট,
বত্রিশটা কলাগাছ
মাঝে একটা পাত। —হুগলি

৪

গাছটি ঝাপুর ঝুপুর
তার তলায় চৈতন ঠাকুর।
তার তলায় মিনিক মানিক,
তার তলায় ফ্যাকস ফাকস্
তার তলায় গজর ভটর। —বাঁকুড়া

ব্যাখ্যা: চুল, কপাল, চোখ, নাক, মুখ; সুতরাং ইহার জবাব মুখ-গহ্বর নহে, বরং তাহার পরিবর্তে মুখমণ্ডল।

মুখ গহ্বর সম্পর্কে নিম্নোক্ত ইংরেজি ধাঁধাটি লক্ষণীয়—

Red sheep in a garden full of white sheep. মুখমণ্ডল (face) সম্পর্কিত একটি ধাঁধা এই—

Two stone fences, two pools, two graves, two bundles of rushes.

মৃতদেহ

১

চৌদ্দ চরণ পঞ্চজনের চারি জীব। —পুরুলিয়া

চারিটি জীবন্ত লোক একটি মৃতদেহ কাঁধে করিয়া লইয়া যায়। এখানে লোক পাঁচজন থাকিলেও চারিজনের জীবন আছে; সেইজন্ত চারি জীব বলা হইয়াছে।

২

চৌদ্দ চরণ পঞ্চ বদন জীব চারি,
হে সহদেব কহ না বিচারি। —ধলুড়ি, পুরুলিয়া

৩

চৌদ্দ চরণ চারি প্রাণ এই দিকে যায়,
ফিরিয়া পর্যন্ত তাদের দুঃখ হই যায়। —হাতীবাড়ী

শরীর

১

বাইরে মাছ ভিতরে পোটা। —ধলুড়ি, পুরুলিয়া

শ্বশুর জামাই

১

শাকা হাটি গোরা গা,
ঘস মাজ কার ছা।
শাকা হাটি পেজ পতি,
আগরে তোমার কে চলন্তি,
তাক বাপ মেক বাপ,
তোমাক মন বিচর,
মোকে খাইত উচর। —ঝাড়গ্রাম

ব্যাখ্যা: বাংলা ও ওড়িয়া মিশ্র ভাষা

সিকনি

নাকের সিক্‌নিও ধাঁধার বিষয় হইয়াছে—

১

ধরেই আছাড়। —বাঁকুড়া

২

নাকুবাবুর কন্যাটি
খাকুবাবু নিল।
এমন সুন্দর কন্যাটি
থস্‌রায় (আছাড় দিয়ে) মরা এত নিল (মেরে ফেলল)।
—মেদিনীপুর

৩

উজি উজি উজি
বেড়া লেন্যে গুঁজি। —মেদিনীপুর।

৪

ধরেছি যদি ত' সমরান দেব,
তাড়াতাড়ি। —বেলপাহাড়ি।

৫

নাকুরামের ছেলেটি জামুরামে নিল।
এমন সুন্দর ছেলেটিকে আছাড় মারিল॥ —বেলপাহাড়ি।

৬

নাকুবাবুর কন্যাটি হাতবাবু নিলে।
এমন সুন্দর কন্যাটি পথে ফেলে দিলে॥ —হাওড়া

৭

অনয়া লট্‌কন্, মারে পট্‌কন্। —চট্টগ্রাম।

৮

আঁজি আঁজি আঁজি
বাদাড়ে (বেঁদে) নিয়ে গুঁজি। —বেলপাহাড়ী।

৯

আড়াত ঝিনি বাড়াল সাপ
নিকুর ধরে মারত্ত পাক। —রাজশাহী।

১০

নাক দত্তের ধন
আঙ্গুল দত্তে পাইলা
অধিক যতনে তারে,
যেড়ে তুলি থুইলা॥ —শ্রীহট্ট।

সারা বাংলা দেশ ব্যাপিয়াই সিকনি সম্পর্কে যে ধাঁধা প্রচলিত আছে, তাহা যে একই অঞ্চল হইতে সর্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহা নহে। ইহাদের ভাষা বিচার করিয়া দেখিলে মনে হইবে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে কতকগুলি ধাঁধা প্রচলিত হইয়াছিল, একই ধাঁধা সামগ্রিক ভাবে সমগ্র বাংলা দেশে প্রচার লাভ করে নাই।

১১

গরীব লোকে ফেল্যাইয়া দেয়
ধনী লোকে যত্ন করে রেখে দেয়। —বরিশাল

ধনী ব্যক্তিরা রুমালে নাক মুছিয়া তাহা জামার পকেটে রাখিয়া দেয়, ইহাই ধাঁধাটির বক্তব্য বিষয়।

হাঁটু

১

রাজার পোআ ভাত খায়।
দু আ পোআ চাহি খায়॥ —চট্টগ্রাম।

হাত

১

চারটি চালা চালুছি
মাণিক দীপ জলুছি
রেনা সাপ খেলুছি
দুটি কুলো হয়ছি। —হাতীবাড়ী, মেদিনীপুর

২

তাল পড়লো বনে শুনলো দুজনে
যে শুনলো সে আনলো না;
আনলো দুজনে। —হুগলি।

ব্যাখ্যা:—এখানে হাত এবং কান মনে করা হইয়াছে।

মানুষ এবং তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিষয়ে রচিত যে ধাঁধাগুলি উপরে আলোচিত এবং সঙ্কলিত হইল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ মানুষ সম্পর্কে একটি অভিন্ন ধাঁধা সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে, তাহাকে ইংরাজিতে ঈডিপাস ধাঁধা বলিয়া উল্লেখ করা হয়। শৈশব হইতে বার্ধক্য অবস্থার রূপক চিত্রের মধ্য দিয়া এই ধাঁধাটি প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা এক জাতির উপর অন্য জাতির প্রভাবের ফল বলিয়া স্বীকার করা যায় না, বরং সর্বত্রই স্বাধীন কল্পনার ফল বলিয়া মনে হইতে পারে। নানা কারণে এই ধাঁধাটিকে মানব-সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসে প্রাচীনতম বলিয়া মনে হইতে পারে। ধাঁধাটির রচনায় কোন শিল্পগত চাতুর্য নাই, কেবল মাত্র নিতান্ত সাধারণ একটি রূপক আছে, রূপকটিও দুর্ভেদ্য নহে। ইহার কোনদিন হয়ত কোন আনুষ্ঠানিক (ritual) মূল্য ছিল, আজ আর তাহা নাই।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিষয়ক অন্যান্য ধাঁধার মধ্যে বিশেষত্ব কিছু নাই। অধিকাংশ ধাঁধাই রূপক বর্ণনামূলক। মানবদেহ সম্পর্কে কোন সূক্ষ্ম জ্ঞান হইতে যে ইহারা রচিত হইয়াছে, তাহা নহে বরং নিতান্ত সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াই ইহারা রচিত হইয়াছে। সাধারণ জ্ঞানের বিষয়ের উপরই ধাঁধা রচিত হয়। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রূপ এবং তাহাদের ব্যবহারের সাধারণ জ্ঞানের উপরই ইহারা রচিত হইয়াছে। বিষয়-গুণে ইহারা বাংলা দেশের সর্বত্রই প্রচলিত আছে।

দুই

পৌরাণিক চরিত্র

প্রত্যক্ষভাবে মানুষ কিংবা তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে ধাঁধা রচিত হইবার সঙ্গে নানা পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক চরিত্র সম্পর্কেও এক বিপুল সংখ্যক ধাঁধা রচিত হইয়াছে। ইহার কারণ, পৌরাণিক চরিত্রের জন্ম এবং তাহাদের পরিচয় সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রেই নানা বিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাদের সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান হইতেই ধাঁধাগুলি রচিত হইয়াছে, তাহাদের পৌরাণিক পরিচয় সম্পূর্ণভাবে যে ইহাদের মধ্যে রক্ষা পাইয়াছে, তাহা নহে। বিশেষতঃ পুরাণ কিংবা রামায়ণ-মহাভারত ইহাদের চরিত্রগুলি সম্পর্কে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছে, তাহা পরিপূর্ণ ভাবে

নিরক্ষর সমাজ আয়ত্ত করিতে পারে নাই। তাহাদের নিজেদের কল্পনাও ইহাদের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ইহাদিগকে নানা বিচিত্র কাল্পনিক রূপ দান করিয়াছে। সুতরাং পুরাণ সম্পর্কে আমাদের যে অভিজাত পরিচয় আছে, তাহা বহুলাংশে বিসর্জন দিয়া এই ধাঁধাগুলির মীমাংসা করিবার আবশ্যক হয়।

পৌরাণিক চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান আমাদের দেশে মুখে মুখে প্রচার লাভ করিয়াছে; পুরাণের কথকতা, পৌরাণিক যাত্রা পাঁচালী ইত্যাদিই জনসাধারণের মধ্যে পৌরাণিক কাহিনী প্রচারের সহায়তা করিয়াছে। মুখে মুখে কিছু বুঝিয়া কিছু না বুঝিয়া ইহাদের প্রচার হইয়াছে বলিয়া ইহাদের পৌরাণিক উপাদান হ্রাস পাইয়া ইহারা লৌকিক উপাদানেই অধিকতর পুষ্টিলাভ করিয়াছে। তথাপি এই ধাঁধাগুলি হইতে নিরক্ষর সমাজেও একদিন পুরাণের যে কত ব্যাপক প্রচার হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। তবে ইহাদের মধ্য হইতে পৌরাণিক তথ্য এবং তত্ত্ব সংগ্রহ করা যে নিরাপদ হইবে না, তাহা নিশ্চিত।

এই শ্রেণীর অধিকাংশ ধাঁধাই সাহিত্যিক ধাঁধার রূপ লাভ করিয়াছে: পুরাণের বিষয় সম্পর্কিত রচনায় একটু অভিজাত পরিচয় দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহারা লোকসমাজেই প্রচলিত, অভিজাত সমাজে প্রচলিত নহে। সেইজন্য ইহাদিগকে লৌকিক ধাঁধাই বলিতে হয়।

অভিমন্যু

বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে একদিন নানাভাবে পুরাণের কাহিনী প্রচারিত হইয়াছিল, নিরক্ষর সমাজের মধ্যে সেই কাহিনী নানাভাবে বিকৃত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। ক্রমে পুরাণের মৌলিক রূপের সঙ্গে এই সকল কাহিনীর নানা ভাবেই বিচ্ছেদ এবং বিভিন্নতার সৃষ্টি হইয়াছে। নিম্নলিখিত ধাঁধাটির উত্তর অভিমন্যু। কিন্তু কেন যে তাহা অভিমন্যু হইল, তাহা যে ভাবে বুঝাইয়া বলা হয়, তাহা নির্ভর যোগ্য নহে।

১

ঘাটের উপর ছেলে নাচে
ওই ছেলেটি কে,
তোমার ভাই কি বটে
ভাই নয় ভাসুর পো,
সতাই ছেলে দেওর পো। —বেলপাহাড়ী

এই প্রকার রামায়ণ মহাভারতের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও ধাঁধা আছে। তাহাদের অনেকগুলিরই উত্তর খুব স্পষ্ট নহে; কিন্তু পল্লীসমাজে উত্তরগুলি সম্পর্কে কোন সন্দেহ কিংবা দ্বিধা প্রকাশ করা হয় না; যে উত্তর সাধারণ ভাবে প্রচলিত, তাহাই গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

অর্জুন

১

শচীসুত নহে কিন্তু ইন্দ্রের তনয়।
পিতামহ ব্যাসদেব জানিবে নিশ্চয়॥
ভগ্নী তার ভার্যা হয়, একি বিপরীত।
মামীকে শাশুড়ী বলে জগতে বিদিত। —মেদিনীপুর।

২

নিজ করে মাতুল বধিল কোন্ জন?
সখা রূপে বাঁধা তার ছিল নারায়ণ।
নিষ্পাপ তাহার দেহ বলে সবজন,
দেখ হে ভারত ভাই কে ছিল এমন? —সিংভূম।

৩

হরি অর্জুন একা যেড়ে
পড়িলে কৃষ্ণপদ তলে। —দহমুণ্ডা, মেদিনীপুর

অর্জুন-সুভদ্রা

১

ভাই ভাতারি কোন্ নারী
ছিল ধরাতলে,
পৃথিবীর সবাই লোক
সতী বলে তারে। —হাতীবাড়ী, মেদিনীপুর

বিশেষ অঞ্চলের গ্রামসমাজে যে ভাবে মহাভারতের কাহিনীটি প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে সম্ভবত অর্জুন এবং সুভদ্রার সম্পর্ক বিষয়ে এই ধারণাই সৃষ্টি হইয়াছে, সেই জন্য এইভাবে ধাঁধাটি রচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা যে পল্লী বাংলার সাধারণ বিশ্বাস নয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

উর্বশী

এই ধাঁধাটির উত্তর দিতে হইলে যে পৌরাণিক জ্ঞানের আবশ্যক, তাহা সাধারণ পল্লীবাসীর না থাকিবারই কথা। কিন্তু কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ কোন কোন কারণে নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যেও এই প্রকার জ্ঞান জন্মিবার কারণ হইয়া থাকে। বাংলার পল্লী অঞ্চলেও যে পুরাণের প্রচার অত্যন্ত ব্যাপক ছিল, ইহা তাহারও প্রমাণ—

১

মুনি অভিশাপে কেবা আসিয়া অবনী,
দিবসে অশ্বিনী হয় রাত্রিতে কামিনী। —২৪ পরগণা

কোন পৌরাণিক যাত্রার অনুষ্ঠান দেখিয়া কিংবা কোন কথকতা শুনিয়া নিরক্ষর পল্লীবাসীরা এই শ্রেণীর ধাঁধা রচনা করিয়া থাকে।

কর্ণ

মহাভারতের কর্ণ-চরিত্রের জন্মরহস্য প্রায় সর্বজনবিদিত, তাই তাহা অবলম্বন করিয়াও পৌরাণিক কাহিনীভিত্তিক লৌকিক ধাঁধা রচিত হইয়াছে—

১

ছাত্র হয়ে যেইজন গুরুপত্নী হরে,
রাবণের দাস্যবৃত্তি কিছুকাল করে;
তাহার পুত্রের মাতা কুমারী কালে,
প্রসব করিল কারে বলহ আমারে। —হাতীবাড়ী

২

শিষ্য হয়ে গুরুপত্নী যে করে হরণ,
শাপে বর লভিলেক সহস্রলোচন।
তাহার পুত্রের মাতা আইবুড়ো কালে,
প্রসব করিল কারে বলহ আমারে। —তালিয়া সিংভূম

৩

এক জনমে দুবার মরণ,
তার বাপের উল্টা দিকে জনম। —বাঁশপাহাড়ী

কালীমাতা

স্ত্রীদেবতাকে সকলেই মা বলিয়া সম্বোধন করিবার উপর নিম্নোদ্ধৃত ধাঁধাটি রচিত হইয়াছে।

১

মায়া বলে মা
বাবা বলে মা
মা বলে মা
ছেলে ও মেয়ে বলে মা
এ আবার হল কী? —বরিশাল

কার্তিক, দুর্গা, রাহু, ভৃঙ্গী

বিভিন্ন দেব-দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে বর্ণনা পুরাণে পাওয়া যায়, তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই ধাঁধা রচিত হইয়াছে।

১

সভা করি বসি আছে দেব চারিজন,
তিন পেট পাঁচ পদ কর নিরূপণ।
নয় গোটা মুণ্ড তাদের বাহু চৌদ্দখান,
উনিশ লোচন আর অষ্টাদশ কান। —পুরুলিয়া

কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রা

পুরাণের কাহিনী বিকৃত করিয়া কিংবা নিজেদের মতে ব্যাখ্যা করিয়া পল্লীবাসী যে লৌকিক পুরাণ রচনা করে, তাহার ভিত্তিতে এই ধাঁধা রচিত—

১

সাত ভাতারীর মাতুল তুল
পাঁচ ভাতারীর আইও,
ভাই ভাতারীর বিয়া হচ্ছে
বাবা ভাতারী খাইও। —বাঁশপাহাড়ী

কুশ

রামায়ণের নায়ক শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র কুশের জন্ম সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা এই যে তাহার মাতৃগর্ভে জন্ম হয় নাই; বাল্মীকি মুনি কুশ দিয়া একটি পুত্তলিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার কুশ নামকরণ করিয়াছিলেন। সীতাদেবী তাহাকে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। কুশ শব্দের অর্থ শ্রাদ্ধাদি কর্মে ব্যবহৃত এক প্রকার তৃণ।

১

আদিত্যের রথাগ্রহে যাহার গমন,
তাহার সুতের শুরু হয় সেইজন
তাহার কনিষ্ঠ পুত্র সেই জন হবে
সেই দ্রব্য মমালয়ে সত্বর পাঠাবে। —ঝাড়গ্রাম

২

পিতার ঔরসে নয়, নহে মাতৃগর্ভে
তাহার জনমকালে মা ছিল না ঘরে
সেই দ্রব্য মহাশয় আশু প্রয়োজন
কৃপা করে উপস্থিত করুন এখন। —পুরুলিয়া

৩

পিতার ঔরসে নাহি জন্ম দিল পরে
জন্ম সময় তার মা ছিল না ঘরে
কেবা সেই জন্মদাতা কেবা সেই জন
যাহার পিতার নামে পালায় শমন। —বাঁশপাহাড়ী

৪

এক বিন্দু মুখ যার চারিপণ দাঁত
তাহার বৈরীর নাম জগতে বিখ্যাত
তাহার কনিষ্ঠ পুত্র সেই নাম ধরে
তাহার কিছু পাঠাইবে অতি শীঘ্র করে। —ঝাড়গ্রাম

১ এর পর বিন্দু দিলে সংখ্যায় হয় ১০ অর্থাৎ দশানন অথবা ১০ × ৩০ = ৩০০ (চার পণ দাঁত) এর শত্রু রামচন্দ্র এবং রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র 'কুশ'।

৫

হায় বাবা কি হইল
বিনা বাপে ছা হইল
ছা হইল যখন
মা ছিল না তখন। —ঐ

৬

জন্ম দিলেন পরে পরে
জন্ম হল যখন
মা ছিলেন না ঘরে। —বেলপাহাড়ী

৭

বাপে দেয় নাই জন্ম, জন্ম দিয়েছে অঙ্গে
যখন ছেলের জন্ম হইল, মা ছিল না ঘরে।
বোন হল মাতা, তার ভগ্নী জামাই পিতা
কেন এমন হল বল গো তোমরা। —মৈমনসিং

৮

আজা হলেন জন্মদাতা
ভগিনী হলেন মা,
ভগিনীপতি হলেন পিতা
বুঝতে পারলাম না। —যশোহর

৯

হায় কি হতে কি হল
বিনা বাপে ছা হল।
ছা জন্মিল যখন
মা ছিল না তখন।
কেবা সেই জন্মদাতা
কেবা সেই জন,
যাহার পিতার নামে
পালায় শমন। —বাঁশপাহাড়ী, মেদিনীপুর

'ছা জন্মিল যখন, মা ছিল না তখন'—এই সম্পর্কে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপিয়া প্রচলিত কিংবদন্তীটি এই—বাল্মীকির আশ্রমে বনবাস জীবন যাপন কালে একদিন সীতা বাল্মীকির নিকট শিশু লবকে রাখিয়া নদীতে জল আনিতে গেলেন; বলিয়া গেলেন, বাবা, লবকে দেখিও। বাল্মীকি রামায়ণ রচনায় অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলেন; শিশু লব মায়ের পিছন পিছন চলিয়া গেল। সহসা বাল্মীকি দেখিলেন, লব কাছে নাই। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এখনই সীতা ফিরিয়া আসিয়া অনর্থের সৃষ্টি করিবেন। ভাবিয়া বাল্মীকি সেই মুহূর্তেই কুশ দিয়া লবের অনুরূপ একটি পুত্তলিকা নির্মাণ করিয়া তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করিলেন। সীতার সঙ্গে লবকে ফিরিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। সীতা তাহাকে দ্বিতীয় পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। কুশ দিয়া তাহাকে নির্মাণ করা হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম হইল কুশ।

১০

আজা হল জন্মদাতা ভগ্নী হোল মা,
ভগ্নীপোত হোল পিতা আমি জানলাম না। —২৪ পরগণা

১১

জন্মদাতা জন্ম দেয় নাই
জন্ম দিয়েছে পরে,
দুপুর বেলায় জন্ম হইল
মা ছিল না ঘরে। —যশোহর

১২

পিতা হল মাতা নহে
ভগ্নী হল মাতা,
ভাগ্না হল সহোদর
কোন শাস্ত্রের কথা? —হাতীবাড়ী

১৩

যাকে মা বলে না, বাপকে বলে আজা (ঠাকুরদা)।
ভগ্নীপতিকে পিতা বলে শুন্‌লে লাগে ধাঁধা। —পুরুলিয়া

কৃষ্ণ

ইহাদিগকে যথার্থ ধাঁধা বলা যায় না, ইহারা কৃষ্ণের গুণ বর্ণনা মাত্র। তবু গ্রামবাসী ইহাদিগকে ধাঁধার মতই ব্যবহার করিয়া থাকে।

১

জনমিয়া মাতৃস্তন পান না করিল।
পরগৃহে প্রাণভয়ে আশ্রয় করিল।
সর্বশেষে মাতুলে করিল সংহার।
শুনিয়া মজল বিধি করুন সবার॥ —ডোমজুড়, সিংভূম

২

বৃন্দাবনে বাস তার কিবা নাম ধরে?
যশোদার পুত্র হয়ে ননী চুরি করে। —পুরুলিয়া।

গঙ্গানদী

১

গঙ্গানদী সম্পর্কে পৌরাণিক কাহিনীর ভিত্তি অবলম্বন করিয়া এই ধাঁধা রচিত হইয়াছে। গঙ্গাস্নান, গঙ্গাজল পান রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কোন নারী দরশনে পুণ্য হয় অতি,
আলিঙ্গনে মোক্ষ লাভ শাস্ত্রের ভারতী।
চুম্বন করিলে হয় পবিত্র জীবন,
হেন কোন নারী আছে জগতে এমন। —পুরুলিয়া

জগৎপিতা

ভগবান সম্পর্কে ধাঁধা প্রায় সকল ভাষাতেই প্রচলিত আছে। ভগবান সম্পর্কে যে জাতির যে মনোভাব, তাহা অবলম্বন করিয়া তাহার বিষয়ে ধাঁধা রচিত হইয়াছে। ভগবান সকলেরই পিতা—এই বিশ্বাস হইতেই নিম্নোদ্ধৃত ধাঁধাটি রচিত হইয়াছে।

১

আমার বাবা বাবার বাবা
কি সম্পর্ক ভাই,
দাদার বাবা মামার বাবা
সবার বাবা তাই। —মেদিনীপুর

ভগবান সম্পর্কে একটি ইংরেজি ধাঁধা এই প্রকার—cannot leave his place to a better man. —Irish.

দুর্গা-প্রতিমা

দুর্গা প্রতিমা ব্যতীতও শুধু প্রতিমা সম্পর্কেও বহু ধাঁধা আছে। যথাস্থানে তাহা দ্রষ্টব্য।

১

পিছু দিকে যেমন তেমন
আগুদিকে কাঁচা বরণ সোনা,
গুরু হয়ে শিষ্যের প্রণাম করে,
সে কেমন জানা? —মাঠা, পুরুলিয়া

২

একখানা কুঞ্চি আঁকাবাঁকা
ফুল ফুটিছে ঝাঁকা ঝাঁকা
কোন কুমারে গড়েছে
সোনা দে ছাইছে। —ফরিদপুর

৩

সিংহের উপরে এক সুন্দরী
কি রূপ তার কি মাধুরী
কৃষ্ণ কোলে করি ননী দেয় বদনে তুলি —২৪ পরগণা

৪

কোন জনমে সিংহের মাথা গরুতে খায়? —ঐ

৫

একখানা কুঞ্চি ত আঁকাবাঁকা
ফুল ফুটেছে বাঁকা বাঁকা
কোন কুমারে গড়েছে,
সোনা দিয়ে জুড়েছে। —ফরিদপুর

দৃষ্টি

হাই গেল হাই আলো। —লোয়াকুই, পুরুলিয়া

দেবরাজ ইন্দ্র

নানা বিষয়ক পৌরাণিক জ্ঞান কি ভাবে সৃষ্টি হয়, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। দেবরাজ ইন্দ্র সম্পর্কিত একটি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত।

১

গুরুর আকার ধরি গুরুপত্নী হরে,
সেই জন কোন জন কিবা নাম ধরে? —২৪ পরগণা

দ্রৌপদী

১

শ্বশুরের পুত্র নয় স্বামী হয় তারা,
দশ হাত পঞ্চমুণ্ড স্বামী যে তাহার। —হাতীবাড়ী

২

দ্বিভুজা রমণী যার দশভুজ পতি
পঞ্চমুণ্ড হয় পতি নয় পশুপতি,
তাহার পিতার কোন পুত্র না হইল
কেবা এই নারী সেই চিন্তা করি বল। —পুরুলিয়া

৩

দুই ভুজ রমণী সে
দশভুজ পতি,
পঞ্চ মুণ্ড স্বামী তার
নহে পশুপতি। —রেয়েংটাঁড়, পুরুলিয়া

৪

সাতভাতারি সাবিত্রী, পাঁচ-ভাতারি এয়ো,
আর বাপ ভাতারি বলে গেছে ভাই ভাতারি মেয়ো॥ —মুর্শিদাবাদ

নারায়ণ

১

প্রথম অক্ষরে যেই হয়
শেষ অক্ষরে সেই হয়।
মধ্যে হই বলি রায় ভেদ মাত্র এই
কোন জন হন তিনি
বল দেখি ভাই
যে নাম কারণ হয়ে
লয়ে ভবপারে যায়॥ —২৪ পরগণা

২

আদি অক্ষরে বলিব না বলিব শেষ অক্ষর সেই
নিরাকার নিমস্তক ভেদমাত্র এই।
মাঝের অক্ষর রায় বলিছে তোমায়
যাহার স্মরণে জীব ভবপারে যায়॥ —বাঁশপাহাড়ী

৩

প্রথম অক্ষর বলি 'ন' শেষ অক্ষর সেই,
নীরমাতা নিরাকার ভেদমাত্র এই।
মধ্যে দুই বলী রায় বুঝ দিয়া মন,
যে জন বুঝিতে নারে মূর্খ সেইজন। —তালিয়া, সিংভূম

নিমাই সন্ন্যাস

১

সোনার বরণ তার তরুণ সন্ন্যাসী।
লোকজন সঙ্গে নিয়ে হইল উদাসী॥ —মুর্শিদাবাদ

নৃমুণ্ডমালিনী কালী

১

এক জিব তার আশী মাথা
শুনে যা মজার কথা। —মুর্শিদাবাদ

২

দ্বিভুজা রমণী কিন্তু পতি দশভুজা।
পশুপতি নয় তবু পতি পঞ্চমুখ॥ —পুরুলিয়া।

পঞ্চপাণ্ডব

দশভুজা পতি যার দ্বিভুজ রমণী।
তাহার পিতার পুত্র অপুত্রকা গণি॥ —পুরুলিয়া।

পঞ্চানন

১

তিন তের মধ্যে বারো
চার দিয়া পূরণ করো
আমার বাড়ী নন্দী গ্রাম
এই আমার স্বামীর নাম। —মেদিনীপুর

পবন পুত্র ভীম, ভীমের স্ত্রী দ্রৌপদী

১

বাতাসে তাঁর বক্ষবস্ত্র সরে যায়,
তাই বধূর শ্বশুর সম্ভোগ কল্পিত
রন্ধনে শ্রান্তা হইয়ে ভীমের কামিনী
স্তন হইতে অম্বর খসি লুটায় ধরণী
শ্বশুর সম্ভোগ ইচ্ছা বধূ হয়ে যেন
কেমনে সম্ভোগে ইহা করহ সন্ধান। —বেলপাহাড়ী

পার্বতী

১

যুধিষ্ঠির কন্যা যেই নকুল ঘরণী
সহদেব পুজে তার চরণ দুখানি —হাতীবাড়ী

প্রতিমা

১

অসৃষ্টিতে সৃষ্টি করে বিতা মাথে পায়
গুরু হইয়া প্রণাম করে শিষ্যের পায়। —ঢাকা

২

চার কোনে পুকুরটি জলে টুবটুব করে,
এমনি সুন্দরী কন্যা জলে ডুবে মরে। —বর্ধমান

৩

পিঠ দিকটা আঁচড় কামড়
মুখ দিকটা সোনা,
গুরু হয়ে শিষ্যকে গড় করে
সেবা কোন জনা। —পুরুলিয়া

প্রতিমা যে গড়ে অর্থাৎ কুমোর কিংবা আচার্য ঠাকুর, সেই প্রতিমার গুরু, কিন্তু প্রতিমার মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইলে কুমোর কিংবা আচার্য ঠাকুর প্রতিমাকে প্রণাম করিয়া থাকে।

৪

ইন্দি ও বরই গাছ
উন্দি ও বরই গাছ
ঝল মল করে।
রাজা আইউক্, পাত্র আইউক্
খিয়াই ছালাম করে। —চট্টগ্রাম

ইহার উত্তর মস্‌জিদও হইতে পারে।

৫

একখান কুন্টি আঁকাবাঁকা
ফুল ফুল ফুটেছে বাঁকা বাঁকা
কোন কুমরে গড়িছে
সোনা দিয়ে মুড়িছে। —২৪ পরগণা

৬

এক মরা ভেসে যায় গোকুল নগরে
শেয়াল কুকুর না খায় মরা,
গরু বাছুরে খায় তারে। —হাতীবাড়া, মেদিনীপুর

৭

একদিন গেছলাম গোকুল নগরে,
মরা মড়া ফেলাইল জলের ভিতরে।
সেই মড়া ভেসে যায় জলের উপরে,
শিয়াল শকুন খায় না তারে,
খায় গরু ছিঁড়ে। —ডোমজুড়ি, সিংভূম

বসুমতী, দ্রৌপদী

১

শাশুড়ী করেন ইচ্ছা
জামাই (রাম) হোক পতি (রাজা)
বধূ করেন ইচ্ছা শ্বশুর আসুক পাশে।
ব্যাটার বাঁযে বাপের জনম সর্বশাস্ত্রে আছে॥ —বেলপাহাড়ী।

বাল্মীকি

১

মুখেতে বলিতে রাম আম উচ্চারিল,
কত শত প্রাণী বধ হস্তেতে করিল।
কোন্দলের গুরুর কৃপায় পরম তপস্বী,
হইল খ্যাত ত্রিভুবন।
পূর্বে তার মাতা পিতা যে নাম রাখিল
সে নাম পাইয়া লোপ
কি নাম হইল॥ —বাঁশপাহাড়ী।

বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামও পল্লীসমাজে পৌরাণিক পর্যায়ে চলিয়া গিয়াছিল, সেইজন্ত তাঁহার উপাধিটি লইয়াও কয়েকটি ধাঁধা রচিত হইয়াছে।

১

কয় এই অধম বালক লোকের মাঝে,
জল নাইকো কোন সাগরে। —বরিশাল

২

কোন সাগরে জল নাই। —গঙ্গাপাল, মেদিনীপুর

বেগম

১

তিন অক্ষর নাম তার শক্তি অতি তার
চেনে তাদের আদি নরে বাদশা নবাব।
আদ্য অক্ষর কাট যদি হাতে লয়ে কাঁচি
তাহলে হইবে ভাল রুটি আর লুচি। —হাতীবাড়ী

ব্রহ্মা দুর্গা

১

চারিদেব উপবিষ্ট আসি একস্থানে
গণনা পঞ্চ পদ তিন পেট হন,
নয়টি মস্তক আর বাহু চৌদ্দখান
উনিশ পয়স অষ্টাদশ কান। —বরিশাল

ভগবতী, কার্তিক, রাহু, শনি

সভাকরি বসি আছে দেব চারিজন
তিন পেট পাঁচ পদ কর নিরীক্ষণ।
নয় গোটা মুণ্ড তাদের অষ্টাদশ কান। —ফরিদপুর

ভগীরথ

১

এক মায়ের গর্ভে জন্ম সকলেতে জানে
দুই মার গর্ভে জন্ম বল কোন জনের। —হাতীবাড়ী

ভরত

১

সূর্য বংশে জন্ম তার, অজ রাজার নাতি,
দশরথের পুত্র, নয় সীতাদেবীর পতি।
রাবণের বৈরী নয়, লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ,
বুঝিয়া সভার লোক কয় নির্দিষ্ট। —পুরুলিয়া

২

সূর্যবংশে জন্ম তার অজরাজার নাতি
দশরথ পুত্র বটে নয় সীতাপতি,
রাবণের অরি নয় লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ
ভণে কবি উদ্ধব দাস হেঁয়ালির শ্রেষ্ঠ। —২৪ পরগণা

৩

দশরথের পুত্র হয় অজ রাজার নাতি,
রাবণের বৈরী নয়, লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ।
কহে কবি কালিদাস হেঁয়ালী শ্রেষ্ঠ। —মাঠা পুরুলিয়া

মন্দোদরী

১

পান সুপারী বাটার পান
স্ত্রী পুরুষের বাইশ কান,
এই হেঁয়ালী ভাঙবে যে
পান সুপারী খাবে সে॥ —বাঁশপাহাড়ী।

মহাদেব

১

ঊনিশ নয়ন বদন সাত
আট জিহ্বা দুই হাত
শাস্ত্র বিচারিয়া চাও
কোন জীবের ছয় পাও॥ —রংপুর

২

কোন্ দেব্‌তা স্ত্রীকে
মাথায় কইরে নাচে,
প্রেমের জন্যে কোন্ দেবতা
রাত্তিরে জল সেঁচে॥ —মুর্শিদাবাদ

যম

১

দুই অক্ষরে নাম তার সর্বলোকের ভয়
প্রথম অক্ষরে আকার দিলে সর্বলোকে খায়,
পরের অক্ষরে আকার দিলে সর্ব অঙ্গ ঢাকে
তার উপর তা দিলে আদর করিয়া ডাকে। —রংপুর

২

দু' অক্ষরে নাম তার শুনে ভয় পায়।
প্রথম অক্ষরে 'আ'-কার দিলে সর্বলোকে খায়॥
শেষের অক্ষরে 'আ'-কার দিলে হৃদয় মাঝে রাখি।
তার উপরে 'তা' দিলে আদর করে ডাকি॥ —পুরুলিয়া

৩

উপরে ঝাড় তলে খড়।
এই কেহানীর নাইকো অড়॥ —লোয়াকুই, ঐ।

৪

দুই অক্ষরে নাম তার
ভয়ঙ্কর মূর্তি তার দেখলে পায় ভয়,
এক আকারে খাবার জিনিস,
দুই আকারে পরবার জিনিস হয়। —পুরুলিয়া

যুধিষ্ঠির

(যম পুত্র যুধিষ্ঠির, যমপুত্র সূর্য এবং যমপুত্র কর্ণ)

১

পুত্র হয়ে ইচ্ছা করে পিতা হোক অতি
শাশুড়ী হয়ে ইচ্ছা করে জামাতা হোক পতি।
বধূ হয়ে ইচ্ছা করে শ্বশুর আলিঙ্গনে
পতি হয়ে ইচ্ছা করে পত্নীর গর্ভেতে গমন। —ঝাড়গ্রাম

২

পিতা পুত্রে এক নারী করে আলিঙ্গন।
উভয় ঔরসে জাত উভয় নন্দন॥
নাম তাদের কিবা হয় বল দেখি শুনি,
মিথ্যা নহে সত্য ইহা শাস্ত্রে আছে জানি। —ঐ

ব্যাখ্যা—সূর্যের পুত্র কর্ণ, যমের পুত্র যুধিষ্ঠির; উভয়েরই কুন্তীর গর্ভে জন্ম।

রাধা

১

থাকতে ঘরে আপন স্বামী
ভাগনের প্রেমে মজল মামী। —২৪ পরগণা

রাবণ

১

হস্ত দুই শূন্যাকার চক্ষু দুই শূন্য,
দেব নয় নর নয় রাক্ষসেতেই গণ্য। —ডোমজুড়ি, সিংভূম

২

সন্ন্যাসীর বেশে কন্যা হরিল কোনজন,
শূন্য পথে উড়ে যায় আপন ভবন।
সেই কন্যা হেতু হৈল কাহার মরণ,
কোন জন হয়, ভাই, বলহ এখন। —তালিয়া, সিংভূম

৩

এক মাথা কুড়ি নয়ন। —বেলপাহাড়ী, ঝাড়গ্রাম

৪

এক বিন্দু মুখ যার
তিনশ কুড়ি দাঁত,
আকারে প্রকাণ্ড সেই
হাত চার পাঁচ।
চক্ষু দুই শূন্য তার
কর্ণ দুই শূন্য,
দেখ্‌তেও পায়।
শুনতেও পায়।
কবিকঙ্কণেতে কয়,
যেটা ভাব সেটা নয়। —মাঠা, পুরুলিয়া

রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বালি

১

দি মরি না দি মরি,
দেখি মরি না দেখি মরি। —ঝাড়গ্রাম

রাবণ, বিষ্ণু, কর্ণ

১

তিন জিভ তেইশ কান।
এই কথার অর্থ ভান॥ —মাঠা, পুরুলিয়া

রাবণ, মন্দোদরী ও শামুক

১

আসুন বসুন তামাক খান
তিনটা জীবের তেইশটা কান
বলি দিয়ে উঠি যান। —বেলপাহাড়ী

রাবণ, ননদী ও শামুক

১

বানালাম সাজালাম পান
তিনটি জীবের তেইশটি কান,
যে ভাঙবে কথার মান
সেই খাবে বাটার পান। —বেলপাহাড়ী

রাবণ ও মন্দোদরী

১

খয়ের স্থূদি বাটার পান
স্ত্রী পুরুষের বাইশ কান,
এ বাটার পান খাবে যে
এ কথার উত্তর দেবে সে। —বাঁশপাহাড়ী

২

চুন খয়ের বাটা পান
স্ত্রী পুরুষের বাইশটা কান। —বেলপাহাড়ী

৩

দুই স্ত্রীপুরুষে খায় পান
দুই স্ত্রীপুরুষের বাইশ কান। —২৪ পরগণা

৪

স্ত্রীপুরুষের বাইশ কান
এ অর্থ খুঁজে আন
তবে খাব পান। —ঐ

৫

পুরাণ বর্ণিত ইহা নহেত নূতন,
স্বামী স্ত্রী দুইজন বাইশ হাত হন।
কি নাম কাহার হয়, বল তো বিচারি,
মিথ্যা নয় সত্য কথা রামায়ণ পড়ি। —ঝাড়গ্রাম

৬

রামায়ণে লেখা আছে অতি পুরাতন,
স্বামী স্ত্রী দুইজনে বাইশ হাত কান। —চাতিবাড়ী

৭

খেড়ি খেসারিকা বাইশ কান
যেউ কোহেগা
ও খায় পাকা পান। —হাতীবাড়ী

রাবণ, রাম, শূর্পণখা

১

তিন বীরের তেইশ কান,
বুঝে শুঝে তামুক খান। —মাঠা, পুরুলিয়া

২

তিন বীর তেইশ কান।
উত্তর দিয়ে তামাক খান।

৩

তিন জিভ তেইশ কান,
বুঝে সুঝে হুঁকা টান। —ধনুডি, পুরুলিয়া

রামচন্দ্র

১

পশু নয় পশু সাথী করেন ভ্রমন
কখনো বা যোগী বেশ কখনো রাজন্। —হাতীবাড়ী

২

পশু নয় পশু সঙ্গে করে ভ্রমণ।
কখনো যোগীর বেশ, কখনো রাজন্॥
অসম্ভব কার্য তার শুনে হাসি পায়।
পিতার কন্যার গর্ভে সন্তান জন্মায়॥ —পুরুলিয়া

৩

পশু সঙ্গে ভ্রমে কিন্তু পশু সেত নয়।
কভু রাজ-বেশ কভু যোগী-বেশে রয়॥
অসম্ভব কার্য তার শুনে হাসি পায়।
পিতার কন্যার গর্ভে সন্তান জন্মায়॥ —মেদিনীপুর।

৪

সূর্যবংশে জন্ম তার অজ রাজার নাতি
রাবণের বৈরী নয় সীতা দেবীর পতি। —হাতীবাড়ী

লক্ষ্মীদেবী

১

সমুদ্র মন্থনে যেই বিষপান করে
মোহিনী মুরতি হরি আলিঙ্গন করে
তাঁহার যে প্রিয় পত্নী হরি পৃষ্ঠে চড়ে
দুর্দান্ত দানবে সেই নাশিল সমরে।
তাহার যে জ্যেষ্ঠ কন্যা তাঁর কিবা নাম
বল দেখি শাস্ত্র কথা ওহে মতিমান। —বাঁশপাহাড়ী

লব-কুশ

নিম্নোদ্ধৃত ধাঁধাগুলির উত্তর কুশ। কুশ সম্পর্কিত ধাঁধা পূর্বে দ্রষ্টব্য। পল্লীবাসী অনেক সময় লবকুশ বলিতে অনেক সময় কুশই মনে করে।

১

জন্ম দিল না জন্মদাতা জন্ম দিল পরে,
যখন তাহার জন্ম হল মা ছিল না ঘরে। —বরিশাল

২

জন্ম দাতা জন্ম দাতা জন্ম দিলেন পরে,
যখন ছেলের জন্ম হলো মা ছিলেন না ঘরে।

৩

আজা হল জরম দাতা
ভগ্নী হল মা
ভগ্নীপতি পিতা হল
চিন্‌তে পারলাম না। —২৪ পরগণা

৪

মাকে মা বলে না
বাপকে বলে আজা,
বুনাইকে বলে বাবা
শুন্‌তে বড় মজা। —২৪ পরগণা

সাধুবাবা

১

বাবাখুড়া ভাইপো সাথে
চলেছিল একই পথে।
তাদের এমনই কথার থাপ,
তিনজনের একটি বাপ। —পুরুলিয়া

২

বাবা বেটা ভাই পো সাথে।
তিনজন যায় একই পথে॥
তাদের এমনই কথার খাপ।
তাদের তিনজনের একই বাপ॥ —পুরুলিয়া

শান্তনু

১

সমুদ্রে জল নাই ছাঁচা কর্‌লে ঢেউ,
গঙ্গা ব্যাটা নহি জনম ষোল বছরের বউ।
—পুরুলিয়া

শিব

১

ভূত নয় ভূত সঙ্গে করেন ভ্রমণ।
কখনো বা যোগী বেশ কখনো ব্রাহ্মণ॥ —হাতিবাড়ী

শিব, সাপ, বলদ

১

একের নিমন্ত্রণে তিনের গমন
ছয় পা, দুই লেজ তিন মাথার
সাতটি নয়ন। —ঝাড়গ্রাম

২

একের যাত্রা তিনের গমন।
ছয় পদ উনিশ নয়ন॥ —পুরুলিয়া

৩

একের যাত্রায় তিনের গমন
ছ পা বস্ত্র বিহন,
তাকে দেখে করি প্রণিপাত,
উনিশ নয়ন বদন যার। —হরিড়ি, পুরুলিয়া

শিশা

১

দাদা দিল আমার হাতে,
আমি রাখলাম কলম পাতে।
হায় ভগবান, করলে কি?
দাদা আইলে বল্‌ব কি? —ঝাড়গ্রাম

সীতা

১

বাপ জন্ম দিলা কিন্তু মা ছিল না কাছে।
ভূমিতে উৎপন্ন বটে নাহি ফলে গাছে॥
অসম্ভব কথা যদি মানহ সকলে।
এই কথা মিথ্যা নয়, মাটিতে নারী মিলে॥ —তালিয়া

২

কি করতে কি হ'ল বিধির গড়া,
বিনা বাপে হ'ল ছেলা
ছেলা হইল কখন?
যখন ছিল না ছেলের মা। —পুরুলিয়া

ইহার উত্তর কুশ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৩

পিতা জন্ম দিল বটে মা ছিল না কাছে,
ভূমিতে উৎপন্ন কিন্তু নাহি ফল গাছে। —বরিশাল

৪

পিতা জন্ম দিল বটে মা ছিল না কাছে,
ভূমিতে উৎপন্ন হলো কিন্তু নাহি ফলে গাছে।
অন্যরূপ গল্প বলি না শুন বচন,
উত্তর দেখিলে তুমি পাইতে কারণ। —হাতীবাড়ী

সূর্য, যম, কুন্তী

১

পিতা পুত্র এক নারী করে আলিঙ্গন,
উভয়ের ঔরসে জন্মে উভয়ের নন্দন।
কি নাম তাদের ছিল বল দেখি শুনি
সত্য কিংবা মিথ্যা ইহা শাস্ত্রের লিখনি। —হাতীবাড়ী

হরি

১

মামা ভাগ্নী ভাইপো সাথে
তিনজনা যায় একই পথে
এও বলে এসো বাবা
ও বলে এসো বাবা
বলে দাও সেই লোকটা কেটা। —বেলপাহাড়ী

তুলনীয় বাবা, তারকনাথ, পিতা ইত্যাদি।

হরিশ্চন্দ্র

১

পাঁচ অক্ষর নাম তার সর্বলোকে জানে,
প্রথমের তিন অক্ষর ছেড়ে সর্বলোকে দেখে।
শেষের তিন অক্ষর ছেড়ে দিলে সর্বলোকে ডাকে।

—হুগলি

তিন

আত্মীয়-স্বজন

পারিবারিক জীবন লোকসাহিত্যের একটি অতি প্রধান অবলম্বন। ইহার মধ্যে আমরা যে নানা জনের সঙ্গে নানা সম্পর্কে জড়িত, তাহা কখনও জটিল এবং কখনও নিতান্ত সহজ। অনেক সময় অনেক সহজ সম্পর্কটিকেও জটিল করিয়া জিজ্ঞাসার আকারে উপস্থিত করা যায়। সেই ভাবেই কতকগুলি ধাঁধার জন্ম হইয়াছে, তাহাদিগকে আত্মীয়-স্বজনমূলক ধাঁধা বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

অনেক সময় একই আত্মীয়ের পরিচয় জটিল আকারে উপস্থিত করিবার পরিবর্তে বিভিন্ন আত্মীয়ের সম্পর্কের মধ্যে সম্পর্কের জটিলতা নির্দেশ করিয়াও বিভিন্ন ধাঁধা রচিত হইয়া থাকে।

এই শ্রেণীর ধাঁধা অন্য ভাষায় যে নাই, তাহা নহে। যেমন ইংরেজিতে পিতা সম্পর্কে একটি ধাঁধা আছে—

A brother of my father had a brother,
And that one was not an uncle of mine.

অথবা মাতা সম্পর্কে ইংরাজি ধাঁধা—

প্রশ্ন—Who is nearer [in kinship] to you :
The mother-in-law of your brother's wife
Or the son of your father's brother?

উত্তর—Nearer [in kinship] to you is the mother-in-law of your brother's wife, since that one is your own mother.

বাংলা দেশে প্রচলিত ধাঁধাগুলি অধিকাংশ ইহাদেরই অনুরূপ। লোক-মানসের চিন্তাধারার মধ্যে যে একটি মৌলিক ঐক্য আছে, ইহা হইতে তাহাই প্রমাণিত হয়।

ইংরেজিতে এই শ্রেণীর ধাঁধাকে Riddles Dealing with Family Relationship বলা হয়।

খুড়া

আত্মীয়তার নানা জটিলতা অবলম্বন করিয়া বহুসংখ্যক ধাঁধা রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে খুড়া এবং খুড়া ভাইপো সম্পর্কিত ধাঁধা দুইটি এখন শুনিতে পাওয়া যাইবে। আত্মীয়তার জটিলতা বুঝিতে এখানে আত্মীয়ই যে জটিল, তাহা নহে; বরং কোন নিকট আত্মীয় সম্পর্কে জটিল ভাবে পরিচয় জিজ্ঞাসা

করা হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসার জটিলতা ভেদ করিয়া পরিচয়টি উদ্ধার করিতে পারার আনন্দই ইহার আনন্দ।

১

মামা শ্বশুরের পিসা শ্বশুর
তার শালার ঝি,
সম্পর্ক হবে কি? —বেলপাহাড়ী

২

খুড়ার ঘরে ভাইপোয়ের ভাত
নাই সে তার নাইরে বাপ।
চাল দিলে ভাত
এসো মোর বাপ
তবে মোর ঘরেই ভাত। —পুরুলিয়া

উদ্ধৃত ধাঁধাটিকে খুড়া ভাইপো বুঝাইয়াছে।

ছেলে, বাপ, নাতি

নিম্নোদ্ধৃত ধাঁধাগুলিকে গাণিতিক ধাঁধাও বলা যায়।

১

এরা বাপ ব্যাটা, ওরা বাপ ব্যাটা
তাল তলা দিয়ে যায়,
একটি তাল পড়লে পরে
সমান ভাগ করে খায়। —বরিশাল

২

এরা বাপ ব্যাটা ওরা বাপ বেটা
তাল তলা দিয়ে যায়,
একটি তাল পড়লে পরে
সবাই মিলে খায়। —বারাসত

৩

(ছেলে দুজন—১জন ছেলে, আর ১জন ভাই)

কান্ধে জাল জিজ্ঞাসেন জেলে
খাটে শুয়ে কার ছেলে
কি বলব জেলে ভাই,
স্বামীর ছেলে আমার ভাই।

ছেলেদের খেলাঘর

১

করলাম ঘর ছাইলাম না,
রাধলাম ভাত খাইলাম না। —পুরুলিয়া

২

ঘর করিলাম ছাইলাম না
রাঁধলাম ভাত খাইলাম না। —মেদিনীপুর

ছোট ছেলে

১

মা মাসি ভগ্নি পিসি খুড়ি জ্যেঠি ভাই,
সকলেরে দেখছি তার বৌ দেখি নাই। —বরিশাল

সকলেরই বৌ আছে, কেবল ছোট ছেলের বৌ নাই। ইহাও পারিবারিক জীবনের বিশেষ একটা অবস্থার সূচক।

জামাই শ্বশুর

আত্মীয়তার সহজ সম্পর্ককেও জটিল করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া যে সকল ধাঁধা রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে জামাই শ্বশুরের সম্পর্ক মূলক ধাঁধার সংখ্যা অনেক। ব্যাখ্যা সব জায়গাতেই যে খুব স্পষ্ট তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

১

হাসতে হাসতে আসছ তুমি
ঠাট্টা করছ মোকে,
আমার শ্বশুর বিয়া করছে
তোমার শ্বশুরের মাকে —বরিশাল

জামাই

১

তিন অক্ষরে নাম তার আত্মীয় যখন হয়,
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে সব মানুষে খায়।
মধ্যের অক্ষর ছেড়ে দিলে যাওয়া বুঝায়।
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে লোকের গায়ে থাকে। —বরিশাল

২

হাসে হাসে আসে জামাই
রং করেছে কাকে,
আমার শশুর বিয়া করেছে
তোমার শশুরের মাকে। —পুরুলিয়া

ঠাকুমা

নিকটতম আত্মীয়ের পরিচয়ও যদি অনেক ঘুরাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেও তাহা ভাবিবার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। সেইভাবেই ঠাকুমা সম্পর্কিত ধাঁধাটি রচিত হইয়াছে—

১

শাক তুলুনি শাক তুলুনি শাক খাওয়ারে তোকে,
আমার বাপে বিয়া করেছে তোমার বাপের মাকে।

প্রথম পদটি এই শ্রেণীরই বহু ধাঁধার প্রথম পদ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে; সুতরাং ইহা কোন ধাঁধার পক্ষেই বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। ইহার দ্বিতীয় পদটিতেই ধাঁধার জিজ্ঞাসাটি উপস্থিত করা হইয়াছে। বাপের মা অর্থে এখানে ঠাকুমাই ইহার উত্তর।

দাদু, বাবা, ছেলে

১

এরা বাপ বেটা ওরা বাপ বেটা,
একটি তাল গোটা গোটা। —মাঠা, পুরুলিয়া

২

একটি তালের তিনটি আঁটি। —ঐ

দিদি শাশুড়ী

১

হাসিতে হাসিতে আসছ তুমি
চালাক করবা কাকে,
তুমার শশুর বিয়া করছে
আমার শশুরের মাকে। —২৪ পরগণা

পিতা

পিতা সম্পর্কে ইংরাজি ধাঁধা একটি পূর্ব উল্লেখ করিয়াছি, এখানে দুইটি বাংলা ধাঁধা শুনিতে পাওয়া যাইবে।

১

একঘর ব্যাকা প্যালা
কি তোর পিসার শালা। —ঢাকা

২

আমি তোর ভগ্নিপতির শত্তীর পিতা
আমারে তুই চিনলি না। —ফরিদপুর

পিতা, পুত্র আর নাতি

পারস্পারিক সম্পর্কের পরিচয়কে জটিল করিয়া তুলিয়া তাহা দ্বারা এখানে ৬৩.
ধাঁধার সৃষ্টি হইয়াছে।

১

এরা বাপ বেটা ওরা বাপ বেটা তালতলা দিয়ে যায়
একটি তাল পড়লে পড়ে সমান ভাবে খায়। —বাঁশপাহাড়ী

২

[পিতামহ বলছেন নাতিকে তিনটি নারকেল চারিজনকে এমন ভাগে ভাগ করে দাও যাতে প্রত্যেকে গোটা গোটা পায়]

গছত আছে তিনগটা নারিকেল
পারান্ত দেখি খাউ,
তোমরা দুই বাপোতে আমরা দুই বাপোতে
গোটায় গোটায় জানি পাই। —জলপাইগুড়ি

৩

এ বাপ বেটা ও বাপ বেটা
তাল তলা দিয়ে যায়,
তিনটি তাল কুড়িয়ে পেলে
সমান ভাগে খায়। —বেলপাহাড়ী

৪

এ আসলো বাপ বেটা
ও আসলো বাপ বেটা
তিনটি নারকেল পায়
গোটা গোটা। —দিনাজপুর

৫

আমরা ছ বাপ ব্যাটা
ওরা ছ বাপ ব্যাটা
তিনটি গোটা গোটা। —মানভূম

পিসশ্বশুর

১

একটি ছেলে আসছে হেসে হেসে
রঙ্ দিতে আমাকে,
আমার শ্বশুর বিয়া করেছে,
তোমার শ্বশুরের মাকে।
ঐ ছেলেটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? —মেদিনীপুর

পিসশ্বশুর ও বধূ

১

শাক বাছনা গো ঝিজে বাছ,
ঠাট জাননি ঠাট কর কা'কে
আমার ভাই চাঁদ তোমার শ্বশুর মানে। —ঐ

পিসি—ভাইঝি

১

শাক তুলনী শাক তুলনী
শাক খাওয়াবে কাকে,
তোর বাপ বিয়ে করেছে
আমার বাপের মাকে।
শাক খাওয়াবে কাকে। —বাঁশপাহাড়ী

পিসে শ্বশুর

১

এক ব্যাটা বেয়ে যায়
কথায় বোঝে না ভাব,
ঐ ব্যাটার শ্বশুর হয়
আমার শ্বশুরের বাপ। —বরিশাল

প্রথম পক্ষের মেয়ে

১

পয়ান নালো টরায়
ব্যাঙে চিড়া খায়,
মায়ের বিয়া না হইতে
মাইয়া নাইয়র যায়। —ঢাকা

ফুপু ভাতিজা

১

এক কয়োনা অক কয়োনা
অক ধরিবে ভূতে,
অর-বাপ আর আমার বাপ
তায়া বাপে পুতে॥ —রাজসাহী

বরকনে ও পাল্কী বেয়ারা

বেহারাদিগের পাল্কীতে বর কনেকে বহন করিবার চিত্রটি অবলম্বন করিয়াও ধাঁধা রচিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর কতকগুলি ধাঁধার সঙ্গে যে কবি কালিদাসের নাম যুক্ত হইয়া আছে, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। গ্রাম্য জীবনে কালিদাস আদর্শ পণ্ডিত এবং কবি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। সুতরাং যে কোন রচনার সঙ্গেই কালিদাসের নাম যুক্ত করিতে পারিলে রচনার আভিজাত্য বাড়িয়া যায়, এই বিশ্বাস হইতেই ইহাদের সঙ্গে কালিদাসের নাম যুক্ত হইয়াছে।

১

বারপায়ে হাঁটে চলে মুখে দুই বলে
কবি কালিদাসের ছটি
এঁইড়ে একটি বকনা॥ —বেলপাহাড়ী

২

বার পা আটে চলে
ছ মুখ তার দুয়ে বলে
কবি কালিদাসের ভাষা।
পাঁচটি এঁড়ে একটি বক্‌না॥ —মেদিনীপুর

৩

চার পা আটে চলে
ছয় মাথা চারে বলে
কবি কালিদাসে বলে
একটি ছেলে একটি মেয়ে। —বেলপাহাড়ী

বাপ-বেটি

১

শ্বশুর জামাই লাঙ্গল করে
বিটি বলে আয় বাপ্ জল খা
মাও বলে আয় বাপ্ জল খা। —বেলপাহাড়ী

বাবা (তারকনাথ)

হাওড়া, হুগলি অঞ্চলে বাবা বলিতে সাধারণতঃ আঞ্চলিক দেবতা তারকনাথকেই বুঝায়, তারকনাথ শিবের লৌকিক রূপ।

১

বাবা মায়ে বাবা বলে—
মামা বলে বাবা
মেসো পিসে ভাগনে
তারাও বলে বাবা। —২৪-পরগণা

২ [বাবা]

পেসার (পিসী) পেসামুয়ের শালার পুত্র কি হয়? —হাতীবাড়ী

বাপ, ছেলে, নাতি

১

এরা বাপরে বেটা বাপরে বেটা
তাল তলা দিয়ে যায়
একটি তাল পাড়লে পরে
সমান ভাবে খায়। —মেদিনীপুর

২

আমরা দু'বাপ বেটা, তোমরা দু'বাপ বেটা।
তিনটি পিঠা গোটা গোটা। —পুরুলিয়া

বাবা ও মামা

১

সভায় আসিল দোঁহে, দোঁহে মোটা সোটা।
দুজনের দুইহাতে শোভে লাঠি সোটা ॥
জাতি ও বর্ণেতে যেন উভয়ে সমান।
জনৈক তৃতীয় পুত্র পঙ্কমাটি আন ॥
তিনেরে কহিল তিন মাকে দেয় গালি,
বলো দেখি দোঁহে হয় কোন জন
পণ্ডিতে বুঝিতে পারে কি বোঝে অধম? —হাতীবাড়ী

বিধবা

১

মা মাউসী ভগ্নী পিসী খুড়ী জ্যাঠাই তলই,
সব লোকের দেখি স্ত্রী দেখি নাই;
অতি সোজা কথা বাপু ভাবি দেখলে পাবে
স্ত্রীর কাছে কহিতে গেলে গালাগালি খাবে। —হাতীবাড়ী

বেহাই বেহাই

১

কি হে বেহাই ভালো আছ?
না, কি বলবো ভাই দুঃখের কথা,
তোমার গেল টাকাটা
আমার গেল নাকটা। —বাঁকুড়া

বৌ ও শাশুড়ী

১

আগে যায় পাছে চায়
ওটি তোমার কে,
ওর শ্বশুর মোর শ্বশুরকে
বাবা বলেছে ॥ —রাজশাহী

ভাই

১

পুরুষ লোক—শুন্‌ছে ওলো ছেলের মা
বালক সহ স্ত্রী—এ ছেলে তো আমার না।
ছেলের বাবা যার শ্বশুর
আমার বাবা তার শ্বশুর
বালকের সঙ্গে মেয়েটির সম্পর্ক কি? —নদীয়া

২

ওর বাপ যার শ্বশুর
তার বাপ আমার শ্বশুর। —হাতীবাড়ী

৩

মাজা ঘষা করো গা
দেখাচ্ছে নাত তোমার ছেলের মা
এর বাবা যার শ্বশুর
তার বাবা আমার শ্বশুর। —২৪ পরগণা

৪

যেজগা দিঘলী মধ্য দিয়া খাল
বাপে পুতে ভাবরা ভাই মায়ে ঝিয়ে জাল।

ভাই ও বোন—ঢাকা

৫

জালিয়া জালিয়া মুছিয়া জালিয়া,
খাটে শুইছে কার ছেলিয়া।
স্বামীর ছেলে আমার ভাই,
শুনরে জালিয়া ভাই।

ব্যাখ্যা: নিদ্রিত শিশুর বর্ণনা।

৬

শাঁখা হাতে গোরা গা
ঘসিস মাজিস্ কার ছা
এর বাপ যার শ্বশুর
তার বাপ আমার শ্বশুর।

ভাইবোন—মেদিনীপুর

৭

প্রশ্ন : কাহার মায়ের বাপে ছা ?

উত্তর : ভাগ্নীর মায়ের বাপের ছা আমি বটি।

ভাই-বোন—পুরুলিয়া

ভাগ্নে

১

তুমি কার মার বাপের ছেলে ? —২৪ পরগণা

২

আপনি কার মায়ের বেটা ? —মাঠা, পুরুলিয়া

৩

বাবারে বাপ বলে না
কাকারে বলে আজ্ঞা
ভগ্নী পতিরে বাবা বলতে
ভারি লাগে মজা। —ফরিদপুর

৪

ধীরে ধীরে যাও, ফিরে ফিরে চাও
ওটি তোমার কে ?
ওর শ্বশুর, আমার বাবার শ্বশুর
একই বটে।

ভাগ্নে ও মামীমা—পুরুলিয়া

৫

তুমি কার মায়ের পিতার সন্তান।
ভাগ্নের মায়ের —বেলপাহাড়ী

ভাসুর ঝি

১

হাতে শাঁখা গোরা গা,
শুধাস্ পুছাস্ কাহার ছা।
ইহার বাপ তাহার শ্বশুর,
সেই বেটা টো আমার সোদর ভাসুর। —পুরুলিয়া

মা ও ছেলে

১

আগে আগে যায়
পিছন দিকে চায়
উয়ার বাবা আমার বাবা
শ্বশুর জামাই
আমার কেন মাত্তা কামাই। —পুরুলিয়া

২

আগে যায় ফিরে চায়
ওটি তোমার কে,
ওর বাপে আমার বাপে
শ্বশুর জামাই যে।
তোরা বুঝে দেখে নে। —ঐ

৩

*খাখা হাতি গোরো গা,
হল সাজ' কার ছা।
খাখা হাতি লেজ পহুতি,
আত্রে তোমার কা চলন্তি :
তাকো বাপো আম্হ বাপো
যাই শ্বশুর জুড়ে মন্‌কে বিচারো। —হাতিবাড়ী

*উড়িয়া এবং বাংলা মিশ্র ভাষা।

মা মেয়ে নাতনি

১

তার মাঝি তার মাঝি
কাকর কিনলা তিনটা
কেউ খাবে নি চাটা
সব লোক খাবে গোটা। —হাতীবাড়ী

২

এরা মায়ে ঝিয়ে ওরা মায়ে ঝিয়ে
তাল-তলা দিয়ে যায়।
একটি তাল পড়ে গেলে
সমান ভাগ চায়॥ —মেদিনীপুর

৩

আন মাঝি তান মাঝি।
কাকুর কিনলেন তিনটি॥
কেউ খাবে না কাটা।
ভাগ করে দেখা বেটা॥ —মেদিনীপুর

মা ও মাটি

কথায় বাড়ে কথা,
দুধে বাড়ে ঘি।
আগুনে আদার কাঠখড়ি,
জলের আদার কি? —আক্সবাড়িয়া, ঐ

মাসী ও বোনপো

১

আগে যায় ফিরে চায় ওটি তোমার কে?
বল্‌ব কি রয়ে বেলা গেছে বয়ে,
ওর বাপ বিয়ে করেছে আমার বাপের মেয়ে। —হুগলি

মামা ভাগ্নে

১

হাসতে হাসতে আসছ তুমি
ঠাট্টা করবে কাকে
আমার শ্বশুর বিয়া করেছে
তোমার শ্বশুরের মাকে। —বাঁশ পাহাড়ী

২

মামা

এরিষ সম্বর ফিরিঙ্গ চম্বর
সেজন তোঁয়ার কি?
সেজনের বাপে বিয়া কৈরয়ে
আঁর বাবের ঝি। —চট্টগ্রাম

৩

কাঁধে জল বয় ছেল্যা
পথে শুয়ে কার ছেল্যা
স্বামীর ছেল্যা আমার ভাই
কি বলছ জেল্যা ভাই। —বেলপাহাড়ী

৪

কাকে বাহনাগো ঝিঙা চাহে,
আটা কর জান নি. আটা কর কাকে,
আমার শ্বশুর বাহা হইছেন,
তোমার শ্বশুর মাকে। —ডোমজুড়ি

ব্যাখ্যা: মামা ও ভাগ্নে বৌ।

মেয়ের নাতি

১

হাতে শাঁখা গোরা (পরিষ্কার) গা
ধুয়াস পুছাস (মোছাস) কার ছা
ইয়ার বাপ তার শ্বশুর
সেইটি আমার সোদর ভাশুর। —পুরুলিয়া

২

শ্বশুর জামাই লাঙল চষে
মা বিটি বাইসন নিয়ে গেল
বললে বাবা বাইসন খাবে এসো
সম্পর্কটা কি?

মেয়ে ও নাতনি—বাঁশ পাহাড়ী

শালা

১

দাদার শ্বশুরের হয়েছে নাতি
তোমারে করেছে বাড়ী বাতি —যশোহর

শালা বৌ

হাস্‌তে হাস্‌তে আস্‌ছ তুমি
ঠাট্টা করবে কাকে,
আমার শ্বশুর বিয়ে করেছে
তোমার শ্বশুরের মাকে। —ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর

শাশুড়ী ও জামাই

১

হাসতে হাসতে আসছে বাছা
সজাগ করব কাকে,
আমার শ্বশুর বিয়ে করেছে
তোমার শ্বশুরের মাকে। —মুর্শিদাবাদ

২

পথ চলয়া পথ চলছিস,
রং দেখছিস কাকে।
আমার শ্বশুর বিহা করেছে,
তোর শ্বশুরের মাকে। —পুরুলিয়া

শাশুড়ী

১

প্রশ্ন : শাক তুলুনি শাক তুলুনি শাক খাওয়াবে কাকে?
উত্তর : তোর শ্বশুরে বিয়ে করেছে আমার শ্বশুরের মাকে। —পুরুলিয়া

শাশুড়ি বৌ

১

আগে যায় ফিরে চায় ওটি তোমার কে?
ওর শ্বশুর আমার শ্বশুরকে বাবা বলেছে। —হুগলী

২

হাস্‌তে হাস্‌তে আস্‌ছ তুমি ঠাট্টা করতে মোকে।
আমার শ্বশুর বিয়ে করেছে তোমার শ্বশুরের মাকে। —পুরুলিয়া

শ্বশুর ও জামাই

১

মায়ে ঝিয়ে বসে, শ্বশুর জামাই আসে।
মেয়ে বলছে বাবা আসছে, মাও বলছে বাবা আসছে। —হুগলি

২

ঠাট্টা করতে জাননা ঠাট্টা করছ মোকে।
তোমার শ্বশুর বিয়ে করেছে আমার শ্বশুরের মাকে।—বেলপাহাড়ি

শ্বশুর-জামাই-মা-বেটি

১

শ্বশুর জামাই হাল বাইতে গেল।
মা বিটি বাসান (ভাত) নিয়ে গেল।
এও বলে, আয় বাবা,
সেও বলে, আয় বাবা।

সতীন দুইজন ও এক মেয়ে

ইহাদিগকেও এক হিসাবে পারিবারিক ধাঁধার অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়।

১

তিনখানা রুটি
ওরা দুমা বেটি
খাবে কিন্তু গোটা গুটি। —মুর্শিদাবাদ।

সন্তান

১

তথে (?) বড় শক্ত গুরু রইলেন ব'সে,
গাছের ফল গাছে রইলো,
বোঁটা গেল খসে। —নদীয়া

সঙ্

১

ঐ দেখ্লাম মোলে,
ঐ মানুষ গিলে। —বেল পাহাড়ী

সতীন (বড়)

১

নূতন বরকনে বাড়ীতে আসায় ঘর থেকে একজন স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে বরকে নমস্কার করল। কিন্তু কনেকে নমস্কার করল না। ঐ স্ত্রী লোকটি কে? উত্তর—বড় সতীন। —বর্ধমান

স্বামী-স্ত্রী

১

আগে যার ফিরে চায় উটি তোমার কে,
আমার শশুরকে বাবা বলেছে। —হাতীবাড়ী

২

হাস্ছে কেনে হাস্ছে কেনে ঠাট্টা কর কাকে,
আমার শশুর বিয়ে করেছে তোমার শশুরের মা কে। —ঝাড়গ্রাম

৩

এ'র বাপ যার শশুর,
তার বাপ আমার শশুর। —বর্ধমান

দ্বিতীয় অধ্যায়

পশুপক্ষী

রূপকচ্ছলে পশুপক্ষীর আকৃতি এবং প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াও বহুসংখ্যক ধাঁধা রচিত হইয়াছে ইহাদিগকে ইংরেজিতে Zoological riddles বলা হইয়া থাকে। পশুপক্ষী বিষয়ক ধাঁধার মধ্যে কীট পতঙ্গ বিষয়ক ধাঁধাগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। এই কথা বলাই বাহুল্য যে প্রাত্যহিক জীবনে বাঙ্গালীর নিকট যে সকল পশুপক্ষী এবং কীট পতঙ্গ নিতান্ত পরিচিত অথচ তাহাদের আকৃতি এবং প্রকৃতিতে কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই এই শ্রেণীর ধাঁধা রচিত হইয়াছে। অনেক সময় অনেক পরিচিত পশুপক্ষীও তাহাদের আচার আচরণের জন্ম সাধারণের নিকট অত্যন্ত ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাদিগের আকৃতি এবং প্রকৃতিতে যে বৈশিষ্ট্যই থাকুক না কেন, তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া সাধারণতঃ ধাঁধা রচিত হয় না। যেমন কুকুরের মত পরিচিত পশু বাঙ্গালীর নিকট আর কি আছে, তথাপি ইহার ঘৃণ্য আচরণের জন্ম ইহার সম্পর্কে বিশেষ কোন ধাঁধা নাই, অথচ গাভী সম্পর্কে ধাঁধার সংখ্যা সর্বাধিক বলিতে পারা যায়।

আরও একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাংলা দেশে মুরগী অপরিচিত পাখী, তাহা বলিতে পারা যায় না, তথাপি এই কথা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে মুরগী সম্পর্কে প্রায় কোন বাংলা ধাঁধাই শুনিতে পাওয়া যায় না। অথচ ধাঁধাগুলি যে কেবল মাত্র হিন্দুসমাজ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা নহে, বর্তমান গ্রন্থের এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ধাঁধা মুসলমান সমাজ হইতেও সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং ধাঁধা রচনায় কোন্ মনস্তত্ব যে সক্রিয় থাকে তাহা অনেক সময় বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না।

বাংলা দেশে মাছের মত পরিচিত প্রাণী আর নাই। সেইজন্য এই বিষয়ক ধাঁধাগুলির জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থান দিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

এক

পশু

ইঁদুর ক্ষুদ্র জীব; কিন্তু নানা ভাবে তাহা গৃহস্থের দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া পড়ে।

ইঁদুর

১

টুরকা টুরকা পান,
তাড়ি তাড়ি খায় শিয়লে পাল।

২

টুরকু হাল, টুরকু কাল
বাহে বাহে খায় সিমলা পাল। —বেলপাহাড়ী

৩

একটু একটু ছেলে পিলে
জামা জোড়া গায়,
হাটু গেড়ে বন্দুক মারে
কোঠা কেটে যায়। —২৪ পরগণা

৪

আমার এক ছাগল ছিল
বনের পাতা খায়,
সাত শত কোঠা ভেঙ্গে
লড়াই করিতে যায়। —নদীয়া

৫

ওপরে মাটি, নীচে মাটি
চলেছে যেন বাবুর বেটাটি। —মেদিনীপুর

৬

একটু একটু পাখী গুলি
পগার বয়ে যায়,
সাত শত কোটা ভেঙ্গে
লড়াই করতে যায়। —২৪ পরগণা

৭

আধার বলে আনলাম যাকে
সে খেয়ে নিল আমার ছেলে তিনটাকে
(আমি) বাবা বলব কাকে? —হাতীবাড়ী

৮

ফুটে বুড়ি খেয়ু পানে —হাতীবাড়ী

৯

আমার একটি ছাগল আছে
বটের পাতা খায়
সাতশো কোটা ভেঙে
লড়াই করতে যায়। —নদীয়া

ককলাস

১

পাইত্ সড়সড় লহার গাড়ী,
যে না জানে তার বাপ হাড়ি। —পুরুলিয়া

কাঠ বিড়ালী

১

বন থেকে বেরুল বাঘ
বাঘের গায়ে ছড়ির দাগ। —মুর্শিদাবাদ

কুকুর

১

ছাই ভিন্ন শোতে না
লাত্তি বিনা ওঠে না। —রাজশাহী

২

বেকা লেজ
তাজি দিতে বেড় পেঁচ। —চট্টগ্রাম

৩

ভাত খায় কলসী, না ধোয় মুখ
কেহ এ দে, কেহ এ ন দে, ন ভরে ভুগ। —ঐ

গরু

১

চাইর-ভাই ঠ্যাঙ্গা কাট (ঠ্যাঙ্)
চাইর ভাই ঘি ও মধু (বাঁট)
দুই ভাই চ্যাঙ্গা কাঠ (শিং)
এক ভাই পাগলনাথ (লেজ)। —ঢাকা

২

চার-ভাই চাপুর-চুপুর
চার-ভাই তার দুধের গোপাল,
দু ভাই তার শুক্‌নো কাঠ
এক ভাই তার পাগল নাট। —বর্ধমান

৩

চার ভাই তার চারুক ধুরুক
চার ভাই তার ঘৃতমধু
দুই ভাই তার শুক্‌নো কাঠ
এক ভাই তার পাগল বাঁট॥ —বাঁশপাহাড়ী

৪

চার পা থটর মটর ক্যা বাতা হ্যায়
তোমা শালা স্থাড়া মাথা ক্যা বোল্‌তা হ্যায়।
গরু ও বেল —২৪ পরগণা

৫

না দিলে খেতে যায়
দিলি পরে না খায়।
গরুর মুখের জাল্‌তি —২৪ পরগণা

৬

তরোয়ালকে ঝিকিমিকি
বনকে বাদার
তিন মাথা দশ পা দেখেছো কি কোথা?
গরু ও কৃষক —হাওড়া

৭

সাইরি সটুকা তিনমুড়ি দশ্‌ পা।
গরু, বাছুর ও গোয়ালা —বাঁশপাহাড়ী

৮

দিলে খায় না
না দিলে খায়।
গরুর মুখের জাল —রাজসাহী

৯

চাইর খানাতে চাপুর চুপুর
 দুখানা রয়েছে শুকনো কাঠ ;
একখানাতে করছে পাগল নাচ ॥ —বাঁশপাহাড়ী

১০

আগাত্ ডেম্ ডেম্ না মেলে পাতা,
যে ভাঙ্গি দিত্ না পারে তে জন্মের গাধা।
গরুর শিং —চট্টগ্রাম

১১

চারি কলসি মধু ভরা
ঢাক্না নাই তা বুট করা।
গরুর বাঁট —বরিশাল

১২

নাই তাই খাচ্ছ,
থাকিলে কি খাইতা ?
গরুর লেজ —বরিশাল

১৩

দুই তক্তার নাও ১৬ দাঁড়ায় বাও
দুই ধারে দুই তুতুম নাচে .
হায়রে মজা হায়, দ্রুত যায়। —বরিশাল

১৪

চার পা মুড়া মধ্যে সে চুড়া
ওরে কুক্কের পো,
এইবার বুঝি করছো
মোরে মারবার যো। —বরিশাল

১৫

চারটে ঘড়া উপুড় করা
তার মধ্যে মধু ভরা
 গাই গরুর বাঁট —২৪ পরগণা

১৬

চার ভাই খটর মটর
দুই ভাই শুক্‌নো কাঠ
এক ভাই তো পাগলের নাট। —২৪ পরগণা

১৭

চার পায় খুর মধ্যাহ্নে চূড়া
ওরে কৃষ্ণের গো,
এইবার বুঝি করছো মোরে
মারবার জো। —যশোহর

১৮

চার খান ঠ্যাং থামুর থামুর
দুই খান ঠ্যাং শুকন কাষ্ঠে
এক খান ঠ্যাং পাদের দেঠে। —নদীয়া

১৯

চারটি ঘটি রসে ভরা
মা ঢাকা তারা উবুড় করা। —হাওড়া

২০

চার গোর তার থবার থাকর
দুই ভাই তার শুকন কাঠ
এক ভাই তার পাগলা নাট। —ঐ

২১

চার ভাই, তার চাপুর চুপুর
দুই ভাই তার শুকনো কাট
এক ভাই তার পাগল নাট। —ঐ

১৮

এক পদম ফুল যোল কোচুয়া
তিন পরিমাণে করে খাওয়া,
পানী ছাড়ি পান করে আহার
এটুকু ভাঙতে শক্তি কাহার! —হাওড়া

১৯

সাতটি ঘড়া উপুড় করা
তার মধ্যে মধু পোরা। —নদীয়া

২০

চার কলসী দুধ ভরা
ঢাকনি নাই তা উপুড় করা —যশোহর

২১

চারটা বন ঝরে,
একটা বান ভরে। —পুরুলিয়া

২২

চার ভাই তার চুপুর চাপুর,
চার ভাই তার প্রভু মধুর,
এক ভাই তার পাগল নাচে। —ঝাড়গ্রাম

২৩

চারি ভাই মাখন খায়
চারি ভাই কাদা খায়
দুই ভাই খাড়া দাঁড়িয়ে
এক বোন মাছি তাড়িয়ে। —২৪ পরগণা

২৪

একাই নয় ভাই
চারি ভাই কাদা ছেনে
দুই ভাই সিংহাসনে
দুই ভাই পাখা টানে
এক ভাই পাগলা নাচে। —২৪ পরগণা

গরুর বিষয়ে একটি পাঞ্জাবী ধাঁধা এখানে উল্লেখ করা যায়—

চার পরা মেরে উথরে মথড়ে
চার পরা মেরে মিত্তী চথড়ে।
দো পরা মেরে মেড়ে মনারে,
ইকত্তেন মেরী মখিয়া মারে।

২৫

এক গড়িয়া ভাই ভাই
দু গড়িয়া ভাই কাঁই যাইছে
দশ গড়িয়া থাই করি
চার গড়িয়া কে খুঁজতে যাইছে। —হাতীবাড়ী

ব্যাখ্যা: গরু, ছাতা, মানুষ, কাঁকড়া, বাঘ

২৬

চাই চুরুক সটুকা,
তিন মাথা দশ পা। —ঐ

২৭

শাই শুঁই সুটকা,
তিন খুর দশকা। —পুরুলিয়া

ব্যাখ্যা: গাই, বাছুর, দশ পা

২৮

আখীর মধ্যে পাখীর বাসা
জল উঠিছে গায়ে,
চার পাইয়ের পার নেপাইয়া
নাচে গোসাইয়া গেল ডালে। —বরিশাল

ব্যাখ্যা: গরু, চিল, পুঁটি

২৯

নাই তাই খাচ্ছ
থাকলে কোথায় পেতে? —নদীয়া

ব্যাখ্যা: লেজ কাটা গরু

৩০

চাই চুই মটকা,
তিন স্বর দশকা। —পুরুলিয়া

ব্যাখ্যা: গরুর লেজ

৩১

নাই যে বলি খাচ্ছিস্,
থাক্‌লে কোথায় পাস্তিস্? —মেদিনীপুর

ব্যাখ্যা: গরুর ছিন্ন লেজাগ্রের ঘায়ে মাছি।

৩২

নেই তাই খাচ্ছো থাক্‌লে কোথায় পেতে ?
কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে।

৩৩

উঞ্জল পাছা, সিজল পাছা
হাটুতে পাছা, মাটিতে পাছা
বল দিদি তোর কেমন পাছা।

ব্যাখ্যা : গাভী দুয়ানো

৩৪

এক পায়ে ভাই এক পায়ে
দুপায়ে কোথা গেছে,
তৃপায়ে গেছে দশপা আসনে
চার পা কেন হেথা ? —ঝাড়গ্রাম

ব্যাখ্যা : ছাতা, মানুষ, কাঁকড়া, গরু

৩৫

ওরে এক ঠেঙ্গা দুঠেঙ্গা কুথায় গেল
দশ ঠেঙ্গাকে পোড়াই খাবে
চার ঠেঙ্গা খুঁজতে গেল ॥ —বাশপাহাড়ী

ব্যাখ্যা : ছাতা, মানুষ, কাঁকড়া, গরু

৩৬

চার ভাই তার চুপুর চাপুর
চার ভাই তার খেতে মধুর,
দুই ভাই তার শুকনো কাঠ,
এক ভাই তার পাগল নাচ। —হাতীবাড়ী

ব্যাখ্যা : গাভীর বাঁট, দুটো শিং, লেজ

৩৭

গাই দুই গইকা
তিন মুড় দশ পা ॥ —পুরুলিয়া

ব্যাখ্যা : গাই দোহা

৩৮

ঠক্ ঠক্ উকিলে
চার মাথা বার ঠ্যাং
কেলেটে দেখিলে। ঐ—কোচবিহার

৩৯

এ্যাকনা বুড়ী সেজা মুতুরি
সাকালে উঠিয়া এ্যাকগুড়ি॥ —জলপাইগুড়ি

ব্যাখ্যা: গরুর খুঁটি

৪০

একলা বুড়ী
সাকালে উঠিয়া মাভাভ গুড়ি॥ —কুচবিহার

৪১

একলা বুড়ী বিয়ানে উঠি
চার মাথাত তিন গুটি॥ —রংপুর

ব্যাখ্যা: গরুর বাঁট

৪২

চারটে ঘড়া উপুড় করা
তার ভিতরে মধু পোরা॥ —বর্ধমান

ব্যাখ্যা: গরুর বাঁট

৪৩

চারটে বোতল উপুড় করা
ছিপি নাই তার মধু ভরা॥ —২৪ পরগণা

ব্যাখ্যা: গরুর বাঁট

৪৪

উল্টা ঘড়া মধু ভরা॥ —চট্টগ্রাম

ব্যাখ্যা: গরুর বাঁট

৪৫

এক পইরর চাইর খুঁটা
কল তুল্লে গাছ হুঁকা॥ —চট্টগ্রাম

ব্যাখ্যা: গরুর বাঁট

৪৬

গোটা পৃথিবীর শালগাছ ভিজে
চারটি শালগাছ ভিজে না! —বেলপাহাড়ী

ব্যাখ্যা : গরুর বাঁট

৪৭

চারি মটুকি মধু ভরা
সেও মটুকি উপুড় করা। —রাজশাহী

ব্যাখ্যা : গরুর বাঁট

৪৮

আম চরণের বাড়ীর উপর
শ্যাম চরণের ঘাঁটা,
গাছের ফল গাছে থাকল
ছিঁড়ে নিছ তার বোঁটা। —রাজশাহী

ব্যাখ্যা : গরুর বাঁট

৪৯

চারটে ঘড়া উপুড় করা
তার মধ্যে মধু পুরা। —২৪ পরগণা

ব্যাখা : গরুর বাঁট

৫০

চারটে কলসী রসে ভরা
আঢাকা উপুড় করা। —হাওড়া

ব্যাখা : গরুর বাঁট

৫১

চারটে ঘড়া রসে ভরা
না ঢাকা তা উপুড় করা। —যশোহর

ব্যাখ্যা : গরুর বাঁট

৫২

চারটি ঘড়া উপুর করা
তার ভিতরে মধু ভরা। —মুর্শিদাবাদ

ব্যাখ্যা : গরুর বাঁট

৫৩

চারটে ঘড়া উপুড় করা
তার মধ্যে রসে ভরা। —২৪ পরগণা

ব্যাখ্যা : গরুর বাঁট

৫৪

চারটে হাঁড়া রসে পুরা
আছে উপুড় করা। —মুর্শিদাবাদ

ব্যাখ্যা : গরুর বাঁট

৫৫

চারটি ঘটি দুধে ভরা
দুধ পড়ে না উপুড় করা॥ —হুগলী

ব্যাখ্যা : গরুর বাঁট

৫৬

চার ভাই তার ছাপাক চুপুক
চার ভাই তার ঘি মধু
দুই ভাই তার শুকনো কাঠ
এক ভাই তার পাগল নাচ।

ব্যাখ্যা : গরুর বাঁট, পা, শিং ও লেজ

৫৭

চারটে ঘড়া উপুড় করা
রসে ভরা। —বর্ধমান

ব্যাখ্যা : গরুর বাঁট

৫৮

চারটি ঘরা রসে ভরা,
আঘড়া তার উপুড় করা —হুগলী

ব্যাখ্যা : গরুর বাঁট

৫৯

শক্তিভরে উপুড় করা
চার কলসি ঘৃত ভরা। —ফরিদপুর

ব্যাখ্যা : গরুর বাঁট

৬০

চারটে কলসী উপুড় করা

তার মধ্যে মধু পুরা। —২৪ পরগণা

ব্যাখ্যা : গরুর বাঁট

৬১

চাইরা কলসী মধুভরা,

ঢাকনা নাই তার ওমুখ করা। —কুচবিহার

ব্যাখ্যা : গরুর বাঁট

ঘোড়া

১

একটার উপর আর একটা যায়

কটকটি নয় লোহা খায়। —মৈমনসিংহ

২

একটি টিম টিমরি

একটি বোটই ডিমরি

দু জন্তুর একেই রা

কারুর ডিম কারুর ছা। —মানভূম

ব্যাখ্যা : ঘোড়া ও চিল

৩

চার পায়ে খট্ মট্ কাঁহা যাতা হ্যায়

উপরেতে ন্যাড়া মাথা কাথা বলতা হ্যায়। —হাওড়া

ব্যাখ্যা : ঘোড়া ও ছেলের কথপোকথন

৪

নাম আছে জিনিষ নাই

কোথা মেলে বল ভাই। —বীরভূম

ব্যাখ্যা : ঘোড়ার ডিম

৫

ঠকা ঠকা নাম বকা

দেখ মারবি মোকে

দেখ মাগো ঢকরা আঁকা

গাল দেয় দেয় সে মোকে —হাতীবাড়ী

ব্যাখ্যা : ঘোড়া ও ব্যাঙ্

৬

ছ চরণে চাইর চলে
দুই মুহে এক বোলে
দুই পোঁদে এক লেজ
থাউক মুর্খে ভাঙ্গি দিব
পণ্ডিতে ভাঙ্গতে বারো পেঁচ। —চট্টগ্রাম

ব্যাখ্যা : ঘোড়া ও সোয়ার

৭

ছয় পা ভরে বেয়ে চলে
দুই মুখ তার একে বলে
শুন রাজভৃঙ্গ
দুই পুকুটি এক নেঙ (লেজ)। —মুর্শিদাবাদ

ব্যাখ্যা : ঘোড়া ও সোয়ার

ছাগল

১

বিনা ঝড়ে খেজুর পড়ে —২৪ পরগণা

ব্যাখ্যা : ছাগলের নাদি

২

লেজ নড়ে খেজুর পড়ে তাই দেখে
আকাছ আলী তাকায় আড়ে থাড়ে। —নদীয়া-২৪ পরগণা সীমান্ত

ব্যাখ্যা : ছাগলের নাদি

৩

লেজুর নাড়ে খেজুর খায়
সে খেজুর কি খাইতে পারে ? —যশোহর

ব্যাখ্যা : ছাগলের নাদি

৪

লেজুর পরে খাজুর পড়ে
যেই খাজুর পড়ে
সেই খাজুর কি খাইতে পারে ? —বরিশাল

ব্যাখ্যা : ছাগলের নাদি

৫

টুকটু বাড়ীন লাও চরে,
খেজুর পাকা ঝরে। —শনকুপি, পুরুলিয়া

ব্যাখ্যা : ছাগলের লাদি

৬

ছটকু বাড়ন নড়ে চড়ে
খেজুর পাকা ঝরিয়ে পড়ে। —মাঠা, ঐ

ব্যাখ্যা : ছাগলের লাদি

৭

কিটিক নড়ে,
জাম পাকা পড়ে। —পুরুলিয়া, মেদিনীপুর

ব্যাখ্যা : কিটিক নড়ে অর্থ ছাগলের লেজ নড়ে এবং 'জাম পাকা'র অর্থ ছাগলের লাদি।

৮

কালরে কুচুলি
আমার কেন ছেঁচালি
শিং তে ঝর ঝর
আমার তলায়
কেন চর। —হাতীবাড়ী

ব্যাখ্যা : ছাগল ও তাল

পাঁঠা

১

বা দিয়া খাবা বা
তাইতে খাইছে তা,
পাঠারে বাদ দিয়া
লহরের বাদ দিয়া
তাই দিয়া তোরা খা। —যশোহর

২

চাদ মুখে চাপ দাড়ি গালে নাই গোঁপ।
শৃঙ্গ খাড়া ছাড়া ছাড়া লোমে লোমে খোপ॥
সে সময় অপরূপ মনোলোভা শোভা,
দৃষ্টি মাত্র নেড়ে গাত্র কথা কয় বোবা। —ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা

৩

তর্ তর্ করে যায়
হাড় নেই মাস নেই
সর্ব লোকে খায়। —২৪ পরগণা

ব্যাখ্যা: পাঁঠার তরকারী ভক্ষণ

বাঘ

১

জঙ্গলে এ্যাংরা গাদা। —হাতীবাড়ী

২

বন্‌লে বাইরাল মুড়া,
গায়ে বেল মহাজন বুড়া। —পুরুলিয়া

বিড়াল

৩

আতল বিলে কাতল মাছ
পদ্ম বিলের নালা,
আঁধার রাতে খাইছে ছাও
কোন শাস্ত্রের কথা? —যশোহর

২

আকারেতে ব্যাঘ্র সম নহে সে শার্দুল.
শিকারেতে কিন্তু সেই ব্যাঘ্র সমতুল
গজেন্দ্র সমান গতি নহে করিবর
নারীগণ সদা তারে করে সমাদর। —হাতীবাড়ী

ইহা সাহিত্যিক ধাঁধার অন্তর্গত।

৩

আহার ব'লে আন্‌লি যাকে,
সে খাইল মোর ত্র'টো ছাকে। —পুরুলিয়া

ব্যাখ্যা: একটি চিল একটি বিড়ালকে ধরিয়া খাইবার জন্য বাসায় রাখিয়া গেল. সে তার তিনটি বাচ্চাকে খাইয়া গেল।

বেঙ্

১

হরির উপরে হরি হরি শোভা পায়,
হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়। —পুরুলিয়া

ব্যাখ্যা : বেঙ, সাপ, জল, পদ্ম

২

ডুবলে পাথর উঠ্‌লে ঘর। —ঐ

৩

ঝাড়ুর ঝাঙুর ঝাঙুর'
বাপ রইতে বেটার কেন লেঙুর। —ঐ

৪

ডুবলে পাথর উপড়িলে পাতা
দৌড়ালে ঘোড়া, ভেবালে ভেড়া। —মাঠা, ঐ

৫

বাঘের মত ঝাঁপ মারে কুত্তার রকম বলে,
গঙ্গাজলে শোলের মত ভাসে, পাথরের মত ডুবে।
—ডোমজুড়ি, সিংভূম

৬

ঝাঁ গুর গুর
বাপ থাক্‌তে বেটার কেন লেঙুর! —পুরুলিয়া

৭

চার ঠাঙ্গা ঘোড়া (মরা)
নিঠ্যাঙ্গায় গতি করে
বিনা মুড়িয়ায় দেখে। —মাঠা, ঐ

ব্যাখ্যা : ব্যাঙ্, সাপ, কাঁকড়া

বেজী

১

আল গুড়গুড়ি যায় বুড়ী
ফিরে ফিরে চায়। —রাজশাহী

ভেড়া

১

আগা কেটে দিলাম
গোড়া চরতে গেল,
বুঝতো ভেড়া
আর না বুঝতো ঘুরে ঘুরে বেড়া।

—মুর্শিদাবাদ

২

ঘোড়া গিয়েছে চরতে,
আগা কেটে বিছানা,
বুঝিস্ তো বাবা ভেড়া,
না বুঝিস তো গালে মুখে চড়া। —২৪ পরগণা

শিয়াল

১

পথ বেয়ে বেয়ে যায়,
ফিরে ফিরে চায়। —যশোহর

২

গুটিয়া ধাঁই গুরু গুরু খায়
গুটিয়া গুঁট ভাদর
চার চোখ চৌদ্দ গড় (পা)
গুটে এক লেজুর। —হাতীবাড়ী

ব্যাখ্যা: শিয়াল ক্যাকড়া ধরিয়া খায়।

৩

চার পা চলে চুরং চুরং
দশ পা তার গালে। —হাতীবাড়ী

ব্যাখ্যা: শিয়ালের মুখে কাঁকড়া।

৪

খাজুর খাজুর চার চোখ
চোদ্দ পা তার এক লাঙ্গুর। —হাতীবাড়ী

ব্যাখ্যা: ক্যাকড়াকে শিয়াল ধরিয়াছে।

৫

চার ঠ্যাংএ চোয়াক চুবুক,
ছয় ঠ্যাংএ ধরে মুখে
কবি কালিদাস বলে, এক্ট ফোরটি কি হবে ?

—বাঁশপাহাড়ী

ধাঁধার এখানে আর একটি নূতন নাম শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা 'ফোর'।

৬

চার ঠেঙা চবক দশা ঠোঙা মুখে। —ঐ

৭

ধা গুড় গুড় বাছি বাক্সে মধ্যে জল কড়াস,
মন মানে,ত দিব দিব ঝি না হলে যে যার পালি হড়াস্।

—বাঁকুড়া

শূকর

১

আপ্পার বেটি ধুন্দল পেটি,
বিন কোদালে খুঁড়ে মাটি। —জলপাইগুড়ি

সাপ

১

শিশিরে লটপট আহার বলে তুল্লম,
আহারেকে আহার করে ছনিয়ার মাঝে। —বাঁশপাহাড়ী

২

আঁকা বাঁকা মাথা কোথায় যায়েঙ্গা,
দাঁত গিজিয়া ভাগ্গা কেয়া বোলেঙ্গা। —ঐ

ব্যাখ্যা : সাপ ও কার্পাস তুলা।

৩

শিকারীর ঠ্যাং নাই
হরিণের ল্যাজ নাই,
যে ভালে (দেখে)
তার মাথা নাই ! —গড়পাদ পুরুলিয়া

ব্যাখ্যা : সাপ, ব্যাঙ, কাঁকড়া।

৪

একটা মরা নিয়ে যাচ্ছে,
তার পা নেই,
যে দেখেছে তার মাথা নেই। —মুর্শিদাবাদ

৫

আন্ধারে বান্ধা রাতে কেন চল,
ভট্ ক'রে ভুট্‌কু রাতে কেন পড়। —বাঁকুড়া

৬

হরঝর ভাই, হরঝর ভাই, চক্রধরকে কে মারিল,
উপরে ছিল পঞ্চ সহোদর মারিকিরি বনে পশি গেল।
—বেলপাহাড়ী, মেদিনীপুর

ব্যাখ্যা: চক্রধর—সাপ, পঞ্চ সহোদর—চাল্‌তা

হরিণ

হরিণ বাংলা দেশে বর্তমানে নিতান্ত সহজ লভ্য নহে। তথাপি সুন্দর বনের অরণ্য অঞ্চল কিংবা জলপাইগুড়ির তরাই অঞ্চলে ইহাদিগকে এখনও দেখা যায়। ইহাদের সম্পর্কে ধাঁধা স্বভাবতই নিতান্ত অল্প।

১

উঁচু পোতা গজমাথা,
হয় ডাল তার না হয় পাতা। —২৪ পরগণা

২

মারবে না মরা মাংস আনবে না,
অথচ মাংস নিয়ে ঘরে আসবে। — ঝাড়গ্রাম

ব্যাখ্যা: হরিণের প্রসবের যে ফুল হয়, সেই ফুল।

৩

ধাধা ধাধাকে চাঁহিতা শাঝকে
কাটি চিরি রাকে ধুই পুছি যাছে। —হাতীবাড়ী

ব্যাখ্যা: হরিণের মাংস খাওয়া আর বাছুরকে বাঁধা

হাতী

১

থপ থপ থপিয়ে যায়
লক্ষ্মী প্রদীপ জেলে যায়,
জোড় কুলো পাছুরে যায়
জোড় শঙ্খ বাজিয়ে যায়
ঢোঁড় সাপ খেলিয়ে যায়। —মুর্শিদাবাদ

২

হাত গোদা গোদা
পাও গোদা গোদা,
এই শ্লোক না ভাঙ্গিলে
শুষ্টি-শুদ্ধ ভোঁদা। —কোচবিহার

৩

বাপরে হেক্কোয়া
ভাইজা দিদি পেক্কোয়া
চামরে চিকুটি তোকে কি দেখেছি। —বাঁশপাহাড়ী

ব্যাখ্যা : হাতী, কচ্ছপ

৪

চাট্টা লাই চালুছি,
নাগো নাগো খেলুছি,
উলট চিঁচড়া বিছুছি (পাখার বাতাস);
উঁচো পর্বত কালো
মহতো বিছনা বিছুছি। —হাতীবাড়ী

৫

চার চক্ষু চালুনে চালে হুকুলে বাছুরে,
ধর মাপটি আগু আগু খেলা। —যাঠা, পুরুলিয়া

৬

কুলাপানি মূলাদাঁতি ভেজি দিদি কারে—
ফেস ফেসানি ফেকরা নাকী,
ধম্মে রাখছে তোরে।
গন্ধী সুগন্ধী শত গন্ধীর মা,
হাইট্টা বেটা কোন ছাড়
জ্বল্ত তেয়ে গেল মোর গা
ওলো ভাই রূপের বিদ্যুৎ ধারী
নমুজাতে করছে নিন্দা
তাতে কি আমরা মরি? —ঢাকা

ব্যাখ্যা : হাতী, ব্যাঙ, বেজী

দুই

পাখী

বাংলা দেশে পাখী সম্পর্কে যে খুব বেশি ধাঁধা প্রচলিত আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না ; অথচ এ কথাও সত্য নহে যে, এ দেশে পাখীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প। ইহার প্রধান কারণ, পাখী আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, নর-নারীর জীবনের প্রত্যক্ষ সংস্রবে ইহারা বড় একটা আসেনা। সেইজন্য ইহাদের আচার আচরণ সম্পর্কে খুব সুস্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অনেকেরই নাই। বিশেষতঃ বিভিন্ন পাখীর আচার আচরণে যে খুব একটা পার্থক্য আছে, তাহাও মনে করা যাইতে পারে না।

পাখী সম্পর্কে ধাঁধার সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইলেও পাখীর ডিম সম্পর্কে সর্বাধিক ধাঁধা রচিত হইয়াছে ; কারণ, মুরগী এবং হাঁসের ডিম বাঙ্গালী গৃহস্থের নিকট অত্যন্ত পরিচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই ডিম সম্পর্কে অসংখ্য ধাঁধা রচিত হইয়াছে ; কারণ, ডিম পৃথিবীর সর্ব দেশেই যেমন পরিচিত তেমনই তার আকৃতি এবং প্রকৃতিটিও বিস্ময়কর। চারিদিক ঘেরা সাদা একটি দেওয়ালের মধ্যে নিরাহারে থাকিয়া একটি প্রাণী সহসা সেই দেওয়াল ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসে, ইহা আদিম মানব হইতে আধুনিক মানব পর্যন্ত সকলেরই বিস্ময়ের কারণ হইয়াছে। পশু পক্ষীর রাজ্যে এমন বিস্ময় আর কোথাও দেখা যায় না। ডিম সম্পর্কিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ধাঁধা গুলিরও এখানে উল্লেখ করা যাইত, কিন্তু গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

উটপাখী

উটপাখী বাংলা দেশের পাখী নহে, বাঙ্গালী তাহার আচার আচরণ সম্পর্কে কিছুই জানে না। কেবলমাত্র কলিকাতার পশুশালার দর্শকেরা তাহার সম্পর্কে সামান্য কিছু পরিচয় লাভ করিতে পারে। তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই নিতান্ত সামান্য সংখ্যক ধাঁধা ইহার সম্পর্কে রচিত হইয়া থাকিবে—

১

কোন্ পাখি ওড়ে না ? —হুগলি

কাক

১

এ পারে আড়ায় কাক
ও পারে আড়ায় কাক,
কয় কাক হয় ? —২৪ পরগণা

ব্যাখ্যা : দুই কাক।

কাত্‌লা

১

মৈধ বনে জোড়া কপাট। —বেলপাহাড়ী

কুক্কুট

১

রিং রিং রিং, মাথায় ছুটো শিঙ্‌,
পাক নাই পাকুড় নাই, ডাঙ্গায় পাড়ে ডিম। —পুরুলিয়া

কোকিল

১

জন্ম দিয়ে বাপ পালিয়ে, মা হল বনবাসী।
যার ছেলে তার হলো, গালি খেল পাড়াপেড়শী॥ —জাতীবাড়ী

২

আমি পুরুষের মর্ম জানি,
ছেলের মর্ম জানি না। —পুরুলিয়া

গিরগিটি

১

চার পা ষোলো খুর, লেজ লম্বা বহুদূর,
খায় মড়ি ছোয় না—
না খাইয়াও যায় না। —বরিশাল

কেরকেটা

১

কের-কেটা মোর বেটা ভালছিস কি মোকে,
যাই যাবেক প্রাণ যাবে মাংস খাবে তোর লোকে॥ —বেলপাহাড়ী

ব্যাখ্যা : গুরগুরা আর কেরকেটা পাখী।

চড়ুই

১

আকাশেতে ঝুলোলোতো পাতালে দুয়ার,
আসি যাই করেছে নন্দদুলাল॥ —জলপাইগুড়ি

ব্যাখ্যা : চড়ুই পাখীর বাসা।

চিল

১

অন্দির মধ্যে পাখীর বাসা
জল দিয়েছে খালে।
চার পাইয়ার উপর নিপাইয়া নাচে
দোপাইয়া নিল ডালে॥ —ফরিদপুর

২

দুই জন্তুর একই রা।
কারো ডিম কারো ছা॥ —বেলপাহাড়ী

ব্যাখ্যা: চিল ও ঘোড়া

৩

আহার বলে আনলুম যাকে,
সে খাল আমার তিন ছাকে,
দুঃখের কথা বলব কাকে? —বাঁশপাহাড়ী

ব্যাখ্যা: চিল কর্তৃক বিড়াল অপহরণ ও পরে সেই বিড়াল কর্তৃক চিল ছানা ভক্ষণ।

৪

আহার বলে আনলাম যাকে,
সেই খেলো মোর তিন ছাকে,
লজ্জার কথা বলবো কাকে? —বেলপাহাড়ী

৫

আঁখীর ভিতর পাখীর বাসা
জল ডুবে ডুবে খায়।
চার পায় উপর শিকার পড়লো
দু পায় নিল তায়॥ —হাতীবাড়ী

ব্যাখ্যা: চিল ও মাছ

৬

দু' পায়ের জিনিস,
নিপায়ে নিয়ে যায়। —পুরুলিয়া

ব্যাখ্যা: চিল ও মাছ

৭

আপনার বুদ্ধি ছেড়ে
পরের বুদ্ধি ধরে,
টোকো পানা মাথায় দিয়ে
পুকুরে ডুবে মরে। —হাতীবাড়ী

ব্যাখ্যা : চিল ও মাছরাঙ্গা

ডিম

১

হায় তরমুজ করি কি,
বোঁটা নাই তার ধরি কি ! —ডোমজুড়ি

২

এত্তটুকু মন্দিরে চুণ ধব ধব করে,
এমন কোন মিস্ত্রি নেই ভেঙ্গে গড়তে পারে ! —ঐ

৩

ভূমিষ্ঠ হইয়া সে কদাচ না নড়ে।
বিধাতার সৃজন ইহা জানে চরাচরে ॥
মস্তপায়ী সকলেতে অতি যত্ন করে।
কিবা সেই দ্রব্য আছে বল শীঘ্র করে ॥ —ঐ

৪

তত্ত্ব বড় শক্ত কথা
পণ্ডিত রইলো বসে,
গাছের ফলটি গাছে রইল
বোঁটাটি গেল খসে। —বাঁশপাহাড়ী

৫

হাঁস বলে কড় কড়,
হাঁস বলে টিপের ঘর। —ঐ

৬

ভাঙ্তে পারি, জোড়াতে নারি ! —ঐ

৭

একটা খাদে দুরকম জল।

৮

আই, আই, আই,
ঘর আছে তার দুয়ার নাই। —জলপাইগুড়ি

৯

উত্তরে গেচিলাম হরিকল খাচিলাম,
চোচা থাকে তার বোঁটা নাই। —রাজশাহী

১০

হায় তরমুজ করবো কি,
বোঁটা নাইত ধরব কি। —ঐ

১১

গাই বিয়াল হাড় হল
হাড় বিয়াল বাছুর হল,
বাছুরটি দড় নারল
যেটুকার হাড় সেটেই থাকল!

১২

আকাশত ঘিনি পল টুকনি
টুকনিত আগুন জলে,
সোনার টুকনি ভাঙে গেলে
কে গড়াতে পারে! —ঐ

১৩

ফল আচে তার বোঁটা নাই। —ঐ

১৪

গিয়েছিলাম সাতাজীর হাটত,
দেখে আসলাম
এক বাচ্চা দুই মায়ের প্যাটত! —ঐ

১৫

একটু খানি ঘরে চুপকাম করে,
কোন মিস্ত্রি নেই যে ভেঙে গড়ে। —হাওড়া

১৬

এক রকম মাসে দু'রকম পানি,
যেনা বলতে পারে হিন্দুস্থানী। —ঐ

১৭

হায় তরমুজ করবা কি ?
বোঁটা নাইত ধরবা কি ? —বীরভূম

১৮

সাদা চুণের বাড়ীটি টলমল করে,
এমন মিস্তির নেই-যে, ভেঙে চুরে গড়ে ॥ —২৪ পরগণা

১৯

একটু খানি ঘরে,
চুণ কাম করে ॥ —ঐ

২০

নিকাইল পুছাইল গরকিনি তাত না-পাড় নাই,
সোনার কাটরা ভাঙ্গিলে গড়াই দেওয়া নাই। —শ্রীহট্ট

২১

বল দেখি ভাই,
ঘর কোনা আছে তার
দুয়োর কোনা নাই। —কোচবিহার

২২

কাইর উদ্দি নাই
টেপ্ পড়িয়া যাই,
সোনার সেজেল ভাই গেলে
জোড়া দেয়স্তা নাই। —চট্টগ্রাম

২৩

একটু খানি ঘরে
চুণকাম করে,
এমন মিস্ত্রি নেই ভেঙে গড়তে পারে। —বর্ধমান

২৪

হায় বিধাতা করবো কি,
বোঁটা নেই তার ধরবো কি ?

২৫

বিধাতার নির্মিত ঘর
নাহিক দুয়ার,
যখন পুরুষ হয় বলবান
বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান্‌খান্‌। —বাঁশ পাহাড়ী

২৬

একটি ডোবায় দুই কলের জল!

২৭

হায় তরমুজ করব কি,
বোঁটা নাই তো ধরব কি!

২৮

হলুদেতে টগবগ দুধেরি বর্ণ,
যে নাহি বলে তার গাধার পেটে জন্ম।

২৯

এতটুকু কুয়াটি,
দু'রকমের জল॥ —বেলপাহাড়ী

৩০

লাইখর উপর লাই
টেপ পড়িয়া যায়,
সোনার মাদুলি ভাজি গেলে
জোড়া দেওইয়া যায়। —চট্টগ্রাম

৩১

যে যখন জীব হয়ে হয় বলবান,
বিধাতার ঘর ভেঙ্গে করে খান খান!
—নদীয়া, ২৪ পরগণা সীমান্ত

৩২

চল মামা চলে যাই
চলে গিয়ে লেবু খাই,
যে লেবুতার বোটা নাই! —ফরিদপুর

৩৩

আয়রে দিদি চড়ে যাই
চড়ে গিয়ে লেবু খাই
সে লেবুর বোঁটা নাই ! —বরিশাল

৩৪

হায় ভগবান হলো কি,
বোঁটা নেই তার ধরবো কি ! —২৪ পরগণা

৩৫

হায় তরমুজ করব কি,
বোঁটা নাই তার ধরব কি ! —ঐ

৩৬

রাঙা টুক টুক দুধের বর্ণ,
যে না কত্তি পারবে সে
শুয়ারের বংশ। —নদীয়া

৩৭

আয় ভাই চরে যাই,
চরে যেয়ে লেবু খাই। —যশোহর

৩৮

হায় তরমুজ করব কি
বোঁটা নেই তার ধরব কি ! —হাতীবাড়ী

৩৯

বিধাতা নির্মাণ ঘর নাহিক দুয়ার।
যোগেন্দ্র পুরুষ এক থাকে নিরাহার॥
যখন পুরুষবর হয় বলবান্।
বিধাতার ঘর ভাজি করে খান খান॥ —ঐ

৪০

ভুহ ভুহ ভুলাটা,
ভুসা হাগে হাড়গা
হাড় হাগে ছানাটা
বল কি টা ? —বেল পাহাড়ী

৪১

একটা লাউয়ের টৈটাই (ডাঁটা) নাই —পুরুলিয়া

৪২

ঘর আছে ত দুয়ার নাই। —ঐ

৪৩

এতটুকু মন্দির চুণ ধব ধব করে,
এমন কোন মিস্ত্রী নাই যে
ভেঙ্গে গড়্তে পারে। —ঐ

৪৪

একটি গেলাসে দুই পানি,
যে না বল্তে পারে হিন্দুস্থানী। —হুগলী

৪৫

একটি ঘরে চুণকাম করে,
এমন মিস্ত্রি নেই যে ভেঙে তৈরী করে। —ঐ

৪৬

হে ভগবান করলি কি ?
বোঁটা নেই তো ধরব কি ! —ঐ

৪৭

রাজার ঘরে কুচড়ীটা লাগলে নাই লাগায়। —পুরুলিয়া

৪৮

একটা কুঁয়ার তিন রকমের জল। —ঐ

৪৯

একটি বুড়ি দুয়ারে নেই। —ঐ

৫০

এতটুকু মন্দিরটি চুণ ধপ ধপ করে
সাত রাজার বেটা আইলে
ভেঙ্গে গড়াত লারে।

পাখি

১

ধরিতে গেলে আঁধার ধায়,
এই দেখিতেছ এই নাই ! —বরিশাল

২

যে আসল সে গেল ঘর,
তুমি যদি ধরবে তো মরবে তো মর ॥ —বেলপাহাড়ী

ব্যাখ্যা : পাখী ও ফাঁদ

পায়রা

১

ঘরের ভিতরে ঘর
তার ভিতরে ঘর,
মা বেটি যুবত কন্যা
বাপ বেটা স্বয়ম্বর !

২

পায়রার বাচ্চা—ঘরের ভিতরে মাটির হাঁড়ি দেওয়া হয়। যাতে পায়রা তার বাসা বাঁধে, বাসা একটা ঘর। ঘর, মাটির হাঁড়ি, বাসা, মোট তিনটি ঘর হ'লো। বাসার মধ্যে আবার ডিম—সেও একটা, তার মধ্যে আবার বাচ্চা। পায়রা, যেহেতু গৃহ পালিত পাখী, তাই পায়রাই এর উপজীব্য।

ঘরের ভিতরে ঘর,
তার ভিতরে আরও ঘর,
তার ভিতরে আরও ঘর,
মা বিটি যুবতী কন্যা
বাপ বেটা সাক্ষাৎ বর।

৩

ঘরের ভিতর ঘর, তার ভিতর রত্নাকর,
বাপ বেটা বর
মা বেটি কনে।

৪

ঘরের ভিতর ঘর তার ভিতরের ঘর,
মা বিটি কইনা বাপ বেটা স্বয়ম্বর ! —বেলপাহাড়ী

বক

১

সাদা পোষাক পরে
এলো পুকুর ধারে,
আহার জোগাড় করে
চলে গেল ঘরে। —২৪ পরগণা

বাদুড়

১

অড়িডম পংখি অকুলা শাক,
কোন জীবের আঠারোটা নাক? —জলপাইগুড়ি

২

যে মুখি খায়-আর সেই মুখি হাগে,
বল দেখি কোন্ জীব থাকে? —২৪ পরগণা

৩

রাতে খায় দিনে খায় না। —রাজশাহী

৪

যে মুখে খায় সেই মুখে হাগে,
কোন্ প্রাণী রেতে জাগে? —মুর্শিদাবাদ

৫

আম মড়মড় তেঁতুল চামর,
বউলী নোহাক চড়ুইতি পেটে ছা! —হাতীবাড়ী

বাবুই

১

আকাশো ঘরর
পাতালে দুয়ার,
অহিলা যাওয়া করে
নন্দ গোয়াল! —রংপুর

ব্যাখ্যা: বাবুই পাখীর বাসা।

২

'স্বর্গে ঘর পাতালে দুয়ার —ডো মজুড়ি, সিংভূম

৩

পাতালে পা আকাশে দুয়ার,
ভ্যাকুচি দেয় রাম কুমার। —যশোহর

৪

সাতদিনে ভত খায়,
নেগড়াই দিলে পোছেই যায়! —হাতীবাড়ী

ব্যাখ্যা : বাবুই দড়া

ময়ূর

১

পুরুষের মর্ম জানি না,
ছেলের মর্ম জানি। —পুরুলিয়া

২

নদী সেপাগুরত আইলা ঝাঁনে,
তার পাছায় খড় পণে॥ —ঐ

৩

আশ্চর্য কি আছে হেন বিধি বিড়ম্বন।
স্ত্রী পুরুষের দেহে কভু না হয় সঙ্গম॥
তথাপি তাদের বংশ দেখ বৃদ্ধি হয়।
এ হেন অভাগা জীব আছে এ ধরায়॥ —হাতীবাড়ী

৪

ইস্ত্রী পুরুষে কভু না হয় সঙ্গম,
তথাপি তাদের বংশ দেখ বৃদ্ধি পায়—
এহেন অভাগা জীব আছে কি ধরায়? —বাঁশপাহাড়ী

৫

দেখিতে সুন্দর হয়, গভীর জঙ্গলে রয়
স্ত্রী পুরুষেতে কভু সঙ্গম না হয়।
তথাপি তাদের বংশ দেখ বৃদ্ধি হয়
কি হেন জীব আছে বলো হে ধরায়? —বাঁশপাহাড়ী

৬

আশ্চর্য কি আছে হেন বিধির বিধান
স্ত্রীপুরুষে দোঁহে তার না হয় মিলন
তথাপি তাদের বংশ দেখ বৃদ্ধি পায়
কি হেন অভাগা জীব আছে এ ধরায় ?

মাছরাঙ্গা

১

ঝুপি ঝাপি গাছ,
এঁটে ওঠে আঁচ ;
কোন্ পক্ষীর রাঙ্গা গালে
হয়ে যায় মাছ ॥ —ফরিদপুর

২

কবি কালিদাস বলে
ভেড়াণ্ডার ডালে,
চ্যান আহার
একই কালে ॥ —২৪ পরগণা

৩

মৎস্য নাম ধরে বীর কভু মৎস্য নয়।
দিবারাত্রি অরণ্যে রয় ॥
হায়াত মামুদে কয় শ্লোক ভাঙ্গা—
অর্ধেকখান মৎস্য, আর অর্ধেক খায় রাঙ্গা ॥ —রংপুর

মুরগীর ছানা

১

অঝ্ ঝরি কন্তা
তঝ্ ঝরি পড়ে,
বাহারে (বাড়িরে) নিয়ইলে (নিকলিলে)
চিলে ছোক্ মারে ॥ —চট্টগ্রাম

সালিক

১

তিন অক্ষরে নাম তার উড়িয়া বেড়ায়।
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে রঘু বাহির হইয়া যায় ॥

মধ্যের অক্ষর ছেড়ে দিলে সর্বলোকে খায়।
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে সর্ব লোকের আত্মীয় স্বজন হয়॥

—বরিশাল

হাঁস

১

জলেতে সর্বদা থাকে নহে জলচর।
ভূমেতে ভ্রমণ করে নহে ত খেচর॥
খেচরের শক্তি ধরে খেচর তো নয়।
বল দেখি মহাশয় কোন জন্তু হয়? —হাতীবাড়ী

২

আঁকা বাঁকা নৌকা খানা
দিক পারাবার যায়।
সোনার পাখীর কৌতূহল
কাঁকর খুঁটে খায়॥ —২৪ পরগণা

তিন

মাছ

বাঙ্গালীর নিকট মাছের চাইতে প্রিয় আর কিছু নাই। পাখী অপেক্ষা মাছ এ জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কে জড়িত। সেইজন্য মাছের আকৃতি এবং প্রকৃতি সম্পর্কে তার জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অধিক। ইহাদের মধ্যে যে সকল আকৃতি এবং প্রকৃতিতে কিছু না কিছু বিশেষত্ব আছে, তাহাদের বিষয়েই ধাঁধা রচিত হইয়াছে। কেবল মাত্র মাছের আকৃতি এবং প্রকৃতি সম্পর্কেই নহে, মাছ ধরিবার সরঞ্জাম সম্পর্কেও এক বিপুল সংখ্যক ধাঁধা রচিত হইয়াছে। তাহাদিগকে অবশ্য স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

কৈ মাছ

১

এক অক্ষরে নাম তার ঐকার দিয়া পাছে
কর্ণমূলে ভর করিয়া জলের উপর নাচে। —শ্রীহট্ট

চিংড়িমাছ

১

এক খড়গ দুই দণ্ড।
ডিমা পাড়ে অনন্ত॥
বিল্‌ত চরে পক্ষী।
ও ধর্ম্ম তুই সাক্ষী॥ —চট্টগ্রাম

২

হস্তীর মত ঘাড়টি, কুলার মত লেজটি,
শিং দুটি নোয়া। —পুরুলিয়া

৩

পিঠ কুবা ন্যাজ বাঁইশ্‌লা,
মাথায় দু'টি জাব্‌রা। —শনকুপি, ঐ

৪

চোখ নড়বড় দীঘল কেশ।
মূর্খ বুঝবে কলির শেষ॥
তুমি বুঝবে কৈ মাছ,
ন বছর ন মাস॥ —মেদিনীপুর

৫

বল ঘুঘু বল ঘুঘু জলের মধ্যে বাসা।
হাড় কয়খানি যেমন তেমন
মাংস টুকু খাসা॥ —বরিশাল

৬

কটোক মাথায় মটক কেশ
কোন দেবতার আধখানা জান
আর পাঁচ খানা লেজ? —যশোহর

৭

চোখ লল্‌লর লম্বা কেশ।
মুর্খ বুঝে কালির শেষ॥
পণ্ডিত বুঝে ছয় মাসে।
আপনারা বুঝেন কয় মাসে? —হাতীবাড়ী

৮

ভিতরে মাংস বাহিরে হাড়।
মাথায় তলায় গু তার॥ —ফরিদপুর

৯

প্যাট কাটা পিটৎ কুঁজ।
এই কত্তা কোনা বার বছর ভরে বুঝ॥ —রাজশাহী

১০

গোল চ্যাপ্টা মাথায় জটা।
ভাঙরে শালা কেলে বেটা॥ —বাঁশপাহাড়ী

১১

পঞ্চাশটা মাথায় জটা।
ভাঙ্‌লে শালা কেটে বেটা॥

১২

তৈ থাকে ডালে মুই থাক খালে
মরবার সময় ভেটভাট হবে
রাধুনি শালে।
ব্যাখ্যা: চিংড়ি মাছ ও তেঁতুল —হাতীবাড়ী

১৩

গাছের নাই পাতা
মাছের নাই মাথা
পাখীর নাই ডিম
এ শ্লোক যে ভাঙ্‌তে না পারে
তার হাজার টাকার ঋণ ॥ —মৈমনসিং

ব্যাখ্যা : চিংড়ি, নারসন্তান গাছ, বাদুড়

চিতল মাছ

১

তিন অক্ষরে নাম তার জলে বাস করে
মধ্যের অক্ষর কেটে গেলে উড়ে যেতে পারে ॥ —২৪ পরগণা

২

তিন অক্ষরে নাম
থাকে জলের ভিতরে
মধ্যের অক্ষর বাদ দিলে
আকাশেতে উড়ে ॥ —ঢাকা

৩

তিন অইক্ষরে নাম তার জলে বাস করে
মইধ্যের অইক্ষর বাদ দিলে আকাশেতে চরে ॥ —ফরিদপুর

৪

তিন অক্ষরে নাম তার জলে বাস করে
মধ্যের অক্ষর ছাড়িয়া দিলে উড়িয়া যাইতে পারে। —বরিশাল, হুগলি

৫

তিন অক্ষরে নাম যার জলে বাস করে
মধ্যের অক্ষর ছেড়ে দিলে উড়ে যেতে পারে! —যশোহর

৬

তিন অক্ষরে নাম তার জলে বাস করে
মধ্যম অক্ষর ছেড়ে দিলে আকাশেতে উড়ে! —হাতীবাড়ী

টেঁপা মাছ

১

ডাকতে ডাকতে গর্ভ হল,
বিনা সন্তানে খালাস হল! —বরিশাল

২

ডাকতি ডাকতি গর্ভ হল,
বিনা গর্ভে খালাস হল! —ঐ

তপসী মাছ

১

কষিত কনক-কান্তি কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁফ দাড়ি তপস্বীর প্রায়॥
মানুষের দৃশ্য নও বাস করি নীরে।
মোহন মণির প্রভা ননীর শরীরে॥
পাখী নও কিন্তু এর মনোহর পাখা।
সুমধুর মিষ্টরস সব অঙ্গে মাখা॥ (ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা)

তুর মাছ

১

মাঝ বাঁধে ফালতুপা॥ —বাঁশপাহাড়ী, মেদিনীপুর

২

মাঝ বাঁধে তড়াল পুতোয়া। —পুরুলিয়া

পাকাল মাছ

১

মাঝ বাঁধে ফাল পোঁতা।

২

মদ পুকুরে কাল ছলকে। —বেলপাহাড়ী

৩

ধূলায় লটপট কাদায় চেহারা। —বেলপাহাড়ী

সোনার ঝাঁক (বাইস)

১

এই বাড়ীর ভাত টগর বগর করে,
ওই বাড়ীর ছেলে গিলে হোগা লাপাইয়া মরে! —বরিশাল

২

যাজায়ো পইরত শিন্দুর ভাসে,
দেখ্যে কনে ? কালিদাসে।
শুন্তে কনে ? দুর্গাদাসে।
ভাঙ্গি দিত্ না পারে অষ্টমাসে। —চট্টগ্রাম

৩

রাজার পোআ গা ধোয়
চাইর পাহাল দিলোভায়॥ —চট্টগ্রাম

ব্যাখ্যা: শোল মাছের বাইস।

৪

ইল বিল শুকাইয়া গেল
মধ্যে মাঠে বাইস পড়ল। —বরিশাল

মৎস্যরাজ

১

দ্বিভুজা রমণী সেই দশভুজা পতি
পঞ্চমুণ্ড হয় তার নয় পশুপতি।
পত্নীর তৃতীয় পতির পুত্রের পত্নীর
পিতার পিতা সেই নাম ধরে
সেই দ্রব্য মহাশয় অবশ্যই মরে॥ —বাঁশপাহাড়ী

২

দ্বিভুজা রমণী সেই দশভুজাপতি
পঞ্চ মুণ্ড হয় তার নয় পশুপতি
পত্নীর তৃতীয় পতি পুত্রের পত্নী
পিতার পিতা যেই নাম ধরে
সে দ্রব্য মহাশয় আবশ্যক মরে॥ —পুরুলিয়া

মকর

১

ত্রি অক্ষরে নাম যার জলচর কয়,
মধ্য অক্ষর ছেড়ে দিলে কটুভাষ হয়।
ত্রি অক্ষর একত্র হলে সর্বপাপ নাশ। —পুরুলিয়া

মাছ

১

শুনহে ঠাকুর-পো
মোর একটি বাণ।
জানলা দিয়ে ঘর পালাল
গৃহস্থ পড়িল ধরা ঘরের ভিতর ॥ —বাঁশপাহাড়ী

২

বাপ্‌রে বাপ্‌
মাথায় পইড়ল চাপ।
ঘর পালাল্য দুয়ার পথে
হামি পালাইব কোন্ পথে ? —পুরুলিয়া

৩

উপরে পাটা নীচে পাটা
বসে আছে বাবুর বেটা ॥ —বেলপাহাড়ী

৪

ঘরের ভিতর ঘর
জানালায় পালাল নিশাচর ॥ —ঐ

৫

অকস্মাৎ ডাকাতে ঘিরিল বাড়ী !
ঘর পালাল বেড়ার ফুটা দিয়া,
গৃহস্থের গলায় দড়ি ! —বরিশাল

৬

ধ্যান চ্যান ধ্যানে ভোজন। —বরিশাল

ব্যাখ্যা : মাছরাজা

৭

তুমি জলে আমি ডালে
দেখা হবে মরণ কালে। —বরিশাল

ব্যাখ্যা : মাছ ও লঙ্কা

৮

দুই হাত দিয়ে দিলাম ভরে
একহাত দিয়ে নিলাম বেছে। —২৪ পরগণা

ব্যাখ্যা : মাছধরা

৯

আমার ভাই ভেঁটে
ভুয়োর দেয় এঁটে। —যশোহর

ব্যাখ্যা : পোলো

১০

তুমি ডালে আমি জলে
দেখা হবে মরণ কালে। —ঐ

ব্যাখ্যা : মাছ ও লঙ্কা

১১

ধ্যান চ্যান চ্যানে ভোজন। —ঢাকা

ব্যাখ্যা : মাছরাঙ্গা

১২

ধান্দা রে ধান্দা
ধান্দা যাইছে পানি খাইতে
নেঙুর আছে বাঁধা। —হাতীবাড়ী

ব্যাখ্যা : মাছ ধরার জাল

১৩

কাই যাউ বুয়ে ধর ধরানি
চুপ থায়ে ছুল ছুলানি
পারান্তির খাবে মোকেও খাবে। —হাতীবাড়ী

ব্যাখ্যা : মাছ ও কচ্ছপ

১৪

দশভুজ পাতি যার দ্বিভুজ রমণী।
তাহার তৃতীয় স্বামীর পুত্রের কামিনী।
তাহার পিতার পিতা যেই নাম ধরে।
সেই দ্রব্য দয়া করিয়া পাঠাইবেন মোরে॥ —হাতীবাড়ী

১৫

ভাঙ বেউর ভেটে
থিটি বা ঘিনিতা খেটা
দেরে ঘমনা ধেরে ভেটে ধাঁদা
বর পালাল জানলা দিয়ে
কর্তা রইল বাঁধা। —হাতীবাড়ী

১৬

খাণ্ডর খাণ্ডর চার চোখ
তার চোদ্দ পা তার একটি নাঙ্গুর। —হাতীবাড়ী

ব্যাখ্যা : মাছ ধরার জাল

১৭

আপনাকে দেখতে আইলো
আমাকে লইয়া গেল। —লোয়াকুই গ্রাম

১৮

আঁখির কোণে পাখির বাসা,
জল বেঁধেছে ত্রিশূল চাষা।
চার পেয়ের ওপর নিপে,
নিপেকে নিয়ে গেল ছুপে। —হুগলি।

ব্যাখ্যা : মাছ, চিল, গরু

১৯

চার পায়ের উপরে নিপাই নাচে,
ছু পায় ধরিল খায়। —শনকুপি, পুরুলিয়া

ব্যাখ্যা : কাড়া, মাছ, চিল।

২০

আপনাকে দেখতে আইলো
আমাকে লইয়া গেল। —মাঠা, পুরুলিয়া

ব্যাখ্যা : মাছ ও ঘুনি

২১

কি অপরূপ দেখে এলুম ভানকুনির মাঠে
মরা আহার করে জ্যান্ত তার পেটে ! —হুগলি

ব্যাখ্যা : মাছ ও ঘুনি

২২

আমি থাকি ডালে,
তুমি থাক খালে।
দেখা হবে রান্নাশালে॥

ব্যাখ্যা : মাছ এবং তেঁতুল। —মাঠা, পুরুলিয়া

২৩

আমি থাকি খালে,
তুমি থাক ডালে।
তোমার আমার দেখা হবে,
মরে যাবার কালে॥ —ঝাড়গ্রাম

২৪

জলের মধ্যে মিন রাখছে কারাগারে
অচরিত্র কন দেখে আসলাম চালি মশার ঘরে।

ব্যাখ্যা : মাছ, শিশির ভিতর —বরিশাল

চার

কীট-পতঙ্গ

বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে নানা আকৃতি এবং প্রকৃতির কীট-পতঙ্গ মানুষের সব চাইতে বেশি সান্নিধ্যে আসিবার সুযোগ পায় এবং তাহাদের বিষয়ে সকলেই প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এই বিষয়ক ধাঁধাগুলি রচিত হইয়াছে।

কীটপতঙ্গ কথাটি এখানে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা পশুপক্ষী কিংবা মাছ ছাড়া অন্যান্য সকল প্রাণীকেই প্রায় মনে করা হইয়াছে। এমন কি, কাঁকড়া এবং কাছিম ইহাদিগকে যদিও যথাযথ ভাবে কীটপতঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করা যায় না, তথাপি আলোচনার সুবিধার জন্য ইহাদিগকে এখানেই আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এই অধ্যায়ের এই অংশটির আলোচনা একটু বিস্তৃত হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ধাঁধা বর্ণনামূলক অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে কীটপতঙ্গের বর্ণনা নির্ভর করিয়া ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, অন্যান্য কতকগুলি ধাঁধা রূপক, অর্থাৎ রূপক-বর্ণনার মধ্য দিয়া তাহাদের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

আধুনিক নাগরিক জীবনে এই সকল কীটপতঙ্গের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিবার সুযোগ বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে, সেইজন্য নাগরিক জীবনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার ব্যবহারও সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। ইহাদের অচিরে লুপ্ত হইয়া যাইবার আশঙ্কা সব চাইতে বেশি।

আমপিঁপড়া

১

লাল বরণ ছয় চরণ পেট কাটিলে হাঁটে
মুখে কি ভাঙ্গাইবা পণ্ডিতেরই ফাটে। —শ্রীহট্ট

২

রিং রিঙ্গা সিং সিংঙ্গা
গাছের পরে পাড়ে ডিম,
সে ডিম মানুষে খায়
ভাবতে গুণতে ছ মাস যায়। —বাঁশপাহাড়ী

উইপোকা

১

রসে চ'রে রসিকা
বিনা রসে চরে কে
জল থাকতে জল খাই না
এমন পুরুষ কে ? —বেলপাহাড়ী

২

একটুখানি পক্ষীটে
বালির মতন চক্ষ
বড় বড় বৃক্ষের সঙ্গে
লড়াই করিতে যায়। —নদীয়া

উকুন

১

কাল কাসুন্দের বনে কাল হরিণ চরে
দশ পেয়াদায় ধরে, দুই পেয়াদায় মারে। —বর্ধমান

২

কালো কচুবনে
কালো হাঁস চরে। —২৪ পরগণা

৩

কৃষ্ণবর্ণ তনুখানি গুটি ছয় পা
চুপ করে মানুষ খায় নাই করে রা। —বেলপাহাড়ী

৪

মুড়ার উপর হরিণ চরে
হাত নেড়ি-এ বেড়াই ধরে
দুই ছুরি-এ হালাল করে। —চট্টগ্রাম

৫

মাকালপুরে বাড়ি তার
সীতাপুরে চরে,
হায়েতপুরে ধরা পড়ে
নাপিতপুরে মরে। —হাওড়া

৬

মিচ্চ্যানা ঝ্যাঁড়া
জাঙ্গাল খায় ফ্যাঁড়া। —রাজশাহী

৭

মিনি মিনি কাড়াগুলা
নিচিতপুরে চরে,
আর লাগুড়িছে মরে। —মানভূম

৮

দশ মর্দে দাব্‌রে নিয়া খায় দুই মর্দে ধরে,
তালাপুরেত বিচার হয় লক্ষীপুরে মরে। —রংপুর

৯

একশ গচ ঝোপুরে ঝুপুর।
তাত চড়িছে কালী কুকুর॥ —ঐ

১০

ছোট ছোট ভিটা উন্মা
টুর্গ্যা হরিণ চরে।
দশ গাউরে দৌড়াই আনে,
দুই গাউরে ধরে। —চট্টগ্রাম

১১

কালো কালো পাখীটি
কালো বনে চরে,
নিচুত হয়ে উরা দিয়া
লক্ষণ হয়ে মরে।

১২

কালো কেলেন্দার বনে
কালো হরিণ চরে,
দশজনে খেয়ে আছে
দুজনে মারে।

১৩

,কালো গাই কালো ঘাস খায়,
পুকেটিকে হাত দিলে খুটরে লুকায়। —মুর্শিদাবাদ

১৪

কালো কালো বড়দা কালো বনে চরে,
কিষ্টপুরে জল খেয়ে বোষ্টম পুরে মরে।

১৫

একরপুরের পাখিটি
টেকরপুরে চরে,
হরিশ্চন্দ্রপুরে ধরা দেয়
লক্ষ্মীকান্তপুরে মরে। —মুর্শিদাবাদ

১৬

কাল কাসিন্দের মাঠে রে ভাই
কাল হরিণ চরে,
রাজার বেটার সাধ্য নাই যে
ধরে খেতে পারে। —ঐ

১৭

কালো কালো মহিষগুলি
কালো পাহাড়ে চরে,
শ্রীরামপুরে ধরা দেয়
পক্ষপুরে মরে। হাতীবাড়ী

১৮

দশ বীরে যুক্তি করি
প্রবেশি বন
পাতি পাতি করি করি
অরি অন্বেষণ
যদ্যপি ধরিতে পারে
শত্রু একজনে
নখেতে আনিয়া দোহে
বাধিছে পরাণে। — হাতীবাড়ী

১৯

কালি গাই কালি পাহাড়ে চরে,
ধরমপুরে ধরা পড়ে
লক্ষ্মণপুরে মরে। —হাতীবাড়ী

২০

মসতিনা দেশে চুরাচুরি
হসতিনা দেশে ধইলে,
কাঠো খা দেশের ঠাকোরেই করি
না খোয়া দেশে মইলে। —ঐ

২১

কালো কালো বনে
কালো কালো গরুটি চরে।
মরে যায় লক্ষ্মণপুরে॥ —মাঠা, পুরুলিয়া

২২

কালো গরু কালো বনে চরে।
জুধপুরে দেখা দিয়ে গরু পুড়ে মরে॥ —শনকুপি, পুরুলিয়া

২৩

কালো বনে চরে,
রামহরে দেখা দিলে
বিষ্ণুপুরে মরে॥ —গঙ্গাপাল

২৪

কেশানী পর্বত 'পরে
ঘোর নিকুঞ্জ কানন
সেই কাননের অধিকারী
হয় সেইজন।
তাহারে মারিতে অস্ত্র
যেই জন ধরে,
সেই অস্ত্র দাও দেখি
আমার গোচরে। উকুন, চিরুণি—হাতীবাড়ী

কাঁকড়া

১

দশ শির ধরে সেই নহেক রাবণ,
নারীর হস্তেতে হয় অবশ্য মরণ। —হাতীবাড়ী

২

কাঁদ নটপট মহিষা জাতি
গুটিয়ে বুচির পেন নাতি। —হাতীবাড়ী

৩

জলে স্থলে বাস করে সব লোকে জান
অনেক লোকে খায় রেঁধে
আঁখি মুদ পদ তার ছিল লুকাইয়া
কেবল মস্তকহীন বুঝহ ধীমান
এমন কি প্রাণী আছে বিশ্বমাঝারে
অনুভবে বুঝি শীঘ্র দাও আমাকে বলে। —হাতীবাড়ী

৪

চাবুক চুবুক চাই,
চোখ আছে তার মাথা নাই। —হাতীবাড়ী

৫

উটুক গুটুক ষাঁড়, চোখ ড়ুম্ ড়ুম মাথা নাই। —পুরুলিয়া

৬

উঠুক, ডুবুক চোখ আছে ত মাথা নাই। —মাঠা, ঐ

৭

বনকে বাইরল জিপি
জিপি বলে সবাইকে চিপি। —ঐ

৮

চোখ ডুবাডুব মাথা নাই। —বারাসাত

৯

চোখ ডুম্ ডুম্ মাথা নাই।

১০

দশশির ধরে যেন নহেত রাবণ
রমণীর হাতে তার অবশ্য মরণ।
সেই মাংস রেঁধে দিলে পঞ্চজনে খায়
ইহার উত্তর কর পণ্ডিত মহাশয়॥ —মল্লারপুর, বীরভূম

১১

আর বনে চড়র চাই
চোখ ডিম ডিম মাথা নাই। —২৪ পরগণা

১২

উঠে ডুবে চিরিক চাই
চোখ ড্যাম ড্যাম মাথা নাই॥

১৩

চোখ ডুম ডুম মাথা নাই।

১৪

খালত থ্যাকে বাড়াল হাপু
মাথা নাই ওর বাপু॥ —রাজশাহী

১৫

হাই রে হাই
চক আছে তার মাথা নাই। —ঐ

১৬

চোখ ডুম ডুম মাথা নেই। —বেলপাহাড়ী

১৭

একটি টাম টিমরি
একটি চোটট ডিমরি
ছ'জন্তর চইন্দটি ঠ্যাং
একটি লেজুড়ি। —মানভূম

ব্যাখ্যা: কাঁকড়া ও শিয়াল

১৮

নীল বর্ণ কপিথ বরণ
চার চক্ষু চৌদ্দ চরণ ;
এক লেটু দুই কান
বুঝিয়ে দাও পণ্ডিতজ্ঞান। —কোচবিহার

ব্যাখ্যা : কাঁকড়া শিয়ালের লেজে

১৯

রাজারো বড় গাই বড় বিল্‌ত চরে
রাজারে দেইলে দুই ঠ্যাং উলা করে। —চট্টগ্রাম

২০

নীল কপিল দুই বর্ণ
চাইর চোখ দুই কর্ণ ;
চৌদ্দ ঠ্যাং এক মাথা
শোন রে আচরিত কথা॥ —চট্টগ্রাম

২১

কাঁকড়ার উক্তি—খাও রে বেটা ঠ্যাং নাই তোর তে।
কেঁচোর উক্তি—মাথা নাই বেটা হুন্‌লি কারতে ?
কাঁকড়ার উক্তি—ছমাস আগে মৈর গে যে হুন্‌লাম তার তে।

ব্যাখ্যা : কাঁকড়া, কেঁচো ও ঢোল —চট্টগ্রাম

২২

মাছের নাই মাথা,
গাছের নাই পাতা,
পক্ষীর নাই ডিম।
এরে যে ভাঙ্গাইতে পারে,
হাজার টাকা দিম্‌॥ —শ্রীহট্ট।

ব্যাখ্যা : কাঁকড়া, সিজ ও বাদুড়

২৩

চার পা তার চবন চবন, দশ পা তার মুখে। —হুগ্‌লি

২৪

চার ঠ্যাকা মরেছে,
যার ঠ্যাঙ্‌ নাই সে গেছে খেলতে ! —বেলপাহাড়ী।

২৫

ভালুক : ঢাই ঢুমুক খালে নালে
পানি নাহি টুমুকু।
কাঁকড়া : ঝাঁপল ঝাঁই তুমে সাইরিকে
মেটারি নাই। —হাতীবাড়ী

কাছিম

১

খাস্ খস্ ভাইগ্‌না
যাইম্ কুথারে,
লম্বা বাছুরের ব্যাটা
যাইম্ কুথারে॥ —পুরুলিয়া

২

মাঝপুকুরে কাড়ার লাদ॥ —বেলপাহাড়ী

৩

মৈধ পুকুরে কাড়ার লাদ। —বাঁশপাহাড়ী

৪

কোথা যাবি রে আঁকা বাঁকা
চুপ দে নারে খাপরি ঢাকা॥ —বেলপাহাড়ী

৫

মধ্য বনে কটি টাঙ্গা।

৬

বাড়ীর পিছে ছইয়্‌র গিল্
আপনার মাথা আপনি গিল্। —চট্টগ্রাম

৭

মাঝ পুকুরে কাড়ালাদ। —বেলপাহাড়ী

৮

উগুইরা গাঙ্গের মুগুইরা কই
মুগুর দিয়া ভাঙ্গে কাঁটা
জমিদারের ব্যাটা
নইলে জমিদারের নাতি
এই শোলোক ভাঙ্গাইতে লাগে আশ্বিন কার্তিক॥ —ঢাকা

৯

বাপ্‌রে হেজরা
ভেজে দিল পাঙরা,
চামরে চিকুটি
চুণা পুঁটি দেখেছি ॥ —বেলপাহাড়ী

ব্যাখ্যা : মাটির তলায় কচ্ছপ, তার উপর দিয়ে হাতী গেল

১০

রাজার পৈরিত সোলা ভাসে
সেইখ্যে ক'নে গঙ্গাদাসে। —চট্টগ্রাম

১১

জলেতে জন্ম তার জলে তার বাসা,
স্থলেতে খালাস হয় খাসা খাসা। —নদীয়া, ২৪ পরগণা সীমান্ত

১২

ইটা দিয়া ভিটা বান
দুর্বা দিয়া বাধি আইল,
মা মরিছে বার বৎসর
ভাইটি হইছে কাইল। —বরিশাল

ব্যাখ্যা : কাছিমের ডিম

১৩

তলে মাটি উপরে মাটি
মধ্যিখানে কাঁসার বাটি। —২৪ পরগণা

ব্যাখ্যা : কাছিমের ডিম

১৪

তিন অক্ষরে নাম যার
জলে বাস করে,
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে
গাছে এসে ঝোলে। —২৪ পরগণা

১৫

মা মরেছে বার বৎসর,
ভাই হয়েছে কাল। —যশোহর

১৬

মধ বনে কাড়ার (মহিষের) নাদ। —পুরুলিয়া

১৭

মধ্যবাটে চারার লাদ। —ঐ

১৮

মোধ বান্ধে কাড়ার চাপ। —ঐ

১৯

মধ বাঁধে কাড়া (মহিষ)র লাদ। —ঐ

২০

তলে মাটি উপরে মাটি
মধ্যিখানে কাঁসার বাটি! কাছিমের ডিম—ফরিদপুর

কান কুটারী

১

বন থেকে বেরুল বুড়ী
বুড়ীর পা আঠার কুড়ি। —মুর্শিদাবাদ

কুচিয়া—এক প্রকার জলজীব

১

এক্কে থাই (থাকি) মাইরলাম্ ছুরি,
ছুরি গেল্ পাতাল ফুঁড়ি (বা পুরী)। —চট্টগ্রাম

কুম্ভার পোকা

১

ডিম নয় তার ছা,
যদি হয় না,
পাশে নাই তার মা। —ঝাড়গ্রাম

কুরকুট

১

মদ বনে ধানের কুড়া। —বেলপাহাড়ী

কুরকুট—পিঁপড়ের মত একটু বড়, মধ্যবনে থাকে, তাকেও মানুষ কিনে খায়।

২

মৈধ বনে সরু চাউলের পুড়া। —বেলপাহাড়ী

৩

মাছ বনে সরচারের পুড়া। —বাঁশপাহাড়ী

৪

বৌ চাল খরটি দেখিতে সুন্দর
আহার করিতে গেলে হয় তাহারই মরণ। —বেলপাহাড়ী

৫

গভীর বনে বাঁধা রইছে
সরু চাউলের আউটি। —বাঁশপাহাড়ী

৬

পাখ নয় পাখ্‌ড় নয় গাছে পাড়ে ডিম,
হরিণ নয় মৃগী নয়, আছে দু'টি শিঙ্‌। —শনকুপি, পুরুলিয়া

কেঁটরি

১

বনে বুড়ির রকত খেলা। —হাতীবাড়ী

২

এত্তটুকু পোকাটি, ছুঁয়ে দিলে টাকাটি। —ঐ

কেদরি পোকা

১

বনে এগার গোদা-ভালুক
বনে রকত খেলা। —ঐ

কেন্নু

১

লাল শাকের ডাঁটাটা,
টুক্কা দিলেই টাকাটা।

২

বন থেকে বেরুলো হাতী,
হাতী বলে আমার ছ'পন নাতি।

৩

রাজার ছেলে হাটে যায়,
টাকরি মারলে টাকা দেয়। —২৪ পরগণা

৪

চালালে চলে না
না চালালে রে চলে ;
হেন নরোত্তম রাস্তায়
যেতে যেতে বলে। —বেলপাহাড়ী

৫

চালালে চলে না
না চালালে চলে ;
কবি কালিদাসের বৌ
জলকে যেতে যেতে বলে।

৬

কাকা হে কাকা,
ছুঁয়ে দিলে চাকা !

৭

আকাশ হ'তে পল বুড়ি
হাত পা তার আঠার কুড়ি। —রাজশাহী

৮

ছুইতে টেকা। —শ্রীহট্ট

৯

লাল শাকের ডাটাটি
টুকা দিলে টাকাটি। —ঢাকা

১০

রাজার ছেলে বাজার যায়,
টুক্কি মারলে টাকা হয়। —হুগলি

১১

চালালে চলে না,
না চালালে চলে। —২৪ পরগণা

১২

আসি গরুভর আসি পাহারা
অশোক বনের থায়ে,
সীতা শচারন্তি কৃষ্ণ জে
এ জন্তু কি ফল খায়ে? —হাতীবাড়ী

কেঁচো

১

টি টি টি
উপর ঠেঠে গান্ধী করি হাগে
টি টি টি। —ঐ

২

টি টি টি
উপর বৈটি গাড়ী করে
হাগে কিটি। —ঐ

৩

হাত নাই মাথা নাই
গুদ দিয়া সে দালান গাঁথে।

৪

রিউ, রিউ, রিউ,
আকাশ মুখে হাগে কোন জিউ? —জলপাইগুড়ি

৫

কালো গাই লম্বরা পেটী
বিশ শিং-এ তোলে মাটী। — রাজশাহী

৬

টি টি টি,
উপর দিগে হাগে কিটি? —বেলপাহাড়ী

৭

হাত নাই তার, পা নাই তার,
নাইকো ছুটো কান,
বলে যায় নাড়ুয়া সন্তান। —মুর্শিদাবাদ

৮

হাত নাই তার, পা নাই তার,
নাইকো দুটো কান,
নালায় নালায় বেড়ায়
আমার নাড়ুয়া সন্তান। —মুর্শিদাবাদ

৯

ইবি ইবি ইবি—
আকাশ পানে মুখ করে
হাগে কোন বিবি? —২৪ পরগণা

১০

হির হির হির.
উপর দিকে নেড়ি করে হাগে কোন বীর? —মাঠা, পুরুলিয়া

গুটী পোকা

১

একটা বুড়ীর ঘর আছে দুয়ার নাই। —ঐ

২

মধ্য বনে ঘটি টাঙা। —ঐ

৩

গুড়ুর মুড়ুর দুটি ভাই,
ঘর আছে তার দুয়ার নাই॥ —ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর।

৪

পর্বতের ভিতর কন্যা গর্ভবতী।
পরসব হইলে তার নাম হয় রতি॥
ফুল তার কাঞ্চন ফল তার বেল।
বড় বড় পণ্ডিতকে লাইগ্যা গেল ভেল॥ —বাঁশপাহাড়ী

৫

মধ (মধ্যে) বনাসে (বেণে) ঘটে টাঙ্গা। —ঐ

৬

শালপাতার থালাদোনা
নয়ন পাতার কেশ।
চন্দনে ঘেরিছে কন্যা
যাবে কোন দেশ॥ —ঐ

৭

আখের ভূয়ে পেখের বাসা।
ডিম পেড়েছে খাসা খাসা॥
ডিমেতে তা দেয় না।
মার মত ছা হয় না॥ —মুর্শিদাবাদ

৮

ঘর আছে তো দুয়ার নাই,
আর দুয়ার আছে তো ঘর নাই॥ —বাঁশপাহাড়ী

৯

ধব ছাগলের কালোপাখা। —পুরুলিয়া

১০

বনে যে ঘটি টাঙ্গা —হাতীবাড়া

১১

গুড়ুরু মুড়ুরু দুটি ভাই,
ঘর আছে তার দুয়ার নাই। —ঐ

ঘুনপোকা

১

আঁকা বাঁকা নদীটি দিক-বরণে যায়,
সাত রাজার কপাট খুলি কাঠ কলাই খায়। —লোয়াকুট, পুরুলিয়া

ছারপোকা

১

অতিশয় রাগী দেয় ঘুম ভাঙ্গাইয়া।
কিছুতেই নাহি যায় বিছানা ছাড়িয়া।
এইরূপ নিষ্ঠুর হায় না দেখি কখন।
দংশন করিয়া মোরে করে জ্বালাতন। —বেলপাহাড়ী

জোঁক

১

কালা পাটা জলে ভাসে,
হাড় নাই তার মাংস আছে। —ফরিদপুর

২

হাঁটে চলে ঘুঘু নাচে,
হাড় নাই তো মাংস আছে। —যশোহর

৩

হাড় নাই তার মাংস আছে,
কালা কর্তা জলে ভাসে। —২৪ পরগণা

৪

কালো কুষ্টি জলে ভাসে,
হাড় নেই তার মাংস আছে। —ঐ

৫

জলের মধ্যে জল নড়া
জলের মধ্যে বাসা,
হাড় নেই গোড় নেই
মানুষ খাওয়ার আশা। —ঐ

৬

তেল কুচ কুচ বৈঠা নগর,
বিনে বৈঠায় বায় সাগর। —যশোহর

৭

কালা কাটা জলে ভাসে,
হাড় নাই তার মাংস আছে। —নদীয়া

৮

তেল কুচ কুচ বৈঠা নগর,
বিনা বৈঠায় বায় সাগর। —ঐ

৯

কালা কুইলা জলত ভাসে.
হাড্ডি নাই তার মাংস আছে॥ —চট্টগ্রাম

১০

জলপিপি জলপিপি
জলে করে বাসা,
অস্তি নাই মাংস নাই
এ কেমন তঁজসা (তামাসা)। —চট্টগ্রাম

১১

বন থেকে বেরুল হাঁস,
হাঁসের পিঠে থলথলে মাস ॥ —হাওড়া

১২

অর্জন গাছে বস্‌লে পেঁচা,
হাড় নাইকো মাসের লেচা ॥ —মুর্শিদাবাদ

১৩

আমড়ার গাছে বাঁধলাম দামড়া,
হাড় নাই তার খালি চামড়া ॥ —রাজশাহী

১৪

কালা বাতি পানিতে ভাসে,
মানুষ দেখলে দৌড়ে আসে ॥ —ঐ

১৫

দলপিঁপিঁ দলপিঁপিঁ
দল করে বাসা
হাড্ডিত নাই গুড্‌ডিও নাই
করে কৈক্ষন থাম্‌সা। —চট্টগ্রাম

১৬

পা নাই, হাড় নাই, চলে গড়াগড়ি। —পুরুলিয়া

জোনাকি

১

জলে পিছন গাছে ঠ্যাং,
কভু উড়ে ড্যাড্যাং ড্যাং। —মানভূম

২

জলে চলে না ছোঁয় পানি,
যে বলতে পারে সে মহাজ্ঞানী। —খুলনা

৩

গাছে ঠ্যাং জলে পাছা। —বেলপাহাড়ী

৪

জলে পোঁদ গাছে ঠ্যাং।

৫

গাছে মাথা জলে পোঁদ। —বেলপাহাড়ী

৬

জলেতে চলে, না ছোঁয় পানি,
একটুখানি ক্ষুদ্র মহা এক বাণী॥ —নদীয়া

৭

গাছে পা, জলে পোঁদ। —বাঁশপাহাড়ী

৮

জলে চলে রাত দিনে,
শূন্যেতেও চলে,
দিবসে মরণ তার পুনঃ রাত্রি হলে। —হাতীবাড়ী

৯

পক্ষ পক্ষ বলে উড়ি যায়,
মাস মাস বলে কেউ না খায়,
আধা কালো আধা ভালো ;
এ ধাধাটি যে বলবে
তার বুদ্ধি হবে ভালো॥ —ঐ

ঝিনুক

১

মইধ পুকুরে জোড়া কপাট —বেলপাহাড়ী

২

বাঁচিলে এক মরিলে দুই,
কাম কাজ করিয়া তুলিয়া থুই। —রংপুর

৩

বাঁচলে এক মলে দুই,
ধুয়ে-থায়ে তুলে থুই। —রাজশাহী

টিকটিকি

১

গায়ে রোম নাই চারটে পা,
কথায় ফেরায় বাদশা। —মুর্শিদাবাদ।

ডাউয়া ও ভেক

১

আম্‌সি আম্‌সি টেংসি টেংসি
তুংসি প্রাণ খালু,
নাক যেমটি বোচা নাকি
তুই কেন্‌তে আলু। —কোচবিহার

ডাঁশ মাছি

১

ছয় গোটা পদ যার কবরী বদন।
ললাটে দীঘল ফোটা রুধির ভক্ষণ॥
হাত্তি খায়, ঘোড়া খায়, আরো খায় বাঘ।
পথে ঘাটে খেদে যায় যারে পায় লাগ॥ —বেলপাহাড়ী

ভোম্ভ পোকের বাসা

১

কাটলে বাঁচে না কাটলে মরে। —বরিশাল

পিপঁড়ে

১

এতটুকু জিনিষটি গুড়চিনি খায়,
বড় বড় লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করে যায়।

২

রাজার ছেলে ভাত খায়,
পিঁড়ের মধ্যে দিয়ে চোর যায়। —২৪ পরগণা

৩

কালো বরণ ছয়খান চরণ,
পেট কাটিলে না হয় মরণ। —নদীয়া

৪

গৌরবরণ ছখান চরণ,
পেট কাটিলে হয় না মরণ। —ঐ

৫

কালো বরণ ছয় চরণ, পেট কাটলে হয় না মরণ। —বীরভূম, যশোহর

৬

এক মরদ মরিয়া গেল হাজার জন হইল গোট,
কেমন করিয়া ভয়েয়া দিবে ফোঁড় কোণা হইল আঁট। —রংপুর

ব্যাখ্যা : পিঁপড়ের আহার সংগ্রহ

৭

এতটুকু লোকটি চিনি মিছরি খাই,
বড় বড় লোকের সঙ্গে যুদ্ধে লেগে যাই।

৮

ছোট ছোট জন্তুগুলি চিনি মিষ্টি খায়,
বড় বড় লোকের সাথে যুদ্ধ করে যায়।

৯

এতটুকু লোকটি চিনি মিছরি খায়,
বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে যুদ্ধে লেগে যায়। —বেলপাহাড়ী

১০

রাজারো পোয়া ভাত খায়,
পিঁড়ার তলদি হাপ ধায়। —চট্টগ্রাম

১১

কৃষ্ণবরণ ছটা চরণ পেট্ কাট্লে নাহি মরণ। —পুরুলিয়া

পাঠান্তর : পোদ কাটলে হয় না মরণ (মেদিনীপুর)

১২

মোধ বনে চউরি কাটা। —ঐ

১৩

মাঝ বনে চাউরী খাটা। —মাঠা, ঐ

পাঠান্তর : মদ বনে চাউরি (লাইন দেওয়া) খাটা। —ঐ

১৪

রাজার ছেলে ভাত খায়,
পাছার তলা দিয়ে চোর যায়। —২৪ পরগণা

১৫

ছয়খানা চরণ, গুদ কাটলে নাইকো মরণ। —বরিশাল

১৬

জঙ্গলে ঝিঁঝ্‌রি ছড়া। —হাতীবাড়ী

১৭

হেইটা হাটা
বনেত্তে ঝিঁঝিলি যাল। —ঐ

১৮

রাজার পোআর আজাল দি
রাজার পোয়া যাইত্ত পারে,
আর কেহএ যাইত ন পারে ॥ —চট্টগ্রাম

ব্যাখ্যা : পিঁপড়ার জাজাল

বাঘুভুলু (ফড়িং জাতীয়)

১

বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর
ঘুর দেশে দেশে,
কোন্ পাখীডার চারডা ড্যানা
দেখেছ কোন্ দেশে ? —বেলপাহাড়ী

২

বোষ্টম ঠাকুর বোষ্টম ঠাকুর
ঘোর দেশে দেশে,
কোন পাখীটার চারটা ডানা
দেখেচ কোন্ দেশে ? —বাঁশপাহাড়ী

বেঙ্

১

বাঘের মত ফাল্ দেচ,
সোলার মত ভাসে,
পাথরের মত ডুব দেয় ॥ —ঢাকা

২

মামার ঘরের বাড়ী গেছু—
এক পাল গরু দিলে আন্‌তে,
আন্‌বার না পারিছু। —রংপুর

৩

পাথরের মতন ডুবে
সলার মত ভাসে,
মানবির মতন হাত পাও
কুত্তার নাগান বসে ॥ —জলপাইগুড়ি

৪

হি হিয়ালীর ছা,
আগে লেঙুচ্ পরে পা। —বীরভূম

৫

ছোটকালে ল্যাজ হয়
বড় হলে খসে,
বাঘের মত লম্ফ দেয়
কুত্তায় মত বসে ॥

৬

বন থেকে বেরুল কাস্তে,
কাস্তে গেল নাচতে ॥

৭

বাঘের মতন থাপ পাতে
পণ্ডিতের মতন বসে,
চুব্ বুড়িয়া ডুব দেয়
ভুচ্ছুরিয়া ওঠে ॥ —মৈমনসিংহ

৮

খাজুর খাজুর খাজুর—
বাপ থাকিতে বেটা খেজুর।

৯

ছুটলে ঘোড়ার মত,
ভাসলে শোলের মত,
ডুবলে পাথরের মত,
চেঁচালে গাধার মত। —বেলপাহাড়ী

১০

ঝাড়ুড় ঝাড়ুড় ঝাড়ুড়—
বাপ থাকতে বেটার পাছায় লেজুর। —ঐ

১১

সোলার মত ভাসে,
পাথরের মত ডোবে॥ —রাজসাহী

১২

বাগান থেকে বেরুল গাই,
গাই বলে আমার লেজ নাই। —ফরিদপুর

১৩

হাসের মত ভাসে, কুড়ার মত বসে,
মার লেজ নাই, ছেলে-পিলের লেজ আছে। —বরিশাল

১৪

বাগানের থেকে বারল গাই,
বলে আমার লেজ নাই। —২৪ পরগণা

১৫

হরির উপরে হরি, হরি বসে তায়,
হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়। —ঐ

১৬

ডুবলে পাথর, ভাসলে শোলা। —ঐ

১৭

নিরজ মজা, মনি নেই তার উঠে গজা। —হাতীবাড়ী

ব্যাখ্যা: ব্যাঙের ছাতা অর্থাৎ যার কোন বীজ নেই।

১৮

মা বেঁড়ে, বাপ বেঁড়ে,
ছেলে বেড়ায় লেজ নেড়ে। —মুর্শিদাবাদ

১৯

হরিণের লেজ নাই,
শিকারীর পা নাই,
যে দেখে তার মাথা নাই। —বেলপাহাড়ী

ব্যাখ্যা: বেঙ, সাপ ও কাঁকড়া

২০

ঝাজুড় ঝাজুড় ঝাজুড়—
বাপ থাকে,
বেটায় পাছায় লেজুড়।

ব্যাখ্যা: ব্যাঙাচি

২১

ঝাকুড় ঝাকুড় ঝাকুড়—
বাপ থাকতে বেটা নেঙর॥ —বাঁশপাহাড়ী

২২

কাকা হে কাকা—
কাকা বলে আমার,
ভিতর বাহির পাকা॥ —বেলপাহাড়ী

ব্যাখ্যা: ব্যাঙের ছাতা

২৩

বনেতে বাহির হইল হাঁস,
হাঁস বলে আমার শুধুই মাস॥

বোলতা

১

সোনার বরণ গা, রূপার বরণ পা,
ঝাড়ত খুন ভেল্‌কি মাইরে পরাণ লৈ ধা। —চট্টগ্রাম

২

পই দিলু পই হাত,
কোন্ পাখীর পোন্দে দাঁত? —শ্রীহট্ট

৩

গোল খ্যান গাও আর পাও
খিরল খ্যান পাও,
ঠ্যাসে ধরে চুমা খায়
ফকিরের মাও॥ —রাজশাহী

৪

খরকা ব্যান পাও
হলদী ব্যান গাও,
চুমুর চুমুর চুমা খায়
মুহ রাজার মাও॥ —রাজশাহী

৫

হলুদে ডুবুডুবু বিনোদিনী রাই,
ধরিয়ে চুমো খেয়ে কাঁদায়ে পলায়॥ —মুর্শিদাবাদ

৬

হলইদ্ বরণ গা, খইগ্যা বরণ গা,
ঝাড়ত থাই ভিঙ্কি মারে যেকি উঠে গা॥ —চট্টগ্রাম

৭

রাজারো হাজারী
একৈক থিয়াত্ বান্ধে বত্তিশ খান কাচারি। —ঐ

ব্যাখ্যা: বোল্‌তার বাসা

৮

হলদিয়া বরণ গাও,
খটিকার মতন পাও,
চুট্টুং করিয়া চুমা খাইল
সম্‌রাজার মাও। —কোচবিহার

৯

হল্‌দে রাঙা পাখিটি
কচ্চি কচ্চি পা,
দূরে থেকে ভাবকি দেখায়
চম্‌কে ওঠে গা। —মুর্শিদাবাদ

১০

ভাইরে নন্দন—
বত্রিশটা ঘরের একটা বন্ধন॥ —রংপুর

ব্যাখ্যা: বোলতার চাক

১১

এক চাকে
বত্রিশ দুয়ার ॥

ব্যাখ্যা: বোল্‌তার চাক

১২

এতটুকু চামুন দা,
ছু দিয়ে ছায় গো মা। —ডোমজুড়ি, সিংভূম

১৩

হলে তেলে টগবগ বিনোদিনী রাই,
দুলালিনী চুম খাও বাদায় পাঠাও। —মাঠা, পুরুলিয়া

১৪

হলুদ বাড়ীর পাখীটি হলুদ বাড়ী চড়ে,
এক কাড়ে মেরে দিলে মায়ে বাপু করে। —ঐ

১৫

আমার ভাইয়ের নাম হীরে,
একশ একখানা ঘর বাধে
একটা দোর দিয়ে। —২৪ পরগণা

১৬

হলুদ বরণ গা টিরে ভাই
খগুর মত পা,
বাগান থেকে ভিক্‌টি দিলে
চমকিয়া উঠে গা। —যশোহর

১৭

হদি গর গর বান্‌গ ছুঁধা
ছুই দেনা বলে ছালো মা। —হাতীবাড়ী

১৮

অতটুকু রমুন দা,
ছুয়ে দিলে বলে হায় গো মা। —ঐ

১৯

হলদিয়া টুক টুকে বামন দা,
ছুঁই দিলে বলে হাই গো মা। —ঐ

২০

হলদি গরগরিয়া বামন ছোয়া,
ছুঁই দিনা বলে হায় গো মা। —হাতীবাড়ী

২১

বাবু মোর সাঁকারি ;
এক রাত্রি ঘর করখিলা,
বত্রিশ বাখুরি। —ঐ

২২

মন্দির মধ্যে বান্দির বাসা
কুত কুতাইয়া চায়,
ধরতে গেলে মারতে আসে
এ তো বড় দায়। —যশোহর

২৩

হলুদ বরণ গা, খড়কের মত্তো পা,
বনের থেকে ভেংচি দিল চম্‌কে ওঠে গা।—২৪ পরগণা

২৪

হলদে মতন পাখিটা
সরুতে মতন পা,
দূরে থেকে হমকী দিলে
চুমুকে ওঠে গা। —মুর্শিদাবাদ

২৫

আমি গেলাম আড়াবুনে,
সেপী আমারে দাবড়ে আনে। —রাজসাহী

২৬

হল্‌দে মতন পাখিটি বিনোদিনী রাই,
ধরিলে চুমু খায় কাঁদিয়ে পাঠায়। —পুরুলিয়া

ভুঁই কোঁড়

১

বন থেকে বাইরাল হাঁস,
হাঁস বলে আমার এক কুলা মাস। —বাঁশপাহাড়ী

মশা

১

পাকা আছে, পাকী নয়।
শুঁড় আছে হাতী ও নয়।
শাল, কুত্তা, মানুষ, গরু তাও নয়! —রাজশাহী

২

চোর নয়, কিন্তু হায় সর্বস্বাপহর।
রক্ষঃ নয়, কিন্তু শুষে শোণিত নিকর।
সর্প নয় কিন্তু থাকে গর্তের ভিতরে।
ভূত প্রেত নয় কিন্তু রাত্রিকালে চরে। —ফরিদপুর

৩

ছয় পায় আসি, চার পায় বসি, দুই পায় ঘসি,
সব চাইতে গ্রীষ্মকাল বড় ভালোবাসি। —রাজশাহী

৪

চিকন স্বরে গান গায় তবু কোকিল না,
মানুষ খায় গরুও খায় তবুও বাঘ না। —ঢাকা

৫

উড়িয়া প্যাখম ধরে ময়ূরও তো না।
মানুষ খায়, গোরু খায়, বাঘও তো না।
চিকুন স্বরে গান গায়, বৈরাগীও না। —ঐ

৬

শিব নয় শিঙ্গা বাজে,
বাঘ নয় মানুষ খায়। —মুর্শিদাবাদ

৭

উড়ে তো হীন হীন বসে তো পাখা দুলান,
লক্ষ জীব বধ করে আপান—না খান। —ঐ

৮

নাচিয়া প্যাখম ধরে ময়ূরও তো না,
মানুষ খায় গরু খায় বাঘও তো না!
চিকুন স্বরে গান গায়, বৈরাগীও না! —ঢাকা

৯

হাতীর মত শুঁড় তার হাতী তো সে নয়,
বাঘ নয় ভালুক নয় মানুষের চক্ষু খায়,
কোটাল নয়, চৌকিদার নয়
রেতে হাঁক দেয়! —মুর্শিদাবাদ

১০

ঘরের ভিতর ঘর,
তার মধ্যে বসে পড়ে বর।

ব্যাখ্যা : মশা ও মশারী —বরিশাল

১১

ভোঁ ভোঁ করে ভোমরাও তো না,
উড়ে উড়ে পেখম ধরে
ময়ূরও তো না। —ঐ

১২

বাগানের থেকে বারল টুনি,
হাত পা আমার কুনিকুনি। —২৪ পরগণা

১৩

ঘরের মধ্যে ঘর,
তার মধ্যে পড়ে বর। —ঐ

১৪

ভোম্ ভোম্ করে ভোমরা
ভোমরাও তো না!
সবার মধ্যে চুরি করে
চোরও তো না! —যশোহর

১৫

ভোম ভোম করে ভোমরাতো না,
উড়িয়া পেখম ধরে ময়ূরও তো না;
সবার ভিতর চুরি করে
চোরও তো না! —নদীয়া

১৬

ছয়গোটি পদ তার করীর বদন,
কপালেতে রক্ত ফোঁটা শোণিত ভক্ষণ।
হস্তী ঘোড়া ভল্লুক বাঘেরে ধরি খায়,
এ হেন বীর কোথায় আছে বলে দেও ভাই। —হাতীবাড়ী

১৭

অতটুকু পাখী, সরষেপারা আঁখি। —ঐ

১৮

ঘরের ভিতর ঘরে থাকে কনে বর! —ঐ

মাকড়সা

১

আমার নাম ভাটু,
আটটা ঠ্যাং ষোলটা হাঁটু,
আমি জাল বুনি আটু পাটু (শীঘ্র)।
শুকনা ডাঙ্গায় জাল পেতে
মাছ ধরি চিরকাল।

২

আট ঠ্যাং চব্বিশ হিঁটু তার নাম মিয়া
হিঁটু ফেলে জাল মারে মাছ খায় না। —রাজশাহী

৩

শূন্যে আইসে শূন্যে যায় শূন্যে বান্ধে ঘর।
বিধাতার নির্ব্বন্ধ তার গর্দ্দানৎ ভোমর॥—কোচবিহার

৪

জল পলে নাই পাথর গলে,
কবি কালিদাসের বৌ
রাস্তায় চলতে চলতে বলে। —বাঁশপাহাড়ী

মাকড়সার জাল

৫

জল গলে না পাথর গলে,
কালিদাসের বউ মুতভে মুতভে বলে। —বেলপাহাড়ী

৬

জল গলে না পাথর গলে,
কবি কালিদাসের বউ কথাটি বলে। —বাঁশপাহাড়ী

মাকড়সার জালে শিশির

৭

আট পা ষোল হাঁটু
মাছ ধরতে যায় ঠুটো,
ডাঙায় ফেলে জাল
মাছ ধরে খালে খাল। —বর্ধমান

৮

আষ্ট ঠেং ষোল আণ্ড্ (হাঁটু),
জাল বসাইয়ে রাধা কানু
মাছ ন বাঝে, কৈজা বাঝে। —চট্টগ্রাম

৯

আট ঠ্যাং ষোল হাঁটু
মাছ মারে নালাটু,
ফেলায় জাল তা ভেজে না
মারে মাছে তা খায় না। —কোচবিহার

১০

জল গলে না পানি গলে
কালিদাসের বউ বলে। —বেলপাহাড়ী

১১

আট পা ষোল হাঁটু,
মাছ ধরতে গেল টাটু;
স্বর্গে ফেলিল জাল,
টাটু মাছ ধরে খায় চিরকাল।

১২

আট পা ষোলো হাটো,
মাছ ধরতে গেল টাঠো;
সরগে ফেলিল জাল,
টাঠো মাছ ধরে খায় চিরকাল। —ঐ

১৩

আট পা ষোল হাঁটু,
মাছ ধরতে গেল টাটু;
উপরে ফেলে জাল,
মাছ ধরেছে চিরকাল। —বেলপাহাড়ী

১৪

আট পা ষোল হাঁটু,
মাছ ধরতে গেল টাঁটু;
শুকনা ডাঙায় পাতে জাল,
মাছ ধরে সে চিরকাল। —ঐ

১৫

আট পা ষোল হাঁটু,
মাছ ধরতে গেল টাঁটু;
শুকনা ডাঙায় পাতি জাল,
মাছ ধরে খায় চিরকাল। —ঐ

১৬

আঁখির মধ্যে পাখীর বাসা,
ত্রিশূলে জল বিঁধছে চাষা॥ —ঐ

ব্যাখ্যা: মরা গরুর চক্ষু কোটরের ভিতর মাকড়সার জাল।

১৭

ছয় ঠ্যাং নয় হাটু,
মাছ ধরিতে গেল লাটু;
শুকনা ভুইতে পাতে জাল,
মাছ ধরে খায় চিরকাল। —বরিশাল

মাকড়সার বাসা

১৮

বলদ জেলে জাল পাতে,
তাহা ছায় না—
মাছ বাধে তাহা খায় না! —ফরিদপুর

মাকড়সার বাসা

মাছি

১

ছ' পায়ে আসে,
চার পায়ে বসে,
দু' পায়ে ঘসে। —পুরুলিয়া

২

লিদা গাছ পড়ল,
জেন্তা মুখে দৌড়াইল। —ঐ

৩

লুবু লুবু পাখীটি,
লোমের বাধা মুখটি,
যখন লুবু বসে,
দুটি হাত ঘসে।

৪

সকি রে সকি বিল ভরে
পড়িল পকি,
এক এক পকির ছয় ছয় খান
কে হিন্দু কে মুসলমান। —রাজশাহী

৫

একটুখানি পাখীর
সরষের মত চোখ,
বাচড়ায় (মাঠে) বসে
মুচড়ায় গোঁফ। —নদীয়া

৬

আট পায়ে ওড়ে, ছয় পায়ে বসে,
দুটি পায় ঘসে। —যশোহর

৭

এমন বেটা বীর—
রাজার পাতে বসে মারে ক্ষীর। —মুর্শিদাবাদ

৮

দুই পায়ে আসে,
চার পায়ে বসে,
দুই পা'য় ঘসে। —বর্ধমান

৯

নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে?
কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে। —বাঁশপাহাড়ী এবং ঝাড়গ্রাম

১০

নাই বলে খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতি? —বেলপাহাড়ী

ব্যাখ্যা: লেজ-বিহীন গরুর ঘায়ে মাছি বসিয়াছে।

১১

লতা দিয়ে পাতা,
তাই দিয়ে তাই,
খাড়. ঝনঝনি নয়, মাছি ভনভনি। —বরিশাল

মাছির ডাক

১২

ধানের মতো পাখী গুলো
সরষের মত চোখ,
বাচ্চায় বসে তারা
মুচরায় গোঁফ। —২৪ পরগণা

১৩

রাজ রাজ পাখী
সর্প মত আঁখি,
গোড় দুটা মুছে ঘসে। —হাতীবাড়ী

মৌচাক

১

মধ্য নদী-পার খুঁটা,
পাই হাবলায় দুধ মিঠা। —কোচবিহার

২

আরাত পুত্তুর খুঁটা,
গাই গরু তার দুধ মিঠা। —রাজশাহী

৩

রাজার বাড়ীর ছানদান,
বত্রিশ ঘরের এক ধান। —ঐ

৪

গাই তো কোকিলা
দুধ তো মিঠা,
সহস্র গোপনীর
একটি পিঠা। —বেলপাহাড়ী

৫

গাই তো গোপিনী
দুধ তো মিঠা,
ষোলশ' গোপিনীর
একটি পিঠা। —বাঁশপাহাড়ী

৬

আচির পাচির চাচির ঘর,
ছোলটি কন্যার একটি বর। —ঐ

৭

গাইরে গোবিন্দ দুধবরণ মিঠে,
ষোল শন ধানে একটি পিঠে। —হাওড়া

৮

গাই তো গজিনী দুধ তো মিঠা,
ষোলশ' গোপীদের একটি পিঠা।

৯

ষোলশ' গোপিনী একটি পিঠা,
গাইটি গাভীন দুধটি মিঠা। —মানভূম।

১০

গাই তো গোবিন
দুধ তো মিঠা,
ষোলশ' গোপিনী
একটি পিঠা। —বেলপাহাড়ী

১১

গাই গবনো দুধটা মিঠা,
ষোল ষোল অবতার খায় এক পিঠা। —২৪ পরগণা

১২

এক খাম, বত্রিশ দুয়ার। —বেলপাহাড়ী

১৩

গাইটি গপনি দুধটি মিঠা,
ষোলটি গপনি গুটিয়ে পিঠা। —হাতীবাড়ী

১৪

সাত মদধুন বারো কোঠা,
ডিম দিছে গোটা গোটা,
হে প্রভু তুমি সাখী,
ডিম দিছে কোন পাখী ? —ঐ

১৫

ষোলোশ' গোপিনী, গাইটি গাভিনী।
দুধটি মিঠা, একটি পিঠা। —শনকুপি

১৬

সরু ডালে ষোলশ' পাইড়কা বাঁধা। —মাঠা, পুরুলিয়া

১৭

গাইত গোপিনী, দুধ তো মিঠা।
ষোলশ' গোপিনী একটি পিঠা॥ —ঐ

১৮

গাইত গোপনে, দুধ মিঠা,
বহুত গোপিনী, একটি পিঠা॥ —ঐ

১৯

উড়ে বনে কুড়ির বাসা
কুত কুতাইয়া চায় ;
ধরতে গেলে মারতে আসে,
এত বড় দায় ! —নদীয়া

২০

বনের ভিতর থেকে বেরুল হুঁই,
ছায়া পোনা নিয়ে কাহন ছুই ॥ —২৪ পরগণা

২১

আইল রে কালুইখ্যা,
বইল রে ডালে,
কার বাবার সাধ্য আছে
কালুইখ্যারে লাড়ে ॥ —ঢাকা

২২

কাঠ খায় আঙার হাগে,
তার গু বড় মিষ্টি লাগে ।

লাহা

(গাছে থাকে একপ্রকার পোকা)

১

ছোটো বেলা চলে,
বড় হলে চরে । —পণ্ডাপাল, পুরুলিয়া

শঙ্খ

১

জলের ভিতরে রয় খায় পচাপানি,
অষ্টাঙ্গে তার কিছুই নাই হাইড় দু খানি ।
পরের হিতে হিত কইরলম, পিঠ কইরলম ছেঁদা,
মূর্খেতে বই লবেক কি, পণ্ডিতকে লাইগছে ধাঁধা । —পুরুলিয়া

২

জলে তার জন্ম ডাঙায় তার কর্ম,
হুঙ্কার ডাকে গায়ে তার জামা নাই, বিধাতার পাকে । —মুর্শিদাবাদ

৩

কভু এ'সে হাত ধরে কভু মারে চড়,
অধরে অধর দিলে বলে মধুস্বর ! —হুগলি

৪

বন থেকে তুলে এনে শুভাক ডাকে,
মঙ্গল কাম নিয়ে যায় তাকে। —২৪ পরগণা

৫

জলে থাকে প্যাক প্যাক ডাকে,
বাজালেও বাজে, কাটলেও কাটে। —রাজসাহী

৬

ও দিকেতে যেওনা ভাই টিকটিকির ভয়,
পড়ে আছে স্থর কাটা পোঁদে কথা কয়। —মেদিনীপুর

৭

এক কুকড়া লেজ মোচড়। —পুরুলিয়া

৮

এখান থেকে মারলুম তাড়া,[১]
তাড়া গেল সেই বামুন পাড়া। (শঙ্খধনি)—হুগলি,
মুর্শিদাবাদ

১ পাঠান্তর—গুলি, সাড়া

শামুক

১

কালা কালা মেয়া ভাই
হাটে আর চাটে,
হাটে ভগর চাটে। —ফরিদপুর

২

এ মড় ও মড় ভেমড় খায়,
ভিতরে মাংস উপরে হাড়। —ঐ

৩

হাটে আর চাটে ! —বরিশাল

৪

উঠান ঠনঠন ডোঘায় বাড়ি
কোন্ জন্তুরের জিহ্বায় দাড়ি ? —বরিশাল

৫

আমার ভাই বেটে বুটে,
দোর আঁটে গুটে। —ঐ

৬

দেখে এলাম মাঠে,
হাটে আর চাটে। —যশোহর

৭

মামারা পিঠা খায়,
আমারে দেখিলে দরজা দেয়! —ঐ

৮

বিধাতা নির্মিত ঘর অতি সুগঠন,
তাহার মধ্যেতে থাকি করে বিচরণ।
হস্তপদ নাহি তার মাংসপিণ্ড প্রায়,
জলের ভিতরে থাকে বোবা হয়। —হাতীবাড়ী

ইহা সাহিত্যিক ধাঁধার অন্তর্ভুক্ত।

৯

শুসনি কলমি লহ লহ করে,
রাজার বেটা বড়শী মারে।
মারুক বড়শী শুকুক ঝিল,
সোনার কৌটা রূপার খিল! —ঐ

১০

হাটে আর চাটে! —ফরিদপুর

১১

বিধাতৃ নির্মিত ঘর অতি সুগঠন।
তাহার মধ্যেতে থাকি করে বিচরণ।
হস্ত পদ নাহি তার মাংসপিণ্ড প্রায়।
জলের ভিতরে থাকে কিবা সেই হয়? —মেদিনীপুর

ইহাও সাহিত্যিক ধাঁধার অন্তর্ভুক্ত এবং আট সংখ্যক ধাঁধাটির সমতুল।

১২

এক মাগী বেঁটে।
খিল দেয় এঁটে ॥ —হুগলি

১৩

কোন্ জীবটির একটি কান ? —বেলপাহাড়ী

১৪

মাংসের শির মাংসের নয়,
মুখে দোর পিঠে ঘর। —ঐ

১৫

রাজারো ঘোড়া—
ছুইলে কাইত হই চিৎ হই পড়ে। —চট্টগ্রাম

১৬

একনা বুড়া হাট যায়,
আমাক দেখি দুয়র দেয়! —রংপুর

১৭

পানিত্ হায় (থাকে) মাছ নয়,
দু' শিং নাড়ে, মৈষ নয়! —চট্টগ্রাম

১৮

পাখী নয় পাখাল নয়,
মুখে পাড়ে ডিম। —বেলপাহাড়ী

১৯

রাজার বেটা সাটি,
কপাট মারে আঁটি। —রাজশাহী

২০

এ্যাকনা বুড়ী খই ভাজে,
মোকে দেখতে দুয়ার ঢাকে। —ঐ

২১

কাটের বলদ চামের শিং,
খ্যাদালে বলদ পারে নিল। —ঐ

২২

মামারাই রাঁধে বাড়ে
মামারাই খায়,
আমরাই গেলে পরে,
ঘরে দুয়ার দেয়। —রাজশাহী

২৩

এ্যাকনা বুড়ী খই ভাজে,
মানসি দেখিলে ঝাঁপ ঢোকে। —জলপাইগুড়ি

২৪

চালালে চলে নাই
না চালালে চলে
কবি কালিদাসের বউ
বাসন মাজতে মাজতে বলে।

২৫

একটুখানি বেঁটে,
দোর দেয় এঁটে। —২৪ পরগণা

২৬

হাটে আর চাটে! —যশোহর

২৭

লাঠি ঠন্-ঠন্ লাঠি ঠন্ঠন্
পিতায় বাড়ি,
কোন জন্তর জিহ্বায় দাড়ি! —ঢাকা

২৮

মামারাই রাঁধে বাড়ে মামারাই খায়,
আমাগোরে দেখলি পরে ঘরে কপাট দেয়। —ঐ

২৯

একটুখানি বেঁটে
খিল দেয় এঁটে। —হাওড়া

৩০

একবেটা খেইটকা,
ঝাঁপ দেয় আইটকা। —ঢাকা

৩১

হগল ঠাকুর ফিরে বাড়ী বাড়ী,
কোন ঠাকুরে দেখছ তুমি জিহ্বার আগে দাড়ি! —ঢাকা

৩২

এমন বেটা জেঠে,
যে কপাট মারে এঁটে। —মুর্শিদাবাদ

শুঁয়াপোকা

১

পশু নয় পক্ষী নয়,
জীবের মধ্যে গণনা করা যায় না,
আগমন বসে তার পৃষ্ঠের উপরে
না জানিয়া করে যদি কেহ ঘর্ষণ,
সে সকল বাণে তার বিন্ধে সেই খন! —হাতীবাড়ী, মেদিনীপুর

২

গুড়ার মত খায়, গুড়ার মত হাগে। —বর্ধমান

৩

আইসতে হুকুর হুকুর যাইতে যাইতেও হুকুর হুকুর,
এই চিন্তা ভাজি দিবার না পাইলে ঘরে গুটি কুকুর।
—কুচবিহার

৪

ক্ষুদ্র জন্তুটি চলেছে রঙ্গে,
বহু অস্ত্র লইয়ে সঙ্গে,
আছে চক্ষু নাহি কান,
বিনা অস্ত্রে মারে বাণ। —বর্ধমান।

সাপ

১

আকুবারে বাকুড়া বাতি কেনে বুদ,
রস ভোলা রস ঢোলা উপরে কেন পড়ু। —হাতীবাড়ী

ব্যাখ্যা: মহল গাছের নীচে সাপের উপর মহল পড়িল।

তৃতীয় অধ্যায়

তৈজস পত্র

গার্হস্থ্য জীবনের প্রাত্যহিক আচার আচরণের মধ্যে যে সকল তৈজস পত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাদের আকৃতি এবং প্রকৃতি রূপকচ্ছলে কিংবা অন্য কোন উপায়ে বর্ণনা করিয়া বাংলার লোক-সাহিত্যে এক বিপুল সংখ্যক ধাঁধা রচিত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য জীবনের সংস্পর্শে আসিবার ফলে আমাদের জীবনের উপকরণেরও নানাভাবে পরিবর্তন দেখা দিতেছে, তাহার ফলে তৈজসপত্রেরও পরিবর্তন হইতেছে। তৈজস পত্রের পরিবর্তিত উপকরণগুলি সম্পর্কেও পল্লীর সমাজ যে সম্পূর্ণ উদাসীন, তাহা নহে—তবে যে সকল উপকরণ পুরুষানুক্রমিক তাহাদের জীবনাচরণের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আছে, তাহাদের প্রতি স্বভাবতই পল্লীবাসীর অনুরাগ অধিক দেখা যাইবে।

যে তৈজসপত্রগুলি ধাঁধায় স্থান পাইয়াছে, তাহাই বাঙ্গালীর পল্লীজীবনের তৈজসপত্রের পূর্ণাঙ্গ তালিকা কিংবা পরিচয়, তাহা নহে। কারণ, যে সকল তৈজসপত্র কিংবা নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের মধ্যে কিছু না কিছু আকার, প্রকার এবং ভাবগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে, কেবলমাত্র তাহারাই ধাঁধায় স্থান পাইয়াছে; যাহাদের তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নাই, তাহারা স্বভাবতই পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালী জীবনে ব্যবহৃত তৈজস পত্রের ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা বলিয়া মনে করা ভুল হইবে। আর একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করা যাইবে যে, ধনীর কোন বিলাসদ্রব্য কিংবা অভিজাত কোন তৈজসের সাধারণতঃ ইহাতে কোন উল্লেখ নাই; কারণ, পল্লীবাংলার নিতান্ত সাধারণ মানুষের জীবনে তাহাদের কোন স্থান নাই। সুতরাং বাঙ্গালীর জীবনের তৈজস পত্রের সামগ্রিক পরিচয় ইহাতে না থাকিলেও, তার সাধারণ মানুষের জীবন সম্পর্কে এই ধাঁধাগুলি হইতে কতকটা ধারণা করা যাইতে পারিবে।

অরেসা পিঠা

১

চন্দ্রের আকার কিন্তু নহে শশধর,
সহইস্র লোচন কিন্তু নয় পুরন্দর। —মানভূম

আঠা কাঠি

(পাখী শিকারের যন্ত্র)

১

যে আনল আমাকে সে গেল ঘর,
তু যদি ধরবি মরবি তো মর। —বেলপাহাড়ী

আয়না

১

আনবি যতন, করবি যতন।
দেখায় কেমন ?—আমার মতন ॥ —মেদিনীপুর

২

তিন বর্ণে নাম তার,
নিজ চেহারা ফুটে উঠে
সামনে দিলে একবার। —ডোমজুড়ি

৩

মামায় দিলা পুখুরী
ভাগিনায় দিলা পাড়,
টিয়াপাখীয়ে পানি খাইতে
দেখায় সংসার। —শ্রীহট্ট

৪

এতটুকু পুকুরটি তালপাতা ভাসে,
যার সাথে ভাব নাই সে কেনে হাসে। —বাঁশপাহাড়ী

উনুন

১

একটা বুড়ীর চারটা মাথা। —মাঠা, পুরুলিয়া

২

এক যে বুড়ি, তিন সে মাথা। —ঝাড়গ্রাম

৩

এক যে বুড়ি রোজ সকালে পাছ কাটরায়। —ডোমজুড়ি

৪

কালো কালো পখোরটি (পাখি)
কালো বনে চরে।
লক্ষণ পোরে দেখা দিয়ে
নখ পুরে মরে ॥ —মাঠা, পুরুলিয়া

৫

এক বুড়ির তিনটি মাথা,
সে খায় দেশের পাতা। —ঝাড়গ্রাম

৬

নিষিদ্ধিকে সিদ্ধি করে
দহি করে সোনা ;
গুরু হয়ে শিষ্যাকে প্রণাম করে
ইটি কোন্ জনা ? —মাঠা, পুরুলিয়া

৭

বাপ্‌রে বাপ্ ;—
বল্‌ছে, মাথার উপর চাপ। —ঐ

৮

এক রিং-এ তিন শিঙে
মাথায় বোঝা, পোঁদে খোঁচা। —হুগ্‌লী

৯

একটা বুড়ির তিনটে মাথা,
যেথায় যে দেশের পাতা। —মাঠা, পুরুলিয়া

১০

একটি খাটের তিনটি খুড়ো।
বসে আছে মহাজন বুড়ো ॥
মহাজন বুড়ো টল মল করে।
মুখ দিয়ে দিয়ে লাল পড়ে ॥ —ঐ

ব্যাখ্যা : উনানের উপর ভাতের হাঁড়ি

১১

কাঠ খায় কোঠরে হাগে।
ফেলতে গেলে গায়ে লাগে॥ —হুগ্‌লী

ব্যাখ্যা: উনানের ছাই

১২

একটি কাঠের তিনটি খুড়ো।
তার উপর জমিদার বুড়ো॥
বুড়ো বসে টলমল করে।
তার মুখ থেকে ফেনা ঝরে॥ —ডোমজুড়ি

১৩

উনি উনি উনি,
আমরা তিন বুনি! —২৪ পরগণা

১৪

একটু খানি জলে
মাছ চুড়বুড় করে;
জেলের মেয়ের সাধ্য নাই
সেই মাছ ধরে। —ঐ

ব্যাখ্যা: উনানে ভাত রান্না হচ্ছে

১৫

একটা বুড়ি ভোর হলে
গাঁড়ি কানায়। —হাতীবাড়ী

১৬

গোটাই বুড়ি সকাল হলেই
গাড়ি কাটরায়। —ঐ

১৭

মামারা ছেড়ে যায়,
তিনটা মাথা ফেলে যায়। —ফরিদপুর

১৮

একটা ঘুঘুর তিনটা মাথা,
ঘুঘুটায় কয় কোপাইয়া কথা। —বরিশাল

১৯

মাথার ছাড়িয়া গেল,
তে মাথাটা ফেলাইয়া গেল। —বরিশাল

২০

উনি ঝুনি আমরা তিন বুনি,
মাথায় বোঝা, পাছায় গুদে মারে খোঁচা! —ঐ

২১

একটি বুড়ির তিনটি মাথা।

২২

এক হাতী তিন মাথা,
হাতী খায় জঙ্গলের পাতা। —রাজশাহী

২৩

এক বৈরাগীর তিন টিকি। —ঐ

২৪

একটা বুড়ির তিনটি মাথা। —বেলপাহাড়ী

২৫

উনি উনি উনি, আমরা তিনই বুনই,
উপরে বোঝা নিচুই খোঁচা। —২৪ পরগণা

২৬

খুকুত, বসি আছে তিন বাপ পুত। —রংপুর

২৭

একটা ঘুঘুর তিনটে মাথা,
যে খায় দেশের মাথা। —বারাসত

২৮

তিনটা মন্দিরে একটাও ঠাকুর নাই। —বেলপাহাড়ী

২৯

একটা শালিখের তিনটে মাথা।
শালিখ গেল কলিকাতা॥

৩০

আমার একটি ভাই ছিল,
যা দিতাম খেত।
জল দিলে মরে যেত। —মুর্শিদাবাদ

৩১

একটা বুড়ির তিনটি দুধ।

৩২

ত্রিকূট পর্বতে চক্রের নন্দন।
তার ভিতরে লক্ষ্মী নারায়ণ॥
যখন ব্রহ্মা, দিলেন দরশন।
লক্ষ্মীর গর্ভে নারায়ণ করিলেন গমন॥

৩৩

সকল বুড়ি পালিয়ে যায়,
একটা বুড়ি পালায় না। —বেলপাহাড়ী

৩৪

মামাদের বাছুরটি, খড় খাবার অসুরটি॥ —মুর্শিদাবাদ

৩৫

এক বাবাজীর তিন টিকি। —যুগান্তর

৩৬

ইরিং বিরিং চিড়িং চাই,
চোখ ডুবডুব মাথা নাই। —মুর্শিদাবাদ

৩৭

রিঙ্ রিঙা, তিন শিঙা। —ডোমজুড়ি

৩৮

কালো গাই শুয়ে থাকে,
লাল গাই চেটে খায়। —ঐ

ব্যাখ্যা: উনুন ও হাঁড়ি

৩৯

সকাল বেলায় কথাবার্তা
দুপুর বেলায় বিয়ে,
সন্ধ্যা বেলায় বউমা এলেন
ছেলে কোলে নিয়ে। —বেলপাহাড়ী

৪০

কালি গাই শুইছে।
রাঙি গাই চাটছে॥ —জোমজুড়ি

ব্যাখ্যা : উনান ও হাঁড়ি

৪১

সকাল হলেই বাদার ভেজে রে।

ব্যাখ্যা : উনুনের ছাই ফেলা

৪২

কালো গাই বসে আছে,
রাঙা গাই চাটছে।
শ' শ' বাছুর নাচছে। —ঐ

ব্যাখ্যা : উনান ও হাঁড়ি

উক্তি

১

লোহার খ্যাটি ঘুরতে পারি।
খসাতে লারি॥ —মাঠা, পুরুলিয়া

ওজনদাঁড়ি

১

আহারে ভহি বাঁহা —
পিঠ উপরে ন্যাজ নাচে,
এই তামাসা কাঁহা? —ঐ

২

ইঁহা কি তাঁহা—
উপর দিকে লেজুড় নাড়ে,
এই তামাসা কাঁহা? —ঐ

৩

অলি অলি পাখীটি
গলি গলি যায়,
বেনের দোকানে গিয়ে
ডিগবাজী খায়। —মুর্শিদাবাদ

৪

আই আই আই
ছগর তো ছাই।
পিক পাই পোদ নাচে
কি তামাসা খাই॥ —নদীয়া

৫

আট পা, এক নেজুর,
শুয়ে থাকে পাটুর পুটুর। —ভোমজুড়ি

৬

সাবাজির হাগা,
দুটো তার গোল গোল ;
একটা তার লম্বা। —২৪ পরগণা

৭

ল ভৈসা ঘর ঘর ঘুমে। —ভোজপুরী

৮

অট্‌ঠ সত্ত নই কান
ঠাকুর রাম রাম রাম। —সিন্ধী

৯

পেটটা বলে লেজটা আল্‌গা। —মাঠা, পুরুলিয়া

১০

এক যে আছে ঘোষ ;
নাকে নথ পরে,
ঘরে ঘরে ফেরে। —২৪ পরগণা

১১

একটি কড়ির আটটি আম,
আরে রাম রাম রাম। —ঐ

করতাল

১

আধা তার হাতে আছে আর আছে আধখানা।
দুই হাতে দুইখান ঢাকা দাও কান॥ —মাঠা, পুরুলিয়া

২

মধু ভাই, যদু ভাই, শ্যাম ভাই রাধা।
পিছন দিকে নাতি বসে, ঝম ঝম বাজা॥ —ভোমজুড়ি

৩

তালি পেটক তালি পেট
বাজুখিব কট কট,
দুই পর্বতেরে হাত দেই
আর ক্রুষ্ট নামক ভজু থেই। —হাতীবাড়ী

৪

চার অক্ষরে নাম মোর বাজাই বাজনা।
প্রথম অর্দ্ধেক সেই রাজার খাজনা॥
দ্বিতীয় অর্দ্ধেক থাকি ঢোলের বুলিতে।
ভাদ্রমাসে থাকি কভু উচ্চ বৃক্ষেতে॥ —ঢাকা

৫

পানি পানি ফিরে বীর নহে পানি মাছ।
হস্ত নাই পদ নাই ফিরে দেশে দেশ;
ব্রাহ্মণ নয় ছত্রী নয় গলে ধরে সূত,
যুদ্ধ করিবার বেলা বোলে অদ্ভুত। —রংপুর

৬

চার অক্ষরে নাম তার বাজায় বাজনা।
প্রথম করেতে ক্যায় রাজার খাজনা।
দ্বিতীয় করেতে থাকে ঢোলের বুলিতে।
ভাদ্র মাসে নামে কভু উচ্চ বৃক্ষ হতে। —ফরিদপুর

করাত

১

একটা টিয়ার থাপকে থাপ,
যে না বলে তার বায়োটা বাপ। —বেলপাহাড়ী

২

দুই গাছের বিয়া দিয়্যা,
কাপী কোন্ দেড়িইয়্যা। —ঢাকা

৩

অর্ধচন্দ্র বিকট দন্ত তিন অক্ষরে নাম, ;
প্রথম অক্ষর 'ক', দ্বিতীয় অক্ষর বলবো না, তৃতীয় অক্ষর 'ত'। —ভোমজুড়ি

কলম

১

অরণ্যেতে জন্ম তার বইসে রাজস্থানে।
সকলের কথা সে তুলে দেয় কানে॥
যেই বা কাটিয়া তারে করে খান্ খান্।
তথাপি মুখেতে তার আগম পুরাণ॥ —বাঁশপাহাড়ী

২

আলিঙ্গনে জন্ম তার
কলিঙ্গ বনে বাস ;
জিব কাটিয়ে তার
করলে দুখান,
তবে তার মুখে বেরোয়
রাধাকৃষ্ণ নাম। —মুর্শিদাবাদ

৩

কালো কুত্তা চড়ই ঘোড়া।
হাতে বোনে মুখে কোড়া॥ —বাঁশপাহাড়ী

৪

একলা নাটি,
মির মির গাটি ;
মুই না জানোং দাদা জানে,
বড় বড় জানোক বন্দিয়া আনে। —কুচবিহার

৫

হিরণ বরণ পক্ষীরে ভাই
কৃষ্ণ গান গায়।
ঠোঁটে করে আনে আধার
উদরে না যায়॥ —যশোহর

৬

ফুটোর মধ্যে কাটা নড়ে,
ঢেল পড়ে আঁচা। —ফরিদপুর

৭

তিন অক্ষরে নাম মোর সর্ব রোগী আমি,
অনুক্ষণ থাকি আমি, পাঁচের মধ্যেতে ;
পেট থেকে বহে রক্ত শেষ নাহি হয়—
মরে গেলে সর্ব শেষ জানিও নিশ্চয়। —ডোমজুড়ি

৮

ঠোটটি কাটা, তাইতো ব্যাটা হেঁট মুখেতে চলে,
কালো পানির ধারে গেলে মাথা লুকায় জলে॥ —ঐ

কলসী

১

হরির চক্রে নির্মাইল, শুকাইল কর্ণ কি তাপে,
আউর হুতাশনে জো বার বাঁচিল
সে বীর টুটিল কোন্ বিপাকে ?
অলি বাহন বাহন হাম বলি,
শশী বাহন বাহন হাম ঠেলি,
দশশির অনুজ ভাজা নন্দ কি নন্দ লাগা কাখে। —পুরুলিয়া

২

এক বুড়ি রোজ সকালে উঠে আর ডুবে। —ডোমজুড়ি

৩

এক যুবতী শতেক পতি, নাম তার কলাবতী ;
ছুলে অ-ধর্ম, না-ছুলে পাপ। —ঐ

৪

এক যে বুড়ি সকাল হলেই স্নান সারে। —ঐ

৫

হাতা নাই মাথা নাই,
পাছা দিয়া গর্ব মাসে। —বরিশাল

৬

এক যুবতী শতেক পতি
নামটি তার কলা,
এক দিনে সে শতেক বার
সে হয় রজঃস্বলা।
ছুঁইলে অধর্ম, না ছুঁইলে পাপ ;—
সেই যুবতীর ছেলে হইলে,
কাকে বল্‌বে বাপ ? —ডোমজুড়ি

৭

মুখে খায় মুখে হাগে,
ঐ জিনিষটা সবার কাজে লাগে ! —ঐ

৮

মায় বেটিতে গড় করে। —বেলপাহাড়ী

ব্যাখ্যা : কলসী থেকে জল ঢালা

৯

মা হয়ে ঝিকে গড় করে। —ঐ

ব্যাখ্যা : কলসী ও ঘটী

১০

দহয় মাছ ডাঙায় লেগুড়। —বাঁশপাহাড়ী

১১

আয় ডুমকী কোলে লিব,
ঘরকে গেলে নামান দিব। — বেলপাহাড়ী

১২

বাপে বেটাকে গড় করে। —ঐ

ব্যাখ্যা : কলসী ও ঘটী

১৩

হুজাং চিরি মধ্যে ভরি
কবি কালিদাস বলে,
যেটা মনে করেচ— সেটা মোটেই নয় ! —ঐ

ব্যাখ্যা : কলসীর দড়ি

১৪

পোঁদে ঠেলে মুহে খায়,
কান্‌তে কান্‌তে ঘর তো যায় ॥ —চট্টগ্রাম

১৫

রাজাবাবু হাটে যায়
বিনা দোষে মার খায়। —পুরুলিয়া

ব্যাখ্যা : কলসী ও হাঁড়ি

১৬

মা হয়ে ঝিকে গড় করে। —বেলপাহাড়ী

ব্যাখ্যা : কলসী ও ঘটী

১৭

বড় ছোটকে গড় করে। —বাঁশপাহাড়ী

ব্যাখ্যা : কলসী ও ঘটী

১৮

দোলে দোলে দোলে।
কাল্ দিয়া ওঠে কোলে ॥
থুইলাম আইন্তা কোণায়।
খাইল আমার সোনায় ॥ —ঢাকা

ব্যাখ্যা : কলসী ভরা জল

১৯

সমুদ্র চুষিতে যায়, এক বেটা বীর।
কয় কবিকঙ্কণ হেঁয়ালীর ছন্দ।
মার্গের উপর মার্গ থুইয়া মার্গ কইরো স্থির ;
এক হাত তার নটর পটর, এক হাত তার বন্ধ। —কোচবিহার

২০

দুধারে দু গাং চিরে
মধ্যে দিল ছাড়ি,
একটুকু ঢুকাই দিলে
আ: উ: করে ;
গোটাটা ঢুকাই দিলে
হাসতে থাকে ! —বেলপাহাড়ী

ব্যাখ্যা : কলসীতে জল ভরার শব্দ

২১

একটি বুড়ী রোজ সকালে স্নান করতে যায়। —ডোমজুড়ি

২২

উবি উবি,
রাত পোহালে ডুবি। —২৪ পরগণা

২৩

বড় হয়ে ছোটর প্রণাম। —ঐ

ব্যাখ্যা: ঘটীতে জলভরা

কলুর ঘানি

১

চিকন চিকন চক্রবর্তী,
এক হাটু উপরে বসি। —ডোমজুড়ি

২

শুন ওহে সদাশিব।
কোন দেবতার পোঁদে জিব॥ হুগলী

কড়ি

১

পেটটা ফাড়া পিঠটা কুবা। —যাঠা, পুরুলিয়া

কাঁচি

১

ব্রহ্ম বলে সভায় মাঝে,
লেজ ভরা তার গাছের মধ্যে,
গাল ভরা তার দাঁত;
হাতের মধ্যে নড়ে চড়ে,
করে জীবের কাজ। —বরিশাল

২

কালো কালো ভেড়া
কালো মাস খায়
রাত হলে ভেড়া কোথায় যায়। —২৪ পরগণা

৩

কাল কাল ভোমরা
কালো ঘাস খায়,
রাত হলে ভোমরা
খোয়াড়ে লুকায় ! —মুর্শিদাবাদ

৪

দুই চিবা মধ্যে কোরা দুই কারা হলে,
ঠেং তুলি আহার করে ভিতরে গেল চলে।
না চলিলে বড় দুখ চল্‌তে লাগে ভালো
হীন কালিদাসে বলে যাহা বুঝ তাহা না। —চট্টগ্রাম

৫

এই ফুল আই মাইরলাম ছুরি,
বেত কাটা গেল আঠার কুড়ি॥ —ঐ

কাটারি

১

খায় তাড়াতাড়ি,
কিন্তু পায়খানা করে না। —ডোমজুড়ি

কাপড়

১

বড় বড় বিলে, সাঁ সাঁ উড়ে,
জীব নয়, জন্তু নয়, মানুষ গিলে। —মেদিনীপুর

২

সিজায়, শুকায় খায় না। —ঐ

৩

ভিজাই, শুকাই, খাই নাই। —বেলপাহাড়ী

৪

সিজের শুকায় খায় নাই,
তার বীজে সংসার নাই। —বাঁশপাহাড়ী

৫

সিজাই, শুকাই, খাই নাই ! —ঐ

কামারশালা

১

শাই করে সপ্ করে. চাপ করে চুপ করে
তার ঘর উপরে,
কালো মুড়টি ভিতরাই দিয়ে লাল
মুড়োটি বার করায়। —পনকুপি

ব্যাখ্যা : কামারের লোহা পিটানো

২

লাল ঠানে কাল মারে। —লোয়াকুইগ্রাম
তার ঘর ও পারে॥

ব্যাখ্যা : কামারের লোহা পিটানো

৩

পাশিয়ে দিল কালটা
বেরিয়ে আন্‌লো লালটা
তার বাড়ীর ও-পাশেরটা। — ডোমজুড়ি

ব্যাখ্যা : কামারের লোহা পিটানো

কাস্তে

১

উত্তর থিনি আল হাতী
দল বদ করে,
মরা হাতী ধান খায়
কস্ কস্ করে। —রাজশাহী

২

কালো কালো ভোমরা—কালো ঘাস খায়,
রাত হইলে ভোমরা কোঠার মধ্যে যায়। —নদীয়া

৩

অর্দ্ধচন্দ্র সম তার দেহের গঠন।
তৃণাদি কর্ত্তন সেই করে সর্বক্ষণ॥
অগণন দন্তরাজি নাহি তার শেষ।
অনুমানে বুঝ ভাই ইহার বিশেষ॥
উচ্ছিষ্ট করিয়া সে দেয় সর্বজনে। —ডোমজুড়ি

৪

চোলা কুজা বুকে দাঁত,
কাঠের মধ্যে লেজ তার। —যশোহর

৫

অর্ধচন্দ্র সমাকার দেহের গঠন।
গাছপালা কাটে সেই সদা সর্বক্ষণ॥
দন্তরাজি গণনেতে হয়নাকো শেষ!
উচ্ছিষ্ট করিয়া অন্ন অপরে সে দেয়।
হিঁয়ালী অদ্ভুত ইহা কালিদাসে কয়॥ —হাতীবাড়ী

৬

আধখানা চন্দ্রের সমান তার দেহের গঠন,
সব সময় সে ঘাস কাটে সকলকে খায়,
তার দাঁতের সীমা নাই,
অনুমান করে বুঝহ ভাই ইহা বিশেষত কে
উচ্ছিষ্ট করিয়া দেয় অন্যজনে। —ঐ

কিলোগ্রাম

১

কোন্ গ্রামে জল নাই। —২৪ পরগণা

২

কোন্ গ্রামে লোক নেই? —ডোমজুড়ি

কুনকে

১

বনেল বাইরহাল মুড়া,
মুড়া বলে পোড়া মাণিককে বুড়া। —বেলপাহাড়ী

কুমারের চাকা

১

এক বিঘতা গাছটি,
ছাতার মতন পাতাটি,
যে লাড়ে কোলটি,
সেই তুলে ফলটি। —পুরুলিয়া।

২

এক বিঘ্‌তা গাছটি,
ছাতার মতন পাতাটি,
যে নাড়ে কোলটি,
সেই তোলে ফলটি। —মাঠা, পুরুলিয়া

৩

বেগে ধায় রথখানি
না চলে এক পা,
না চলে সারথি তার
পসারিয়া গা।
কেমন এই রথ,
তুমি চিন্‌তে পার কি ?
যদি না পার,
আমায় বলতে হবে কি ? —ডোমজুড়ি

৪

ছোট ছোট গাছটি।
ছাতার মতন পাতটি,
যে জানে কলটি।
সেই তোলে ফলটি। —মাঠা, পুরুলিয়া

কুলা

১

একটা বুড়ীর পিছন দিকে দুধ। —বেলপাহাড়ী

কুশি

(জমির ঢিল ভাঙ্গিবার যন্ত্র বিশেষ)

১

ইদি নাচে উদি নাচে।
তোমার বাড়ীত কি তার আছে। —রংপুর

কুড়াল

১

একটিখানি ছেলে বড় বড় গাছের সঙ্গে যুদ্ধ করে। —খুলনা

২

ছোট ছোট পোলাপান দুধভাত খায়,
বড় বড় গাছের লগে যুইদ্ধ করবার চায়। —ফরিদপুর

৩

একটু একটু ছেলেরা দুধভাত খায়,
বড় বড় গাছের লগে যুদ্ধ করতে যায়। —ঢাকা

৪

লোহায় লোহা কাটে,
কাঠে কাটে কাঠ ;
উঁচু করে মারলো বীর দিয়ে এক লাফ। —২৪ পরগণা

৫

লেদা গাছে বোদা উঠে। —বেলপাহাড়ী

৬

এক টিররগা মাধব ভাই,
গাছত্ উঠি দমা বাই। —চট্টগ্রাম

৭

একটুখানি মানুষটি দুধে ভাতে খায়,
বড় বড় গাছের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যায়। —বরিশাল

৮

একটুখানি মানুষ দুধে ভাতে খায়,
বড় বড় গাছের সঙ্গে যুদ্ধ কইরতে যায়। —ফরিদপুর

৯

ডুটুর উপর ডুটুর্ নাচে। —মাঠা, পুরুলিয়া

১০

ঘরেতে রহিল যখন, থাকে চুপ চাপ,
বনে গেলে বলে কেও কেও! —ডোমজুড়ি

১১

বন থেকে এক মুরুব্বী
জোরে পাড়ে হাঁক। —ঐ

কুয়ার কপিকল

১

বারো হাত বলদিয়া তেরো হাত শিং
নাচরে বলদিয়াটা তিং তিং তিং। —ঝাড়গ্রাম

কোট ও প্যান্ট

১

হাত আছে পাও আছে
নাই তার মাথা,
কাটিলে অক্ত না বিরায়
ইলা কেমন কথা। —জলপাইগুড়ি

২

মরা জীব আমি, তৈরী করে কেটে,
জ্যান্ত মানুষ ধরি আমি—
রাখি তারে পেটে। —বরিশাল

কোদাল

১

চিকচিকা তুই নিকা। —হাতীবাড়ী

২

এত্তটুকু মাকড়,
ভুঁইকে মারে চাপড়। —ডোমজুড়ি

৩

করে চিক্ চিক্, মাটিতে লুকায়। —ঐ

৪

বাঁকা মামা বছর দিনেই কামাই। —মাঠা, পুরুলিয়া

৫

চ্যাপ চ্যাপ ন্যাপটা,
দোকানি দিলাম গোটাটা;
দু'হাত ধরে মারলাম,
আপন কাজ সারলাম। —বেলপাহাড়ী

ব্যাখ্যা: কোদাল আর চেলি

কৌটা

১

আকাশের তারা মধ্যে চেরা,
ভাঙলো জেলাপি, লাগলো জোড়া। —মুর্শিদাবাদ

ক্ষুর

১

অতটুকু চড়াইটি খুব্বল বল খায়,
উই ঢিলে পিচা দিকরি ফুরুক। —হাতীবাড়ী

২

একটি পাখী ঘাস মল মল খায়,
ঘাটরি মুড়ি দিনে ঘরকে যায়। —ঐ

৩

এতটুকু ছোট চড়াই
ক্ষুদ মল মল খায়।
আমার দাদা গা-ধুয়ায় গেলে
ঝুমুর গীত গায়॥ —ডোমজুড়ি

৪

কালো কালো বরদা কালো ঘাস খায়।
রাত্তি হলে বরদা বাক্সে শামায়॥ —ঐ

৫

ঘাড়টি ভেঙ্গে দিয়ে, ঘরে চলে গেলাম। —ঐ

৬

কালো কালো ভমরা
কালো ঘাস খায়,
ডালত গোয়া মুছে,
থালত যায়। —রাজশাহী

৭

খেতে দিলে খায় না—হাত পেতে মাগে না,
ঘাড় মুছড়ালে থালা সহ খায়। —ডোমজুড়ি

৮

এতটুকু টে ঁটি চড়াই, পিঁয়াজপাতা খায়,
অশ্বথ পাতায় পোঁদ মুছে গাঁ বুল্‌তে যায়। —ডোমজুড়ি

৯

কালাকালো দাঁওনা
কালা ঘাস খায়,
রাইত হইলে দাঁওনা ॥

১০

রাজার ঘরে কালো গাইটি
কাল ঘাস খায়,
সন্ধ্যা হইলে কোটরে লুকায়। —বেলপাহাড়ী

১১

কালিয়ারে কালিয়া কাল খায়,
রাত হলে কোটরে সামায়।

১২

এখান থেকে মারলাম ছুরি,
বাঁশ কাটলাম আঠার বুড়ি ॥ —মুর্শিদাবাদ

১৩

বেত বাড়ী ফেলাম্ব ছুরি,
বেত কাটা গেইল আঠার বুড়ি। —রংপুর

১৪

কালো গাই, কচি ঘাস খায়,
পুকুরের জল খেয়ে, খুকুরিতে থায়। —ডোমজুড়ি

১৫

যত দিলে তত খায়।
মুড়া দিলে ডুবে যায় ॥ —ঐ

খঞ্জনি

১

যতটুকু নয় জিনিষ, তত বড় তার কথা। —ঐ

খাট

১

আটটি তার হাড় গোড়,
এক ঝুড়ি তার নাড়ি ভুঁড়ি। —হাতীবাড়ী

২

মামু গো মামু ধবলা পাথরটা,
পায়ারে দিলে একলা ঘর যাতু। —ঐ

৩

চার পায়ে দাঁড়ায়, দু'পায়ে ঘুমায়। —ডোমজুড়ি

৪

একটা বুড়ির আটটা হাড়,
আর সব দাঁত।

৫

খালি মাংসের হাড় নাই।
কুটুম্বের দাঁত নাই। —বেলপাহাড়ী

৬

একটা বুড়ির দাঁতে মুধা। —ঐ

৭

দু ঝুড়ি তার হাড় গোড়
এক ঝুটি তার দাঁতড়ি,
এই কথাটি বলে গেছে
ভজ ভূঁইয়ের তাঁতী। —বাঁশপাহাড়ী

৮

একটা ঘরে পটা (দড়ি) শুধু।

৯

আটটি হাড় দাঁতে শুধু। —কাঠালিয়া

১০

আটখানা হাড়গোড় এক ঝুড়ি ভূঁটি—
এ শ্লোক যে বলতে না পারে তারে সারপারাতে পুঁতি।
—বীরভূম

১১

চার ঠেঙ্যার উপর দুঠেঙ্যা,
দু ঠেঙ্যার উপর নিঠেঙ্যা।

ব্যাখ্যা : খাটের উপরে মানুষ

১২

একটা বুড়ীর শুধুই আঁত। —মাঠা, পুরুলিয়া

১৩

একটা বুড়ীর পোটায় সুধা। —ঐ

১৪

আট হাড়, শুধাই দাঁত। —ঐ

লাউয়ের পাত্র

১

একনা বুড়ী কোসা সুতুরী —কুচবিহার

গরুর গাড়ী

১

চতুর্ভুজ নাম তার হয় জড় জড়।
চার হাতে চার আঙুল করে ঘড় ঘড়॥
দুই হাত নিয়ে চলে, দু-হাতে করে আশীর্বাদ।
মানুষের মুখে বলে লাদ লাদ লাদ॥
কোন্ পদার্থটি বাবু বলে দাও মোরে।
চতুর্ভুজে নমস্কার সবাই করতে পারে॥ — ভোমজুড়ি

২

হাত নাই, পা নাই, চলে গাড়ুর গুড়ুর।
দাঁত মুখ নাই খায় কুড়ুর কুড়ুর॥ —মাঠা, পুরুলিয়া

৩

হাঁটি হাঁটি পা পা চলিতে পারে।
দুনিয়ার বোঝা বয় কপালের ফেরে॥ —ঐ

গাড়ীর চাকা

১

ডপকু বাবু লম্বা পাক। —ঐ

অর্থ : পাক—পা

গ্লাস

১

আয়রে গুর গুর ভাই,
তোকে নিয়ে জল খাই। —বেলপাহাড়ী

গেঞ্জি

১

হাতা আছে তার মাথা নাই,
পেট আছে তার নাড়ি নাই। —বরিশাল

২

এক তারা কে দু-তারা,
বড় গাছকে নিম তারা,
চল গো যাবে কন্যাদায়;
কন্যাদায়ে সাত ভাই,
এক এক পিঁড়ায় ভাত খাই,
এই পিঁড়ারি মারলি কেন;
আনতে যাবার লোক নেই,
একটা ছেলের মাথা নেই। —ডোমজুড়ি

ব্যাখ্যা: গেঞ্জি বা ব্লাউজ

৩

এতটুকু টেঁটি চড়াই, বাঁশ বনে গলে,
ভগবান্‌কে সাক্ষী রেখে মানুষকে গেলে। —ঐ

৪

বিয়ার উপর ত্যাগা তোলে,
মরা হাতী মানুষ গিলে। —রাজশাহী

৫

দেখ্‌রে রাখাল ভাই।
ধলা গরুর মাথা নাই॥ —ঢাকা

ঘটি

১

বড় হয়ে ছোটয় প্রণাম। —২৪ পরগণা

২

ধরেই গলা টিপি। —২৪ পরগণা

৩

আয় গুড়গুড়িয়া ভাই,
তোকে নি ভাত খাই। —হাতীবাড়ী

৪

এক যে লোকের মা—
সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত,
তার ছেলেকে প্রণাম করে। —ঐ

৫

ধরেই গলা টিপি। —নদীয়া—২৪ পরগণা সীমান্ত

৬

কার গলা টিপে আমরা ভাত খাই? —ভোমজুড়ি

৭

এক ভাই ডালে,
এক ভাই খালে,
এক ভাই নিত্যই ডুব পাড়ে। —বাঁশপাহাড়ী

৮

বড় হয়ে ছোটকে দণ্ডবৎ করে। — মুর্শিদাবাদ

ব্যাখ্যা: ঘটি ও ঘড়া

৯

আয়রে গুড়গুড়ি ভাই
তোকে নিয়ে জল খাই।

১০

ডুবকি এলো নিতে,
চলে যাবো খাতে। —বেলপাহাড়ী

ঘড়া

১

এক বুড়ি রোজ নদীতে ডোবে ওঠে। —হাতীবাড়ী

২

এক মাগী সকাল বেলায় উঠে ডুব গালে।

৩

মা হয়ে মেয়েকে প্রণাম করে। —মাঠা, পুরুলিয়া

ব্যাখ্যা : ঘড়া ও ঘটি

৪

মা নমস্কার করে ছেলেকে। —জোমজুড়ি

ঘড়ি

১

জীব নয় জন্তু নয় ধাতুময় কায়।
আপনি না জানে কিছু অপরে জানায়॥
হস্তপদ নাই কিন্তু দিবানিশি চলে।
কি হেন পদার্থ আছে বল কে সকলে॥ —হাতীবাড়ী

২

চলে অথচ নড়ে না। —হাওড়া

৩

জীবজন্তু নহে সে ধাতুময় কায়।
আপনি না জানে কভু পরেরে জানায়॥
যদি তারে প্রাণ দাও তবে প্রাণ পায়।
কাল বয়ে গেল বলি জানায় ভাষায়॥

৪

ছিলকে বান্দা গোল গা।
প্যাটের মধ্যে হাত পা॥
চলে কিন্তু নড়ে না।
সেইটা কি তা বল না॥ —ঢাকা

ব্যাখ্যা : ট্যাক্ ঘড়ি

ঘাটের কাঠ

১

কোন্ কাঠ অধিক জলে? —২৪ পরগণা।

ঘুঘী

(মাছ ধরার জাল, ঘাসের তৈরী)

১

চোখে খায় মুখে হাগে,
তারও গু সবাই মাগে॥ —বাঁকুড়া

২

উজি উজি উজি,
আর কোনে গুজি —ঐ

৩

দেখ্যে আল্যম ঝিলে।
মায়া (মেয়েছেলে) জিয়স্তে গিলে॥ —পুরুলিয়া

৪

মু হৈয়ে সাঁই বস্তে হাগো,
তার গু তরকারী-এ লাগে। —মানভূম

৫

আশ্চর্য এক জিনিষ দেখলাম
তিপান্তরের মাঠে,
মরা মানুষ আহার করে
জ্যান্ত তার পেটে। —২৪ পরগণা।

ব্যাখ্যা: ঘুঘীর ভিতর মাছ

ঘুঙুর

১

হাঁড়ার ভিতর সাঁড়া গোঁগায়। —মাঠা, পুরুলিয়া

অর্থ: সাঁড়া=মুরগী

ঘুনি

১

বসে আছি আমি,
ঘরে ঢুকেছো তুমি;
দেখতে আসবে আমাকে,
নিয়ে যাবে তোমাকে। —ঝাড়গ্রাম

২

চাঙ মাহাতোর বেটি।
ক্ষাজে বাঁধে ঝুঁটি॥ —পুরুলিয়া

৩

রুজ রুজ রুজ।
আলোর নিচে গুঁজ॥ —ডোমজুড়ি

৪

রুঁজ রুঁজ রুঁজ—
বিলের আল তুলে গুঁজ। —ঐ

৫

বসে আছি আমি, ঘরে ঢুক্‌লে তুমি;
দেখতে আসবে আমাকে, লয়ে যাবে তোমাকে। —ঐ

ব্যাখ্যা: ঘুনি ও মাছ

৬

আঁখি খায়, মুখে হাগে।
তার গু-টি মিঠা লাগে॥ —ঐ

৭

কি আশ্চর্য দেখে এলাম গরুর মাঠে,
মরা জন্তু পড়ে আছে জীয়ন্ত তার পেটে॥ —বেলপাহাড়ী

৮

মরায় খায়, জীয়ন্ত তার পেটে থাকে। —ঐ

৯

দেখে এলাম বিলের ধারে,
মরার চোটে জ্যান্ত হাটে॥ —২৪ পরগণা।

ঘুড়ি

১

নামে সে ভূচর, কিন্তু কাজে সে খেচর।
বিশেষ বালক পেলে আনন্দ বিস্তর॥ —মাঠা, পুরুলিয়া

২

উপরে উড়িছে চিল।
তলে ধরে রয়েছে খিল। —ডোমজুড়ি

ব্যাখ্যা: ঘুড়ি ও লাটাই

৩

উচে নীচে ধায় রথ দেখহ বুঝিয়া।
সারথি চালায় রথ হস্তেতে করিয়া॥
আকাশে ধায় রথ ভূমিতে সারথি।
বুঝিয়া বলিবে ভাই হেঁয়ালির গতি॥ —মাঠা পুরুলিয়া

চন্দন

১

কাঠের গাই পাথরের বাছুর
যত দুইবি ততই দুধ॥ —বেলপাহাড়ী

২

কাঠের গাই পাথর খায়,
যত ছুহিনা পান্‌হাই যায়। —হাতীবাড়ী

৩

কাঠের গায় প্যাথর খায়।
যত ছুহিলে পানি আয়॥ —ডোমজুড়ি

চপ্পল

১

ঘরে ঢুকে বাইরে ঢুকে, ঢুকে সবার মাঝে।
চামের ভিতর চাম দিলে ফটর ফটর বাজে॥ —ঐ

চরকা

১

ভোঁ ভোঁ করে ভোমরা নই,
গলায় পইতে বাউন নই। —২৪ পরগণা

২

এণ্টা পেণ্টা চৌকনা ঘর,
ষোল কন্যার দুইটি বর। —ঐ

৩

ভন ভন করছে ভোমরা নাই,
পইতা আছে বামুন নাই।
—নদীয়া, ২৪ পরগণা সীমান্ত

৪

ভোঁ ভোঁ করে ভোমরা নয়,
ঘাড়ে পৈতা বামুন নয়। —হাতীবাড়ী

৫

মামার ঘরে নিমগাছ, নিম ঝর ঝর করে,
আমার ঘরে বিধবা মেয়ে, বড় ঝগড়া করে! —ডোমজুড়ি

৬

হুঁ হুঁ তো করে হুঁ হুঁ না লাগ,
কাঁধে তো পইতা ব্রাহ্মণ না লাগে। —মাঁঠা, পুরুলিয়া

৭

গাড়া গুরুর চাক দুটি সিং দুটি বেউলা
তুলারায় পিসা বলে অপর টুকু দোড়ী। —ঐ

৮

ভোঁ ভোঁ করে ভোমরা নয়,
গলায় পৈতা বামুন নয়। —বেলপাহাড়ী

৯

ভোঁ ভোঁ করে ভোমরা নয়,
কাঁধে পৈতে বামুন নয়। —নদীয়া

১০

ভোঁ ভোঁ করে ভোমরা নয়,
গলায় পৈতে বামুন নয়। —মুর্শিদাবাদ

১১

ভো ভোঁ করে কিন্তু ভোমরা নয়,
গলায় পৈতা কিন্তু বামোন নয়। —রাজশাহী

১২

লম্ভায়ে টানে
মূড়া শোনাএ। —চট্টগ্রাম

১৩

লালায় পাখী লালায়,
ঘুরে ঘুরে তার পেটটি ভরে। —বেলপাহাড়ী

১৪

ভোঁ ভোঁ করে ভোমরা তো নয়,
গলায় তো পৈতা আছে
বামুন তো নয় ॥ —বেলপাহাড়ী

১৫

দাঁত নড়্ নড়্ ফক্‌লা পাটী।
দাঁত নাহি তার মুখের চাটি ॥ —ঐ

১৬

ভোঁ ভোঁকরে ভোমরী নয়।
গলায় পৈতা বামুন নয় ॥ —ঐ

১৭

তিন পাহাড়ের হেরে,
বেতগুলা ধরে। —চট্টগ্রাম

চশমা

১

নয়ন রঞ্জন করে নহে তো অঞ্জন,
চর্ম রহে তবু নহে চর্ম আভরণ।
নাকে রহে নাক ফল—নাকছাবি নয়,
স্ত্রী পুরুষের ভেদাভেদ কভু নাহি হয়।
কেহ পরে সখে,
কেহ পরে বিধির বিপাকে ॥ —ঢাকা

২

তিন অক্ষরে নাম তার।
চোখ নিয়ে তার কারবার ॥ —ভোমজুড়ি

চাঁই

(মাছ ধরবার যন্ত্র)

১

রাজারো বাড়ীতে যাইতে পারে
অহিত ন পারে ॥ —চট্টগ্রাম

'অহিত ন পারে' কথার অর্থ আসিতে পারে না।

২

এক অক্ষরে নাম তার নাম কি
ঝড় বাতাস নইলে তারে জলে ফেলাই দিই।
জলে পেলাই দিলে তারে পেটে হয় ছা,
মহম্মদ কাজিএ কহে এবে তুলি চা॥ —চট্টগ্রাম

৩

সাড়ে সাত জলের তলে বাজ্যাবেটির ঘর।
বান নাই বাতাস নাই, তবু বেটির চড়। —ঢাকা

চারপেয়ে

১

একটা বুড়ীর চারটে মাথা। —বেলপাহাড়ী

চালের মট্‌কা

১

কালি গাই শুইছে।
শ শ বাছুর পিইছে॥ —ডোম্‌জুড়ি

২

কালো গাই শ' শ' বাছুর। —ঐ

চিঠি

১

একটুখানি পুচ্‌কি,
তার জামাজোড়া বেশ।
সে যায় পশ্চিমকা দেশ॥ —পুরুলিয়া

২

একটুখানি পুঁচ্‌কি
তার জামাজোড়া বেশ।
সে যায় পশ্চিমকা দেশ॥ —ঐ

৩

ক্ষেতটি সাদা, বীজটি কালো,
মুখনেই তা বলে ভালো।
পা নাই তো চলে দূর,
আমার কাহিনী বহুদূর। —ঐ

৪

এতটুকু পুতলটি পেটটি বড় ফুলা,
কাঁহা কাঁহা সাখ্ পুতা, সাত রাজার দেশ ॥ —পুরুলিয়া

৫

এতটুকু পুতটি জোড়া জামা বেশ।
চলে যায় পুত্‌টি—দেশ বিদেশ ॥ —ডোমজুড়ি

৬

এতটুকু পুঁচকি
জোড়াজামা বেশ
কাঁহা যাতা পুঁচকি পশ্চিম কা দেশ। —ঐ

৭

এতটুকু পুত্‌পুতে কাজলের রেক্
কোথা যাবে পুত্‌পুতে, সাত রাজার দেশ। —ঐ

অর্থ: রেক্=রেখা।

চিমটা

১

বাঁকা উরু মাথায় ছাই,
হাত মুখ চোখ নাই। —হাতীবাড়ী

চিরুণী

১

পাহাড়ের উপরে কুড়ুল চলে। —মাঠা, পুরুলিয়া

২

তিন অক্ষরে নাম তার, মাথা নিয়ে কারবার।
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে ছেলেরা খায় বারবার ॥ —হুগলি

৩

তিন বর্ণে নাম তার, মাথা নিয়ে কারবার।
মাঝ ছাড়া খেতে চায় বালকেরা বারবার ॥ —ডোমজুড়ি

৪

দীর্ঘকায় শরীর তার বহুদন্ত ধরে,
শিকার করিতে গেলে অরণ্য মাঝারে।
অরণ্য মাঝারে নিয়ে ভাজে বহু বন,
দন্ত দিয়ে চাপি, বাঘে না মারে কখন ॥

চৌবাচ্চা

১

কোন্ বাচ্চা কাঁদে না। —ডোমজুড়ি

ছাতা

১

একটা খুঁটায়, ঘরটা দাঁড়ায়। —মাঠা, পুরুলিয়া

২

একটা খুঁটরি, ঘর দাঁড়াই। —ঐ

৩

একটা খোঁটায়,
সারা ঘরটা টেঁকায়। —ঐ

৪

তা অইরে তা অই
সারা ঘর তার এক পা অই॥ —রাজশাহী

৫

ধুমঘর এই পই
এখিনা কত্তা তাজি দেয়ে বাপই। —কুচবিহার

৬

একটি পোতে ঘরটি খেড়ে
মুড়ুন নেই কো তার,
আটটি ভাজটায় খায়।
শ্রীপাদপদ্মের পায়
করে ধরে বারণ করি
রণক্ষেত্রে যায়॥ —বাঁশপাহাড়ী

৭

ধুমঘর এক পই
দাঁড়াটা তার হাতে লই। —কোচবিহার

ছুঁচ

১

পাতিয়া গজ পাতিয়া—
এ ঢকটা যে নাই বলতে পারে তার বাপ শুকা মাছ। —ডোমজুড়ি

২

থাবলে খায়, মাথা তুলে দেখে। —ডোমজুড়ি

৩

চড়াইটি বিহান-বিকাল
এ ঝোপ ও ঝোপ করে। —ঐ

৪

ঠুরকু এঁড়ের (এইড়ার) ল্যাজে পাখা॥

৫

পাকাই পাকাই বাইয়ালং থাড়া,
ঢুকাই দিলাম বিন্ধের গোড়ায়।
ছড়ায় মারে তিন তেরো বারো॥ —বলপাহাড়ী
(ছুঁচ ও সুতা)

৬

এক পা যায়, উঁকি মেরে চায়। —ডোমজুড়ি

৭

এক যে বুড়ি এ-দিক সেদিক হয়। —ঐ

৮

এক যে বুড়ি এ নাটা সে নাটা করে। —ঐ

৯

টিকী বাছুরের ঘাড়ে দড়া,
টিকী বাছুর কামড়ে হুগা। —ঐ

১০

একটা বুড়ী এ হ্যাটা সে হ্যাটা হয়। —ঐ

১১

কালিয়া গরুর লেজে পাখা। —মাঠা, পুরুলিয়া
(ছুঁচ-সুতা)

১২

জান কহানী, জান।
লেজে ধরে টান॥ —পুরুলিয়া
(ছুঁচ-সুতা)

১৩

ভোর সাপ উঠে ডুবে। —বেলপাহাড়ী

(কাঁথা সেলাই-এর ছুঁচ)

১৪

ভরায় যায় টেঁইকি দেখে। —ঐ

(কাঁথা সেলাই-এর ছুঁচ)

জাখোই (মাছধরার সরঞ্জাম)

১

তিন কোণিয়ার মাঝ্‌ত থাল,
তাক দিয়া মারিবার ভাল্‌।
সক্‌ সকাইতে পানি কিনা পইল,
কাথা কি না ও হইল॥ —জলপাইগুড়ি

জামা

১

হাত আছে তার মাথা নেই,
পেট ঝল্‌ ঝল্‌ করে।
বাঘ নয় ভালুক নয়,
আস্ত মানুষ গেলে॥ —বর্ধমান

২

হাড়গোড় নাই মানুষ গেলে॥ —বাঁশপাহাড়ী

৩

বড় বড় হিড়ে (মাঠ)
পত্তী (প্রজাপতি) উড়ে
হাড় নাই গোড় নাই
মানুষ গিলে॥ —পুরুলিয়া

৪

বুক আছে পিঠ আছে হাত দুখান
মাথা নাই মুখ নাই লোক গিলে খায়॥

৫

কান আছে হাত আছে পা নাই। —ঐ

৬

বড় বড় বিলে পত্তাকা উড়ে,
হাড় নাই গোড় নাই মানুষ গিলে। —পুরুলিয়া

৭

পা নাই তার হাত আছে
দাঁত নাই তার মুখ আছে
কি করে সে পাষাণ চিবাচ্ছে। —বেলপাহাড়ী

৮

বাঘও নয় ভালুকও নয়
গোটা মানুষকে গিলে খায়॥ —ঐ

৯

হাত আছে মাথা নাই
পেট জল্ জল্ করে।
বাঘ না ভালুক না হয়,
আস্তর মানষিক্ ধরে॥ —কোচবিহার

১০

ঝিট্‌কির উপর গোমা ঢোলে
মরা হাতী মানুষ গিলে॥ —রাজশাহী

১১

বড় বড় হাঁড়ে (নদীর পাড়)
পাত রাজা উড়ে
হাড় নয় গোড় নয়
মানুষ গিলে॥ —বাঁশপাহাড়ী

১২

বড় বড় আইরে ফভেঙ্গা গাড়ে
বড় বড় মানুষকেই খায়॥ —বেলপাহাড়ী

১৩

হাতা আছে তাহার মাথা নাই।
পথ দিয়ে হেঁটে যায়,
আস্ত মানুষ গিলে খায়॥ —নদীয়া

১৪

ইকিটি বিকিটি চিকিটি টাঁই,

গলাটি আছে মাথাটি নাই। —হাওড়া

১৫

হাড় গো নয় মানুষ গিলে। —বাঁশপাহাড়ী

১৬

হাত্তা আছে মাথা নাই,

প্যাট্ আছে তার নাড়ী নাই। —ফরিদপুর

১৭

হাতা আছে মাথা নাই, গায় রক্ত জলে।

বাঘ ভালুক নয়, কিন্তু মানুষ গেলে। —ঐ

১৮

মরা মানুষ জেতা মানুষ খায়। —বরিশাল

১৯

হাত আছে মাথা নাই,

আস্ত মানুষ গেলে। —ঐ

২০

মুণ্ড নেই ধড় আছে

আস্ত মানুষ গেলে। —২৪ পরগণা

২১

বাঘ নয় ভাল্লুক নয়, থাকে না জঙ্গলে।

প্রকাণ্ড উদর নয় আস্ত মানুষ গেলে। —ঐ

২২

বড় বড় আরে পতঙ্গ উড়ে।

হাড় নাই গোড় নাই মানুষ গিলে। —মাঠা, পুরুলিয়া

২৩

বড় গরু বড় আইড়ে চরে—

হাড় নাই গোড় নাই,

গোটা মানুষ গেলে। —শনকুপি

২৪

অরণ্য বনে পতঙ্গ ওড়ে
বাঘ নয় ভালুক নয়,
মানুষকে গিলে। —মাঠা, পুরুলিয়া

২৫

পেট আছে, পিঠ আছে,
আছে হাত দুইখান।
মাথা নেই মুণ্ডু নেই,
গিলে গিলে খান॥ —ডোমজুড়ি

২৬

মড়ায় জ্যান্ত গিলে। —মাঠা, পুরুলিয়া

২৭

অরণ্য বনে পতঙ্গ ওড়ে,
বাঘ নয়, ভালুক নয়, আস্ত মানুষ গিলে ফেলে। —ঐ

২৮

হাতা আছে তার মাথা নাই
চোখ আছে তার মণি নাই।
সেই চক্ষু দান তিনি আস্ত মানুষ খান। —২৪ পরগণা

ব্যাখ্যা : জামা অথবা সাপের খোলস

২৯

পুকুরের জলে আরঙ্গ থাকে
জীব নেই জন্তু নেই
মানুষকে গেলে। —হাতীবাড়ী

৩০

জীব নেই জন্তু নেই
নেহেক পেহেক দেশে বুলে
টপ করে মানুষকে গিলে। —ঐ

৩১

হাতা আছে মাথা নাই
পেট আছে নাড়ী নাই। —যশোহর

৩২

বুক আছে, পিঠ আছে, হাত ছুখান।
মাথা নাই, মুখ নাই, লোকে গিলে খান॥ —মাঠা, পুরুলিয়া

৩৩

পেট আছে, পিঠ আছে, আছে ছুই হাত,
মুখ নাই মাথা নাই গিলে গিলে খান। —ঐ

৩৪

বাঘ নয়, ভালুক নয়, আস্ত মানুষ গিলে খায়। —ঐ

৩৫

খাল কুলে কুলে হেলাইয়া ঢুলে।
গল্লা নাই বেটা মানুষ গিলে॥ —চট্টগ্রাম॥

জাল

১

আধা আধা আধা
তিন ঘর খাদা।
কেন্ তুয়ারে পেসাইল,
সকল আগল বাধা। —মাঠা, পুরুলিয়া

২

আমি বড় লোক,
ডরে সর্বলোক।
অসংখ্য ঘর মোর
না থাকে কেহ॥
যে-ই থাকে সে-ই মরে
নাহি জানে কেহ॥
জলে থেকে অতিপ্রিয়
হই সবাকার।
ডাঙ্গাতে উঠিলে আমি
ভয় করে গুণী বিজ্ঞা যায়। —জোমজুড়ি

৩

ঘুঙ্গুর ঘুঙ্গুর বাজনা বাজিয়ে—
কাঁধে চেপে যায়।
উড়ে গিয়ে শিকার করে
সর্বলোকে খায়॥ —ঐ

৪

উড়লে পাখী ঝিঁঝির ঝিঁঝির বসলে পাখা বাঁধা।
আহার খেতে যায় ক্ষণে লেজটায় থাকে বাঁধা। —মাঠা, পুরুলিয়া

৫

চলে গেল রণরণাই বসলো মুখ গুঁজে,
ধরলো জন্তুকে কিন্তু খাইলো না! —ডোমজুড়ি

৬

ধাঁধা ধাঁধা ধাঁধা।
ধাঁধা গেছে জল খেতে—
লেজ রইলো তার বাঁধা॥ —ঐ

৭

ধাঁধা ধাঁধা ধাঁধা
বাপ গেলা ঝুরকি বাটে
পো রইলা বাঁধা। —ঐ

৮

আসিল রনরনি বসিল ছড়ায়ে পা,
মারিল জীব, খাইল না। —ঐ

৯

আইলা রণরণাই বসলা গোড় মেলাই।
মাইলা জন্তু, খাইলা নাই। —ঐ

১০

শুনো শুনো ঠাকুরপো হে শুনো মোর কথা,
এর ওর থোনা ভাজিলে
খাও মোর মাথা।
জলেতে দিতেছি জাল সারা দিন ধরে,
এখনো উঠলো না জল কপালের ফেরে। —মাঠা, পুরুলিয়া

১১

উড়লে পাখী ঝিঁঝির ঝিঁঝির, বসলে পাখী বাঁধা।
আহার করতে গেল পাখী, লেজুর ছিল বাঁধা॥ —ঐ

১২

কোমরে গুড়গুড় হার,
লম্ফ দিয়ে শিকার করে
উর্ধ্বে লাঙল যার। —মাঠা, পুরুলিয়া

১৩

মড়াটা বসে আছে,
জ্যান্তটাকে খেয়ে যাচ্ছে। —ডোমজুড়ি

ব্যাখ্যা : জাল ও মাছ

১৪

হাঁদারে হাঁদা যায় গেল চরতে,
লেজ রেখে বাঁধা। —বীরভূম

১৫

জানলা দিয়ে ঘর পালাল
গেরস্ত রইল বদ্ধ,
কহেন কবি কালিদাসের ছন্দ। —মায়ালন্ত

১৬

কালো কুচকুচু ঘুঙুর পায়।
লেজ বাঁধা দিয়ে চরতে যায়॥

১৭

হাঁদা রে হাঁদা সাহা গিয়েছে আহারে।
লেজ আছে বাঁধা॥ —মুর্শিদাবাদ

১৮

উঠিতে ঝিমঝিম নামিতে পাহাড়,
শত শত জীব যারে নাহি করে আহার।

১৯

বাপরে বাপ মাথায় পড়িল চাপ
ঘর পালাম দুয়ার বাটে
আমি পালাব কোন ঘাটে। —বেলপাহাড়ী

২০

শুনরে শুন ভাই হেয়ালীর ধাঁধা,
আহার করিতে গেলে লেজ রয় বাঁধা।

২১

হো হো আল্লা, ডাকাতে ঘিরল বাড়ী
বাড়ীর গিরস্তের হাতে দড়ি। —রাজশাহী,

২২

উঠিতে পাখী ঝুমুর ঝুমুর বসতে পাখী থাব্দা,
আহার করতে গেল পাখী
ল্যাজ থাকল বান্ধা। —ঐ

২৩

পড়তে ল্যাঙ্গট উঠতে যোজট। —ঐ

২৪

হিয়ারে ভাই ধাঁধাঁ
আহার করতে গেল
ল্যাজে রইল বাঁধা। —মেদিনীপুর

২৫

কালো কুচ্ কুচ্ ঘুঙুর পায়।
ল্যাজ বাঁধা দিয়ে চরতে যায়। —ঐ

২৬

শোনরে চ্যাংড়া প্যাংড়া হেয়ালীর ছন্দ,
জান্‌লা দিয়ে ঘর পালাল গিরস্ত হল বন্ধ। —রাজশাহী

২৭

চারকুর্ণা পুকুরটি লাগাম লতায় ঘেরা,
কাল পাইতে চরতে গেলাম লেজে রইল বাঁধা। —মেদিনীপুর

২৮

রাজ নয় বৈরী নয় পোষে যেইজন
বেষ্টন করিয়া দেশ রচেছে কানন।
শত শত জীব এক গ্রাসেতে খায়,
তাহার কথায় ভাই আতঙ্ক অতিশয়। —ফরিদপুর

২৯

আমি এক গল্প জানি।
তার ল্যাজে ধরে টেনে আনি। —হাওড়া

৩০

বাজ নয় বেজী নয় পোষে যেই জন,
বেষ্টন করিয়া কেশ মাথায় কানন,
শতেক পক্ষীকে একতালে করে গ্রাস
অজ্ঞে কি বুঝিবে তাহা পণ্ডিতে লাগে ত্রাস। —মেদিনীপুর

৩১

জন্মে ধর মরমে কাল,
গলায় গজমতির হার।
পাক নয় পক্ষী নয়,
উড়ে করে আহার।
কবি কালিদাস চান করতে যায় যখন,
এই হেঁয়ালি কহেন তখন। —ঐ

৩২

জানলায় ঘর পালালে।
গৃহস্থ ধরা পড়িল॥ —ঐ

ব্যাখ্যা: জাল ও মাছ

৩৩

মস্তক উপরে একবার দণ্ডপাক খাই,
যাইবার কালে একটি ল্যাজ রেখে যাই। —ঐ

ব্যাখ্যা: জাল বাওয়া

৩৪

ঘর পালাল দুয়ার দিয়ে
গৃহস্থ হল বন্ধ। —ঐ

৩৫

উপর তলে পড়ল চাপ, চাপ বলে বাপরে বাপ,
ঘর গেল দুয়ার দিয়ে আমি যাব কোন দিয়ে? —ঐ

৩৬

অঙ্গ তার জরজর মস্তক তার হীন
আহার করিতে গেলে না হয় জীন।
কহে হেঁয়ালীর ধাঁধা
আহার করিতে গেলে লেজে যায় বান্ধা। —পুরুলিয়া

ব্যাখ্যা: জাল ও মাছ

৩৭

হর দেখ সখী হে বিপরীত ধান্দা।
উড়ি গেইল পাখিটি লেঘুল রইল বান্ধা॥ —রংপুর

৩৮

খেয়ারী, ভাই, ধাঁধা
আহার করিতে গেলে লেজ রহে বাঁধা॥

৩৯

কালী মাগি গাছে ওঠে দেয় ঝুল। —বরিশাল

৪০

ছোট মাগি লম্বা চুল
তুলি বসে মারে ঝুল। —ঐ

ব্যাখ্যা : ঝাঁকি জাল

৪১

ছয় পা বারো হাঁটু
জাল বুনছে নিমাই ঠাটু,
জলে না পাইত্যা শুকনায় পাত্যে
মাছ না বাইন্ধ্যা জল বাঁধে। —ঐ

ব্যাখ্যা : মাকড়সার জাল

৪২

কালা মাগীর লম্বা চুল,
গাছে উঠে দেয় ঝুল। —২৪ পরগণা

৪৩

ও আল্লা হল কি
উপর থেকে পড়ল কি,
ঘর বেরুলো দুয়োর দিয়ে
আমরা বেরুবো কোথা দিয়ে। —ঐ

ব্যাখ্যা : জলে জাল ফেলা

৪৪

বদা বদা খদা
গেলা পানি খাইতে
লেজ রইল বাঁধা। —মেদিনীপুর

৪৫

আইলা রনরনিই বসলা গোড় বলাই
লাইলা জল্ল খাইলামি। —ঐ

৪৬

ঢক ঢক ঢক মালিয়া
কে খাইছি জল মালিয়া
কে যেবে ঘুরি আসিবে
চারি কোল মারি বসিবে। —ঐ

৪৭

ধাঁধা ধাঁধা ধাঁধা গেছে পানি খেতে
নেঙুর আছে বাঁধা। —ঐ

৪৮

খাটো মাগির লম্বা চুল
কূলে বসে মারে ঝুল। —ফরিদপুর

৪৯

জন্ম ধব্‌লা, কর্ম কালো,
কাঁকালে ছোট ছোট হাড়,
লাফ দিয়ে শিকার ধরে
উর্ধ্বে লেজ তার। —সিংভূম

৫০

সাতশো গঙ্গায় ডুব মারে
অগ্নি খেয়ে ঝাড়ে
আনগালে ঘর ভিতরা বগলি
পিড়া নিয়ে গেল চোরে। —পুরুলিয়া

অর্থ অত্যন্ত অস্পষ্ট।

৫১

ধাঁধারে ধাঁধা
সাত নদী বাঁধা,
উড়ে গেল পাখ
লেজটা রইল বাঁধা। —ঐ

৫২

আইল পাখী ঝম্‌ঝমাইয়া
রইল পাখী পাখ ছড়াইয়া
ধরে আধার কিন্তু খাইল না ॥ —ঢাকা

৫৩

আইল ঘুঘু ঝমঝমাইয়া
পড়ল ঘুঘু পাখ ছড়াইয়া
ধরল আধার গিলল না ॥ —ঐ

৫৪

সর্ব অঙ্গে চক্ষু যার
শিকারে গেলে তার
লেঙ্গুর হয় কাজ।
কহ কহ মাধুরী
বেল্লিকের ছন্দ
মূর্খে না কহিতে পারে
পণ্ডিতের লাগে ধন্দ ॥ —ফরিদপুর

৫৫

বাপ্‌রে বাপ্‌
কুকুরের ল্যাজে পড়িল চাপ,
তুই পালালি দুয়ার বাটে
আমি পালাব কোন বাটে ॥ —বেলপাহাড়ী

৫৬

কহ কহ মাধবী হেঁয়ালীর ছন্দ
গোজলা দিয়ে ঘর পালাল
গেরস্ত থাকল বন্ধ ॥ —মুর্শিদাবাদ

৫৭

জন্ম ধলা, কর্ম কাসা
কাঁকালে গুড়গুড়ে হাড়,
লাফ দিয়ে শিকার করে
ঊর্ধ্বে লেজ তার। —সিংভূম

৫৮

কালিদাসের ফন্দি।
জানালা দিয়ে ঘর পালালো
গৃহস্থ রইলো বন্দী॥ —ঐ

৫৯

সাপে গেল জল খেতে
লেজ থাকল বেঁধে। —২৪ পরগণা

ব্যাখ্যা: ঝাঁকি জাল

৬০

হায় ভগবান হলো কি
উপর থেকে পড়লো কি.
ঘর বেরুলো দুয়োর দিয়ে
আমি বেরুবো কোন দিয়ে। —২৪ পরগণ৷

ব্যাখ্যা: ঝাঁকিজাল

৬১

উড়িলে ঝম্ ঝম্
পড়িলে নীরব
এমন যে সোনার কাতি মার না খায়। —ফরিদপুর

ব্যাখ্যা: ঝাঁকিজাল

৬২

উপর থুন্ ঝম্‌ঝম্ পড়ি আধার খায়,
আপনে শিকার করি বন্ধুরে খাবায়। —চট্টগ্রাম

ব্যাখ্যা: ঝাঞ্ঝি

৬৩

উড়ি যাইতে পক্ষী পড়ি পাক খায়
আপনে আধার আনি পররে জোগাএ। —ঐ

ব্যাখ্যা: ঝাঞ্ঝি

জালার মুঠো

১

রাজারো রাজারী
চুল বান্ধে আছাড়ি। —ঐ

জুঁইর (আতপাত্র)

১

বাহারে (বাহিরে) অম্বি ভিতরে চাম্।
কেঁঅন মর্দের ফিকিরর্ কাম্ ॥ —চট্টগ্রাম

জুতা

১

ওটুম কুটির চটুম কুটির
বেল্লম কম্বল, নিলকুম কুটির। —মালামালাম্

২

চামড়ার দেহ তার, হাড় মাস নাই।
এদেশ ওদেশ ঘোরে তারা দুটি ভাই ॥
পদানত পায়ে পায়ে লোকে যায় তেড়ে।
রাগিলে উড়ে গিয়ে পিঠে গিয়ে পড়ে ॥ —পুরুলিয়া

৩

শুভ্র বস্ত্রে আবদ্ধ নির্মিত হয় বর্মে,
সহকারী হয় সেই, সবাকার কর্মে।
ধরাধামে ধর্ম যদি, না হইত ইহার
ত্রিভুবন কাতরে করিত হাহাকার। —মেদিনীপুর

৪

আপনে বসবেন ত ঝোঁকে বস্থন। —পুরুলিয়া

৫

ঘরে ঢুকাই, বাইরে ঢুকাই, ঢুকাই সবার মাঝে,
চামের ভিতর চাম পশালে, ফটর ফটর বাজে। —সিংভূম

৬

শুভ্র বস্ত্রে আবৃত নির্মিত চর্মে
সহায়তা করে সে সবাকার কর্মে
ধনী-মানী দীন-দুঃখী সবার সঙ্গে ভাব
সদা পদাবৃত থাকে এমনি স্বভাব। —পুরুলিয়া

৭

আয় ঘুঘু যায় ঘুঘু।
জল দেখে দাঁড়ায় ঘুঘু ॥ —মুর্শিদাবাদ

৮

আসা যাওয়া করে ঘুঘু
জল দেখিলেই
দাঁড়াল ঘুঘু। —মেদিনীপুর

ব্যাখ্যা: জুতো পরা মানুষ

৯

ধরে দিল ভয়ে। —বরিশাল

১০

গর্তের ভিতর পা, যে না কইতে পারে
সে জাত শুয়ারের ছা। —ঐ

১১

গর্তে দিয়ে পা—
যে না কতি পারবে
কাল বিড়ালের ছা। —২৪ পরগণা

১২

ঘরে ঢুকাও বাইরে ঢুকাও
ঢুকাও সবার মাঝেরে রে,
চামের ভিতর চাম পশিলে
ফটল ফটল বাজে রে। —মেদিনীপুর

১৩

লাফ দিয়ে দিয়ে ঘোড়া ছোটে
জল দেখলে চমকে ওঠে। —২৪ পরগণা

১৪

চামড়ার দেহ তার হাড়মাস নাই
এ দেশে ও দেশে ফেরে তারা দুটি ভাই,
পদানত পায় পায় লোকে তাই বলে
রাগিয়া উঠিলে হাতে পিঠে গিয়া পড়ে। —সিংভূম

১৫

সূতোতে আবদ্ধ হয়, নির্মিত হয় চর্মে।
সকল লোকে নিয়ে যায় সকল কর্মে॥ —ঐ

ঝাঁটা

১

বুড়ী এ-ঘর যায় ও-ঘর যায়,
ধুম্ করে পড়ে যায়। —পুরুলিয়া

২

সকাল হলে নাচি বেড়াই। —ঐ

৩

এঘর দিয়ে ও-ঘর দিয়ে
ধপাস করে আছাড় খায়। —ঐ

৪

একটা বুড়ি রোজ সকালে
এ-ঘর সে-ঘর হয়। —সিংভূম

৫

হাত নাই পা নাই আছে দুটো কান।
বাড়ী বাড়ী বেড়ায় আমার নেড়া সন্তান॥ —ঐ

৬

একটা বুড়ি রোজ সকাল হলে
ঝুপে ঝুপে বেড়ায়। —মেদিনীপুর

৭

ই-ঘর যায় উ-ঘর যায়
দুড়ুম করে আছাড় খায়॥ —পুরুলিয়া

৮

এতর চিড়ি বেতর বান (বাঁধ),
যে ভাজি দিতে পারে তারে আধ বিড়া পান। —চট্টগ্রাম

৯

এই ঘরথুন ঐ ঘরত্ যায়
ধুপুর ধুপুর আছাড় খায়। —ঐ

১০

এ ঘর যাই ও ঘর যাই
ঝুমঝুমিয়ে আছাড় খাই। —বর্ধমান

১১

এ ঘর থেকে ও ঘর যায়
ধুপুস করে আছাড় খায়। —বীরভূম

১২

এ ঘর যায় ও ঘর যায়
ছুম্ ছুম আছাড় খায়। —মেদিনীপুর

১৩

ই-ঘর যায় উ-ঘর যায়
দড়াম করে আছাড় খায়। —বাঁকুড়া

১৪

এ ঘর যাই ও ঘর যাই
ছুম ছুমাইয়া আছাড় খাই। —ঢাকা

১৫

আগে ঝুনঝুন গোড়া মোটা,
যে না বলতে পারে তার বাবা মোটা। —যশোহর

১৬

এ-ঘর যায় ও-ঘর যায়
ছুম করে আছাড় খায়। —মেদিনীপুর

১৭

এ ঘরের বুড়ি ও ঘরত যা,
ধপার ধুপুর আছাড় খা। —চট্টগ্রাম

১৮

আগা ঝুন ঝুন গোড়া মুঠ্যা
যে না কত্তি পারবে তার বাপ ছুট্যা। —ফরিদপুর

১৯

আগায় ঝুনঝুনি গোড়ায় আঁটা,
এই জিনিস সর্বলোকে করে আনাগোনা। —বরিশাল

২০

আগা ঝন ঝন গোড়া মুঠে
যে না বলতে পারে তার বাবার নাম মুটে। —২৪ পরগণা

২১

আগা ঝুম ঝুম গোড়া মুঠে
যেনা বলতে পারে তার বাপ মুটে। —যশোহর

টর্চ লাইট

১

একটুখানি পুকুরটি মরা ছেলে ভাসে,
মাঝখানেতে টিপ দিলে খটখট করে হাসে। —বরিশাল

২

গোড়াতে সারিলং টিপা
রংপুর গেইল তার সিপা। —কুচবিহার

ব্যাখ্যা : টর্চের আলো

টাকা

১

এ গুজরি সে গুজরি নদা পারা পেট,
কোথায় যাচ্ছিস রে গুজরি সাত রাজার দেশ। —সিংভূম

ব্যাখ্যা : টাকার থলি

২

অলি অলি পাখীগুলি গলি গলি যায়
বেণের দোকানে গিয়ে উল্টাবাজী খায়। —ঐ

৩

অলি অলি পাখীটি গলি গলি যায়।
আস্‌ড়ার দোকানে গিয়ে চালভাজা খায়॥ —ঐ

৪

এক চাকা মূলা
ভাঙলে হয় এক কুলা। —ঐ

৫

জিলিস সময় সত্তা
গাঁদরালে দুটা, পাকলে একটা। —পুরুলিয়া

অর্থ : জিলিস=কচি, গাঁদরালে=আধাপাকা অবস্থায়।

টাকু

১

খানার পাখী খানায় চরে
ঘুরে ঘুরে তার পেটটি ভরে। —২৪ পরগণা।

টোকা

১

উপরে কাড় তলে খড়।
এই কহানীর নাইকো অড়॥ —পুরুলিয়া

ডিবা (lamp-এর নীচের পাত্রটি)

১

গলা কেটে জল খায়। —মেদিনীপুর

ডোঙ্গা

১

বনরে বাড়ে বনরে ছিঁড়ে
সেই ধারে তার বাস,
ঘরকুনা যে কুটুম পুষে
তার নাম ধরম দাস। —ঐ

২

এক হাত বল্লা, দশ হাত শিং।
নাচে বল্লা হিং হিং হিং॥ —পুরুলিয়া

৩

এক হাত বোল্লা বার হাতে শিং।
নাচে বল্লা খিড়িং খিং॥ —ঐ

৪

বারো মাস জলে।
একশ ছুগো গিলে॥ —ঐ

৫

ঢাক ঢোল ভিতর খোল।
ওহে নদী বহে জল॥ —ঐ

ঢাল

১

উলুক বুড়ি ছুলুক খায়
ছুটা ঠেঙা মার খায়। —পুরুলিয়া

ঢেঁকি

১

নদী নদী বক চরে।
পা দিলে ক্যাঁক্ করে॥

২

গলি গলি বক চলে।
ছুঁ দিলে কেঁক করে॥ —ঐ

৩

আট কাট ল বজ্‌রা,
ডাক্‌ছে শিকলের থরা॥ —ঐ

৪

গণপতি নয় কিন্তু এক দন্তধর
কটিতে বন্ধন তার দেহ লম্বাকার,
দুই পদ পাতালেতে তাহারও প্রবেশ,
দন্তাঘাত বহুক্ষণ করে অক্লেশ। —ঐ

৫

একদন্ত ধরে কিন্তু গজপতি নয়,
দীর্ঘাকৃতি দেহ তার কটু কথা কয়। —ঐ

৬

উঠে বসে ঢোঁড়া সাপ—
যে না কহে তার মেড়া বাপ। —সিংভূম

৭

মামা বাড়ীর হাতি, যে যায় মারে এক লাথি। —বরিশাল

৮

রাজার বাড়ীর হাতি
যে যায় সে দেয় এক লাথি —২৪ পরগণা

৯

উপর থেকে আসছে টিয়ে টি টি করে,
ময়া পাখীতে ধান খায় গর গর করে। —ঐ

১০

ধরেই পাছায় লাথি
আমি স্বর্গের হাতি। —২৪ পরগণা

১১

রাজার বাড়ীর হাতি
যে আসে সে মারে এক লাথি। —যশোহর

১২

দাঁড়িয়েই লাথি। —২৪ পরগণা

১৩

উঠে বসে খেন্‌ডা সাপ,
যে না বলতে পারে তার খেনতা বাপ। —সিংভুম

১৪

চরণে আঘাত করে নাহি করে রোষ,
খেতে দিয়ে কাড়ি নিলে তবুও সন্তোষ,
নিজে নাহি খায়, দেয় অন্যের আহার। —মেদিনীপুর

১৫

বার হাত বাল্লা তের হাত শিং
নাচে বাল্লা ধা তিং তিং। —ঐ

১৬

উঠে বসে ঢোঁড়া সাপ
যে না কহে মেড়া বাপ। —ঐ

১৭

উঠে বসে ট্যাড়া সাপ
যে নাই বলে তার মেড়া বাপ। —ঐ

১৮

গণপতি নহে কিন্তু এক দন্তধর,
খুঁটিতে বন্ধন তার লম্বা দেহখান
দুই পদ পাতালেতে তাহার প্রবেশ
দণ্ডাঘাতে বহু কর্ম করে অক্লেশ। —ঐ

১৯

এক দন্ত, গজ-মুখ, নহে গজানন
দুই পদ পাতালেতে, কোটি কথা কহে। —সিংভূম

২০

আটখানার উপর পাটখানা।
লোহার ভরি দাঁতখানা॥
কেউ কুঁক করে কেউ কাঁক করে।
কেউ ডুলুক ডুলুক নাচ করে॥ —পুরুলিয়া

২১

রাজার বাড়ীর হাতী
নিত্য খায় লাথি। —রাজশাহী

২২

একদন্ত ধরে কিন্তু গণপতি নয়,
দীর্ঘাকৃতি দেহ তার কটু কথা কয়।
দুই পদ পাতালেতে প্রবেশে তাহার
সদাই পণ্ডিত কয় হেঁয়ালীর সার। —ডামজুড়ি

২৩

বারো হাত লম্বা তের হাত শিং
নাচে বসন্ত ধা তিন্ তিন্। —হুগলি

২৪

আট খেজী তার পাট খেজী
লোহায় বাঁধা ঠাট খেজী,
ঢেকোর মেকোর হুলুক হুলুক নাচ করে। —মেদিনীপুর

২৫

হিলত্ লুটে বিলত্ লুটে
লেজত্ ধৈরলে ফাল্দি উঠে। —চট্টগ্রাম

২৬

এক খাবল খায়
উপর দিকে চায়। —ঢাকা

২৭

খেতে দিয়ে কেড়ে নেয়
তাতেই সন্তোষ। —ঐ

২৮

তলদা গাছে বলদা ওঠে। —ঐ

২৯

রসে নাচে রমণী
নিরসে নাচে কে।
আহার করে জল খাইছু
কেমন আছে সে। —মেদিনীপুর

৩০

মিচ্চ্যানা বুড়ী আল গুড় গুড় যায়
গাজত্ পাও দিলে আকাশ ত উঠে যায়। —রাজশাহী

৩১

উত্তর থাকে আল পক্ষী শন্ শন্ করে,
মরা পক্ষী দান খায় গজ্ গজ্ করে। —ঐ

৩২

উপরে থেকে প'ল হাতী
হাতীর পাছায় একশ লাথি। —২৪ পরগণা

৩৩

উপর হইতে পড়ল হাতি
হাতির গায়ে সাত লাথি। —নদীয়া

৩৪

দু অক্ষরে নামটি তার জানে সবা জাতি
রমণীর সঙ্গে খেলা করে দিবারাত্রি।
নাচিয়া নাচিয়া নেয় জীবের আহার।
বল দেখি পণ্ডিতে, ভাই, কি নাম তাহার ? —যশোহর

৩৫

শুঁড় দিয়ে করি কাজ তবু নই হাতি,
পরের উপকার করি তবু খাই লাথি। —ঐ

৩৬

গঙ্গাপারের বুড়ীগুলি নব ধান কুটে
কাঁকলিত পাড়া দিলে কেক্কাত করি উঠে। —শ্রীহট্ট

৩৭

হিলত লুডে বিলত্ লুডে
লেজ্‌ত ধৈরে ফাল্‌দি উডে। —চট্টগ্রাম

৩৮

ওপর থেকে পড়লে তারা ভুঁই থরথর করে
সোনার নূপুর ভেঙ্গে গেলে গড়তে নাহি পারে। —মেদিনীপুর

৩৯

অড়র বাড়ি গড়র চরে
লেজে ধরিলেই ক্যাক্ করে। —ঐ

৪০

শোনরে সদাশিব
কোন দেবতার পায়ে জিব? —ঐ

৪১

আটখানারে পাটখানা
লোহার বাঁধা ঠোঁটখানা
কে করেছে, কে মরেছে
ডুলুক ডুলুক লাজ করে। —ঐ

৪২

মুখে খায় পেটে নাহি যায়
পা দুটি আছে তার, চলিতে না পারে,
উহার উচ্ছিষ্ট লাগে দেব-দেবতারে। —সিংভূম

৪৩

উঠে পড়ে ডাণ্ডা সাপ,
যে কইতে না পারে তার মেড়া বাপ। —ঐ

৪৪

কুকুড় কুন্দা শ্রীদাম দাদা
কেউ করে ছেঁ, কেউ করে যেঁ
কেউ দালাক ডুলুক নাচে। —পুরুলিয়া

৪৫

উঠে পড়ে ঢোঁড়া সাপ
যে না কহে তার মেড়া বাপ। —সিংভূম

ঢোল

১

ঢুলুক ঢুমা কাঁধে যায়।
বিনা দোষে মার খায়। —পুরুলিয়া

২

উলুক বুড়ী ঢুলুক যায়,
বিনা দোষে মার খায়। —ঐ

৩

দুলে দুলে যায়
বিনা দোষে মার খায়।

৪

মামার ছাগল ছুলে মেমায়। —মেদিনীপুর

৫

কান্ধে আইএ কান্ধে যায়
বিনা দোষে মাইর খায়। —চট্টগ্রাম

৬

কাঁধে আসে কাঁধে যায়।
বিনা দোষে মার খায়। —বীরভূম

ডকুলি

১

উলে পইরর নীচ পার।
গুরগুরি হাসে বজা পায়। —চট্টগ্রাম

২

নালার পাখী নালাইছে
ঘুরে ঘুরে পেট ভরাইছে।

৩

ভোঁ ভোঁ করে ভোমরা নয়
গলায় পৈতা বামন নয়। —মেদিনীপুর

৪

ভোঁ ভোঁ করে ভোমরা নই
গলায় পৈতা বামন নয়
ঐটার উত্তর বলি দাও ভাই। —সিংভূম

৩ এবং ৪ সংখ্যক ধাঁধা দুইটির উত্তর চরকা ও হয়।

তাঁত

১

চার চোখ তার চৌদ্দ পা
সে বা অথিয়া বন রেথাই,
সীতা কাদন্তি রাণী কেবা
কি আহার পাই। —ঐ

২

মেরে দিলাম অাাঁ করে
টানি দিলাম ফট করে।
চাপি রাখে কোমরকে
টানি আনে আগকে। —ঐ

৩

বকের মত বসে—
হাত্ পা তার নাড়ানাড়ি,
উল্টা-পাল্টা চষে।
এক জীব তার জলে লাগায়।
অন্য জীবে পোষে॥ —ঐ

৪

এক মুড়ার হেরে, পাইএ ডিমা পাড়ে,
গুই চাইতুম গেলুমরে
পাইএ ভিস্‌কি মারে। —চট্টগ্রাম।

ব্যাখ্যা: তাতীর তাঁত বুনিবার 'নাইল'

৫

হেটে আমোন্ উপরে হুকুম,
গেজ মারে যে বুরুত বুরুত॥ —ঐ

তামাক

১

জিনি জিনি বিচগুলি দিগল দিগল পাতা,
মন দিয়ে শুন ভাই তামাকদুয়ের কথা।
হাত পুড়ল গাল পুড়ল,
গালের মাস দড়ি হল,
পেটে হইল কালি।
পুণ্যা পুকুরের জল ভুড়ভুড়ি। —পুরুলিয়া

হুঁকা সম্পর্কিত ধাঁধা অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

তালাচাবি

১

ঘুরালে খোলে, ঘুরালে লাগে। —রাজশাহী।

২

ফকিরী ফিকীর করে গাছের নীচেয় বসে,
গাছের ফল গাছে রহিল বোঁটা আসিল হাতে। —নদীয়া।

৩

রইস্যা রইস্যা
ঢিল মারলাম কইস্যা
গাছের ফল গাছে রইল
বোঁটা আইল খইস্যা। —পাবনা।

৪

কুটের ভিতর কোট
সেই এমনি মজার কল
কখন খোলে কখন ছাড়ে
বন্ধ অবিকল॥ —ঐ

৫

দলে দলে গেছে দেবতা দর্শনে,
কেউ না ফাঁদে পড়ে,
নির্দোষী বেটা গেল ফাঁদে পড়ে। —সিংভূম

৬

আম থাকল গাছে
বোঁটা পড়ল খসে। —যশোহর

৭

পাতালে ঢুম্ ঢুম্
আকাশে কড়া ভাঙছে
চিকণে লাগছে জোড়া। —ফরিদপুর

তাড়ির হাঁড়ি

১

কাঠের গাই মাটির বাচ্চা।
দুধ খাই তার মনের ইচ্ছা।
ইহা যে লোক গোড়ে বাঁধে।
তার মা বসে কান্দে। —সিংভূম

তীর

১

গণেশ নয় গজানন,
রুধির করে ভক্ষণ।
সময়পানে শূন্যপথে ধায়।
তার ভয়ে দেবগণ পালায়। —পুরুলিয়া

২

বিপদে পইড়ে রমা,
জীবন না যাবে তোর। —সিংভূম

৩

বাপ বাঁকা, পো সোজা,
নাতি ছোক্‌রা বড় চটপটে। —ঐ

ব্যাখ্যা: তীর-ধনুক-ছিলা

৪

উঠতে ঝিমিঝিমি নামতে পাহাড়ী,
লক্ষ লক্ষ জীব যারে না করে আহার।

থালা

১

রতনকে যতন করি
তবু রতন জলে পড়ে। —হাওড়া

২

ভাতের ধান কোথায় থাকে ? —মেদিনীপুর

ব্যাখ্যা : থালায়

৩

খাবার ধান গোলায়
বীজ ধান ডোলায়
ভাতের ধান কোথায় ? —বরিশাল

ব্যাখ্যা : থালার পাশে

৪

মামাগো পুকুরে বড় বড় কই
তার পিঠ খাই আর এক পিঠ থুই। —ঐ

৫

হলা আছে তার গলা নাই। —নদীয়া

৬

মামাগো বাড়ী বড় বড় কই
একপিঠ খাই আর এক পিঠ থুই। —ফরিদপুর

দড়ি

১

যতই দিবে ততই খাবে
লেগ্‌রাইয়ে দিলে পিছিয়ে যাবে। —মেদিনীপুর

২

কালো ছাগলের থব পাথা। —ঐ

৩

যতই দিবেক ততই খাবেক,
নিঙ্‌রালে পেছাবে। —ঐ

৪

যত দিবে ততই খায়,
লেজে ধরলে পিছাই যায়। —ঐ

ব্যাখ্যা : দড়ি পাকান

৫

বার হাত লম্বা তেরো হাত শিং
নীচে বল্লা ধা তিন্ তিন্। —ঐ

ব্যাখ্যা : দড়ি ও বাল্‌তি,

৬

থালায় পাখী নালায় চরে
ঘুরে ঘুরে তার পেটটি ভরে, —যশোহর

ব্যাখ্যা : দড়ি ও কাটি

দরজা

১

মড়ারে ফেলে এলাম হড়হড়ের তরে,
মরার পেটে জেন্তা নড়ে। —যশোহর

২

দিয়েও দেয় না,
না দিয়েও তয় না। —ফরিদপুর

৩

এটার মধ্যে ওটা দিয়ে,
স্বামী-স্ত্রী রয় শুয়ে,
বাহিরে ছিল যারা,
ঠেলাঠেলি করে তারা। —ঐ

৪

দেয় দেয় দেয় না, না দিয়াও ঘুমায় না। —বরিশাল

৫

যাচ্ছিস্ তো দিয়া রাখ। —পুরুলিয়া

৬

যাচ্ছিস ত দিয়ে যা। —মেদিনীপুর

৭

যাচ্ছিস তো দিয়ে যাস। —মেদিনীপুর

৮

যাচ্ছিস তো দিয়া রাখিস। —ঐ

৯

যাবি তো দিয়ে যা। —ঐ

১০

ঘুমত্ উঠি তাত হাতে॥ —শ্রীহট্ট

ব্যাখ্যা: দরজার খিল

দাঁতন

১

পাঁচ ভাই ধরে, বত্রিশ ভাইরে মারে
আর এক ভাই ঠেলে দিলে
দরিয়ায় গিয়ে পড়ে। —সিংভূম

২

হালে হেলি বুলি খি-ই
চিরি দিলি ফেলি দি-ই। —ঐ

৩

খিল যেতে আধজন, খাতুর দিল সিরজন,
কাটি তো মারি নাই, খাই তো গিলি নাই। —পুরুলিয়া

৪

আন্‌লাম যতনে, খাইলাম পতনে,
পেট ভরলো না, ফেলে দিলাম। —সিংভূম

৫

সরকার আগে খায় কি? —মেদিনীপুর

৬

খাই তো গিলি না
পয়সায় তো মিলি না। —ঐ

৭

গিলি তো খাই নাই
পয়সাত কিনি নাই॥ —ঐ

৮

চিবায়ে ফেলে দি। —মেদিনীপুর

৯

কাঠ না ফাড়লে ভাত খেতে পাব না। —পুরুলিয়া

দিয়াশলাই

১

রাজার পুকুরে দারোয়ান ভাসে।
পোঁদে কাঠি দিলে ফিক্ করে হাসে। —হুগলি।

২

এই ঘরেতে থাকি আমরা সাত ভাই
থাকি আমরা পরিপাটি
মুখেতে কালো মাটি। —মেদিনীপুর

৩

একটুখানি কালো, ছুঁয়ে দিলে আলো! —সিংভূম

৪

আগুনেতে বাস তার আগুনেতে রয়
উপজিল মস্ত থাকে ঠকায়। —দিনাজপুর।

দুধের বাল্তি

১

চার বাঁধ ঝরে, এক বাঁধ ভরে। —পুরুলিয়া

দুয়ার বাড়ি

১

দুআ উআ এক গউআ কাইত
ভরি দিয়ে সারা রাইত॥ —চট্টগ্রাম

দৃষ্টি

১

হাই গেল, হাই আলো। —পুরুলিয়া

দোয়াত ও কলম

১

ফুটোর ভিয়ে দিয়ে কাটা
নড়ে চড়ে পড়ে আটা।
কালিদাস পণ্ডিতে কয়
যা বুঝেছ তা নয়॥ —নদীয়া।

২

তিন কোনা মধ্যে খানা মাসে মাসে জোগায়
ত্যেনা লম্বা একটা আসে আর যায়
ব্রজ বলে যা ভাবছি তা নয়। —বরিশাল

৩

ফুটোর মধ্যে কাঁটা দিয়ে নড়াচড়া করে। —২৪ পরগণা

৪

ত্যেটানা মধ্যে খানা, মাসে মাসে জোগায় ত্যেনা,
মাথা ফোটা খেপ্‌চি কাটা
যায় আর আসে অধম নিমাই কয়।
যা ভাবছ তা নয়,
যদি ভাব ভও পাঁচ সিকা দও। —যশোহর

৫

ত্যেটানা মধ্যিখানা
মাসে মাসে জোগায় ত্যানা
পাত্তা কাটা খ্যাপসী থাটা
মাথায় জটায় আটা আটা। —ঢাকা

ধান রাখাড় কুঁচড়ি

১

বাইরে পোঁটা ভিতরে মাস। —পুরুলিয়া

২

ন-দা ভাই ন-দা ভাই কি দোষ করলাম,
যার জন্তে (কুড়াই চটাই) এত করে মার খেলাম। —সিংভূম

স্থাতা

১

একটা বুড়ী সকালবেলা উঠে পোদ ঘসছে। —হুগলী।

২

একটা বুড়ি ঘুমিয়ে যায়। —পুরুলিয়া।

৩

থাকে থাকে বুড়ি স্নান করে নেয়। —সিংভূম

৪

একটা বুড়ি এঘর উঘর ঘস্‌ড়ি বুলে। —পুরুলিয়া

নৌকা

১

কালোগাই হাংরায়
সাতনদী সাঁতরায়॥ —রাজশাহী

২

সাত পাঁচ গিলে
দিবানিশি জলে
এক পায়ে জলে॥

৩

এক হাতীর দুই মাথা
যায় হাতী কলিকাতা। —রাজশাহী

৪

রাজার কালো গাই
ঘাটে ঘাটে জল খাই॥

৫

কূলে গরু চুল ঝুটি
যদি কূলে হাঁকরায়
সাত নদী সাঁতরায়॥ —নদীয়া

৬

বনলু বানলা বনলু কাটুলি
লই কূলে কূলে বাস
ঘরকু পুষে কুটুম পুষে
ঘরকুল আসে তা। —মেদিনীপুর

৭

গোটা গোটা মানুষ খায়
সেতো উগারিয়া ফেলে
সেতো পিঠ কাটে চলে।

৮

এক হৈলর দুই মাথা
হৈল গেইয়ে কৈলকাতা। —চট্টগ্রাম।

৯

বনে তার জন্মলোকে ফেলে দেয় বনে,
বনে ও সর্বদা থাকে জানে সর্বজনে।
ধন দিলে সেই নারী ভোগ করা যায়।
কিন্তু বিশ্বাস নহে বলে বলে দাও তাই। —মেদিনীপুর

১০

পেটে খায় পিঠে হাটে। —মুর্শিদাবাদ।

১১

এক শালুকের দুই মাথা
শালুক গেল কলিকাতা,
শালুক যদি মন করে
ভবনদী পার করে। —ফরিদপুর

১২

একটা শোলের দুইটা মাথা
শোলে গেল কলিকাতা। —বরিশাল

১৩

কুড়ে গরু কুল খুটি
দুধ দেয় ষোল ঘটী
জাতকুলে হামলায়
সাত নদী সাঁতরায়। —২৪ পরগণা

১৪

এক শালিকের দুই মাথা
শালিক যায় কলিকাতা। —২৪ পরগণা

১৫

কালো গরু হামলায়
দুধ দেয় পাঁচ সেরা,
যখন গরু হামলায়
সাত নদী সাঁতরায়। —২৪ পরগণা

১৬

কালি গাইটি কাইশিরা দুধ দেয় মোর
কাইশিরা কালি গাই যখন মন করে,
সাত সমুদ্র পার করে। —হাতীবাড়ী

১৭

ঙঁজি লাঙলে তেনডা ফাল
ছুঁয়ে দিয়ে যায় কবরোনা পাল। —ঐ

১৮

একটা বুড়ি রোজ সকাল থেকে
নদীতে বসে। —ঐ

১৯

পাষণ বনে জন্মস্থান, জলে হয় স্থিতি,
দুই দিকে মাথা তার, মানুষের মাঝে বসতি। —মেদিনীপুর

২০

জলরে রহে না খাইয়ে পানী
একা অক্ষরে তাঁর নাম ভণি,
লেজ নাই তার নাওরে থাতে
পণ্ডিত হইলে ছ'মাসে কহে! —ঐ

২১

এ পারেতে নাগাইল নাদ
সে পারেকে গেল ঢক,
এ ঢকটি যে ঘুরাইবি
তাকে দিব সোনার শাঁখ। —ঐ

২২

সূর্যচন্দ্রকে চাহি পিঠ পাথে চলে। —ঐ

২৩

যায় হাতি আসে হাতি।
হাতির পাজ নাই। —মেদিনীপুর

২৪

ঐ কদমপাতা চললো
পাশে জল ছল ছল
নিচে জল কল কল। —সিংভূম

২৫

হাতি এলো, হাতি গেল,
পায়ের চিহ্ন নাহি প'লো। —ঐ

২৬

জল-জন্তু নহে কিন্তু জল মধ্যে রয়।
মনুষ্য প্রভৃতি বক্ষে করে লয়॥
কানে ধরে বসে আছে সে তার পতি। —পুরুলিয়া

২৭

মাঝ বাঁধে থালো ছন্‌কে। —ঐ

২৮

কভু পদ নাই তার, পবনের গতি।
কানে ধরি বসে যে-ই সেই তার পতি। —সিংভূম

২৯

আসে ঝুলুং, যায় ঝুলুং
ঝুলুং-এর পায় সেই। —ঐ

পলো

(মাছ ধরার যন্ত্র)

১

পেট আছে মাথা নাই —ঢাকা

২

লাফে লাফে যায় বীর করে মার মার
আপনে সে মরা বীর জীয়ন্তক ধরে।
কয় কবিকঙ্কণ চালাইলে চলে। —রংপুর

৩

গলা আছে তলা নাই
পেট আছে আঁতুড়ি নাই। —মুর্শিদাবাদ

৪

আচির পাচির ছাচির ঘর
মড়কচা দিয়ে দুয়োর কর। —বর্ধমান

৫

গলা আছে তলা নাই
পেট আছে আঁতড়ি নাই। —চট্টগ্রাম

৬

নির্জীব বসেছে, সজীবকে খাচ্ছে। —সিংভূম

প্রদীপ

১

একটুকু বাবাজী গঙ্গাজলে ভাসে।
পুঁটকিতে হাত দিতে ফিক্ করে হাসে। —মুর্শিদাবাদ

২

রাজার সরোবরে রাজহাঁস ভাসে।
পোঁদে কাঠি দিলে ফিক্ করে হাসে। —হুগলী

৩

জড্যা মদনে আহার পায়।
ঠেকা দেখিলে কুচলি যায়॥ —সিংভূম

অর্থ: কুচলি—বধিত

৪

দিনমানে মৃত্যু তার জীয়ে রজনীতে।
মরণের পরে তারে ডুবায়ে জলতে॥
জীবন পাইয়া প্রভা প্রকাশে যখন।
অন্ধ মাত্র নাহি দেখে তাহার বরণ॥ —ঐ

৫

এক ঘটি জলে, বক চলে।
জল শুকালে বক মরে। —ঐ

৬

অতি চতুর, পানির কাছে আসে গোসাই,
ফুল যে ফুটিছে পাতা নেই। —সিংভূম

প্রদীপের আলো

৭

একজন ভাই অন্ধ হলে,
সব্বাই অন্ধ হয়। —ঐ

৮

চারি ধারে পাড় তার, মধ্যিখানে ডোবা।
রজনীকালে পাইছে শোভা।
ভজ্যা মদনে আহার খায়,
ঠেঙা দেখ্‌লে জোর হয়। —ঐ

ব্যাখ্যা: প্রদীপ-তেল-সলিতা-খড়কে

৯

ভক্ত বড় শক্ত, ভক্ত রইলো বসি,
গাছের ফল গাছে রইলো, বোঁটা গেল খসি! —ঐ

ব্যাখ্যা: প্রদীপের শিখা ও সল্‌তে

১০

রাজার কুকুর সরোবরে ভাসে।
পিছু দিয়ে কাঠি দিলে, ফিক করে হাসে। —পুরুলিয়া

১১

কোন্ দীপে লোক নেই? —ঐ

পাই

(ধান মাপার যন্ত্র)

১

বসে খুঁটি মুড়হা
ঘরকে আসলে সর্দার বুড়া। —মেদিনীপুর

২

বনে আছে কাঠের মুড়ো,
ঘরে এলে সর্দার বুড়ো। —সিংভূম

৩

ধুরহু এড়ায়, পাহাড় ধস্কায়। —মেদিনীপুর

পাটা

(মশ্‌লা পেশার যন্ত্র)

১

হাজারো কেন্‌কেশ্শা ঘোড়া, কেন্ কেনাইত যায়,
হাজার টেকার মরিচ খাইএ আরো খাইতে চায়। —চট্টগ্রাম

পাতিল

১

একশ বুড়ী হাটে যায়, গালে মুখে চড় খায়। —রংপুর

২

কেঁচা থক্কে নুতুর মুতুর পাকিলে সিন্দুর,
এই মস্তান যে ভাঙিত্ ন পারে
হে হয় যে বাত্যা উন্দুর। —চট্টগ্রাম

৩

কাঁচায় তুল তুলিয়ে পাকায় সিন্দুর,। —বরিশাল

৪

রাঙা মেয়ে হাটে যায়,
প্রত্যেক হাটে চোপাড় খায়। —ঐ

পাথর (থালা)

১

মামাদের গর্তই বড় বড় কৈ,
এক পিঠ খায় এক পিঠ থোই। —নদীয়া

২

চিকুটির চাম নাই। —মেদিনীপুর

৩

হটুর চাম নেই।

৪

মামাদের পুকুরে বড় বড় কৈ,
একপিঠ খাইলাম খায় এক পিঠ কই। —২৪ পরগণা

ব্যাখ্যা : পাথর থালায় ভাত খাওয়া

পিঁড়া

১

পাত চিকচিক দল পেড়া,
যে বলতে না পারে তার বাপ ভেড়া। —মেদিনীপুর

পৈলা (ধান-মাপুনি)

১

বনের বাহির হইল মুড়া,
মুড়ায় বলে আমি মহাজন মুড়া। —পুরুলিয়া

পোয়া

১

সশি বেচতে কৈকেসে, রাবণ মন্দোদরী যৈসে,
হনুমান পিতা করি দেহি, রাম পিতা
করিয়েছি এগার পৈলা দর। —ঐ

ফাউন্টেন পেন

১

চক্ষু বক্র শক্ত কথা পণ্ডিত রইল বসে
গাছের ফলটি গাছে রইল ফুলটি গেল খসে।

বঁটি

১

খায় ভার ভার হাগে না। —মেদিনীপুর

২

একটা বুড়ি সকাল হইলে,
ছিদি কাম করে বাহির হয়। —পুরুলিয়া

৩

একটা বুড়ির পিছনে নাক।

৪

কাটুরি কুটুরি, পিছন দিকে ফুচুরি। —সিংভূম

৫

হীন মানিয়া লোকটি,
পিছন দিকে নাকটি। —ঐ

বন্দুক

১

হুকরে গাই, ফিট্‌কে বাছুর। —পুরুলিয়া

২

দন্তহীন শিলাভক্ষণ ও জীবে বহু গর্জন,
চলন্তি বায়ু বেগেন, পাদমেকং ন গচ্ছতে। —ঐ

৩

দন্তহীন শিল ভক্ষণ জীব বহু গর্জন। —ঐ

৪

কালো গাই কালন্দর বাছুর,
হামলায় গায় পিতকে বাছুর। —ঐ

অর্থ : পিত্‌কে—দৌড়বাজ

৫

আঁকা বাঁকা নদীটি সাত জড়ানে যায়,
সাত জোড় কপাট খুইলা লোহার গুটি খায়। —পুরুলিয়া

৬

এঁকা বেঁকা নদীটি তিন কূল খায়।
লোহার কপাট তলে লোহার কলাই খায়। —ঐ

৭

কালা গাই হুকরে।
সাত বিঘা বিল ঠিকরে॥ —সিংভূম

৮

তিন অক্ষরে নাম তার কাষ্ঠ পরিধান
শুতাইয়া ভরায় পেট আহার পরিমাণ॥ —ঢাকা

৯

পানি পানি যায় বীর পানি পানি খায়॥
মারিবার কালে বীর চিতাভস্ম খায়॥
চিতাভস্ম খায়া বীর উদ্‌গারিল অগ্নি
অগ্নি উদ্‌গারিয়া পড়িয়া করে ধ্বনি।
কয় কবিকঙ্কণ হেয়ালীর ছন্দ
মূর্খে কি বুঝিবে পণ্ডিতের লাগে ধন্দ॥ —রংপুর

১০

ও কুটিলা কুটিলা রে পিঠে তোর নাড়ি
ছান হইতে খালাস হইল গাভী ॥ —চট্টগ্রাম

১১

আমার একটা গাই ছিল
লোহার কলাই খায়
বড় বড় মর্দদের সঙ্গে যুদ্ধ লাগতে চায়। —পুরুলিয়া

১২

আমার একটি পাখী ছিল লোহার কলাই খায়,
বড় বড় রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যায় ॥ —মেদিনীপুর

১৩

আমার একটি ছাগল ছিল লোহার কলাই খায়
বড় বড় মাস্টারদের সনে যুদ্ধ করতে যায় ॥ —ঐ

১৪

হাত নাই, পা নাই গায়ে পরে খাড়ু
মুখ আছে ঔষ্ঠ নাই সেই খায় লাড়ু।
বিশ্বকর্মার সৃষ্ট তায় প্রাণীহিংসা করে
নাড়ি ধরে টান দিলে বিষম ডাক ছাড়ে। —মুর্শিদাবাদ

১৫

গাই হামলাকে বাছুর পালায় ॥ —পুরুলিয়া

১৬

কালো গাই-এর হঁহড়া বাছুর
হামলায় গাই দৌড়ে বাছুর। —ঐ

১৭

কালো গাই, কালন্দী বাছুর,
উগারিয়া বাছুর, রোগিয়া গাই। —মেদিনীপুর

ব্যাখ্যা : বন্দুকের গুলি

১৮

আইলা উড়ই বগলা গোড়স্থ যই।
মাইলা জন্তু খাইলা নাই। —ঐ

১৯

কালি গাই হুঁকাড়িলা
এক বিঘা বিল ঠিকিরিলা। —মেদিনীপুর

২০

কালো গাই হামড়িলা
আট কুড়ি ধান ঠিক্‌রিলা। —সিংভূম

অর্থ : হামড়িলা = ডাক্‌লো

বরফ

১

রাজার রাজত্বে নাই,
বেনার দোকানেও নাই। —পুরুলিয়া

বন্তা

১

গুণ গুণ করে সেই নাহি গুণ লেশ।
বৃষভবাহনে যায় নহে তো মহেশ॥
উদর পুরিলে তার মুখ হয় বন্ধ।
মূর্খে বুঝিতে নারে, পণ্ডিতের লাগে ধন্দ। —ঐ

২

গুণ গুণ করে তার নাহি গুণ লেশ,
বৃষভবাহনে যায় নহে ব্যোমকেশ।
উদর পুরিলে তার মুখ হয় বন্ধ,
পণ্ডিত বুঝিতে নারে, মূর্খ পাবে ধন্দ। —মেদিনীপুর

৩

কুকুটা গাই গাভীন হয়। —রাজশাহী।

বঁড়শি

১

অনলে জনম যার, কারিগরে গড়ে।
মাংসের ভিতরে থাকে, জলে বাহা চরে।
যার হাত লেজ তার, যে খায় সেই মরে। —পুরুলিয়া

২

আমায় চাচ্ছ কেন ?
মাংস যাবে আমার,
জীবন যাবে তোমার। —সিংভূম

ব্যাখ্যা : বড়শির টোপ

৩

মামা বাড়ী কোয়া পাই
ঘাটে ঘাটে জল খাই। —বরিশাল

৪

দেখছো আমার কি,
জীবন গেল আমার
মাংস খাবে তোমার। —ডোমজুড়

৫

এক গুজা, গুজায় ধরে মরা
মরায় ধরে জিতা। —শ্রীহট্ট

৬

মুঁড় মরা মচ্ছ মোক ধরি খাচ্ছে
চক্ষেথ বচ্চে মোক নিবার আচ্ছে। —রংপুর।

৭

অনলে জনম তার অনলে দিয়া ভর
কপট করিয়ে থাকে, জলের ভিতর,
কালিদাস কয় হেয়ালীর ছন্দ
মূর্খে বুঝিতে নারে পণ্ডিতের হয় ধন্দ। —মেদিনীপুর

বাক্স

১

অতেটুকি পুকুরি ছুধ পড়ে উপুলি
চারকোনিয়া পুকুরটি ওটায় ওটায় জল
গাছ নাই পত্তন নাই বারো রকমের ফল। —ঐ

২

চারকোনিয়া পুকুরটির ওটায় ওটায় জল
গাছ নাই পাতা নাই হরেক রকমের ফল। —ঐ

৩

চারকোনা পুকুরটি
তার মধ্যে বারো রকম ফল। —সিংভূম

৪

চারকোণা পুকুরটি,
তার মধ্যে হরেক রকম ফল। —ঐ

বাগান

১

কোন্ গান গান গায় না? —পুরুলিয়া

বাতি

১

একটুখানি দড়ি
সকল ঘর বেড়ি॥ —নদীয়া

২

একটি খড়ে,
ঘরটি বেড়ে॥ —মেদিনীপুর

৩

একটা খড়ে, ঘরটা বেড়ে॥ —কুচবিহার

৪

জানি রে ভাই জানি,
চোখ দিয়া চাইয়া রয়,
লেজ দিয়া খায় পানি॥ —ঐ

৫

সভার ভিতরে আসিয়া, দেখিলাম যারে,
ফিরিয়া দেখি না তারে,
সভার কোন শ্রী ভিডি নাই, সেবা দেব কারে। —বরিশাল

বাদ্যযন্ত্র

১

মামার দুলাল ছুঁলেই মেমায়।
অর্থ: মেমায়—চীৎকার করে —পুরুলিয়া

২

মামার ছেলে ছুঁলেই মামায়ায়। —মেদিনীপুর

বালতি

১

সকাল হলে কুয়ায় ঝাঁপ দে। —পুরুলিয়া

২

সাপ করে সর সর ব্যাঙ করে ক্রুট —সিংভূম

ব্যাখ্যা: বালতি ও দড়ি।

বালিশ

১

গাছেতে জন্ম তাহার বুকে সাদা রঙ,
ন্যাকড়া দিয়ে তৈরী করে দেয় মাথার তলায়। —বরিশাল

২

তিন অক্ষর নাম যার, মানুষের কাজে লাগে,
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে মরুভূমির মাঝে জাগে। —২৪ পরগণা।

বাঁশি

১

একটা ঘরে সাতটা দুয়ার। —পুরুলিয়া

২

এক মাথা সাত আঁখি ছয় আঙুলে বাঁধা,
আঁখি দিয়ে কথা শোনায়, করে দিশাম ধাঁধা। —সিংভূম

বাসই

১

দিলে আনিবা
না দিলে আনিবা না। —ফরিদপুর

বিছানা

১

তিন অক্ষরে নাম যার সর্বলোকে কয়
শেষ অক্ষর ছাড়ি দিলে দেখে লাগে ভয়,
মধ্য অক্ষর ছেড়ে দিলে বাজনার কয়
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে সর্ব লোকে খায়। —পুরুলিয়া

২

তিন অক্ষরে নাম তার বড় আরাম পাই।
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে বড় ভয় পাই ॥
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে সর্বলোকে খায়।
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে কৃষ্ণগুণ পায় ॥ —পুরুলিয়া।

৩

তিন বর্ণে নাম তার থাকে সর্বঘরে।
আদ্য অক্ষর বাদ দিয়ে পায় সর্ব নরে ॥
শেষ বর্ণ বাদ দিলে দেখে লাগে ভয়।
মধ্যম অক্ষর বাদ দিলে কৃষ্ণনাম গায়। —ঐ

৪

তিন অক্ষরে নাম তার সর্বঘরে আছে
পাছের অক্ষর ছাড়ি দিলে কেহ না যায় কাছে।
আগের অক্ষর ছাড়ি দিলে সবলোকে খায়
মাঝের অক্ষর ছাড়ি দিলে রাম গুণাগুণ গায়। —শ্রীহট্ট।

৫

তিন অক্ষরে নাম তার জানে সর্বলোকে
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে খাবার জিনিস হয়
মধ্যে অক্ষর ছেড়ে দিলে বাদ্য যন্ত্র হয়
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে লোকে ভয় পায়। —যশোহর

৬

তিন অক্ষরে নাম তার থাকে সর্বঘরে।
আদ্যাক্ষর ছেড়ে দিলে খেতে ইচ্ছে করে ॥
মধ্যাক্ষর ছেড়ে দিলে হরিগুণ গায়
শেষ অক্ষর ছেড়ে দিলে দেখে ভয় পায়। —মেদিনীপুর

৭

তিন অক্ষরের নাম তার সবঘরে রয়
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে সর্বলোকে খায়.
দ্বিতীয় অক্ষর ছাড়িলে সবাই বাজায়
তৃতীয় ছাড়িলে শুনলে সবাই ভয় পায় ॥ —২৪ পরগণা

৮

তিন অক্ষরে নাম যার শুইয়া নিদ্রা যায়
মধ্যের অক্ষর ছেড়ে দিলে বাদ্যযন্ত্র হয়,
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে সর্বলোকে খায়
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে দেখিতে করে ভয়। —বরিশাল

৯

তিন বর্ণে গড়া
শেষ বর্ণ ছেড়ে দিলে হয় বিয়ের কড়া। —সিংভূম

বিত্তি

(মাছ ধরিবার ফাঁদ বিশেষ)

১

কি আশ্চর্য দেখে এলাম দামোদরের ঘাটে,
মরাতে আহার করে জিয়ন্ত তার পেটে। —মুর্শিদাবাদ

বিড়ি

১

বন্ধুর বাড়ীতে বন্ধু আসার পর তাকে জলটল দিয়ে আপ্যায়ন করে জিজ্ঞাসা করা হল : "আপনি গ্রাজ মোচরা, ফিশি কাড়া খান কিনা?"

আগন্তুক বন্ধু উত্তর দেয় : খাই।

বিষয়টি কি ? —পুরুলিয়া

বৈঠা, মলতা

১

চেঁচরটি মাঝে ডিবা
রজনী কালুক পউচি সভা
কাকড়ে আহার খায়
ঠেকা দেখিলে পুড়ানি যায়। —মেদিনীপুর

বোতল

১

কালো ছাগলের গলায় দড়ি
প্রতি হাটে দৌড়াদৌড়ি॥ —২৪ পরগণা

২

কালো থাসী গলায় ফাঁসী। —নদীয়া

ব্যাখ্যা: কালো বোতল

৩

লগে গ্যাল ল'গে থাল
হাটত গেলে প্যাট হল॥ —হাজশাহী।

ব্যাখ্যা: তেলের বোতল

৪

একটি সাপের গলায় দড়ি
প্রতি হাটে দোড়োদোড়ি। —ফরিদপুর

৫

কালা ছাগলের গলায় দড়ি।
প্রত্যেক হাটে দৌড়া দৌড়ি —বরিশাল

বোমা

১

মেঘের মত ডাকে শিয়ালের মত হাঁকে;
রথারের মত ছোটে কুঠারের মত কাটে। —সিংভূম

ভরা কলসী

১

যুবতী ধরিয়া কক্ষে করে আলিঙ্গন
নিতম্বে রাখিয়া দেয় করিয়া যতন,
গুরুজন থাকিলে ও চক্ষের উপরে
লাজলজ্জা পরিহরি কত শব্দ করে। —ফরিদপুর

ভাত

১

ফুর ফুরে পাখিটি গুড়গুড়িয়ে যায়।
হাড়গোড় নেই তার মানুষেতে খায়। —পুরুলিয়া

২

ডুলুক চরে ছুলুক নামে
কাঠ থাই সিঁদুর বাগে। —ঐ

ব্যাখ্যা: ভাতের হাঁড়ি

মই

১

হাপি হাপি চাপি, দুই পা দিয়া চাপি। —বরিশাল

২

ঢিলা বলে চলা নাচে। —২৪ পরগণা

৩

দিলি আনিস না
না দিলি আনিস। —ঢাকা

৪

হাপি হাপি হাপি
দু গোর দিয়া চাপি। —মেদিনীপুর

৫

দিলে আনিস না
না দিলে আনবি। —ঐ

৬

দিলে এনে না
না দিলে আনবে। —ঐ

৭

দিছে ত না আনি
নাই দিছে তো আনি। —পুরুলিয়া

৮

দিছে তো না আন,
নাই দিছে তো আন। —ঐ

৯

দিছে তো না আন,
নাই দিছে তো আন। —ঐ

১০

হাপি হাপি হাপি,
দু'পা দিয়ে চাপি। —ঐ

১১

দিছে তো নান্,
নাই দিছে তো আন্। —পুরুলিয়া

১২

দিব তো পাবি না,
না দিলেই পাবি। —সিংভূম

১৩

বলেছিলাম তো গেছিলাম,
দিয়েছিল তো আন্লাম নি—
নাই দিয়েছিল তো আনতাম। —ঐ

১৪

চিকা চিকা ভুঁই নিকা।
ছয় টোকা তিন টিকা। —কোচবিহার

ব্যাখ্যা : জমিতে মই দেওয়া

১৫

দি খিলা আন হুনি।
নাই দিবাকে আনিছ। —মেদিনীপুর

১৬

ছাড়লে মরে।
বাঁধলে চরে। —সিংভূম

১৭

দেই তো আনবেনা
না দেই তো আনবে। —মেদিনীপুর

১৮

দিলে আনিস না
নাই দিলে আনিস। —ঐ

১৯

আপি, আপি, আপি
ছু'পা দে' চাপি। —২৪ পরগণা

১০

দিচ্ছে তো আছিস না
না দিচ্ছে তো আসিস্ ॥ —বাঁশপাহাড়ী

মন্থনদণ্ড

১

দড়ি টান্‌লে সে দড়ি আসে ;
জলপুকুরে ডিম ভাসে ॥ —সিংভূম

মশারী

১

ঘরের ভিতর ঘর,
নাচে কনে বর । —ঐ

মড়া

১

গলা আছে, গলা নাই । —ঢাকা

২

নেই তাই পাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে ? —সিংভূম

মাকু

১

নালার পাখী নালায় ঘুরে,
ঘুরে ঘুরে তার পেট ভরে । —মেদিনীপুর

২

ঘন ঘন গর্ভ হয় প্রসবে ঘন ঘন,
পণ্ডিতে বুঝিতে নারে বুঝে মূর্খ জন । —বীরভূম

৩

বজ্রের সমান বপু চলে দ্রুতগতি
ক্ষণে ক্ষণে প্রসবে সে ক্ষণে গর্ভবতী,
মানবের কাছে থাকে থাক থাকবোনা
পণ্ডিত বুঝিতে পারে বুঝহ মূর্খ জনা । —মেদিনীপুর

মাটির কলসী

১

হরির চক্রে নির্মাইল শুকাইল কর্ণ কি তাতে,
আগুর হুতাশনে যে৷ বীর নাঁচিল
সো বীর টুটিল কোন্ বিপাকে ?
অলি বাহন বাহন হাম চলি,
শশী বাহন বাহন হাল ঠেলি
দশ শির অগ্রজ তাকা মন্দ কি নন্দ
কান্ধে লালা। —পুরুলিয়া

২

রথচক্র ঘুরি ঘুরি বীর এক উঠ্‌ল।
কর্ণ পিতা কয়ি···
হেন বীর কেইসে টুট্‌ল। —ঐ

৩

কাঁচায় লদ্‌বদ্‌, পাকায় সিন্দুর।
যে না ভাঙে, তার বাবা ইন্দুর॥ ঐ

৪

কাঁচাতে লতর পতর পাকলে হয় সিঁদুর।
যে না বলতে পারে, তার বাবা ইঁন্দুর॥ —ঐ

৫

কাঁচায় তলতলে পাকায় সিন্দুর।
যে না বলতে পারে সে হয় গেছো ইন্দুর॥ —হুগলী

৬

সাজালেই সাজে, বাজালেই বাজে!
রাঙা ফুল ফুটে আছে নগরের মাঝে॥ —ঐ

৭

রাঙা বিবি হাটে যায়
হাটে গিয়ে চড় খায়। —২৪ পরগণা

৮

আন্ধারে ধরে আলোতে মারে
পিটিয়ে পিটিয়ে চ্যাপটা করে। —ঐ

৯

কাঁচায় তুল তুল পাকায় সিঁদুর। —২৪ পরগণা

১০

আন্ধারে ধরে আলোতে মারে,
পিটিয়ে পিটিয়ে চ্যাপটা করে। —ঐ

১১

লাল বিবি হাটে যায়
চাটর মটর চড় খায়। —ঐ

১২

ঢাকাতে তার জন্ম হইল
কর্মের দোষে শুকাইল,
আগুনে পুড়িয়া যে জন বাঁচিবে
সেজন বাঁচিবে কিসে।

১৩

কাঁচায় লদ্‌পদ্‌ পাকায় সিন্দইর,
যে না জানে তার গুষ্টি ইন্দইর। —পুরুলিয়া

১৪

কাঁচায় তল্‌তলে পাকায় সিঁদুর
যে না এক ডাকে বলতে পারে
সে খেড়ে ইঁদুর। —ঐ

দ্রষ্টব্য : হাঁড়ি পাতিল ইত্যাদি ধাঁধাও ইহাদের অনুরূপ।

মাথার কাঁটা

১

দুই হাত তুলিয়া
মধ্যে দিলাম ভরিয়া
কাড়টি দিলাম মারিয়া। —সিংভূম

মাদল

১

মামার ছাগল, ছুঁলেই মেমায়। —পুরুলিয়া

২

মামার ছাগল ছুঁলেই কাঁদে। —পুরুলিয়া

৩

মামার ছাগল ছুঁলেই ম্যাম্যায়। —মেদিনীপুর

৪

মামার ছাগল ছুঁলে মেময়। —ঐ

৫

হুলুক বুড়ি ঝুলুক যায়,
বিনা দোষে মার পায়। —ঐ

৬

মামার ছাগল ছুঁলেই ম্যা ম্যায়। —ঐ

৭

মামার ছাগল ছুঁলেই মেনায় ডাকে। —ঐ

৮

মামার ছাগইল ছুলাই ঘ্যাঁঘায়।
বলত কি ? —পুরুলিয়া

মুড়ি ভাজার খোলা

১

মাটির ম্যাস্তাং খ্যাতের বুবা
নাচছে বুড়ি কুবা কুবা॥ —ঐ

২

সমুদ্র বালিতে কি ফুল ফোটে।
বালুতে দেখিলে, ভুঁইরে লোটে॥ —সিংভূম

ব্যাখ্যা : মুড়ি

মোমবাতি

১

লম্বা সাদা দেহটি তার মাথায় টিকি রয়
টিকির ভিতর আগুন দিলে দেহটি হয় ক্ষয়। — ঢাকা

যাঁতা

১

মুখে খায় পেটে হাগে। —ঐ

২

আঁক্য বাঁকা নদীটি বেল চরে খায়,
হাজার টাকার গুলি খায় আরো কত খায়। —ঐ

৩

মুখে খায় কাঁকালে হাগে।
সবার প্রায় কাজে লাগে॥ —সিংভূম

৪

চন্দ্রের আকার তারা ভাই দুইজন।
জীব নয় জন্তু নয়, করিছে ভক্ষণ॥ —ঐ

৫

মুখে খায়, পেটে চিবায়। —ঐ

৬

চন্দ্রের আকার তার, ভাই দুইজন।
হস্ত নাই দন্ত নাই, অন্তরে চর্বণ। —ঐ

৭

চন্দ্রের আকার তার ভাই দুইজন।
এক মুখে দুইজন করয়ে ভোজন॥
হস্ত নেই পদ নেই পর চন্তে খায়।
মুখেতে দন্ত নাই উদরে চিবায়॥
কিবা বস্তু হয় ভাই ভেবে বল ভাই। —মেদিনীপুর

৮

ঐ গাছটা আঁকাবাঁকা ঝুপ ঝাঁপিয়ে পড়ে। —নদীয়া

৯

দুই অক্ষরে নাম তার কিবা নামধারী,
নিচেতে পুরুষ শোয় উপরেতে নারী
মুখেতে করিয়া গ্রাস উদরে চিবায়
তাহার উচ্ছিষ্ট দেব-দ্বিজগণে খায়। —ফরিদপুর

১০

এ ঘরের ইন্দুর ঐ ঘরে যায়, টুকুর নাড়ু খায়। —ত্রিপুরা

১১

এতটুকু এঁড়েটি, যতই দেবে ততই খাবে,
ঘাড়গাই দিয়ে পিছই যাবে। —মেদিনীপুর

১২

আঁকাবাঁকা নদীটি হাজার দিকে যায়,
হাজার টাকার গুলি খেলে আরো খেতে চায়। —ঐ

১৩

আঁকাবাঁকা নদীটি টিক চরণে যায়,
হাজার টাকার গুলি দিলে আরো খেতে চায়। —ঐ

১৪

চন্দ্রের আকার তারা ভাই দুইজন,
একমুখে উভয়েতে করয়ে ভক্ষণ,
হস্তপদ নাহি তাদের পরহস্তে খায়,
মুখেতে দন্ত নাই পেটেতে চিবায়। —বীরভূম

১৫

মুখে খায় বগলে বাইজ্জা করে,
সে বাইজ্জা দেব পুজায় লাগে॥ —মেদিনীপুর

১৬

চন্দ্রের আকার তারা ভাই দুইজন,
একমুখে দুইভায়ে করয়ে ভোজনে,
মুখেতে তার নাই দন্ত পেটেতে চিবায়
এ হেন বস্তুর নাম বলো মহাশয়॥ —ঐ

১৭

ছোট ছোট মহরা ব্যবসায়ে পিশা,
বলে আর একটুকু দৌড়া। —ঐ

১৮

মুখে খায় কাকালে হাগে। —ঐ

১৯

থাকের উপর থাক,
যে না বলে তার ছ'কুড়ি বাপ। —ঐ

২০

খায় জুড়ে,
হাগে কাঁকালে। —ঐ

২১

চন্দ্রের আকৃতি তারা ভাই দুইজন,
একমুখে দুইজন করয়ে ভক্ষণ,
হস্ত নাই পদ নাই উদরে চিবায়,
বল দেখি কিবা সেই কোথা পাওয়া যায়। —ঐ

২২

চন্দ্রের আকার তারা ভাই দুইজন,
একমুখে দুইজন, করয়ে ভোজন।
হস্ত নাই, পদ নাই, পর হস্তে খায়।
মুখেতে দন্ত নাই, উদরে চিবায়। —সিংভূম

২৩

মুখে খায়, কাঁকালে হাগে। —ঐ

যাঁতি

১

ছ' জাং চিরি
মধ্যে দিলাম ভরি,
খাঁচার পিচিরকারী,
কাইটা দিলাম সারী। — মেদিনীপুর

২

আঁকাবাঁকা নদীটি, দুই চরণে খায়।
হাজার টাকার গুলি খেয়ে, আরও খেতে চায়॥ —পুরুলিয়া

৩

দুই ঠ্যাঙ্ ধরিয়া,
মধ্যে দিলাম ভরিয়া। —ফরিদপুর

৪

দুই পা ধরে মাঝখানেতে দিলাম ভরে,
পোরল মনের আশা দিলাম তাকে ছেড়ে।
ব্রজ বলে, যা ভাবছ তা নয়। —বরিশাল

৫

সই করল সিদ্ধি হল। —২৪ পরগণা

৬

রাজার বিবি এঘর থেকে ওঘর যায়,
টাকুর টুকুর নারা খায়। —ঐ

৭

এই ঘরের বুড়িগুলি, সেই ঘরে যায়।
টাক্‌কুর টুক্‌কুর, গুদাখিনি খায়॥ —শ্রীহট্ট

৮

হাতে পায়ে ধরি যদি।
কাটতে পারে নিরবধি॥ —সিংভূম

৯

দু'হাতে ধরলাম চিরি।
মাঝেরে দিলাম ভরি॥
বার দুই তিন খ্যাচর খ্যাচর—
কাজটি দিলাম সারি॥ —ঐ

১০

হাতে পায়ে ধরি যদি,
কাটতে পারে কোমর অবধি।

১১

আঁকা বাঁকা নদীটি, শ্রীচরণে খায়,
হাজার টাকার গুলি খেয়েও আরও খেতে চায়॥ —ঐ

১২

আঁকাবাঁকা নদীটা ডিগ্‌ চরণে খায়,
হাজার টাকার গুলি দিলে, আবার খেতে চায়॥ —মেদিনীপুর

১৩

উঠিতে ঝন্ ঝন্ বসি সোজা,
এক ঠ্যাং ধরে ঠাশা দিলে,
কাজ হয় ক্ষস্ করে ॥ —রাজশাহী

১৪

কনে ছিল পড়ে জাং ভুটি ফেরে
বার পাঁচ ছয় খাচার খুচুব কাজটি নিল সেরে ॥ '—মেদিনীপুর

১৫

পেট কাটা পিঠে কুঁজ
এই কথাটি ছমাস বুঝ,
পান সুপারী খাবে যবে
এই হেঁয়ালী ভাঙবে তবে ॥ —ঐ

১৬

আঁকা বাঁকা নদীটি ছুই চরণে যায়,
হাজার টাকার গুলি খাইলে আরো খেতে চায়। —ঐ

রান্দা (রেঁদা)

১

বুক দিয়া খায় পিঠ দিয়া হাগে। —বরিশাল

রুদ্রাক্ষের মালা

১

হরিহর পুরের কন্যা, সুতা হাটায় ঘর।
একশ আটটা কন্যার হইল এমন বর ॥ —পুরুলিয়া

রেলগাড়ী

১

গাই যায় রেতে রেতে
বাছুর যায় খেতে বাইদে,
যখন গাই হামলায়
তখন বাছুর পেটে। —ঐ

লবণ

১

ঝর ঝর ঝাঁজরা কুলা
তোমার দেশের ভাই আমি একলা। —মেদিনীপুর

২

জলেতে জন্ম তার নগরেতে বাস।
মা ছুঁইলে, ছা মরে এই তো সর্বনাশ। —সিংভূম

৩

জলেতে জনম আমার নগরেতে বাস।
জন্মিয়া মায়ের দুধ নাহি করি আশ॥ —পুরুলিয়া

৪

জলে জন্ম, স্থলে কর্ম নগরেতে বাস,
মা ছুলে, ছা মরে, একি সর্বনাশ! —সিংভূম

৫

জলে জন্ম স্থলে বাস।
জলে গেলে সর্বনাশ॥ —ঐ

৬

মামাগো মামা।
এই জলটা পার করে দিলে—
একলাই খাবো। —ঐ

৭

ক' ফলায় জন্ম তার জলে হয় স্থিতি,
মাছ ভি নেই, সগর ভি নেই ধবলা জাতি। —ঐ

ল্যম্ফ (ল্যাম্প)

১

অল্প একটু জলে একটা বক চরে,
জলও শুকিয়ে গেল বকটাও মরে গেল। —২৪ পরগণা

২

অতটুকু টিটি চড়াই
ঘাড়মুড়ি পানি খাই। —সিংভূম

৩

একটা খুঁটায় ঘরটি বেড়ে। —পুরুলিয়া

৪

গলা খুলে জল খায়। —ঐ

৫

মাথা রেখে জল খায়। —ঐ

৬

এক রত্তি জলে বকটি চরে।
জলটি শুকালে বকটি মরে॥ —সিংভূম

৭

ঘাড় কেটে দিলে তবে সে জল খায়।

ব্যাখ্যা : লম্ফে তেল ভরা —ঐ

৮

মুড় রাখো জল খায়। —পুরুলিয়া

৯

একটা ঘেরে, ঘরটা বেড়ে। —ঐ

১০

এতটুকু সোপাটি,
ফুল ফোটে শোভাটি। —ঐ

১১

একটি ঘরে ঘরটা ছায়। —সিংভূম

লাঙল

১

উত্তর হতে আসল টিয়ে
সোনার মটুক মাথায় দিয়ে,
যদি টিয়ে মন করে
উর মাটি চুর করে। —বরিশাল

২

ঢক ঢক ঢক উবা,
দশ পা, তিন মাথা
দেখ গো মইসা। —সিংভূম

ব্যাখ্যা : লাঙল চষা

৩

হেটেং টেঙিয়া খোড়ে মাটি,
দশটা পা, তিনটি মুখ পাটি। —সিংভূম

৪

তরোয়াল ঝিকমিক বন বাদরা
ছয় চোখ দশ পা বল দেখি তোমরা : —ঐ

৫

গাঙ্ পার দিয়া যায় টিয়া
সোনার টোপর মাথায় দিয়া।
যদি টিয়া ইচ্ছা করে
সাত হাত মাটি খোচ্ করে। —ঢাকা

৬

দেয়ত আনিস্নে, না দেয়ত আনিস্। —মুর্শিদাবাদ

ব্যাখ্যা : লাঙল ও মই

৭

খোক্কর খাই খোঁড়ে মাটি দশ ঠ্যাং
তিন পুক্টা। —কোচবিহার

৮

উপর ঠেক্যা কুয়র ঠেক্যা নেট্যা ডিভির ছা,
দু চৌখ তি কঅডি কাণ্ড দেখাস্ চা। —চট্টগ্রাম

ব্যাখ্যা : লাঙল, কৃষক, বলদ

৯

তরওয়ালকে ঝিকিমিকি বনকে বাদড়া,
তিন মুণ্ড দশ ঠ্যাং দেখেছ কি তোমরা। —বর্ধমান

১০

উত্তরে আইল টিয়া টুপি মাথায় দিয়া,
টিয়া যদি মনে করে উরা মাটি চূরা করে। —রাজশাহী

১১

হোঁকতা কুঁজা তোলে মাটি
দশ ঠ্যাং তার তিন পুকুটি। —ঐ

১২

কাট কাটে কাটয়া মাটি কাটে ঢোল,
আগে যায় সদাগর পাছে যায় চোর। —রাজশাহী

১৩

বনে তার জন্ম ত্রিভঙ্গ তার নাম,
বুকেতে শেল মারে মুখে জিহ্বা বাণ। —মেদিনীপুর

১৪

বনেথে বারাইলো টিয়া সোনার মোটুক মাথায় দিয়া,
যদি টিয়া মন করে উর মাটি চুর করে। —রাজশাহী

১৫

উত্তর থেকে আইল টিয়া
সোনার মুকুট মাথায় দিয়া,
যদি টিয়া মনে করে
উর মাটি চুর করে। —মৈমনসিং

১৬

বনেতে জন্ম তার ত্রিভঙ্গ তার নাম
বুকেতে শেলমারা মুখে সিংহবাণ। —মেদিনীপুর

১৭

হেটা ঠ্যাং পেটা ঠ্যাং
তিন পুটকির দশ ঠ্যাং। —২৪ পরগণা

ব্যাখ্যা : লাঙ্গল চষা

১৮

উপুর ধুমা খুলে মাটি
চৌদ্দ পা চলে হুঁটি হুঁটি। —মেদিনীপুর

১৯

তেরেয়াল কে ঝিকিমিকি বনকে বাদায়ে
ছ চোখ তার দশ পা দেখেছ কি ভায়ারে। —ঐ

২০

ছাড়লে মরে, বাঁধলে ছোটে। —ঐ

২১

টিক্ টিকা ভুই মুকা ঐ

ব্যাখ্যা : লাঙলের ফাল

২২

টাা টাাং টেঙ্গা তারে মাটি
দশটা পা তিন পাটি। —সিংভূম

২৩

হুড়ুক কুড়া কুড়চে মাটি,
দশটা ঠ্যাং, তিনটা মাথা, দুটা হাত। —পুরুলিয়া

২৪

ঘসর ঘসর ঘস্‌কা
তিন মুড়ো দশ পা। —ঐ

লাঠি

১

এক ঠ্যাঙিয়ারে এক ঠ্যাঙ্গিয়া
দুই ঠাঙ্গিয়া কোথায় গেছে ?
দশ ঠ্যাঙিয়াকে পুড়িয়া খেয়ে
চার ঠ্যাঙ্গিয়াকে খুঁজতে গেছে। —মেদিনীপুর

ব্যাখ্যা : বাঘ লাঠিকে জিজ্ঞেস করছে দু ঠ্যাঙ্গিয়া মানুষ কোথায় গেছে।
লাঠির উত্তর : দশ ঠ্যাঙ্গিয়া কাকড়াকে পুড়িয়ে খেয়ে গরু খুঁজতে গেছে।

২

ভাবছিস্ কি মাটার মুটুর,
আমাকে ধরবেক আর তোমাকে ধরবেক। —ঐ

লাট্টু

১

সিন্দুর কাজল পরা নহে নাও ডিঙ্গা,
সিন্দুর কাজল পরা নহে নর নারী,
চোরও না ডাকাইত না কোমরেতে বেড়ী। —ঢাকা

চুই

মাছ ধরার যন্ত্র

১

তিন কোনা মধ্যে গাত্য
কেঁয়াইল লাড়ি মারে জাতা,
ছুই আগুর উপরে তোলে
ঝর ঝরাইয়া পানি পড়ে। —চট্টগ্রাম

শঙ্খ

১

এখান থেকে দিলাম সাড়া।
সাড়া গেল বামুন পাড়া॥ —পুরুলিয়া

২

ধব কুকুড়া, নেজা মুকুড়া
ফুঁকি দিলে ভঁ। —ঐ

শব-বহন

১

চোদ্দ চরণ, পঞ্চ বদন, দশ লোচন,
জীব চারি। —ঐ

শাঁখা

১

পরার সময় কান্নাকটি
ভেতরে গেলে মিষ্টি হাসি। —২৪ পরগণা

২

যুবতী এক নারী ঘুমিয়ে বসে কাছে,
দিয়ার সময় কান্নাকটি
ভেতরে গেলে কাসে। —২৪ পরগণা

৩

আম পাতা জোড়া জোড়া জাম পাতা কেশ,
কাগজে উঠেছে রাজকন্যা ধায় কত দেশ। —হাওড়া

৪

নাই দেখে দিলাম আছে বলে পেলে,
না থাকিলে তুমিও পেতে না আমি ও দিতাম না। —ফরিদপুর

৫

জলেতে জনম তার নগরেতে থানা
এমন পুত জনম হইলে, দুধ খাওয়াতে মানা,
দুধ খেলে মরে পুত, তার বড় পুতে। —সিংভুম

শিলনোড়া

১

মাতাপুত্র একস্থানে সকলেতে পোষে।
সুখাদ্য না দেয় তারে কতক তার দোষে॥
যাহা দেয় তাহা খায় করয়ে চর্বন।
তাহার উচ্ছিষ্ট খায় দেবতা-ব্রাহ্মণ॥ —সিংভুম

২

রাজার বাড়ীর মেনা গাছ মেন্-মেনাইয়া চায়।
হাজার টাকার মরিচ খাইয়া আরো খাইতে চায়। —শ্রীহট্ট

৩

ভুলটে বাবুর পা-ধোয়া জল সবাই খায়। —পুরুলিয়া

৪

এক মানুষ ছিল বসে
তাকে শুইয়ে দিল এসে
দিল ঠক্ ঠক্, তুলে রাখ পেষে॥ —২৪ পরগণা

৫

রাজার বাড়ীর গাই বাছুর ছুধ ছুধ যায়,
হাজার টাকার লংকা খেয়ে আরো খেতে চায়। —মেদিনীপুর

৬

আড়িয়া গরুর দুহা জল সবাই খায়। —পুরুলিয়া

৮

কোথায় ছিল বৎস, চিৎ করল এসে।
বার কতক টকর টকর, তারপর দিলে খসে॥ —ঐ

৮

কোথায় ছিল বসে
চিৎ করল এসে,
ঠাকার ঠুকুর করে,
কাজটি নিল সেরে,
সামনের দিকে হলদের জল পড়ে। —ঐ

৯

কালো গাই কালো বাছুর
বিন পিনাতে যায়,
হাজার টাকার মরিচ খায়ে
আরো খাবার চায়। —রাজসাহী

১০

মামাবাড়ীর মেনা গাই
মেন মেনাইয়া চায়,
হাজার টাকার লংকা খাইয়া
আরও খাইতে চায়। —মুর্শিদাবাদ

১১

মেনা গাইয়ের মেনা বাছুর মিনমিনিয়ে যায়,
হাজার টাকার লংকা খেয়ে আরও খেতে চায়। —বীরভূম

১২

ডপকু বাবুর পা ধোয়া জল
সবাই খায়। —পুরুলিয়া

১৩

দাঁড়িয়ে নাচে, গড়িয়ে যায়।
তার ধোয়া সবাই খায়॥ —হুগলি

১৪

ঠক্ ঠক্ নাউ
সবাই তার মল ধোয়া পানী খাউ। —মেদিনীপুর

১৫

ঘদর ঘদর নাউ
তার ঘরগুষ্টি আমার
পিছা ধুয়া পানি খাও। —সিংভূম

১৬

ঠক্ ঠকা নাও
তার পোঁদ ধোওয়া পানি খাও। —সিংভূম

১৭

ঘসর ঘসর লাউ,
তার পিছন ধোয়া পানি, ঘরগুষ্ঠি খাউ। —ঐ

১৮

হাত নাই পা নাই চলে ঘাটার ঘুটুর।
মুখ নাই দাঁত নাই খায় কাটার কুটুর॥ —পুরুলিয়া

১৯

এতটুকু বিতন রায়, তার পা ধোয়া জল সবাই খায়। —ঐ

শিশি

১

কালাই সাপের গলায় দড়ি,
প্রত্যেক হাটে নড়ি নড়ি। —ফরিদপুর

শোলার মুকুট

১

জলে জন্ম ডাঙ্গায় কর্ম,
মিস্ত্রী গড়ে, মস্তকে চড়ে। —২৪ পরগণা

২

জলে তার জন্ম, কারিকরে গড়ে।
দেব নয়, দেবাংশ নয়, মাথার উপর চড়ে॥ —মুর্শিদাবাদ

৩

জলে জন্ম আড়ায় কর্ম কারিগরে করে।
ঠাকুর নয় ঠুকুর নয়, মাথার ওপর চড়ে॥ —হুগলী

সই

১

না দিলে আনি, দিলে আনি না। —বরিশাল

স্ক্রু-ড্রাইভার

১

কোন্ ড্রাইভার গাড়ী চালায় না? —মেদিনীপুর

সন্দেশ

১

কোন্ দেশ মিষ্টি?
কোন্ দেশে মাটি নাই? —২৪ পরগণা

২

কোন্ দেশে মাটি নাই? —মেদিনীপুর

সলিতা

১

পি পি পি—
সিন্দুর দিয়ে পানি তোলে,
তার নাম কি? —রাজসাহী

২

একটুখানি দড়ি,
সারা ঘর বেড়ি। —ঐ

৩

এক হাত কাপড় দু হাত পুড়ে,
বাদ বাকিটা কাঁথায় লাগে॥ —মেদিনীপুর

৪

ফলটি রইলো গাছে—বোঁটা গেল খসে। —সিংভূম

সাইকেল

১

দুই চক্র ঘুরে কিন্তু, নহে সুদর্শন,
পায়ে চাপ্ করি পড়ে ছুটে কতক্ষণ। —মেদিনীপুর

২

কালো গাই হালি ঘাস খায়,
ল্যাজটা মুড়ে দিলে হাটে-বাটে যায়। —সিংভূম

সাবান

১

কাক নয়, কিন্তু তার এক চক্ষু রয়।
গর্ত ভালবাসে কিন্তু কভু সর্প নয়॥
হ্রাস বৃদ্ধি আছে বটে তার নিরন্তর।
কিন্তু তাহা চন্দ্র নয় অথবা সাগর॥ —ফরিদপুর

সিকিয়া (সিকে)

১

ঢেঙা মামার পোদ ছেন্দা। —মেদিনীপুর

২

বড় মামার পিছা কানা। —সিংভূম

৩

ঢ্যাঙা মামুর গ্যাড়া কানা। —ঐ

সিঁদুর

১

চালি দেইখ্যা পানি নাই দেখেছিলাম,
থাকলি কি দিতাম ? — ঢাকা

২

কোন্ দেশে জন্ম তার, ব্যবসায় আসে
ভাবিয়া বুঝিয়া বল দেখি, ভাই,
একে ছাড়া দেবতার কোনো কাজ নাই। —সিংভূম

৩

আমার ভাইঝিরা
ঘর বাঁধছে কিয়া,
যদি মারে ঢিল
মারব এক কিল। —ফরিদপুর

৪

তেলে দিয়া নাড়ি চাড়ি
খায় না তা ভাল লাগে। —ঐ

সিঁধ

১

রাত্রি জেগে আঁধারেতে জন্ম যার ঘরে।
তার বাড়ির সকল লোকে কান্নাকাটি করে॥
জন্মদাতা জন্ম দিয়ে ত্বরিতে পালায়।
মূর্খেতে বুঝিবে কি পণ্ডিতের বুঝা দায়॥ —সিংভূম

সিন্দুক

১

তালপাতা তালনি, কুস্তাল পাতা টাম্বনি
কন্ বাড়ই-এ কুন্দইএ,
হাজার টাকা মূলাইএ। —চট্টগ্রাম

২

কালীয়ানা বুড়ীগুলি নাক' তাইর নথ,
পিছ নিয়ারা কাপড় তালুবায় তাইর পথ। —শ্রীহট্ট

সূঁচ

১

এতটুকুন ছেলেটি টুপুর টুপুর ডুবায়,
তার নেংটি ভিজে না। —ফরিদপুর

২

ছাল নাই তার খাড় পাছ নোয়া। —ঐ

ব্যাখ্যা: সুতো পরানো সূঁচ

৩

ছেপ দিয়া মাড়াইয়া মধ্যে দিলাম ভরে। —বরিশাল

৪

আলি অলি যায়
মুখ তুলে চায়। —২৪ পরগণা

৫

আমারকার দেশের কথা
থাবলে থায় টিহিকি দেখে। —মেদিনীপুর

৬

একটা পাখী কাপড়ে গলে খায়। —ঐ

৭

টিকি বাছুরির যেকারে পথা
টিকি দাতরে কামড়ে লুগা। —ঐ

৮

একটা বুড়ি সাত কাপড় পরে। —ঐ

৯

টিপিক টিপিক খায় পাখি,
নেজে আহার খায়। —পুরুলিয়া

১০

মনে মনে কবানী যান,
নয়ত লেজে ধরে টান। —ঐ

১১

ডুবে ডুবে যায়,
নিজে হার খায়। —ঐ

১২

ডুবে ডুবে যায়।
পোঁদে আহার খায়॥ —ঐ

১৩

আলে আলে যায়।
ফিরে ফিরে চায়॥ —রাজশাহী

১৪

আলি আলি আলি যায়
মুখ তুলে চায়। —২৪ পরগণা

১৫

আলি আলি যায়,
উঁকি মারি চায়। —কুচবিহার

১৬

মোচড়াই মোচড়াই করলাম খারা
খারা গেল বিন্দের গোড়া
ছড়া দেই একবার, বুড়া যদি সাতবার। —মেদিনীপুর

১৭

ফিটিক ডামরা
লেনে পাগড়া। —ঐ

১৮

মশারী মশারী কল্লাম খাড়া
লয়ে গেল বিঁধের গোড়া
বুড়া পারে দুবার
ছোকরা পারে একবার। —বাশপাহাড়ী

১৯

এক বুড়ি ডুবুরী ডুবে ডুবে বাঁধ দেয়। —বীরভূম

২০

পানকৌড়ি ডুব দিয়ে যায়,
কাদা খোঁচা আল দিয়ে যায়। —পুরুলিয়া

২১

জান কহানী জান।
লেজে ধরে টান॥ —পুরুলিয়া

২২

এঁড়ে গরুর, লেজটি বড়। —মেদিনীপুর

২৩

ইপিক টিপিক যায়
লেজে আহার খায়।

২৪

চাজা মামার পোঁদ ছেঁদা। —পুরুলিয়া

২৫

কিপিট কিপিট যায়,
পোঁদে আহার খায়॥ —ঐ

২৬

টুউর টুউর ভুম্ মারে,
পোঁদে আধার খায় ॥ —চট্টগ্রাম

সূতা

১

লালার পাখী লালায় চরে।
ঘুরে ঘুরে তার পেটটি ভরে ॥ —বেলপাহাড়ী

সেঁউতি

১

এক বুড়ি ডুবলো,
দু'বুড়ো তুল্লো। —২৪ পরগণা

হাতুড়ি

১

লাল ধনে, কাল মারে
তার ঘর ওপর ॥ —পুরুলিয়া

হাপর

১

বন থহিক্যা বাইরল কুকুর
কুকুর বলে আমার পেটটা
ফাকাস ফুকুর ॥ —মেদিনীপুর

২

বন থেকে বের হল কুকুর
কুকুর বলে আমার ভিতর পুকুর ॥ —খুলনা

৩

বন থেকে বেরুলা কুকুর
কুকুর বলে মোর পেটটা ফাকার পুকুর। —সিংভূম

৪

বন্‌লে বেরুলো কুকুর,
কুকুর বলে আমার পেটটা পাকাল পুকুর। —পুরুলিয়া

৫

কাঠের পো ঠকাস
কস্ কস্ করাস। —মেদিনীপুর

হারমোনিয়াম

১

মামার ছাগল্
ছুঁলেই ম্যাম্যায়॥ —ঐ

হাঁসুয়া

১

বাঁকা মামার পেটের দাঁত। —ঐ

২

বাঁকা মামার গোটা পেটের দাঁত। —পুরুলিয়া

হাঁড়ি

১

একে একে ফলে,
একই বার পাকে। —ঐ

২

সাজালে সাজে, বাজালে বাজে।
হেন ফুল ফুটে আছে বাজারের মাঝে॥ —ঐ

৩

মারলি রে মারলি দাদা
মারলি মনের সুখে।
বিহা হইলে মারবি দাদা,
মরদ বলব তোকে॥ —ঐ

৪

সাজালে সাজে, বাজালে বাজে
হেন ফুল ফুটে আছে বাজারের মাঝে॥ —সিংভূম

৫

আইবুড়ো ছিলাম যখন,
মার মারলে তখন,
মার দেখি মোকে
মরদ বল্‌বো তোমাকে। —সিংভুম

৬

সাজালে সাজে বাজালে বাজে
যেন ফুল ফুটে আছে নগরের মাঝে। —বর্ধমান

৭

কাঁচায় তলতলে পাকায় সিঁদুর
যে না এক ডাকে বলতে পারে
তার বাবা বেড়ে ইঁদুর। —ঐ

৮

তে-কোনা পিঁড়ি খানি
তাতে বসো যাদুমণি
যাদুমণি খেলা করে
গাল খেয়ে লাল পড়ে॥ —২৪ পরগণা

৯

কাঁচা তুল তুল পাকা বুলবুল
হাটে গেলে লয়ালুর। —রাজশাহী

১০

মাচার তলে লালবুড়ি
টানে আনে পোয়া পুড়ি। —ঐ

১১

লাল মুখী হাটত যায়
গালে মুখে চড় খায়॥ —ঐ

১২

কাঁচায় তুলতুল পাকায় সিঁন্দুর
যে না বলতে পারে সে বুড়া ইন্দুর। —ফরিদপুর

১৩

কাঁচাকালে তুলতুল পাকলে সাইট্যা সিন্দুর,
যে না কইতে পারে সে ভোলা ইন্দুর॥ —ঢাকা

১৪

হাটে যায় বাজারে যায়
একটা কইর‍্যা থাপড় খায়। —ঐ

১৫

কাঞ্চাতে তুল্‌তুল্‌ পাকাকে সিন্দুর
যে না বলতে পারে সে ধইড়া ইন্দুর॥ —মেদিনীপুর

১৬

আই বুড়োতে মেরেছিলে শুয়েছিলাম আমি,
বিয়া হয়েছে, মার দেখি কেমন পুরুষ তুমি। —বাঁকুড়া

১৭

কাঁচা লদ্‌পদ্‌ পাকা সিঁদুর,
যে না বলতে পারে
সে একটা ধেড়ে ইঁদুর। —ঐ

১৮

কাঁচায় লদ্‌পদ্‌ পাকায় সিঁদুর
যে না ভাঙতে পারে
সে ধেড়ে ইঁদুর। —মেদিনীপুর

১৯

সাজালে সাজে বাজালে বাজে
সেই ফুল ফুটে আছে
বাজারের মাঝে। —ঐ

২০

কাঁচায় তুলতুল পাকায় সিন্দুর
যে না বলতে পারে সে ধেড়ে ইন্দুর। —যশোহর

২১

কাঁচায় তুলতুল পাকায় সিঁন্দুর
এক কথায় যে না বলতে পারে
সে এক ধেড়ে ইন্দুর। —নদীয়া

২২

কাঁচায় তলতল পাকায় সি দূর
যে না বলতে পারবে সেছো ইঁদুর। —হাওড়া

২৩

ছোটর সময় মেরেছিলি মোরে,
এবার মার দিকি, বলদ বলবো তোরে। —খুলনা

২৪

কাঁচায় লোদপোদ পাকলে সিঁদুর
এ কাহিনী যে না ভাঙ্গে তার বাপ ইঁদুর। —মেদিনীপুর

২৫

সাজালে সাজে বাজালে বাজে
হেন ফুল ফুটে আছে শহরের মাঝে। —ঐ

২৬

ছোট সময় মেরেছিল মোরে,
এবার মার দেখি মরদ বল্‌ব তোরে। —ঐ

২৭

লাল মিঞা হাটে যায়
নিত্য নিত্য থাপড় খায়॥ —ঢাকা

২৮

ত্রিকুট পর্বতে আছেন চন্দ্রের নন্দন।
তার পেটের ভিতর আছে লক্ষ্মীনারায়ণ॥ —মেদিনীপুর

২৯

আপনার ছিলাম যখন মারছিলু তখন,
বিয়া হইছি এখন মার দেখি মোরে
পুরুষ বলি তোকে॥ —ঐ

৩০

কাঁচায় লদ্‌ পদ্‌
পাকায় সিঁদুর।
যে না বলতে পারে
তার বাপ মা ইন্দুর॥ —ঐ

৩১

কাঁচা বেলায় ধসধস
পাকলে সিন্দুর ॥ —২৪ পরগণা

৩২

কাঁচায় দল দল পাকায় সিঁদুর।
যে না বলতে পারে তার বাপ মা খেড়ে ইন্দুর। —মেদিনীপুর

৩৩

কাঁচায় লটপট জলে বেহায়া।
কোথা যাচ্ছে রে লাল বেহারা ॥ —ঐ

৩৪

ছোটয় বড় মেরেছিলা,
বড় হয়েছি মারো দেখি ॥ —ঐ

৩৫

কাল আমাকে মেরেছিলে সয়ে ছিলাম আমি
আজ আমাকে মার দেখি কেমন বট তুমি। —মুর্শিদাবাদ

৩৬

সাজালে সাজে বাজালে বাজে,
হেন ফল ফুটিয়াছে কার ঘরের মাঝে। —মেদিনীপুর

৩৭

মা হয়ে ছেলেকে গড় করে। —ঐ

৩৮

রাজা মেয়া হাটে যায়
রোজ হাটে চড় খায়। —ফরিদপুর

৩৯

বিয়ে হল এখন—
মারো দেখি মোকে,
বাঘনি বলবো তোকে। —সিংভূম

৪০

লাল মিঞা হাটে যায়
নিত্য হাটে চড় চাপড় খায় ॥ —যশোহর

৪১

সাজালে সাজে বাজালে বাজে
হেন ফুল ফুটে আছে অরণ্যের মাঝে। —মেদিনীপুর

৪২

কাঁচায় লতপত পাকলে সিঁদুর
যে না বলতে পারে তার বাবা ইন্দুর। —ঐ

৪৩

অতটুকু পাতরি
ভাত পড়ে উতারি। —ঐ

৪৪

রাঙা মেয়ে হাটে যায়
প্রত্যেক হাটে চাপড় খায়। —যশোহর

৪৫

আচড়া খেয়ু যেতে
মার খাইলু তেতে,
মার দেখি মোতে
মরদ বলমু তোতো। —মেদিনীপুর

৪৬

কাঁচায় তুল তুল পাকায় সিন্দুর,
যে না কহিতে পারিবে
তার বাপ বুড়ো ইঁদুর। —যশোহর

৪৭

এতটুকু গাছ ছাতার মত পাত,
নানারকমের ফল ধরে এক দিনেই পাকে। —মেদিনীপুর

৪৮

সাজাইলে সাজে বাজাইলে বাজে
যায় শহরে মাঝে মাঝে। —ঐ

৪৯

ভুরলু লেকেন টুরলু পশা লেকেন কার (তীর),
এই কউটো যে না জানে দে তিন মণ ধান। —ঐ

৫০

একনা বুড়ী হাট যায়,
গালে মুখে চড় খায়। —কুচবিহার

৫১

ভুঁরলে ক্যান ফুঁরলে শশা লেবেন কান,
এই কোড়োটি যে ভাঙতে না পারে
তার সাড়ে তিন শো বাপ। —মেদিনীপুর

হ্যারিকেন

১

পাছাই ঘোড়া ছুটো শিরদাঁড়া
মাথায় দেওয়া মোর কাঞ্চ,
ন দিয়ে কান মেলিল
রাতকে করে ভোর। —বীরভূম

২

একটা খড়ে গরটা বেড়ায়। —মেদিনীপুর

৩

অস্তি চাতর, পাণি পাথর
আছে গোসাঞি ফুল যে ফুটিছে পাতর নাহি। —সিংভূম

হুঁকা

১

মুখে মুখে কহে কথা এক বলে।
না ডাকিলে রহে চুপ, হাতে হাতে চলে॥ —পুরুলিয়া

২

এক কেলে মিন্সে তার পেট গুড় গুড় করে।
তার মাথায় আগুন জ্বলে। —হুগলি

৩

বুড়ার মাথায় আগুন জ্বলে
বুড়ার দেয় কুলকুলি। —পুরুলিয়া

৪

মায়ের মাথায় আগুন লাগল
বেটির কুলকুলি। —ঐ

৫

ঢাকা দি লাগো আগুন
কেল্‌গাত্তা গেইএ পোড়া
শঙ্খ নদী ভুট ভুটাইএ
নল্ উলা দি ধাইএ ধুয়াঁ। —চট্টগ্রাম

৬

এই কূলেও হাল ঐ কূলেও হাল
মাঝে একগাছ থাল,
পোশাএ পুড়ায়ে ছালাম করে
তেও সদের বান ॥ —ঐ

৭

থাকের উপর থাক তারে উপর,
কালী কুত্তা তারে উপর বাগ। —রংপুর

৮

রাম নয় লক্ষ্মণ নয় শেল মেরেছে বুকে
কতজন নিচ্ছে করে চুম্বন দিচ্ছে মুখে। —বীরভূম

৯

কোলকাতায় আগুন লাগল
নলে জলে ধুয়া আইল। —ঐ

১০

কাটির উপরে কাঠি
তার উপরে মাটি,
তাকে মানুষ খায়
পেট ভরলে আরও খেতে চায়। —ঐ

১১

কলিকাতায় আগুন লাগল
গোটা তমলুক পুড়ে গেল
কাঠে কাঠে খবর গেল
নারকেল ডাঙায় ধোঁয়া হইল। —ঐ

১২

আকাশেতে ছিলা কে'না নারী নাম ধরে,
পর পুরুষে ধরিয়া দোসরা ছেন্দা করে,
সেই ছেন্দা দিয়া টানিলে ঝরে গারাৎ গারোৎ
আর খাঁচ্‌ কাটাটা ভরায়ে দিলে বিধাতার কোয়োক্। —জলপাইগুড়ি

১৩

রংপুরে লাগিল গুণ্ডন দিনাজপুরে ধুয়া,
মহাজনের মাল পুড়া যায় চোচ্চা মরে চুয়া। —ঐ

১৪

আসিল বাউ বসেক, চাম চিলকাটা চুষেক। —ঐ

১৫

ধরে আছে কালো গাই
তামাম দিন দুবা খাই। —রাজশাহী

১৬

মামা দিল পুকুর
মামী দিল জল
ঐ জল খায় বুড়া
পুকুর কিসের জল। —ঐ

১৭

সাজ সজ্জায় সাজে ভালো করতে জানে ছল,
মুখেতে চুম্বন খেলে কাসে খল খল। —ফরিদপুর

১৮

উপরে থিক্যা শ্যামলো বুড়ি ক্যাতা মুড়ি দিয়্যা,
সেই বুড়ি কথা কয় সবার মাজে বইয়্যা। —ঢাকা

১৯

সমুদ্রের মধ্যে বান্দিয়াছে লাল পক্ষীর বাসা,
কেউ খাচ্ছে কেউ দাচ্ছে কেউ করছে আশা। —ঐ

২০

একটুখানি পানিতে কইয়ে শব্দ করে,
রাজা আসে প্রজা আসে সবাই সালাম করে। —রাজশাহী

২১

উত্তরত থিনি আল বামুন
থাবার দিলাম কাল ছালুন
যেমন ছালুন তেমনি থাকল
বামন খায়ে তুষ্ট হল। —ঐ

২২

গাছ কাটি গাছালি কাটি
গাছের থাই ভাজা,
গাছের উপর বসে আছে
মাণিকপুরের রাজা —ঐ

২৩

বেটার মাথায় আগুন লাগিলে
মা কুলকলি দেয়। —মেদিনীপুর

২৪

আয়রে গুড়গুড়া ভাই,
তোরে নিয়ে জল খাই। —ঐ

২৫

কোলকাতায় আগুন এলো
তমলুক পুড়ে গেল,
আর কাঠে কাঠে খবর এলো। —ঐ

২৬

থাকের উপরা থাক
তার উপরা বৃন্দাবন,
তারো উপরা বাঘ॥ —কুচবিহার

২৭

খালে বিলে জল নেই
খোঁটার গোড়ায় জল,
ওরে, ভাই, শিগ্‌গির করে বল। —২৪ পরগণা

২৮

সমুদ্রের মধ্যে তালগাছ
ব্রহ্মায় করেছেন বাসা,
কেউ খাচ্ছেন কেউ নিয়েছেন
কেউ করেছেন আশা। —নদীয়া

২৯

একটুখানি ছোঁড়া
তার পেট গুড়্‌গুড় করে,
তার মাথায় আগুন জ্বলে। —২৪ পরগণা

৩০

কোলকাতাতে লাগল আগুন
তমলুক গেল পুড়ে,
কাঠখালি থেকে বেরুল ধোঁয়া
নারকেলডাঙ্গা ফুঁড়ে। —কলিকাতা

৩১

ব্যাটার নাম প্যাকপাকারে
বাপের নাম জাড়ু
এই কাহিনী যে না ভাঙ্গে
তার গলায় গুড়ের গাড়ু। —মেদিনীপুর

৩২

বিটির মাথায় আগুন লাগল,
মা দেয় কুলকুলি। —পুরুলিয়া

৩৩

লাদ দিয়ে লাট গোঁটো, চুণ চুরিয়ার কুঁয়া,
আর বাবু ভিহে আঙুল লাগে গুঁই গাঁয় উঠে ধুয়া। —ঐ

৩৪

মায়ের মাথায় আগুন লাগল,
বেটি দেয় কুলকুলি। —ঐ

৩৫

চোখ দুটি তার বেঁকে,
শুরুকি দিলে ফুরকি উঠে,
কেউ নেই তার সাথে। —সিংভূম

৩৬

জলের ভিতর জাত কাঠিটি,
তায় ব্রহ্মার বাসা,
কেউ খাচ্ছে কেউ নিচ্ছে
কেউ করছে আশা। —মেদিনীপুর

৩৭

সাজ সজ্জায় সাজে, ভাল করতে জানে ছল,
মুখেতে চুম্বন খেলে হাসে খল খল॥ —ঐ

৩৮

ছেলের মাথায় আগুন লাগলে,
মা দেয় কুলকুলি। —ঐ

৩৯

একমাগী কোলে তার দুর্বার দুটি ছেলে,
তার পেট হুহু করে তার মাথায় আগুন জ্বলে॥ —ঐ

৪০

বেটার মাথায় আগুন লাগলে মা কুলকুলি দেয়। —ঐ

৪১

কোলকাতাতে আগুন লেগেছে,
তমলুক পুড়ে যাচ্ছে,
নারকোল তলায় গোল উঠছে। —ঐ

৪২

কলিকাতায় আগুন লেগেছে,
কাঠে কাঠে খবর এসেছে,
নারকেলডাঙ্গায় গোলমাল লেগেছে॥ —ঐ

৪৩

কোলকাতায় আগুন লেগেছে,
কাঠে কাঠে খবর গেছে
নারকেল ডাঙ্গায় ধোঁয়া উঠেছে। —ঐ

৪৪

বেটার মাথায় আগুন লাগলে, মা কুলকুলি দেবে। —ঐ

৪৫

একখানে দুইখানে তিনখানে জোড়া,
তার উপর বসাইল আনি ফাঁকি আংড়ার গুঁড়া। —শ্রীহট্ট

৪৬

ছেলের পেট গুড়গুড় করে,
ছেলের পেটে আগুন জলে ॥ —মুর্শিদাবাদ

৪৭

এক শোন বাউলের কথা,
ডুব দিতে নেমেছে বাঙ্গাল
ডাঙ্গায় থুয়ে মাথা ॥ —ঐ

৪৮

কলিকাতায় লাগল আগুন,
নারকোল বাড়াতে উঠল ধূম ॥ —ঐ

৪৯

আকাশ থেকে পড়ল বুড়ি, ছেঁড়া ক্যাথা নিয়া.
সভার মধ্যে নাচে বুড়ি, কালো পোন্দখান নিয়া। —ফরিদপুর

৫০

ম্যাটিয়া বাড়ি আগুন লেগেছে,
খ্যাটার গুন্দ্যা বেরুইয়া যাচ্ছে
নাড়ক্যাল বাড়্যারা ডাক্যা কচ্ছে। —ঐ

৫১

জলের মধ্যে লগি পোতা,
তাহার উপর কলিকাতা। —ঐ

৫২

উপর থেকে পড়ল বুড়ি, কাঁথা খোমা লইয়া,
সভার ভিতর নাচে বুড়ি লেংটা ভেংটা হইয়া। —বরিশাল

৫৩

পেটের ভিতর পানি তার উপরে মাথা। —ঐ

৫৪

আটির মাথায় কাঠি,
কাঠির মাথায় মাটি,
তার মাথায় ছাই
পানি একটু খাই। —ঐ

৫৫

কোলে দিলে কান্দে,
রাখিলে কান্দে না। —ঐ

৫৬

গাঙের মধ্যে কোঁড় পোতা,
তারি মধ্যে কলিকাতা,
এমন শোলক জানি
তার পুনটি ধরে টানি। —২৪ পরগণা

৫৭

কলিকাতায় আগুন হয়েছে,
নারিকেলডাঙ্গা দিয়ে ধূমা দেখা যাচ্ছে। —ঐ

৫৮

মাটিয়া বাড়ী আগুন লাগছে, গাছ বাড়ী পুড়ে যায়,
নারকেল বাড়ী ডাকিয়া কয়
মুখে লাগলে পড় পড়ায়। —যশোহর

৫৯

কৃষ্ণবরণ তনুখানি অন্তরে নারায়ণ,
কাটি খেতে হয় না, চুষি খেতে হয়। —পুরুলিয়া

৬০

ইন্ধন মৃত্তিকা জল, তিনে এক তত্ত্ব,
দুই চক্ষুর মধ্যে বসে, দময়ন্তীর পতি।
হেঁয়ালির ছন্দে কহে রামমোহনা তাঁতি॥ —পুরুলিয়া

৬১

বজ্রের সমান তেজ ধায় দ্রুত গতি,
ক্ষণেকে প্রসব করে ক্ষণে গর্ভবতী।
মানবের সঙ্গে থাকে নাকে নাক চানা
পণ্ডিতে কহিতে নারে কহে মূর্খ জনা। —মেদিনীপুর

৬২

মাটির উপর কাঠি, তার উপরে মাটি,
মানুষ তারে যতই খায়,
পেট না ভরে তায়,
আবার আবার খেতে চায়। —সিংভূম

৬৩

হরের উপর শ্বশুর,
তার উপরে পর্বত চেপেছে,
তার উপরে ব্রহ্মা বিহার করিছে,
হস্ত পাতিল, মুখে চুম্বন করিল।
সভাজনের মন আনন্দিত হইল। —ঐ

৬৪

কোলকাতাকে লাগলো নেশা—
জলেশ্বরে উঠ্‌লো ধোঁয়া। —ঐ

৬৫

একটুখানি পুষ্করিণীখান কইয়ে উর উর করে,
রাজা আইলে প্রজা আইলে তুল্যা সেলাম করে। —মৈমনসিংহ

৬৬

একখান দুইখান তিনখান জোড়া
তার উপর বসাইল আনি কাঁকি আদ্‌ড়ার ভঁড়া। —শ্রীহট্ট

৬৭

আছে জল আছে ফল, মাটি পাতা রস,
অনিল অনল জল তিনের পরশ।
মুখে মুখে কহে কথা একে একে বলে,
না ডাকিলে রহে চুপ হাতে হাতে চলে। —সিংভূম

৬৮

যোগী নয় সন্ন্যাসী নয় মাথায় হুতাশন
ছেলে নয় পিলে নয়, ডাকে ঘন ঘন,
চোর নয় ডাকাত নয়, বর্শা মারে বুকে,
কন্যা নয়, পুত্র নয় বল দেখি সে কে। —পুরুলিয়া

৬৯

ডুগডুগি বাজারে লাগলো নিশা
কলিকাতায় উঠলো ধুঁয়া,
মেদিনীপুরে চলাছলি
দাঁতন দিয়ে গেল বাহারি। —সিংভূম

৭০

মাস্টার মশাই মাস্টার মশাই পেট গুরগুর করে,
পেটের ভিতর হয়েছে ছানা কিউ কিউ করে।
তার মাথার ওপর আগুন জ্বলে! —ঐ

৭১

মায়ের মাথায় আগুন লাগলে বিটিদের কুলকুলি। —মেদিনীপুর

হুড়্কো

১

কল্যানীর ভাই বাঙানী বিড়ালের দুটো চোখ
আগুড় কোনে বসে আছে খায়ে লিখি রোস। —পুরুলিয়া

২

এটির ওপর ওটি দিয়ে,
মাগ ভাতারে রইল শুয়ে। —ঐ

৩

ওটির ভিতর এটি দিয়ে।
মাগ ভাতারে রইলো শুয়ে।

বাইরে ছিল যারা।
ঝগড়া করে মরলো তারা। —সিংভূম

৪

ঘর করলে করতে হয়,
শুতে হলে দিতে হয়। —ঐ

৫

শুইতে গেলে দিতে হয়। —ঐ

৬

কোথাও যাচ্ছ তো দিয়ে যাও। —ঐ

৭

আপনি যাচ্ছেন?—তাহলে দিয়ে রাখুন;
আর যদি না যান তো না দেন। —পুরুলিয়া

৮

আপনি যাচ্ছেন, তা হলে দিয়ে রাখুন,
আর যদি না যান তো না দেন। —ঐ

৯

শুতে গেলেই দিতে হয়। —হুগলি

১০

বাইরেতে ছিল যারা, ঠেলাঠেলি করে তারা,
মাগ ভাতারে রইল শুয়ে।
কহে কবি কালিদাস, ভাব বসে বারোমাস। —পুরুলিয়া

১১

কোথায় যাচ্ছ মাসী আমায় দিয়ে যাও। —সিংভূম

হোঁচা

১

তিন কোনা মধ্যে খাল,
কুন্দে কুন্দে মারে ফাল। —যশোহর

চতুর্থ অধ্যায়

গাছপালা

বাংলার ধাঁধায় গাছপালা এবং ফলফুল এক প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইংরেজিতে ইহাদিগকে Botanical Riddles বলা হইয়া থাকে, বাংলাতেও ইহাদিগকে সেই অনুযায়ী উদ্ভিদ্ সংক্রান্ত ধাঁধা বলিয়া উল্লেখ করা যায়। বলাই বাহুল্য ইহাদের মধ্যেও বাঙ্গালীর পল্লীজীবনে প্রাত্যহিক প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট এবং আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিশেষত্বসম্পন্ন গাছপালা এবং ফলফুলেরই উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে সমস্ত বাংলা দেশব্যাপী বহুল পরিচিত ফলফুল যেমন কলা, নারিকেল, আখ, আনারস ইত্যাদি সম্পর্কিত ধাঁধা স্বভাবতঃই সংখ্যার অত্যন্ত অধিক, তেমনই নিতান্ত আঞ্চলিক ফুলফল যেমন মহুয়া, কেন্দফল ইত্যাদি সম্পর্কিত ধাঁধা তেমনই সর্বাপেক্ষা অল্প। ফুলের রঙটি সর্বদাই ধাঁধা রচয়িতার যেমন দৃষ্টি ধাঁধিয়া দিয়াছে, তেমনই ফলের আকৃতি এবং প্রয়োজনীয়তার দিকটিও তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কুঁচফল সম্পর্কিত ধাঁধায় ইহার লাল রঙটি ধাঁধা রচয়িতার দৃষ্টি অকর্ষণ করিয়াছে, যেমন, 'রক্তে ডুবুডুবু কাজলের কৌটা' তেমনই মাসকলাইর কালো রঙটি উপজীব্য করিয়াও তাহার সম্পর্কিত ধাঁধা এইভাবে রচিত হইয়াছে, যেমন, 'কালো বউয়ের কপালে চিক'।

প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপরই ধাঁধাগুলি রচিত হইয়াছে, তথাপি গাছপালাও যেমন মানুষের মতই জন্ম-মৃত্যুর অধীন, তেমনই ইহাদের রূপকের মধ্য দিয়াও অনেক সময় মানুষের জীবন-দর্শনও ব্যক্ত হইয়াছে। যেমন কলার খোর বিষয়ক ধাঁধাটিতে সংক্ষেপে জীবনের কথা প্রকাশ পাইয়াছে, 'উঠতে স্বর্গ নমস্কার, পড়তে মাটি নমস্কার!'

অতসী ফুল

১

সাজালে সাজে বাজালে বাজে
হেন ফুল ফুটিয়াছে দুনিয়ার মাঝে। —মুর্শিদাবাদ

অশ্বত্থ গাছ

১

ভাইরে ভাইরে দেশের কি গুণ
যে গাছের পান-সুপারী সেই গাছের চুণ। —২৪ পরগণা

ব্যাখ্যা: অশ্বত্থ গাছের পাতা পানের মত, তাহার ফল সুপারীর মত এবং পাতায় সঞ্চিত পক্ষীর পুরিষ বা বিষ্ঠা অনেক সময় চুণের রঙ।

২

কোন্ কোন্ গাছে বাজন বাজে
কোন্ কোন্ গাছে সাজন সাজে
কোন্ কোন্ গাছের মাথায় জটা
কোন্ কোন্ গাছের শিরে কাঁটা। —মেদিনীপুর

ব্যাখ্যা : ইহার একটি অংশের মাত্র জবাব অশ্বত্থ হইতে পারে।

আইরীর ফল

১

অড়লের মধ্যে থড়লের বাসা
ডিম পাড়লো খাসা খাসা,
আ ধর্ম, তুমি সাক্ষী
ডিম পারলো কোন্ পক্ষী। —২৪ পরগণা

আখ

১

লিকলিক দাড়ি চিকচিক পাত
খাতে মধুরস ফেলতে চোপা। —পুরুলিয়া

২

লিখ লিখ দাড়ি চিক চিক পাতা
খাতে মধুরস ফেলতে চোপা। —মেদিনীপুর

৩

চিকচিক দাড়ি লিকলিক পাত
খাইতে মধুরস ফেলতে চোপা। —সিংভূম

৪

চুকচুক পাতাটি, লকলক দাড়িটি,
খেতে মধু, ফেল্‌তে ছোপা। ঐ

৫

লিক্ লিক্ দাড়ি চিক্ চিক্ পাতা;
খাতে মধু, পেলাতে চোপা। ঐ

৬

কাক বাট, পোখরি ঘাট হো চি বাট রে
দুটি চড়ি টানাটানি শুখা কাঠ বহচি পাণি॥ —উড়িষ্যা

৭

এখান থাক্‌তে দিলাম দিষ্টি।
ঐ গাছটি বড় মিষ্টি॥ —পুরুলিয়া

৮

আগায় থর থর গোড়ায় মৌ।— —বরিশাল

৯

ঢেঙ্গা মাথার পুঁষ মিঠা। —মেদিনীপুর

১০

এখানে থাকতে মারলাম দৃষ্টি।
ঐ গাছটা বড় মিষ্টি। —ঐ

১১

মিষ্টির মুখটি করাতের ধার
তার পত্তর ভার। —ঐ

১২

ক্যা কইলা ম্যা কইলা ভিতয়ে চ্যা কইলা,
দুটি চড়ুই চাহি রইছে
শুকনা কাঠে জল পড়িছে। —ঐ

১৩

কে কোবাটো পুখুরি ঘাটো
পুখুরি ঘাটে হউছি নাটো,
দুটি চড়ুই টানাটুড়ি
শুকনা কাঠোয়ে বহছি পানি। —ঐ

১৪

ক্যা করোট ক্যা করোট
শুকনা কাটরে বহছি পানি
শাশু বউলো ধরছি সেনী। —ঐ

১৫

কেং কপাট পুকডি ঘাটরে হউচি নাট
দুটি চড়ায়ি টানাটানি,
শুকনা কাঠে বইলা পানি। —ঐ

১৬

আগায় থরথর গোড়ায় মৌ
বলে গেছে ভবনদাসের বৌ।
সে গেছে কৈলাসে
ভাঙতে পারবে না ছয় মাসে। —বরিশাল

১৭

এখান থেকে দিলুম দৃষ্টি
ও গাছটি বড়ই মিষ্টি। —২৪ পরগণা

১৮

এখান হতে মারলাম দৃষ্টি
ঐ গাছটি বড় মিষ্টি। —মেদিনীপুর

১৯

লিক লিক দারি চিক চিক করে
খাইতে মিষ্টি ফেলিতে চোপা। —ঐ

২০

এখান থেকে ছাড়লাম দৃষ্টি
ওই গাছটা বড়ই মিষ্টি। —ঐ

২১

এখান থেকে করলাম দৃষ্টি
সে গাছটি বড় মিষ্টি। —ঐ

২২

অমৃত কুণ্ডের জল দীর্ঘ দীর্ঘ পাতা,
কাটা মাথা নাচেরে ভাই বিপরীত কথা। —ঐ

২৩

লোচনে জটন্ন তার দর্শনে বিহীন
খাদ্যে সুস্বাদু অতি সরস নবীন। —পুরুলিয়া

২৪

সমুদ্রের ধারে ধারে মিহি পাতা,
কাটা মাথা জীয়ন্ত হয় অসম্ভবের কথা। —মেদিনীপুর

২৫

এখান থেকে দিলাম দৃষ্টি
ঐ গাছটি বড় মিষ্টি। —২৪ পরগণা

২৬

লিক লিক গাছ চিকি চিকি পাতা
মালেক ডাঙ্গা সাড়ে ষোল হাত
খেতে মধু ফেলতে কাপাস। —বীরভূম

২৭

মি—মাঠে জনম তার মকরেতে কাঁটা
তারে কাটিবারে পেলে কত লক্ষ হয়
তার রুধির সর্বলোকে খায়। —ফরিদপুর

২৮

এখান থেকে মারলাম দৃষ্টি
ঐ গাছটি বড়ই মিষ্টি। —২৪ পরগণা

২৯

এখান থেকে মারলাম দৃষ্টি
ঐ গাছটা বড়ই মিষ্টি। —নদীয়া

৩০

দূর থেকে হয় দৃষ্টি ঐ গাছটি বড় মিষ্টি। —বীরভূম

৩১

কুনামে কন্যা তার পঞ্চরস।
তার ঘরে পঞ্চপুত্রে সংসার করিল বশ॥
বড়য় বড়য় খায়।
গরীবের প্রতি ফিরিয়া না চায়॥ —রংপুর।

৩২

মাটির ভিতর নাও
চোখ দিয়া তোলে ছাও। —রাজশাহী

৩৩

এখান থেকে করলাম দৃষ্টি
ঐ গাছটি বড় মিষ্টি। —মুর্শিদাবাদ

৩৪

এখান থেকে করিলাম দৃষ্টি
ঐ গাছটা বড়ই মিষ্টি। —রাজশাহী

৩৫

আল্লার কি কুদ্রেত
লাঠির মধ্যে সরবত। —ঐ

৩৬

ইরি ইরি ধন্না ছিরি ছিরি পাত
মাণিক দণ্ড সাড়ে ষোলো হাত
খাইতে মধু ফেলিতে কাবাস —ঐ

৩৭

চিক চিক দাড়ি, লিক লিক পাত্তা
খাইতে মধুরস, ফেলাতে চোপা। —পুরুলিয়া

আতাফল

১

কপাট কুলপ হেভ্তালা
মা ধব (সাদা) ছা (ছেলে) কালা। —পুরুলিয়া

আনারস

১

আলত বিলের কাতল মাছ পদ্মবিলের নলা,
কোন শাস্ত্রে কইছে রে ভাই, ফলের আগায় পাতা। —নদীয়া

২

প্যাট আছে নাড়ী নাই
চোগ আছে তার নাক নাই। —ফরিদপুর

৩

বন থেকে বেরুল টিয়া
সোনার মুকুট মাথায় দিয়া। —ঐ

৪

জন্মকালে রক্তবর্ণ চক্ষু সারি সারি,
কৈলাসের শিব নয় সর্বলোকে খায়,
কি নাম ইহার বল থাকে বা কোথায় ? —ঐ

৫

আতল বিলের কাতল মাছ পদ্ম বিলের কাঁটা,
কোন খানেতে শোনছ রে ভাই ফলের আগায় পাতা। —বরিশাল

৬

আশ্চর্য মহাশয় বিশ্চার্য কথা,
কোনখানে শুনিয়াছ কি ফলের আগায় পাতা।—চব্বিশ পরগণা

৭

আতল বিলের কাতল মাছ, পদ্ম বিলের লতা,
কোন শাস্ত্রে শোনছরে ভাই,
ফলের মাথায় পাতা। —ফরিদপুর

৮

পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ
চারিদিকে বেড়িয়ে এলাম হেথা,
এক দেশে দেখে এলাম ফলের উপর পাতা। —মেদিনীপুর

৯

বন থেকে বাহিরিল টিয়া,
সোনার টুপি মাথায় দিয়া। —ঐ

১০

বন থেকে বারাল বাঘ,
তার গায়ে একশ একটি দাগ। —ঐ

১১

দেখেছ মজার কল,
মধ্য মাজায় ফল। —ফরিদপুর

১২

বিধাতার একলি কল,
একটি গাছে একটি ফল। —বর্ধমান

১৩

আাতরথুন্ লিকলিল ভোজা,
পৈলত লাঠি মাথাত্ বোঝা। —চট্টগ্রাম

১৪

চারিদিকে কাটা কোটা,
মধ্যেখানে সাহেব ব্যাটা। —মেদিনীপুর

১৫

অড় তলে মোচা কটি,
যে ভাঙে তার গোটাটি। —ঐ

১৬

তিন বীর বারো শির বিয়াল্লিশ লোচন। —ঐ

১৭

বন থেকে বেরোল বুড়া
কাঁধে কুড়াটি নিয়ে। —ঐ

১৮

একটি গাছে একটি ফল। —ঐ

১৯

মাষ্টার মশাই মাষ্টার মশাই বুল দেশে দেশে,
কোন গাছেতে একটি ফল দেখছ কোন দেশে। —ঐ

২০

এ্যায়সা হ্যায় বাত,
ফলের উপর পাত। ঐ

২১

একটা গাছে একটাই ফল। —ঐ

২২

এথি গেছু উথি গেছু গেছু বাউডার হাট,
এমনি বস্তু দেখে আইছুফলের উপর পাত। —কুচবিহার

২৩

জন্মিলে রক্তবর্ণ চক্ষু সারি সারি
কৈলাসের ভবানী নয় কিন্তু জটাধারী।
মাছ না মাংস না সর্বলোকে খায়,
দৈবকর্মে দেয়, কি নাম তাহার, সে থাকে কোথায়? —ঢাকা

২৪

নীচে লাঠি উপরে লাঠি,
মাঝখানে বেটে ব্রাহ্মণের নাতি। —২৪ পরগণা

২৫

বন হতে এলো এক টিয়ে মনোহর
সোনার টোপর শোভে মাথার উপর।
এমন মোহন মূর্তি দেখিতে না পাই,
অপরূপ চারুরূপ অনুরূপ নাই।
ঈষৎ শ্যামল চক্ষু আছে তার গায়,
নীলকান্ত মণিহার চাঁদের গলায়। —ঐ

ব্যাখ্যা : সাহিত্যিক ধাঁধার লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া মনে হইতেছে।

২৬

বন থেকে বেরুলো টিয়ে
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে। —ঐ

২৭

বন থেকে বেরুলো দুয়ো। —ঐ

২৮

ইল্লি গেলাম দিল্লী গেলাম গেলাম কলকাতা,
কলকাতাতে দেখে এলাম ফলের উপর পাতা। —বীরভূম

২৯

হিস্তি গেনু, হস্তি গেনু, গেনু মরা ঘাট
এ্যাকলা গাছে দেখি আসিনু ফলের উপর পাত। —জলপাইগুড়ি।

৩০

জাঙ্গাল হাতে নিকলিল টিঁয়া
সনার টুপি মাথাত্ দিয়া। —ঐ

৩১

জঙ্গলোত থাকে বাড়াল টিয়া
সোনার টোপর মাথায় দিয়া। —রাজশাহী

৩২

আঁধারত থাকে বাড়ালো হয়,
গাও তার ভুম ভুম। —ঐ

৩৩

নয়ন সর্বাঙ্গে মোর তবু আমি অন্ধ।
আমাতে অমৃত ভরা মুণ্ড দিয়া বন্ধ॥
সশস্ত্র সর্বদা থাকি শক্তি মাত্র নাই,
পদে যাহা আছে তাহা, শিরে পাবে ভাই। —ফরিদপুর

৩৪

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ভবানীপুরের লতা,
কোন বা দেশে দেইখ্যা আইলাম ফলের উপর পাতা। —ঢাকা

৩৫

উত্তরে গেলাম পশ্চিমে গেলাম গেলাম বালুরঘাট,
বনের ভিতর দেখে এলাম ফলের উপর গাছ। —রাজশাহী

৩৬

ফলের বাগান হইতে ফল বুড়ি আ'ল
তার বিশ বিশটি চক্ষু হ'ল। —ঐ

৩৭

এক গচোত এক ফল
থাকি আচে টল্ মল্। —কুচবিহার

৩৮

বন থেকে বেরুল উমো
উমোর গায়ে ডুমো ডুমো। —হাওড়া

৩৯

বন থেকে বেরুল বাঘ,
বাঘের গায়ে একশ দাগ। —হাওড়া

৪০

খাড় বাড়ী হাতে বিড়াইল টিয়া
সোনার টুপি মাথায় দিয়া। —কুচবিহার

৪১

বন থেইক্যা আইল টিয়া
সোনার টোপর মাথায় দিয়া। —ত্রিপুরা

৪২

বন থাকি বাইরইল ভট্

পোন্দো লাঠি মোকে ঝট্। —শ্রীহট্ট

আম

১

আকাশ থেকে পড়ল ছুরি

ছুরি গেল গাঙের মুরি,

আয় ছুরি আয় আক দিয়া

ফুল ফুটিয়াছে বাক দিয়া। —বরিশাল

ব্যাখ্যা : জলের ভিতর আম

২

দ্রৌপদীর বস্ত্র হরি করিবারে চুর

যে ফলেতে কৈল তার সেই দর্পচূর

কালেতে অধিক ফলে অল্প মূল্যে পাই,

সেই ফল কিবা হয় বল দেখি ভাই। —মেদিনীপুর

৩

এখান থেকে মারলাম দৃষ্টি

ঐ গাছটা বড় মিষ্টি।

৪

আকাশেতে ঢুলমুলু পাতালেতে লেজ,

কন্ ঈশ্বর বানাই এড়্গে কৈলজার ভিত্তর কেশ। —চট্টগ্রাম

৫

এতটুকু ডালে

বৈষ্টম ঝলে (দোলে)। —মেদিনীপুর

৬

স্বর্গ হাতে পইল দুম

দুম বলে মোর পুক্‌টা চুম। —রংপুর

৭

আকাশ হাতে পৈল ধুম

ধুম কয় মোর কোটিখান শুক। —জলপাইগুড়ি

আমড়া

১

তিন অক্ষরে নাম যার বৃক্ষের ডালে ঝুলে
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে ভাসে গঙ্গার জলে,
মধ্য অক্ষর ছেড়ে দিলে হয় মৎস্যের মরণ
শেষ অক্ষর ছেড়ে দিলে দেবতা তুষ্ট হন। —মেদিনীপুর

২

তিন অক্ষর নাম যার গাছের ডালে ঝুলে
প্রথম অক্ষরটি কেটে দিলে নদীর ধারে পড়ে। —ঐ

৩

তিন অক্ষরের নাম তার ঝুলে গাছের ডালে
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে ভাসে গঙ্গার জলে,
মধ্যম অক্ষর ছেড়ে দিলে মীনের মরণ
শেষ অক্ষর ছেড়ে দিলে দেবের ভক্ষণ। —ঐ

৪

তিন অক্ষরে নাম যার সর্বলোকে জানে
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে ভাসে গঙ্গার জলে,
মধ্যম অক্ষর ছেড়ে দিলে মীনের মরণ
শেষ অক্ষর ছেড়ে দিলে দেবের ভক্ষণ। —ঐ

৫

তিন অক্ষরে নাম তার সর্বলোকে জানে,
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে গঙ্গাজলে ভাসে,
মধ্যম অক্ষর ছেড়ে দিলে মাছ ধরতে যায়—
শেষ অক্ষর ছেড়ে দিলে সর্বলোকে খায়। —পুরুলিয়া

৬

তিন অক্ষরে নাম তার ঝুলে বৃক্ষ ডালে,
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে ভাসে গঙ্গাজলে,
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে মীনের মরণ। —ঐ

৭

তিন অক্ষরের নাম যার সর্বলোকে জানে
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে জলে ভেসে যায়
মধ্যম অক্ষর ছেড়ে দিলে সর্বলোকে খায়। —ঐ

৮

তিন অক্ষরে নাম যার সর্বলোকে খায়
প্রথম অক্ষর কেটে দিলে অগ্নিদাহ হয়।
মধ্যের অক্ষর ছেড়ে দিলে লোকের কার্য হয়
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে সর্বলোকে খায়। —বরিশাল

৯

তিন অক্ষরে নাম তার গাছেরে ঝুলে
গোড়ার অক্ষর কাটি দিলে শ্মশানেতে চড়ে। —মেদিনীপুর

আমের পোকা

১

দেবের দুর্লভ বস্তু মনুষ্যের লাভ,
হাতির মত মুণ্ড বীরের চলে ছয় পায়,
তার মধ্যে জন্ম হয় অ-যোনি সম্ভবা,
যার গর্ভে জন্ম হয় তারি মাংস খায়। —কুচবিহার

আলকুশি

১

বনুলে বহিরাল থেঁকি
থেঁকি বলে আমার বড় সেঁকি। —পুরুলিয়া

আলু

১

[মেটে]

ফল আছে তার ফুল নাই। —বরিশাল

২

উপরে মাটি তলে মাটি
তার তলায় বাবুই বাটি। —মেদিনীপুর

৩

হাতীথুন উচল মাটিথুন নীচ। —চট্টগ্রাম

৪

উত্তর দক্ষিণ পূবে পশ্চিম
চার কোনে তার বাসা,
তুমি ছাড়া গরুকে ডাকো
কোন ফলটা কাঁচা। —মেদিনীপুর

উচ্ছে, করলা

১

একটু খানি ছোঁড়া
তার গা ভরে ফোঁড়া॥ —২৪ পরগণা

২

মা লতা, বাপ হাস্তা
ছেলেগুলো সব নক্সা-কাটা॥ —হুগলি

৩

থেপ দেবড়া লোহার বাড়ি,
যে না বলতে পারে তার বাবা হাড়ি। —মেদিনীপুর

৪

ধুলোয় ধুসকুড়ি, পোকায় ফুসকুড়ি। —নদীয়া

৫

উচ্ছলে কথা বুঝলে না
বলে দিলাম তো পারলে না। —নদীয়া

৬

শিশুকালে মাথায় টুপি
কৃষ্ণপ্রেমে মজল গোপী।
রাম অবতারে রাবণ বধে,
সে তরকারী আমার ঘরে। —পুরুলিয়া

৭

তিন অক্ষরে নাম যার ভাজা হয় ভালা
মাঝের অক্ষর ছাড়ি দিলে নাম হয় কলা। —শ্রীহট্ট

৮

বন থেকে বেরোল হুমু
হুমুর গায়ে ভুমু ভুমু।   —মুর্শিদাবাদ

৯

খ্যাব খ্যাবরা লোহার বাড়ী
যেনা কহে তার বাবা হাড়ী।   —মেদিনীপুর

১০

খেব খেবড়া হুহার বাড়ী
যে নাই বোলে তার বাপ হাড়ী।   —শিংভূম

এঁচোড়

১

একটা বুড়ি গোটা গা তার কাঁটা কাঁটা
তিন অক্ষরে নাম তার সর্বলোকে খায়
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে জেলে নিয়ে যায়।   —মুর্শিদাবাদ

২

তৈল চিক্‌চিকে পাতাটি
ফল ধরে কাঁটাটি॥   —পুরুলিয়া

ব্যাখ্যা : ইহার ব্যাখ্যা কাঁঠালও হয়।

৩

একটা বুড়ীর শুধুই খোস।   —পুরুলিয়া

ওষধি

১

মাষ্টার মশাই মাষ্টার মশাই বুল দেশে দেশে,
একটি গাছে একটি ফল দেখেছ কোন দেশে।   —২৪ পরগণা

ওল

১

আগায় ছাতি গোড়ায় জাতি
ছেলে কাঁদানে বৃহস্পতি।   —যশোহর

২

ওপরে হাত্তি মাঝায় লাঠি তলায় বাটি। —নদীয়া

৩

তলে চাপার হাড়ী
উপরে গোকুলের ভাড়ী।
তার পাত্তা লব গাড়ি খাড়ি॥ —মেদিনীপুর

৪

তলেতে তামার হাঁড়ী
উপরেতে গোকুলের ভাঁড়ী। —ঐ

৫

ঘট কলসী উপরে ডাঁটা
পাতাগুলি তার খেজরী কাটা। —বাঁশপাহাড়ী।

৬

উপরে মাটি নীচে মাটি
বসে আছে তামার ঘটি। —মেদিনীপুর

৭

উপরে মাটি নীচে মাটি
মাঝখানেতে সোনার পাটি। —বর্ধমান

৮

হেট কলসী ওপর দণ্ড
পাতা তার খণ্ড খণ্ড
যদি তার ফুল ফোটে
লক্ষ টাকা মূল ওঠে। —ঐ

৯

পণ্ডিত মশাই পণ্ডিত মশাই পণ্ডিত রইল বসে
গাছের ফলটি গাছেই রইল বকটি গেল খসে। —মেদিনীপুর

১০

হেট কলসী উপরে দণ্ড, পাত হয় তার খণ্ড খণ্ড।
যদি হয় ফুল, হাজার টাকা মূল॥ —কুচবিহার

কচটি পানা

[কচুরি পানা]

১

সাগর আর নাগর
বিনে পয়সায় যায় থাগর। —বরিশাল

২

বল দেখি কইর‍্যা আড়ি
কোন দেবতার পোঁদে দাড়ি। ঐ

কচরা

(মহল গাছ)

১

মা বেটি একই নাম
আর ডুমকা ছেলের তিন নাম। —মেদিনীপুর

২

এক গাছের নাম হীরে
কতক ধরে পান সুপারী
কতক ধরে জিরে। —২৪ পরগণা

কচু

১

গাছের নাম নাগর মুথা
ডালে ডালে এক এক পাতা। —রাজশাহী

২

উলুর বনে টুলুর হাত টুল টুকিয়া যায়,
হাড় নাই তার মাংস আছে সর্ব লোকে খায়। —রাজশাহী

৩

রাজার ছেলে গোসল করে কাপড় ভিজে না। —রাজশাহী

৪

তল গির গির উপকে ছাতি
তার ফল খায় আশিন কাতি। —কোচবিহার

কচা গাছ

১

গাছের নাম হীরে
যে গাছে হয় পান সুপারী
সে গাছে হয় জিরে। —নদীয়া

কটোরা
(মহুল গাছের ফল)

১

বনরে বেরোল হাতি,—
হাতি বলে শুধাই আমার নাতি। —পুরুলিয়া

কন্নু গাছ

১

রাজার পইরত্ রাজা এ হাচুরিত্ পারে
আর কেহ এ ন পারে। —চট্টগ্রাম

কচি-বাঁশ

১

ছোটর বেলায় মাথায় টোপ
কিষ্ট অবতারে গোপী বধ
রাম অবতারে রাবণ মরে
সেই তরকারী মোদের ঘরে। —বেলপাহাড়ী

কমলালেবু

১

তিন অক্ষরে নাম তার বৃক্ষ বাস করে
বহুপুত্র দেখি তার উদর ভিতরে
উদর চিরিয়া যদি পুত্র গুলি খাও
রসে সুমধুর হবে সুমিষ্টরে পাও। —ফরিদপুর

২

তিত্ তিত্ তিত্ তিত্ তিত্ পটিং এর ছাও
উপর তিতা তলে মিঠা তাকি তোমরা খাও। —ঢাকা

করিল্

১

জবার কালে মাথায় টুপি
কৃষ্ণ অবতারে ভুললো গোপী ॥
রাম অবতারে রাবণ বধে।
সেই কথাটি কি বটে ॥ —পুরুলিয়া

কল্মি লতা

১

যখন জন্মিল বৃক্ষ দুইটি তার পাতা
সহস্র শিকড় তার ছাতার মত মাথা
বাতাস দিলেই বৃক্ষ ঘুরিয়ে বেড়ায়
সহস্র পণ্ডিতকে ধাঁধাঁ লেগে যায়। —মেদিনীপুর

কলা

১

থামের মত পা গুলি বড়ো বড়ো পাতা
ফল ধরে থরে থরে খেতে বড় মিঠা। —২৪ পরগণা

২

পাকাতেও খান, কাঁচাতেও খান
খেতে বললে চটে যান। —সিংভূম

৩

বারো মাসের মেয়েটি তেরো মাসের কালে
গণ্ডা গণ্ডা প্রসব করে অগণন ছেলে।
কহে কালিদাস হেঁয়ালীর ছলে
মূর্খেতে বুঝিতে নারে পণ্ডিতে বুঝে কলা। —পুরুলিয়া

৪

তুমিও খাও আমিও খাই
খেতে বললে রেগে যাই। —মেদিনীপুর

৫

কারু বাজারিলা হাতী লড়কা লড়কা কান,
মুণের থেকে ছানা বের হয় দেখ ভগবান। —মেদিনীপুর

৬

মুদিরে নেয় পানী
কাঁড়ারে মারে ঢেউ
বাপের নাই জনম কার এসেছে বউ। —ঐ

৭

বনের থেকে বেরোল হাতী কুলার পারা কান
মুখের দিকে বেরোল ছেলে দেখরে ভগবান। —ঐ

৮

একটা বুড়ি সাত কাপড় পরে। —ঐ

৯

পাচড়া পারা কান,
মুখ কাটি ছা বাহারিছে দেখ ভগবান। —ঐ

১০

হাতী পারা কান
উপর বেটি ছা করেছে
দেখ ভগবান। —ঐ

১১

আমার ভাই মদন রায়
একশ একটা জামা গায়
আরো একটা চায়। —ফরিদপুর

১২

কান্নার উপরে কান্না
যে না কহিতে পারবে
তার খাওয়ি বান্না। —যশোহর

১৩

হাতীর কুলো কুলো কান
মুখ দিয়ে ছেলে হয়েছে দেখরে ভগবান।
—মেদিনীপুর

১৪

ওপার থেকে আসছে হাতী কান নোটা নোটা
মুখ দিয়ে ছেলে বেরোয় দেখরে বিধাতা। —২৪ পরগণা

১৫

বন থেকে বেরল হাতী লবকা লবকা কান,
মুখের দিকে ছেলে হচ্ছে দেখ ভগবান। —ঐ

১৬

গাছাটি বায়ল পাতাটি কুজা
ফলে পাতায় হয় দেবতা পুজা। —ঐ

১৭

বনলে বারো হইল হাতি, হাতি বলে আমার কুলাপারা কান
আর মুখের থেকে ছেলে বাহির হয় দেখ ভগবান। —ঐ

১৮

বনের থেকে বাহিরাল বুড়ী লম্বা লম্বা কান
মুখের থেকে ছেলে হল দেখ ভগবান। —ঐ

১৯

কোন্ ফলের বীচ নাই —মেদিনীপুর

২০

রাজার ঘরের ঘুড়ি, এক বোনে বুড়ি। —ঐ

২১

যার বাবা ঢেঙ্গা লগড়া
তার মা কুলা ছাপরা৷
তার বেটা পুটকি বাঁদরা৷। —ঐ

২২

হায় এস্ চে বিলে
ও ভাই মানুষকে গিলে। —ঐ

২৩

বনের থেকে বেরল হাতী
হাতী বলে আমার কুলার মতন কান
মুখের থেকে বেরল ছেলে দেখ ভগবান। —ঐ

২৪

কান্ধার উপর কান্ধা
যে ভাঙি দিত্ না পারে
তার বাপ হন্দা গাদা। —চট্টগ্রাম

২৫

রাজারো ঘুড়ী এক বিয়ানে বুড়ী। —চট্টগ্রাম

২৬

উঠ্‌তে সূর্য নমস্কার
পৈড়্‌তে মাটি নমস্কার। —ঐ

২৭

রাঙ্গা রাতা, উহুত্ মাথা। —ঐ

২৮

পাতাল থেকে এলো হাতী নটর পটর কান
মুখ দিয়ে তার ছেলে বেরোল হায় গো ভগবান! —মেদিনীপুর

২৯

গাছটি সরল ফলটি কুঁজা
তাতে লাগে দেবতা পুজা। —ঐ

৩০

বনের থেকে বেরোল্ হাতী কুলার মত কান,
মুখ দিয়ে ছেলে হোল দেখ ভগবান। —ঐ

৩১

রাজার ঘরের ঘুড়ি
এক বিয়ানে বুড়ি। —ঐ

৩২

বন থেকে বেরুল হাতী
বলে কুলোর মতন কান
মুখ দিয়ে ছানা বেরুল
দেখ ভগবান। —মেদিনীপুর

৩৩

মাথাটা হোইল আং সাং
ঘোমটা হইল আম্বা,
মুখ দিয়া ছাওয়া হয়
কোটি দিয়া বাচ্চা। —জলপাইগুড়ি

৩৪

দেখে আ'লামরে ভাই তির মোহানীর ঘাটে,
এক ছ'ল তার তিন পোয়াতীর প্যাটে। —রাজশাহী

৩৫

মেয়ের নাম রাধি
কাপড় পরে গাদি গাদি। —ফরিদপুর

৩৬

মা ও থাকলো আমারির প্যাটত
আমাক নিয়ে গ্যাল গবোর চোপার হাটত। —রাজশাহী

৩৭

আকাশে উক উক পাতালে ড্যাট
ছয় মাসের কন্যা পাঁচ মাসের প্যাট। —ঐ

৩৮

গাছের নাম হোগল লতা
ডালে ডালে এক এক পাতা। —ঐ

৩৯

রাজাগের ঘুঁড়ী
এক বিয়ানেই বুড়ী। —ঐ

৪০

আকাশত থিনি প'ল তীর
তীর বলে কাপড় চির,
ধোপা কি ধুতে পারে
খলিফা কি শিঁতে পারে? —ঐ

৪১

বনখিনি বাড়াল টিয়া
সোনার টুক্‌নি মাথাত দিয়া। —ঐ

৪২

আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা
পাশ দিয়ে বাহির হইল এক বাচ্ছা।

আচ্ছার মাথা দিয়ে বাহির হইল একডিম
তোমার বলিতে লাগিবে সাড়ে তিন দিন। —নদীয়া

৪৩

দূর হতে আসে হাতি
কান লুটা লুটা,
মুখ দিয়ে ছেলে হয় দেখ বিধাতা। —হাওড়া

৪৪

বন থেকে বেরল হাতী লরকা লরকা কান
মুখের দিকে ছেলে হচ্ছে দেখ ভগবান। —মেদিনীপুর

৪৫

গাছটা সরল পাতটি কুঁজা
তাতে হয় দেবতা পুজা। — ঐ

৪৬

দুইখান চালোত একখানি কামি। —কুচবিহার

৪৭

গাছটি হেলা পাতাটি দোলা
কলটি কুঁজো দেবতা পুজো। —২৪ পরগণা

৪৮

এক গাছ তিন শুকারী
তার নাম রাসবিহারী। —ঢাকা

৪৯

হিং হিং হিং বাতাসে নড়ে
তার বত্রিশখানা শিং
পোদে বাচ্চা মুখে ডিম। —যশোহর

৫০

রাজার ঘরের ঘুঁড়ি এক বিয়ানে বুড়ি। —মেদিনীপুর

৫১

পাতাটি সরল কলটি কুঁজো। —ঐ

৫২

গাছটি সরল পাতাটি তরল ফলটি ধরে কুঁজো
সেই ফলে হয় যত দেবতার পুজো। —ঐ

৫৩

বনের থেকে বেরোল হাতী ঢল ঢল কান
মুখের থেকে ছেলে বেরিয়েছে দেখ ভগবান্। —ঐ

৫৪

পাতাটি ঢোলা, ফলটি কুঁজো
তাতে হয় দেবতা পুজো। —মুর্শিদাবাদ

৫৫

আসতে যাতে কতুল ফুল মাঝে এক ঘর তাঁতী,
এক খি সূতায় বাঁধা আছে ষোল গণ্ডা হাতী।
এই শোলকটি যেবা ভাঙ্গে সে মায়া ভুঁইএর তাঁতী। — মেদিনীপুর

৫৬

এক গাছে তিন তরকারী
নাম তার রাসবিহারী। —ফরিদপুর

৫৭

কান্দার উপর কান্দা, যে না কইতে পারে
তার শাশুড়ীরে থুইব বান্ধা। —ফরিদপুর

৫৮

রাজার বাড়ীর ঘোড়ী একৈ বিয়ানে বুড়ী। —শ্রীহট্ট

৫৯

জঙ্গল বাড়ী হাতে বিয়াইল টিয়া
সোনার টুপুল মাথার দিয়া। —কুচবিহার

৬০

গোড় আগালে ধুতুরা কুলা মধ্যখান হইল আছা
উপর দিয়া ছাওয়া তার তল দিয়া হয় বাচ্চা। —ঐ

৬১

গাছটি পিছল, ফলটি কুঁজো
তাতে হয় দেবতার পুজো। —মুর্শিদাবাদ

৬২

কান্দার উপর কান্দা
এ শ্লোক যে ভাঙ্গি না দিবে
তার চৌদ্দপুরুষ থাকিবে বান্দা। —রংপুর

৬৩

রুপু একটি, হইল মেরা মোষ্টি
গর্ভতে তার জন্ম, মুখ দিয়া তার পাষ্টি। —ঐ

৬৪

ধোবায় না দেয় ধুইয়া, দর্জী না দেয় সিয়া;
সেই কাপড়খান পরিয়া গেছ বামুনপাড়া দিয়া। —ঐ

৬৫

বাপ রেয়ে পেটত্
পুত গেইয়ে হাটত্। —চট্টগ্রাম

৬৬

চার আঙ্গুলের পাড়ি
হকল গুষ্টি আড়ি
আরো কত দূর বাড়ি। —ঐ

৬৭

বারমাসের মেয়ে গো তের মাসের কালে,
গণ্ডা গণ্ডা প্রসব করে অগুন্তি ছেলে। —মুর্শিদাবাদ

৬৮

মামার বাড়ীর ঘোড়া
এক সিথানে বুড়ী। —ঐ

৬৯

ওপার থেকে এল হাতি মোটা মোটা কান
মুখ থেকে তার ছেলে বেরোয় দেখ রে ভগবান। —বর্ধমান

৭০

মুখের দিক দিয়া ছেলিয়া বেইরালো দেখরে ভগবান। —মেদিনীপুর

৭১

বনেতে বাইরাল হাতী
হাতী বলে আমার চাপরা চাপরা কান
মুখের দিক দিয়া ছেলে বেরোলো দেখরে ভগবান। —ঐ

৭২

বনের থেকে বারাল হাতী বড় বড় কান
মুখের থেকে ছেলে হয় দেখে ভগবান। —ঐ

৭৩

এক গাছে তিন তরকারী
ঝুলে আছেন লালবিহারী। —ঐ

৭৪

একশ এট্টা জামা গায়
আরো এট্টা নেবার চায়। —ফরিদপুর

৭৫

কলাগাছের ডগা ইং ইং ইং
বাতাসে উড়ে তার ষোলখানা শিং। —ঐ

৭৬

এক রুয়ায় দুই চাল। —বরিশাল

ব্যাখ্যা: কলাপাতা

৭৭

বাগানেতে জন্ম যার
মাথা চেরা ফল তার। —ঐ

৭৮

মদন রায় মদন রায়
একশ একটা জামা গায়
আরও জামা চায়। —ঐ

৭৯

কান্দার উপর কান্দা
যে-না কইতে পারে
তার শ্বশুর-শাশুরী বান্দা। —ঐ

৮০

কান্দার উপর কান্দা সর্বজমি বান্দা। —ঐ

৮১

কয় ব্রজ সভার মাঝে—
একটি খালি গাছের নাম হয়
এক বিয়োনি সে দেয় তিন তরকারী। —ঐ

৮২

বার মাস বয়স তার তের মাসের কালে
গণ্ডা গণ্ডা প্রসব করে অগোনা ছেলে। —ঐ

৮৩

মাথায় প্যাটে জল যায় হাটে। — ২৪ পরগণা

৮৪

এক চটায় দুঁহ চাল। —ঐ

৮৫

পাছা দিয়ে বেরোও ছা, মুখ দিয়া বেরোও ডিম
এই কথা বলতে লাগে সারে তিন দিন। —ঐ

৮৬

শিং হিং হিং বাতাসের নড়ে শিং
পাছায় বাচ্চা মুখে ডিম।[১] —ঐ

৮৭

বারো বছরের এক ছুঁড়ি এক বিয়েনে বুড়ি। —ঐ

৮৮

গাছটি হেলা ফলটি বাঁকা
তাই না হলে হয় না দেবতার পূজা। —যশোহর

৮৯

আমার দিদি রাধি,
কাপড় পড়ে গাদি গাদি। —ঐ

৯০

ইং ইং ইং বাতাসে উড়ে
তার ষোলখানা শিং। —ঐ

৯১

ঘরের পিছনে হুড়ি
এক বিয়ানে বুড়ি। —ঢাকা

৯২

গাছটি সরল, পাতাটি তরল
ফলটি কুঁজো, তাতে হয় দেবতার পুজো। —হুগলি

৯৩

বন্‌লে বেরোল হাতি কুলার মত কান।
মুখের দিকেতে ছেলে বেরোলে ধন্য ভগবান॥ —পুরুলিয়া

৯৪

গাছটি তরল পাতাটি সরল তার ফলটি কুঁজো,
তাতে হয় দেবতার পুজো। —ঐ

৯৫

পুব থেকে এলো হাতি বড় বড় কান।
মুখ দিয়ে ছেলে হলো শুন রে ভগবান॥ —পুরুলিয়া

৯৬

একটি গাছ পচিনা পাতা ফুল ফোটে সৌরভ লতা,
সে ফুল যদি গলায় পরে হরিকে তখন প্রণাম করে। —মেদিনীপুর

৯৭

চাকের উপরে চাক
যে না কহে তার অথর গোঁড়া বাপ। —ঐ

৯৮

এতী কা থম থম চাকা পতইয়া।
করে কা লটপট্ কায় মিঠাইয়া। —বিহার

৯৯

যেতে আস্‌তে খিলে ফুল মাঝখানে পাড়া তাঁতী,
এক খুঁটায় বাঁধা আছে ষোল গণ্ডা হাতী। —হুগলি

ব্যাখ্যা : কলার কাঁদি।

১০০

ওপর থেকে আস্‌ছে হাতি কান লোটা লোটা,
মুখ দিয়ে ছেলে বেরোয় দেখ রে বিধাতা। —ঐ

কলাই

১

বারো মাস বয়স তার তেরো মাসের কালে।
গণ্ডা গণ্ডা প্রসব করে অগণন ছেলে ॥ —পুরুলিয়া

কচুগাছ

১

গাছের নাম তরুলতা
এক এক ডালে এক এক পাতা। —বরিশাল

২

একটুকু ছোড়া বড় নৌকার জল ফেলে
তার নেংটি না ভেজে। —যশোহর

৩

গাছের নাম মুণ্ডর মাথা
এক ডালে তার এক পাতা। —ঐ

৪

রাজার ছেলে স্নান করে তার কাছা ভেজে না। —নদীয়া

৫

এক খুঁটিতে এক চাল। —ঐ

কাঁটা

১

একটুকু —উঃ —হুগলি

কাঁকুড়

১

নদী সে পারে আইলা জনে বাঁশী কাঁধে করে
গাছ মরা ফল জিতা কাটবে কেমন করে। —মেদিনীপুর

২

সুবর্ণরেখাক সেপারে আইলাম বাস্‌নী কাঁধে করি
গাছ মরা ফল জিন্‌তা (জীবন্ত)
চানম্‌ কেমন করি। —ঐ

কাগজী লেবু

১

বন থেকে বেরেইল হাতি
হাতি বলে আমি ভদ্রলোকের পাতে মুতি। —পুরুলিয়া

২

বন থেকে বেরোল চিতি
চিতি বলে আমি ভদ্রলোকের পাতেই মুতি। —মুর্শিদাবাদ

৩

বনের থাকতে বেইরাল হাতি
হাতি বলে তোর পাতে মুতি। —মেদিনীপুর

৪

ঝারখুনি নিকল্যো ঠুট্রা
ভাত ভরি দিএ মুত্যা। —চট্টগ্রাম

কাঁঠাল

১

কায়স্থের অস্থ ছাড়া পাঠার ছাড়া পা
লবঙ্গের বঙ্গ ছাড়া কিনে আন্‌গে যা। —২৪ পরগণা

২

কালিন্দির লিন্দি ছাড়া পাঠার ছাড়া পা
লবঙ্গের বঙ্গ ছাড়া কিনে আন তা। —ঢাকা

৩

একটা বুড়ীর খোসড় গুদ্।

৪

তেল চিক চিক পাতা, ফলে ধরে কাঁটা
পাকলে মধুর মধুর, বীজ গোটা গোটা। —মেদিনীপুর

৫

এ ঘরে মরা মরেছে
ও ঘরে গন্ধ ছাড়ছে। —ঐ

৬

খাইতে উৎকৃষ্ট গন্ধ মনোহর
গলা বাইয়া ধলা রক্ত পড়েছে বিস্তর। —ফরিদপুর

৭

পাতা চক্ চক্ ফল গেঁড়া
যে না বলে তার বাপ-মা ভেড়া। —মেদিনীপুর

৮

পাত চিকচিক ফলটি গেঁড়া
যে না ভাঙতে পারে তার ঘরগুষ্টি ভেড়া। — ঐ

৯

এক বুড়ির গোটায় ঝুঁড়ি। —ঐ

১০

একটা বুড়ীর গোটায় কাঁটা।

১১

তেল চিক চিক পাতা, তার ফলে ধরে কাঁটা
খেতে মধুর মধুর বীজ গোটা গোটা। —ঐ

১২

কাঁসারির সারি ছাড়া পাঠার ছাড়া পা
লগজের বক্ষ ছাড়া কিনে আনগে বা। —ঐ

১৩

এ পাড়াতে বুড়ী মরেছে
ও পাড়াতে গন্ধ ছুটেছে। —২৪ পরগণা

১৪

গাছ বিয়াইল মুগর মুগর বিয়াইল ডিম
বুঝ রে পণ্ডিতের বেটা বছর তুই তিন। —শ্রীহট্ট

১৫

একটা বুড়ির দাঁতই শুধু। —২৪ পরগণা

১৬

একটা বুড়ীর খোসা শুধু। —ঐ

১৭

কায়স্থের খাস ছাড়া পাঁঠার ছাড়া পা
লবঙ্গের বঙ্গ ছাড়া পাঠাইবে তা। —মেদিনীপুর

১৮

গায়ে পাড়ে মুগর মুগরে পাড়ে ডিম
ভাঙরে পণ্ডিতের বেটা বছর দুই তিন। —ঐ

১৯

পাতা চিক্ চিক্ ফলে কাঁটা। —ঐ

২০

একটা বুড়ির পাঁচড়া শুধু।

২১

এ্যাক্ না বাপোই সারা গায়ে আটোই। —জলপাইগুড়ি

২২

এ্যাক না বুড়ি সারা গতরে ফুহুরি। —দিনাজপুর

২৩

একশ ঘর কাঁঠায়ে গড় গড়। —রাজশাহী

২৪

আকাশত খিনি প'ল খ্যাটা
খ্যাটার গেল প্যাট কাটা। —ঐ

২৫

বনের থেকে বেরুল হুমো
হুমোর গায়ে ডুমো ডুমো। —নদীয়া

২৬

কামাইবার মায়রে খাইরা পাঠার দিয়া ঠা
লবঙ্গের বঙ্গ কাইটা দুধে মিশাইয়া খা। —ঢাকা

২৭

কাঁচাকলার চাকলা কেটে, পাঠার কেটে পা
লবঙ্গের বঙ্গ কেটে পাঠিয়ে দিও মা। —মৈমনসিং

২৮

ক-কারাদি নাম মোর ক-কারে আকার
পাঁঠার কাটিয়া ঠ্যাং মধ্যে দিয়া ঠা ;
লতার প্রথম অক্ষর অন্তেতে মিশাইয়া
কহ দেখি বাপু ইহা বুদ্ধি জোগাইয়া। —বরিশাল

২৯

এ ঘরে বুড়ী মরল, ও ঘরে বাস।

৩০

গাড়াম্ গুড়ুম্ খাড়াম্ খুড়ুম্ সর্ব গায়ে সিং
তার মধ্যে একটা লিং।
ভাল ভদ্দর হলে কালে সর করিয়ে খায়
চাষা লোকে হলে খালি হাচিনি লাগায়। —কোচবিহার

৩১

অর্ধচন্দ্র কায়াযুক্ত ক-কারে আকার
পাঁঠারে ভাসাইয়া দিয়া মধ্য লব তার
লবণের প্রথম অক্ষর তাহাতে মিশাইয়া
ইহাতে যে দ্রব্য হবে দিবেন পাঠাইয়া। —রংপুর

৩২

মূলাকার বীর তার সর্বগায় শিং
দেড় বুড়ি অস্ত তার এক গোটা শিং। —ঐ

৩৩

বাগান থেকে বারল ব্যাট
ব্যাট বলে আমার প্যাট কাট্। —ফরিদপুর

৩৪ ৬

ঋ্যাত্ত কাটা ব্যাত্ত কাটা
তার মধ্যে সুন্দর সুন্দর ভাইর বেটা। —বরিশাল

৩৫

গর্বের মধ্যে গর্ববতি তিনিও গর্ববতি। —ঐ

৩৬

একটা বুড়ি পেহ্ পানা। —মেদিনীপুর

৩৭

গাছটির নাম ধান্দা
খায়নি মাখেনি বসে আছে মালকুঁদা। —মেদিনীপুর

৩৮

কাঁঠা টিপ টিপ চন্দনের বাস
কাঠই বসে গোপাল দাস। —ঐ

৩৯

বাছুর আইল ধোঁধাঁ
খাইনি মাখেনি বসছে মালকুণ্ডা। —ঐ

৪০

নদী সে পাখিক আইলা জলে
তার গাঁড়ায় পেস্ত পানে। — ঐ

৪১

টিকিটিকি কণ্টা কপুরেরো বাসো
এই নামো দেই বলে বলরামো দাসো। —ঐ

৪২

তান পরে মুসর, মুসর ধরে তিম
বুঝারে পণ্ডিতের বেটা, বছর তুই তিন। —ঐ

কার্পাস

১

এত্তটুকু পাথরি
দুধ পরে উত্তরি। —ঐ

কালেয়া কড়া

১

কাঁচায় উত্তম ফল সর্বলোকে খায়,
পাকলে পরে সেই ফল গড়াগড়ি যায়॥ —ঐ

কুঁচ

১

সিঁছুরেরি টগমগ কাজলেরি ফোঁটা
এ কয়না যে না ভাঙ্গে তার বাপটি ভেড়া॥ —ঐ

২

সিঁদুরে টগমগ কাজলেরি ফোঁটা
এই ক্যোহানিটি বলে দেবে সূর্যিমামার বেটা ॥ —মেদিনীপুর

৩

সিন্দুরের গুলা ঝোলা কাজলের ফোঁটা
এই কিচ্ছা ভাঙ্গে দিতে পারে বছির আলির বেটা ॥ —ঐ

৪

রক্তে টলমল কাজলের ফোঁটা
এমন সুন্দরী কন্যা বনে কেন বাপা ? —নদীয়া

৫

রক্তোয় ডুবুডুবু কাজলের ফোঁটা
যে না বলতে পারবে পঞ্চাননের বেটা ॥ —হাওড়া

৬

রক্তে ডুবুড়ুবু কাজলের ফোঁটা
এক কথায় যে বলতে পারে সে মজুমদারের বেটা ॥ —মুর্শিদাবাদ

৭

সিন্দুরে টগমগ কাজলেরই ফোঁটা
আর ঐ কাহিনী ভেঙ্গে দিলে গঞ্জরাণীর বেটা। —মেদিনীপুর

৮

সিন্দুরের টগবগ কাজলের ফোঁটা
এই শোলোকটা যে ভাঙতে পারে সে ইন্দ্রদেবের বেটা। —ঐ

৯

রক্তে ডুবুডুবু কাজলের ফোঁটা এক কথায় যে বলতে পারে,
সে মজুমদারের বেটা। —নদীয়া

১০

রক্তে ডুবুডুবু কালিন্দির ফোঁটা
যে না বলতে পারে সে পঞ্চাননের পাঁঠা। —বর্ধমান

১১

সিন্দুঁরের ঝলমল কাজলের ফোঁটা
এমন সুন্দরী মেয়েটি তোমার বনে কেন বাপা। —২৪ পরগণা

১২

রক্তায় ডুবুডুবু কাজলের ফোঁটা
যে না বলতে পারে কালীমায়ের পাঁঠা। —২৪ পরগণা

১৩

রক্তোতে লাল বর্ণ কাজলের টিপটি
এই ঢকটি বলতে না পারে গোলামের বেটি। —মেদিনীপুর

১৪

রক্তের টব কাজলের ফোঁটা
যে টা জম্মাল সেটাই গেল। —ঐ

১

কোন্ কোন্ গাছে সাজন সাজে
কোন্ কোন্ গাছে বাজন বাজে
কোন্ কোন্ গাছে মড়ার মাথা
কোন্ কোন্ গাছে ছেঁড়া কাঁথা। —ঐ

ব্যাখ্যা: অবশিষ্ট অংশের উত্তর সাজিনা, বেল বা নারিকেল।

কেয়া পাতা

১

ছুঁচ সম মাথা তার
করাত সম ধার। —ঐ

কেয়া-ফুল

১

সূর্য সম মাথা তার করাত সম ধার
তেলহীন মস্তক উদর মহা তার
যোগী ঋষি নহে কিন্তু গায়ে মাখে ছাই
বুঝহ পণ্ডিত যাহা সকেতে জানাই। —ঐ

কেন্দ ফল

১

ভালুক-টাঁড়ে ভাইল্‌কা বন
বনের মধ্যে গুড় কুম্—বল্‌ন ফালো কি ? —পুরুলিয়া

২

মধ্যি বনে গুড় কোন্দা। —ঐ

৩

হড়কা খুলে গুড়। —ঐ

কেন্দ ফল মানভূমের প্রিয় ফল। উপরের খোসাটি ভিতরের নরম শাঁসকে ঢাকিয়া রাখে। সেইটিকে হুড়কা বলা হইয়াছে। ফলগুলি গুড়ের মতই মিষ্ট।

৪

বল্ দেখি ন
বল্ দেখি ন
বনের মধ্যে গুড়কুম্। —ঐ

কেন্দ ফল—বনের মধ্যেই অজস্র জন্মায়। মানভূমে গুড়ের চাষও হয় অর্থাৎ আখ হইতে রস মাড়াই করিয়া সেই গুড় বড় বড় মাটির কলসীতে রাখা হয়। এই কলসীগুলিকে 'কুম্' বলে। কেন্দ ফলটিও যেন গুড়ের দ্বারা পূর্ণকুম্ভ বা 'কুমে'রই মত।

৫

ছিপি খুলে গুড় পাইটি খাই। —মেদিনীপুর

কোয়া

(লেবুর কোয়া)

১

ছোট মোট পইর গোআ ইচা মাছে ভরা,
টিপ মাইর্‌লে হক্কল মরা। —চট্টগ্রাম

কুড়িয়া

(শুষ্ক ধান্য তৃণের স্তূপ)

১

পৃথিবীতে বসিয়াছে লক্ষ মহাজন।
হস্ত নাই পদ নাই নাইক জীবন।
পশু এ পাইলে তারে টানি টানি খায়
ঘরত্ থাকি ভাত মা দেও ফুক্যামারি চায়। —ঐ

কুকড়ী

(বেঙের ছাতা)

১

বন্‌লে যাইরাল টিয়া, লাল টুপি মাথায় দিয়া। —পুরুলিয়া

কুইতি

১

ঝাপ ঝপে গাছটি
তার তলায় বাঁকা তরোয়ালটি। —মেদিনীপুর

কুমড়া

১

ছাগলটা বাঁধা রইল
দড়িটা চর্‌তে গেল। —ঐ

২

গাইটা বসে আছে দড়িটা চরছে। —ঐ

৩

মা তো লতা বাপ তো ছাতাইয়া
দিদি তো হলদা থাভাইয়া দাদা তো পুটকুনো দইয়া। —ঐ

৪

ছাগলটা বাঁধা থাকে দড়িটা চরতে যায়। —ঐ

৫

গাছটি গেল চরতে ছানাটি রইল বাঁধা। —ঐ

৬

মা ও লতা
বাপ ও ছাতা
ভাই ত হকুড় হুমা
বোন ত হলুদ মুহা। —ঐ

৭

পাখাটা চরতে যায়
ছাগলটা বাঁধা থাকে। —ঐ

৮

ছাগলটি বাধা আছে
হাগলটি চরতে যায়। —মেদিনীপুর

৯

ডাটা হাতে আইল ছুতার কান্ধে লয়া বাইশ
গাছ মরা ফল ধরা কোন গাছ কাটিবার যাস। —রংপুর

১০

জনে হাসি, জনে বসি, জনে তুষি। —মেদিনীপুর

১১

[চাল কুমড়া]
পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চারিদিকে চার মাচা
তোমাকে ছাড়ি তোমার গুরুকে পুছারি
কোন্ ফলটি কাঁচা। —ঐ

১২

[কুমড়ার পোকা]
কি করতে কি ছিলা
ডিম নেই তার ছা ছিলা
যদি ছিলা ছা
ঘরে নেই তার মা। —ঐ

১৩

একটা গরু বাঁধা থাকে,
পাহাড় গেল চইরতে। —পুরুলিয়া

১৪

পাত্ত খস্ খস্ ফল গোদা,
যে না বলে তার বাপ গোদা। —ঐ

কুম ফল

১

চার কোণে চার মাচা
গুরু বাপকে পচারি আসবিয়া
কোন ফলটা কাঁচা। —মেদিনীপুর

কুল

১

কুহলি গাইকে দুইতে গেলে হাস: গরু মারে। —পুরুলিয়া

২

রাঙা গাই ধরতে গেলে
মেনি গাই টিয়ে ধোনে। —মেদিনীপুর

৩

রাঙা গরুকে আনতে গেলে
কাইলা গাই ধরে। —ঐ

৪

রাঙা গাইকে ধরতে গেলে
মেনি গাইয়ে ধুনি। —ঐ

কুসুম পাকা ফল

১

সেরা উটকায় মেরা থাই। —পুরুলিয়া

খরমুজ

১

জল নেই খালে বিলে,
জল আছে ডেলার ঢিলে॥ —মেদিনীপুর

খেজুর

১

হল বিল শুহয়ে গেল
গাছের আগায় পোনা রল। —ফরিদপুর

২

উচু মাটি ঝুর ঝুরি
বেগুন ধরেছে থলি থলি। —ঐ

৩

হল বিল শুকাইয়া গেল
গাছের মাথায় বোনা রইল। —বরিশাল

৪

খাছা খাছা গাছটি ফলে মধ্যে তার
বুক চেরা তার দানাটি। —ঐ

৫

ইল বিল শুকাইয়া গেল
গাছের মাথায় পোনা রইল। —ঐ

৬

চিহ্ন চিহ্ন পাতা সোনার লতা
পাকিলে কাটে মজিলে খায়। —ঐ

৭

ঝাকুরা মাকুরা মাথা কুবা কুবা গা
গয়া কাটা টংরে দড়ি
মানুষে গিলে গিলে খায়। —ঐ
[খেজুর গাছে ভাঁড় পাতা]

৮

গাভী জ্যান্ত বাছুর মরা
পিয়ে বাছুরির গলায় দড়া। —২৪ পরগণা

৯

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া মাথা গোরা গোরা গায়
গলা কেটে কেটে গিলে গিলে খায়। —ঐ

১০

ছাইন্দে ছাইন্দে গাই দোহায়। —যশোহর

১১

মেটে হাঁড়ি কাঠের গাই
নিত্যি নিত্যি দোয়াইয়া খাই। —ঢাকা

১২

কাঠের গাই মাটির বাচা
শুধু খায় তার মনের ইচ্ছা;
দুহিবার লোকের হাতে গোড়ে বাঁধি
জ্ঞানী কহ বিষম সন্ধি। —মেদিনীপুর

১৩

ডেঁগিয়ে ছড়ুকা স্বর্গে তোর বাস
এক রাত্রি ডিম দেয় শ' ক পঞ্চাশ। —মেদিনীপুর

১৪

কাঠের গাইয়ে মাটির বাচ্চা
দুধ খায় তার মনের ইচ্ছা। —মেদিনীপুর

১৫

কাঠের গাই মাটির দোনা
বুদ্ধি থাকে তো দুয়ে খানা। —ঐ

১৬

কাঠের গাই মাটির পাই
ছেদে বেঁধে তার দুধ খাই। —২৪ পরগণা

১৭

কাঠের গাই মাটির বাছুর
গলা কেটে দুধ খায়
গোয়ালা বড়ই নিষ্ঠুর। —ঐ

১৮

গাছ হরজা পাতা সরুজা
ফলটি রাঙা বিচিটি ভাজা। —রাজশাহী

১৯

মাটীর বাচুর কাটের গাই
গলা কাটে দুদ্দু খাই। —ঐ

২০

কোন ঠাকুরের বছর বছর মুখ ফেরে। —২৪ পরগণা

২১

গাই জীবন্ত বাছুর মরা
পিয়াই বাছুর গলায় দড়া। ——নদীয়া

২২

মামাদের মেজী গায় গলা চেটে দুধ খায়। —বীরভূম

২৩

চিক্‌রি চিক্‌রি পাতাগুলি
সোনার মতন লতাগুলি
পাকলে আনে মজলে খায়। —ঢাকা

২৪

বন থেকে বেরোলো টুই।
তার বাচ্চা কাহন দুই। —মেদিনীপুর

২৫

ঝিলি তিলি পাতাটি
সোনার মত লতাটি
পাইকলে কাটে মই্‌জলে খায়। —ফরিদপুর

২৬

মেটা হাতন কাঠের গাই
বিনা বাছুরে গাভী দোহাই। — ঐ

২৭

কাঠের গাই মাটির দোনা।
বুদ্ধি থাকে তো ছু'য়ে খানা॥ —হুগলি

২৮

কাঠের গাই মাটির বাছুর।
দুধ দেয় তার প্রচুর প্রচুর॥ —মেদিনীপুর

২৯

মাথা তার ঝাকড় মাকড় চোবা চোবা গা।
ঠাঁএ দড়ি গলা কেটে, গিলে গিলে খাই। —পুরুলিয়া

৩০

কাঠের গাই, মাটির বাছুর।
বাট নাই তার, দুধ জমায় প্রচুর॥
কি অপরূপ ধাঁধা।
গাইয়ের গলায় বাছুরটি বাঁধা॥ —ঐ

গম

১

হাত পা তার ইটের সমান।
অতি পুর ছাল তার পেটে বাড়ে মান॥ —পুরুলিয়া

গোজা আলু

১

ইমনি হিয়ার হিয়া,
গাছের উপর ছাওয়াল থুইয়া
মাটিত থাকে শুইয়া। —রাজশাহী

গাছ

১

উত্তর হতে আসলো ঘোড়া
তার একপিঠ পোড়া
থায় মরিচ হাগে তার গুঁড়া। —বরিশাল

২

একটা মাথা তার সহস্র হাত। —ঐ

৩

নিচ্চনী বটগাছ বট ঝুমঝুম করে,
এক কোণা মুকত দিলে মুক কুটকুট করে। —রাজশাহী

ব্যাখ্যা: গাছ মরিচ

ঘানী গাছ

১

কোন ঠাকুরের মাথায় জিভ। —২৪ পরগণা

২

এখান হইতে মারলাম ছুরি
ছুরি বলে এখানেই ঘুরি। —নদীয়া

৩

কোক বাবু কোক করে
দাড়ি বেয়ে পুঁজ পড়ে। —মুর্শিদাবাদ

৪

এক বেটা পেয়াদা
ভাত্ত খায় জেয়াদা
তরকারী খায় কম
খুতয়ার একজন ॥ —ঐ

৫

বল দেখি সদাশিব
কোন্ দেবতার পোন্দে জিভ। —ফরিদপুর

চালতা

১

আচার উপর আচা
যে না কইতে পারে সে
ব্যাইসার নায়ের বাইছা। —বরিশাল

২

রাজার বাড়ী পাত্তি হাঁস
খায় গোলা তার ফেলায় শাস। —২৪ পরগণা

৩

বাটির মধ্যে বাটি
যে বলতে পারবে না
তার নাক কান কাটি। —ঐ

৪

রাজা ঘরে পাত্তি হাঁস
খায় গোলা ফেলে শাঁস —মেদিনীপুর

৫

ও সখী তোর ঘর কাঁহা
ফল কা ভিতর ফুল যাঁহা
মোর ঘর তাঁহা —ঐ

৬

উপরা পড়লা ইঁট
ইঁট বলে মোর পাচ পিঠ। —ঐ

৭

পাঁচ ভাই তার পাঁচে নাকা
মা বুড়ি তার সিকন নাকা। —মেদিনীপুর

৮

পাঁচ ভাই তার পাঁচ আকার
মা বুড়ি তার সিকন নাকা। —ঐ

৯

সাত ভাই তার সাথে একা
সাত ভাই তার সিঁকা নাকা। —ঐ

১০

রাজার ছেলে ভোম্বল দাস
গায় খোলা তার ফেলে শাঁস। — নদীয়া

১১

ঠাকুর বাড়ীর পাতি হাঁস
গায় খোলা তার ফেলে শাঁস ॥ —হাওড়া

১২

উপরন্থ পড়ল ইঁট,
ইঁট বলে আমার পাঁচ পীঠ। —মেদিনীপুর

১৩

ডাকলে কথা শোনেনি তাকায় মিটমিটি
মারতে গেলে কাঁদেনি দেখায় পাঁচ পীঠ,
গরু নয় ঘোড়া নয়, নয়কো সে পাঠা
চেষ্টা করিয়া কও দেখি পণ্ডিতের ব্যাটা ॥ —ঐ

১৪

একটি ফলের পাঁচটি বাটী,
যেনা বলতে পারে তার নাকটি কাটি। —যশোহর

চোর কাঁটা

১

আজার ব্যাটা বড় পীর
ঘাটাত বসে মারে তীর। —রাজশাহী

২

রাত্তাত বসে থাকে মরদের বাটা,

যখন এসে চাপে ধরে

গুণতে পারে কয়ডা ? —ঐ

চাল কুমড়া

১

নদী ফুকাইয়া আইলা জলে বশি কাধে করি,

শুকনা গাছে ফল ধরিছে কাটমু কেমন করি ।—মেদিনীপুর

২

আগা থস্‌পস্তা

পরে ধুমধুমা। —চট্টগ্রাম

চাকন্দা ফল

১

ঝাটিমিটি কাটিমিটি পিতলের ঘটি,

সুরুজ দেবতা মারল বাণ লকা গেল কাটি। —মেদিনীপুর

ছাতু

১

পায় পুই রুই নাই

তারি বীজ ব্রহ্মাণ্ডে নাই। —পুরুলিয়া

২

বনের থেকে বেরুল হাঁস

হাঁস বলে আমার শুধুই মাস। —ঐ

৩

হাঁস বলে আমার গোটাটি মাস। —ঐ

৪

খাই ভুই রুই নাই,

তার বিহন সংসারেতে নাই।

৫

একটা গাছের একটাই পাতা। —মেদিনীপুর

৬

বৈষ্ণব ভাই বৈষ্ণব ভাই বুল দেশে দেশে।
একটি বোঁকে গাছ বুড়াল দেখেছে কোন দেশে ॥—মেদিনীপুর

ছুঁচলতা

১

একটা বুড়ি সকাল হইলে খোঁচড়ে বেড়ায়। —পুরুলিয়া

জনাই বা মকাই

১

শিব নয়, সন্ন্যাসী নয়, মাথায় আছে জট।
দীপুরুষে দেখা নাই, কোনে আছে বাটা। —ঐ

২

কা কহব রে সখি কে পাত্তিআয়।
'সাতশ' চৌদ্দ হাতি কাওয়ায় লে লে যায় ॥ —ঐ

৩

আটাজুলে বীর মুখে বিগায় তার ছয় ছেলে,
কাপড়ে ঢাকা থাকে এই জিনিসটি
ঠাকুরের পূজায় লাগে। —মেদিনীপুর

৪

আকাশেতে জল নাই বাজারে মারে ঢেউ
বাপের নাম নাই বেটার এনেছে বউ। --পুরুলিয়া

জাম

১

চ্যাংড়ত থাকত সাদা জয়ানত লাল
বুড়াত কালে খাইতে ভাল ॥ —রাজশাহী

ঝাল (পাকা)

১

আয় ছড়ি ডাকছে,
ফুল ফুটছে বাগছে। —যশোহর

ঝিঙে

১

দশ শির জন্ম তাহার নহে সে রাবণ,
মেয়ে লোকের হাতে তার নিশ্চয় মরণ। — ২৪ পরগণা

২

দশ শিরধ নহে রাবণ
দেহে জাকু তার কালাবরণ
তুম হে পচারিল আমাক দেহি,
আখো ঘরে হইছিলা সেই তরকারি। —মেদিনীপুর

৩

এক বীর দশ শির নহে সে রাবণ
মহিলার হস্তে তার অবশ্য মরণ। —ঐ

৪

দশ শির বটে হুহে রাবণ
তাপি পকাইলে কালো কালো বদন।
ভাজিলে রাবণ মিঠা হুহোই
রাঁধিলে রাবণ মিঠা হোই। —ঐ

৫

নহে বীর দশশির নহে ত রাবণ।
কাটিলা কুটিলা উত্তম ব্যঞ্জন॥ —পুরুলিয়া

৬

দশশিরা নাম তার নহে তো রাবণ,
প্রমীলার হাতে তার নিশ্চয় মরণ। —ঐ

৭

দশশিরা নাম যার না হয় রাবণ।
নারীর হস্তে যায় সবংশে নিধন॥ —ঐ

৮

দশশির ধরে সে নহেক রাবণ
রমণী ধরিতে গেলে নিশ্চয় মরণ। —ঐ

৯

শুধু একটি কথা,
দশ শির এক মাথা। —মেদিনীপুর।

১০

এক শির বা'র শির নয়তো রাবণ
নারীর হস্তে তার মস্তক ছেদন। —ঐ

১১

তিনে বীর বারো শির বিয়াল্লিশ লোচন
ভূমেতে পড়িয়া তারা করে মহারণ।
এই পক্ষের তারা হয় সহকারী
এক এক বীরের নাম তরকারী। —ঐ

১২

দশমাথা দশানন নহে তো রাবণ
কইট্যা কুইট্যা করে তারে সুন্দর ব্যঞ্জন। —ঢাকা

১৩

দশশির নয় রাবণ, ধরে আষাঢ় শ্রাবণ। —শ্রীহট্ট

১৪

দশশির নহে শির নহে তো রাবণ
কাটিয়া কাটিয়া কর সুন্দর ব্যঞ্জন
বুড়া হইলে করে ঝন্ ঝন্। —ঢাকা

১৫

গোকুলে জন্ম নহে নন্দবালা,
গোপাগোপী সনে তার নিত্য খেলা.
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নহে সে ত্রিপুরারি,
দশশিরে জন্ম তার নহে সে রাবণ
বাঘ নয় ভল্লুক নয় বনেতে গমন। —মুর্শিদাবাদ।

১৬

হয় দশশির
নহে মহাবীর
নহে রাবণ সে
নহে যোদ্ধাপতি
নহে সেনাপতি
বল দেখি সেটা কি? —বর্ধমান

১৭

জঙ্গলেতে বাস নরের আকার
নয় কো রাবণ দশ শির তার।

১৮

দশশির মহাবীর। —বীরভূম

১৯

দশানন নয় সে ধরে দশশির
রামের রূপের ন্যায় তাহার শরীর,
ধরাতে জন্ম তার উদরে গমন
নারী হস্তে তীক্ষ্ণ অস্ত্রে তাহার মরণ। —রাজশাহী

২০

মাঝখানে ছিকল ডাঙ্গা। —মেদিনীপুর

ডালিম

১

একটুখানি আড়া,
তার মধ্যে সোনা দানা ভরা। —২৪ পরগণা

২

লোটুম লোটুম চড়োটি
কোন কুমার গড়েছে,
তাতে মাণিক মুক্তো ভরেছে। —মুর্শিদাবাদ

৩

এক ন হাঁড়ি টেনক গাড়ি
কোন কুমারে গড়াইছে,
সোনা রূপায় ভরাইছে। —রংপুর

ডুমুর

১

কাঁচায় কাঞ্চনফল সর্বলোকে খায়
পাকায় অমৃতফল গড়াগড়ি যায়॥ —হুগলি

২

পাকায় গড়াগড়ি যায়,
কাঁচায় সর্বলোকে খায়। —পুরুলিয়া

৩

আগে থোর থোর গোর মোটা
বিনা ফুলে ধরে গোটা —রাজসাহী

৪

মৃত্তিকা ছাড়া থাকে সে জীবজন্তু নয়
তার গর্ভে শত জীবের জন্ম হয়,
সেই জীবে না পায় শীত না পায় বাতাস
না পায় সূর্যের কিরণ কহে সর্বজন। —মেদিনীপুর

৫

কাঁচাতে মাণিকের ফল সর্বলোকে খায়
পাকলে মাণিকের ফল গড়াগড়ি যায়। —মুর্শিদাবাদ

৬

ফুল নাই তার ফল আছে। —রাজশাহী

৭

কাঁচায় কাচ পাখীতে খায়
পাকায় গড়াগড়ি যায়। —নদীয়া

৮

এক গাছেতে পান সুপারী
এক গাছেতে চুণ,
আহা একি গাছের গুণ। —ঐ

মন্তব্য : এই ধাঁধাটি দ্বারা আরও অনেক কিছু বুঝায়।

৯

রাত্রি বেলায় কথা বার্তা রাত্রি বেলায় বিয়ে,
সকাল বেলায় উঠে দেখি মার ছেলে হয়েছে? — হাওড়া

১০

আথ থাগর গোর মোটা
বিনা ফুলে ধরে গোটা। —ঢাকা

ঢেঁকিশাক

১

উঠতে টেকা। —শ্রীহট্ট

তরমুজ

১

ইলবিল শুকয়ে গেল
ডাঙ্গায় মধ্যি জল রৈল। —ফরিদপুর

২

খাল বিল শুকালো টিললায় আগাধ পানী। —নদীয়া

৩

ইল শুকালো বিল শুকালো ডাঙ্গের মধ্যে পানি। —রাজশাহী

৪

কোথা জল নাই, ডেঙ্গা বনে জল। —২৪ পরগণা

তসর গুটি

১

মাঝ বনে ঘটি ট্যাঙ্গা। —মেদিনীপুর

২

বনে বুড়ীর ঘটি টাঙ্গা —ঐ

৩

ঘর আছে তো দুয়ার নাই
দুয়ার খুললে দেশে নাই। —ঐ

৪

বনে বুড়ীর ঘটি টাঙ্গা। —পুরুলিয়া

৫

ঠিকের ঘরে ঠাকের বাসা রাত দিয়ে গেল পেরে,
এমন ছেলে প্রসব হয় হইয়ে আমার ঘরে। —মেদিনীপুর

৬

রসে চড়ে রস ভোমরা নিরসে চড়ে কে,
জীব থাকতে জল খায় নাই এমন পুরুষ কে। —ঐ

তামাক পাতা

১

একটুকু গাছ তার তলায় ছুরিটি। —পুরুলিয়া

তাল

১

উপর থেকে পড়ল বুড়ি কাঁথা কাপড় নিয়া,
ভাসতে ভাসতে যায় বুড়ি কাঁথা কাপড় নিয়া। —ফরিদপুর

২

ইলবিল শুকাইয়া গেল
গাছের মাথায় কাদা রইল। —বরিশাল

৩

ইলবিল শুকাইয়া গেল
টিলার ভিতর জল রইল। —ঐ

৪

উপর থেকে পড়ল বুড়ি কাঁথা কোথা লইয়া,
কাঠের বীচে চলে গেল কানাই নগর দিয়া —ঐ

তাল ও সাপ

৫

'কালা কালা মিস্ত্রি তুই আনারে ছিবলি
'আমি তো রগ টিলা তুমি কেন পথে ছিলা।' —ঐ

ব্যাখ্যা: তাল ও সাপের কথোপকথন।

৬

উপর থেকে পড়ল ছুম
দৌড়ে গিয়ে তার মাগ্‌গো চুন। —ঢাকা

৭

উপরা পড়লা উপিটা
তার মুড়ে টুপিটা। —মেদিনীপুর

৮

উপরে পড়লা ছাটি
তার মাথায় টুপিটি। —ঐ

৯

উপর পড়লা ভুম
ভুম বলে আমার পিছা চুম। —মেদিনীপুর

১০

টিকটি তার মাথায় টুপিটি —ঐ

১১

তাঁম স্বর্গে পাড়ে ডিম মক্কে করে বাসা
ডিমের পিছন দিকটা সাদা। —ঐ

ব্যাখ্যা : ৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২

কালা কালা মিছরি
তুই কেন আমারে ছিচলি,
আমার যে পড়ন তো কানে
তুই এখানে আলি কেন? —যশোহর

১৩

কাঠের গরুটি দেখ মাটির বাছুর
বাট নাই দুগ্ধ তার জন্মায় প্রচুর,
বলো দেখি এ কিরূপ অপরূপ ধাঁধাঁ
গরুর গলায় কিন্তু বাছুরটি বাঁধা। —মেদিনীপুর
[তালের রস]

১৪

এক লই টানতে আর এক লই আসে,
হাঁসের বাচ্চা পানিত ভাসে। —রাজশাহী

১৫

এক মাগী কেলে তার গলা ভরা ছেলে। —বীরভূম

১৬

আকাশের থাা পড়ল ধুম্
ধুম বলে আমার নাও্। —ঢাকা

১৭

নবীন নবীন যখন
ছুঁয়ে যায় না তখন,
ভরা যৌবন যখন
হানা কটা তখন,
বুড়াবুড় যখন ছেঁড়া ছেঁড়ি তখন ॥ —মেদিনীপুর

১৮

দুই অক্ষরে নাম তার কইল্যা থাকে গাছে,
উল্টাইলে দিশ্যা যায় বাগানের মাঝে। —ঢাকা

১৯

ভক্ত বড় শক্ত কথা
বেটার মাথায় চুল পেকেছে
তার বাবার বয়স কত ? —মেদিনীপুর

২০

উপর থেকে পড়ল ভুম্
ভুম্ বলে মোর পোঁছ যু। —ঐ

২১

মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে গাই
ছেঁদে বেঁধে তার দুধ খাই। —২৪ পরগণা

২২

বাপ্ তো ঢাঙ্গা শহরে
মা তো ফুল হাপারি,
বেটা তো ঠুনকো মাদলি ॥ —ঐ
[তালগাছ ও পাতা]

২৩

শালা সকল কথ র চাই,
ঘাড়া ছানাটা গজা হল এট বুদ্ধিটা নাই। —মেদিনীপুর
[তালগজা—ফোঁপড়া]

২৪

শুনেছ কি কেনকালে এ আশ্চর্য কথা,
আগে সে চরণ ছিল আজ হল মাচা। —ফরিদপুর

[তাকের ভোকা]

২৫

'কালোরে কাজলা
ব্যাঙে দিল মোর পাচলা।'
'চাযরে চিকনি
তুই আছিস বলে আমি জানিনি। —মেদিনীপুর

তাল ও সাপ

২৬

'কালা কালা কেছলি
তুই আমারে ছেঁচলি।'
'তুই জান্‌সনা আমার জাইতের ধারা
তুই ক্যান্ রইলি পথে খাড়া।' —ঢাকা

২৭

'কালো কালো মিছরি
তুই কেন আমায় ছেঁচলি'।
'আমি তো পড়্‌ছি বটে
তুই কেন আমার তলায় ছিলি'। —বর্ধমান

২৮

হেঁয়ালীরে হেঁয়ালী
গোটা দিয়ে রুমালী
ঠোট দিয়ে কাটে
আর আঙুল দিয়ে বাটে। —ঐ

তালের আঁটি

২৯

হেয়ালী রে হিয়ালী
তার গোটা গায়েই শুয়ালী,

৩০

বাপরে হিংগলা ভেঙে গেল কমলা
চামরে চিকটি তোকে কি দেখেছি
তাহলে কি তোর গায়ে পড়তি ? —মেদিনীপুর

তাল ও ব্যাঙ্‌

৩১

'কালোরে কুছলে
আমায় কেন থেঁতলে ?
'আমি তো ভাই পড়ন্ত ঝুলি
তুই কেন ভাই গোড়ায় ছিলি ।'

৩২

মাংস চামড়া থাকতে বাড়ে লোম । —ঐ

৩৩

"কালো তো কুচলি ।
তুই কেন আমায় ছিঁচলি ?"
"আমি তো গাছের ফল ।
তুই কেন আমার তলায় বল ?" —ঐ

বিঃ দ্রঃ—পড়ন্ত তাল দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত সর্পের অভিযোগ ও তালের উত্তর ।

তুলা

১

অতটুকু পাথরী ভাত পড়ে উতুরি । —ঐ

২

খাই পুঁই রুই নাই
তার বীজ সংসারে নাই । —ঐ

৩

আঁকাবাঁকা মামা কোথা যায়েক্কা
দাঁত পিজরা ভাপ্‌না কেয়া বোলেক্কা । —ঐ

তিলগাছ

১

বুন্‌লু কালাজিরা
উঠ্‌লা শালগজা
ফুটলা পারুল ফুল
ধরলা কররঙ্গা (কামরাঙ্গা)। —ঐ

২

বুনিলাম কালো জিরা উঠিল বাঁশ গোজা
ফুটিল পারুল ফুল ধরিল কামরাঙা —ঐ

৩

বুনিলাম কালো জিরে গেল বাঁশগাজর
ফুল বেরুল পারুল ফুল ধরিল কামরাঙা। —ঐ

তেজপাতা

১

খাই না চাড়ি পয়সা দিয়া কিনি। —বরিশাল

২

রান্না বান্না করে না খেয়ে ফেলে দেয়। —ঐ

৩

রাঁধি বাড়ি খাই না
খাই যদি তো গিলি না। —মেদিনীপুর

তেঁতুল

১

ঝুলন ঝুলন ঝুলেছি
ছোটবেলা খেলেছি,
বড় হয়ে নেংটা হয়ে
বাজার বেড়াইছি। —বাঁকুড়া

২

শিশু যৌবন ছিলাম, মাগো, কাপড় পরিয়ে,
বৃদ্ধ বয়স হলো যখন, মাগো, আমায় এলো নিয়ে,
মানবের ঘরে বাজারেতে পাঠাল
মাগো উলঙ্গ সাজিয়ে। —মেদিনীপুর

৩

ফুল ফুল কলেরি
ভাদর মাসের ধুলোরি,
নেংটা হয়ে হাট যায়
পাকলে সুন্দরী হয়। —মুর্শিদাবাদ

৪

বোঁ বোঁ পাতা চেঁ চেঁ ডাল
ছারা বেঁকা গোড়া লাল। —চট্টগ্রাম

৫

ও ফুল কলেনি-গাছের আগত ঢুলনি
পাইলে হকলে খায়
নেংটা হই হাটতে যায়। —ঐ

৬

ছুল ছুলানী ছুলানী ছোটর বেলায় খেলানি
পাকিলে সুন্দর হব নেংটা হয়ে বাজার যাব। —মেদিনীপুর

৭

দোল দোল ছুলিয়া
ছেলে বেলায় খেলিয়া
পাকাল সুন্দরী হব
নেংটা হয়ে বাজার যাব। —ঐ

৮

ছোট বেলায় খেলেছি ছুলেছি কাপড় পরেছি
বড় হয়ে নেংটা হয়ে বাজারে গেছি। —ঐ

৯

দোল দোল ছুলুনি
ছেলে বেলায় খেলুনি,
পাকলে সুন্দরী হব
নেংটা হয়ে হাটে যাব। —ঐ

১০

ঝিঁই ঝিঁই পাতা, বোঁ বোঁ ডাল
ফল কেয়া বেঁকা, বিচ কেয়া লাল। —বরিশাল

১১

তুমি থাক ডালে আমি থাকি জলে
দুজনে দেখা হবে মরণের কালে। —মুর্শিদাবাদ

ব্যাখ্যা : তেঁতুল ও মাছ, নিম্নোদ্ধৃত ধাঁধা দুইটিও তাই।

১২

তুমি রইলে ডালে আমি রইলুম খালে
তোমার সঙ্গে দেখা হবে মরণের কালে। —বর্ধমান

১৩

তুঁই আছিস ডালে হামি আছি খাল্যে
তর হামার দেখা হবেক মরণ কালে। —পুরুলিয়া

১৪

দুল দুল দুলুনী ছোটবেলার খেলনী
পাকলে সুন্দর হয় লেংটা হয়ে হাটে যায়। —ফরিদপুর

১৫

দুল দুল দুলাতি ছোট কালের খেলনা,
পাকলে সুন্দরী হব ল্যাংটা হইয়া হাটে যাব। —বরিশাল

১৬

গাছ তরলা পত্তর সরু,
তার পোর নাম গাটিয়া গরু। —মেদিনীপুর

১৭

গাছ দারুণ পত্ত সরু
তার ফলের নাম আটিয়া গরু। —ঐ

১৮

দেবদারু পত্তর সরু
তার পোর নাম গাটিয়া গরু। —ঐ

১৯

দুলো দুলো দুলো হে দুলোনি
ছোট বেলায় খেলুনি,
পাকলে সুন্দরী হবো
ল্যাংটা হয়ে হাটে যাবো। —ঐ

থোর

১

কোটার মধ্যে কোটা তার মধ্যে কোটা
তার মধ্যে আছে বুড়ো এক বেটা। —২৪ পরগণা

কলা এবং কলার মোচা দ্রষ্টব্য

ধ-ফল

১

কোন গাছের এক অক্ষরে নাম —বাঁকুড়া

ধানগাছ

১

আগা ঝন ঝন পাতালে বালি
এমন ফুল গেঁথেছে কোন গার মালী। —২৪ পরগণা

২

কোন গাছের আগে বীজ পরে ফুল। —মেদিনীপুর

৩

নদরে নদ নদ গেছে বৈশেখ মাসে বিলে,
নদ আন্ব পৌষ মাসে ঘুনে। —ঐ

৪

[ধান আছড়ান বা পুড়া]
ঢক ঢক ঢক ঘুটে ঢক সাই ধুরই পুটই
মারব নি লো সহদেব গোসাই। —পুরুলিয়া

৫

এক দেবতা শতেক মাথা
পোঁদে জল খায় কোন দেবতা। —হাওড়া

৬

[ধান ও চাল]
দোল দোল দোল ডুলেছি
ছেলে বেলায় খেলেছি
বড় বয়সে সুন্দরী হব
ন্যাংটা হয়ে বাজারে যাব। —বরিশাল

ব্যাখ্যা :—চাল ; তেঁতুলের সঙ্গে তুলনীয়।

৭

টুক কুঁড়ারে পাথর ধসকায়। —মেদিনীপুর

ব্যাখ্যা :—ধান মাদিবার পাথর।

৮

জিলক্ খাইয়া পাহাড় ধস্কায়। —ঐ

ব্যাখ্যা : ঐ

৯

শিশিরে লটপট মিজিরে বালি
হেনফুল গাঁথতে নারে রাজার বেটা মালী॥ —ঐ

ব্যাখ্যা :—ধান ফুল

১০

যতই দিবিস ততই খাবেক
আকাশ দিকে হাঁ করে রবেক॥ —পুরুলিয়া

ব্যাখ্যা :—ধানের মড়াই

১১

একশ ঘর মোচা মোচা
ফুল ফুটে তাতে। ঝোপাঝোপা,
সে ফুল বামনে পুজে
নিত্যে রাত্তে ঘোড়া যুঝে। —রংপুর

ব্যাখ্যা :—ধান ভানা

১২

রোদে ঝিলমিলি শিশিরে তো হাসি,
হেন ফুল ফুটে আছে দেশে নাই মালী।

১৩

দেখে এলাম বন্দের মাঠে
উপুড় হয়ে পেছনে হাঁটে। —২৪ পরগণা

ব্যাখ্যা :—ধান রোপণ করা

ধানী লঙ্কা

১

লালকুচি ন বাবা গো॥ —পুরুলিয়া

২

এককানা ছড়া হিদল গাছ এথ হিদল ধরে
একটা হিদল খাইলে বুগা পোঁদত্ চাওর আরে। —চট্টগ্রাম

থুরুটা শাক

১

হাবা গেলি বাবা গেলি
হরেক রকমের বাজার দেখলি
ফুলকার ওপর পাতা দেখলি। —পুরুলিয়া

নারিকেল

১

সকল জায়গায় শুকায় গেল,
মধ্যি জায়গায় গাছের আগায় জল রল। —ফরিদপুর

২

গাছের বাকল পরে নহে রঘুবর
গাছের উপরে থাকে নহে রঘুবর
ত্রিনয়নধারী নহে সে শঙ্কর। —বরিশাল

৩

ইলবিল শুকাইয়া গেল
গাছের আগায় জল রইল। —২৪ পরগণা

৪

খাল বিলে জল নেই
গাছের আগায় জল। —ঐ

৫

মা দাড়িয়ে ভাই বেঁটে
বোন ছটফটে। —ঐ

৬

আকাশ প্রমাণ দাড়ি
বিনা কুমোরের হাঁড়ি
বিনা ছাচের দই
এমন গয়লা কই। —ঐ

৭

রক্ত উপরে মাংস মাংস উপরে হাড়
হাড় উপরে রোম
এই ঢকটি ভাঙি কহি দিঅ
তার কি সে নাম। —মেদিনীপুর

৮

শাক পুকুরে পাঁক নেই
পানি ঝিরঝির মাছ নেই। —ঐ

৯

শাক পুকুরে পাক নেই
পানি ঝিরঝির বয়। —ঐ

১০

কোন ফলের বীজ নেই বল দেখি দাদা,
তুমি যদি না বলতে পার মস্ত বড় গাধা। —ঐ

১১

ম বেরেজা ভুরুঙ্গা বলে
চপার ভেতর যায়
চপারটি ছাড়ায়ে দিলে
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব পায়। —ঐ

১২

খাল নিল শুকালো গাছের আগায় পান। —নদীয়া

১৩

শাঁখ নদীর পাঁক নাই,
জল আছে তো মাছ নাই। —ঐ

১৪

টরিটরি দণ্ড ঝিরিঝিরি পাত,
মাণিক দণ্ড সাড়ে ষোল হাত। —রাজশাহী

১৫

মা ঢেঙ ঢোঙ্, মেয়ে খরখরি
ছেলে দরবারি॥ —হাওড়া

১৬

হাঁড়ার উপর হাঁড়া
তাতে নীলকমলের দাঁড়া,
তাতে কালো মেঘের জল
তাতে বিনা দুধের দই
এমন গোয়াল কই ? —মুর্শিদাবাদ

১৭

আকাশ সমান দাড়ি
নীল কমলের হাঁড়ি
তাতে থাবা থাবা দই
তাতে জল দই হই থই। --হাওড়া

১৮

মাটির উপরে কাঠ কাঠের উপরে পাতা
পাতার নীচে ফুলফলের ভিতর মাথা। —ফরিদপুর

১৯

ইল শুকাইল বিল শুকাইল
গাছের আগায় জল রইল। —ঢাকা

২০

ত্রিনেত্রধারী কিন্তু নহে শূলপাণি
বাকল পরিধান কিন্তু নহে রঘুমণি
বৃক্ষে বাস কিন্তু নহে পক্ষীরাজ। —মেদিনীপুর

২১

সরগ পাতাল টানা
বিনকুমারের হাড়া
বিনা মেঘে জল
আমার এ কাহনীটি বল। —ঐ

২২

বিনা মাটি হাঁড়ি কলসী
বিনা মেঘে জল
তোরা কি বলছ বল। —ঐ

২৩

শাক আছে পাক নাই
জল আছে মাছ নাই ॥ —মেদিনীপুর

২৪

বাংলা দেশে এমন ফল
দুখানা রুটি একগ্লাস জল ॥ —২৪ পরগণা

২৫

চাইর পাশে লোহার আইল্
মাঝে কেঁঅনে জোয়ার আইল্ ॥ —চট্টগ্রাম

২৬

ইল শুকাল বিল শুকাল,
গাছের আগায় জল দাঁড়াল । —মুর্শিদাবাদ

২৭

আকাশের সমান দড়া
বিনি কুমারের হাঁড়া
বিনি দুধের দই, এমন গোয়াল কই । —ঐ

২৮

ইল বিল্ শুকাইয়া গেল
গাছের মাথায় জল রইল । —ফরিদপুর

২৯

আকাশ পাতাল সিঁড়ি
বিনি কুমোরের হাঁড়ি
বিনি সাজার দই
তাতে জল থই থই । —২৪ পরগণা

৩০

ইকড়ের তলে তলে ভিকমতির ছানি
কোন্ দেশে দেখিয়াছ গাছের আগায় পানি ॥ —শ্রীহট্ট

৩১

আকাশেতে থাকে, নারী নাম ধরে
নহেত কামিনী,
আকাশেতে গঙ্গা বন্দী রইল কেমনি ॥ —রংপুর

৩২

ঊর্ধ মুখে উঠে বীর ভূমিত দিয়া পা,
মাঝে মাঝে ঋতু স্নান ঠোঁটে ঠোঁটে ছা ॥ —চট্টগ্রাম

৩৩

কোন্ ফলের বীজ নাই বলতে পার ভাই,
ফলের ভিতর থাকে, ভাঙলে দেখা পাই। —মুর্শিদাবাদ

৩৪

ত্রিনেত্রধরে ন চ শূলপাণি
ন চ মেঘমালা, ন চ জলধর। —বীরভূম

৩৫

আকির ভিতর পক্ষীর বাস।
ডিম পাইড়া গেল কোন পক্ষী
ও ধর্ম তুমি সাক্ষী। —ঢাকা

৩৬

খাল শুকাইল বিল শুকাইল,
গাছের আগালোত জল আটকিল। —কুচবিহার

৩৭

আকাশ সমান দড়া
বিনা মাটির হাঁড়া
বিনা দুধের দৈ। —নদীয়া

৩৮

আকাশে পাতালে দাঁড়ি
বিনা কুমারের হাঁড়ি,
বিনা গঙ্গার জল
বিনা দুধের সর ॥ —রাজশাহী

৩৯

জল নাই খালে বিলে
জল আছে গাছের ডালে। —মেদিনীপুর

৪০

গুপার সমান্ দড়া
বিনি কামারের ঘোড়া
বিনি কামানের জল
করে টলমল। —বর্ধমান

৪১

কোথাও জল নাই ঢেলা খেতে জল। —২৪ পরগণা

৪২

স্বর্গের টারা
বিন কুমারের হাড়া
বিনা মেঘের জল
আমার কি কহনীটা বল। —মেদিনীপুর

৪৩

আকাশ প্রমাণ দাড়ি বিন কুমারের হাঁড়ী
বিনামেঘে জল তোরা কে বলুছ বল। —ঐ

৪৪

শাক পুকুরের পাক নেই
জাল ফিকলে মাছ নেই। —মেদিনীপুর

৪৫

কলিকাতার বেগুনটা
পোড়ালিয়ে পোড়ালিয়ে
শালা পুড়লও না,
রেগে গেলে চড় দিলাম যে
শালা মুতেই মুতেই পলাইল। —ঐ

৪৬

হাঁড়ার উপর হাঁড়া।
তাতে বিন কুম্যোড়ির ভাঁড়া॥
তাতে বিনি ম্যাঘের জল।
তাতে ঠাকুর শীতল॥ —পুরুলিয়া

৪৭

তেল চুকচুক পাতা
আমার বাড়ী যাতা তো,
ঠাণ্ডা পানি খাতা। —ঐ

৪৮

নীল কমলের হাঁড়ি,
সাদা কমলে দৈ।
তাতে জল থৈ-থৈ-থৈ! —হুগলি।

৪৯

আকাশ প্রমাণ ছুঁড়িটি
বিন কুমারের হাঁড়িটি
বিনা মেঘের জল
তোরা কে বল্‌বি বল্‌। —পুরুলিয়া

৫০

আগ নদীতে পাঁক নাই
জল থাকতে মাছ নাই। —ঐ

৫১

রক্ত উপরে মাংস, মাংস উপরে হাড়
হাড় উপরে টম, টম উপরে চাম
এই ঢক্‌ ভাঙ্গি কহবে ইহার কিস্‌ নাম। —উড়িষ্যা

নেবু (লেবু)

১

ঠাকমা দিদির কোলে
হলদে পাখী দোলে। —২৪ পরগণা

২

বন থেকে আইলা চিতি
চিতি বলে তোর ভাতেই মুতি। —সিংভূম

কাগজী লেবু দ্রষ্টব্য:

নারিচগাছ

১

বাড়ীর পিছে ফলন্ত গাছ
গোটা এড়ি পাতা খাস্। —চট্টগ্রাম

পদ্মফুল

১

ইরিং বিরিং চিরিং চাই
চোখ আছে তার মাথা নাই। —মুর্শিদাবাদ

২

এমন যে কলিকাতা
পায়ের তলে বস্থমাতা
গলায় তার গঙ্গা গাঁথা
সূর্যমুখী কয় কথা। —ঢাকা

৩

লাল টুকটুক লাল সুফটুক কাগজের পাতা
এ চকৃটি যেনা ভাঙ্গে সে সাহেবের বেটা। —মেদিনীপুর

পরগাছা

১

যেদিন হতে পড়লা পরের ঘাড়ে,
সেইদিন হতে ফল ধরতেছ ডালে। —বরিশাল

পাট

১

ভিজালে পোয়া
শুকালে সের। —রাজসাহী

ব্যাখ্যা : পাটকাঠি

২

উত্তর থিনি আল ফকির কান্দে করে ছাতি,
গায়ের চামড়া খুলে নিয়ে, ঘরত জ্বালায় বাতি। —ঐ

৩

হাতের কড়হড়ী মস্তকের তরকারী ॥ ঐ

৪

উয়াকে দিয়া উয়াকে রান্ধ চোউ উয়াকে পাড়ি বইস।
এই ছিকা ভাজি দিয়া ভাত খাবার আইস ॥ —রংপুর

পাট কাঠির দ্বারা পাট শাক রাঁধিয়া ছালা পাতিয়া উপবেশন পূর্বক ভোজন করণার্থ এই হেঁয়ালী বলিয়া স্বামীকে স্ত্রী আহ্বান করিতেছে।

৫

মুণ্ডু কেটে রাঁধে ছাল নিয়ে যায় বাজার
আবার হাড়ের মাথায় আগুন জ্বলে। —২৪ পরগণা

৬

হাড় আছে তার মাংস নাই
ছুল্যা নিয়া হাটে যাই। —ঢাকা

৭

হাড়ের আলে মাথা সিদ্ধ
চামড়া পেতে বসো। —২৪ পরগণা

৮

গাছ তরলা পতর খান
তার ছালি খিনি বেপার যান। —মেদিনীপুর

৯

গাছ সরল, পতর খান
তারি ছালি নিয়ে ব্যবসাদার। —ঐ

পাটীপাতা

১

গাছের নামও পাতা
পাতার নামও পাতা। —চট্টগ্রাম

২

পত্র কালা পুষ্প ধলা
সার পেলাই দি লয় বাকলা। —ঐ

পান

১

আমি থাকি বড় ঘরে প্রিয়া থাকে আকাশে,
শ্বশুর থাকে দরিয়ায় দেওর বনবাসে। —সিংভূম

২

ভাত ভাত ভাত
বলে মোর পেট কাট্। —ঐ

৩

কোন গাছের পাতা সব চেয়ে বড় (গুণে)। —২৪ পরগণা

৪

কুঞ্জিতে এড়ি বেড়ি কুঞ্জিতে বাস
ফল নেই ফুল নেই ধরে বারমাস। —রাজশাহী

৫

পিতৃগৃহে লজ্জাবতী থাকে অতিশয়
কিন্তু পরগৃহে গেলে সে ভাবনা নয়।
মুখেতে করিলে তারে জুড়ায় পরাণ
সভাস্থলে সবাকার রাখয়ে সম্মান।
রমণী কুলেতে তার কর্ম ভাল জানে
কি নাম তাহার প্রভু বল মমস্থানে। —২৪ পরগণা

৬

ফল নেই ফুল নেই পাতায় ভরা। —হাওড়া

৭

চার পায়রার চার রং
খোপে গেলে এক রং। —নদীয়া

৮

একশ টাকার ঘর জল পড়ে ছাচর। —হাওড়া

ব্যাখ্যা : পানের বরজ

৯

হাত নাই পাও নাই ছল ছলিয়া যায়
পিঠেরও চামড়া নাই সর্বলোকে খায়। —রাজশাহী

১০

আখ কেটে পাক কেটে লাগাইলাম চারা
ফল নাই ফুল নেই পাতায় পাতায় ভরা। —মেদিনীপুর

১১

তিন জিনিসের তিন রং
গর্ত্তে ঢুকলে এক রং। —ঐ

১২

চার পায়রার চার রঙ
খোপকে গেলে একি রঙ। —ঐ

১৩

ফুল নাই, ফল নাই, ভরা শুধু পাতা
বড় কোন বিরীক্ষ নয়, আমি হই তা। —ঐ

১৪

কাঠির সঙ্গে নড়ে চড়ে জলে অধিবাস,
ফল নাই ফুল নাই ধরে বারোমাস। —রাজসাহী

১৫

উপরে ঝাপুলি পুটুলি নীচে কম্পবাস
ফুল নাই বোটা নাই ধরে বারোমাস। ঐ

১৬

সাদা ধবধবে কাল কুচকুচে
আগা গাছের পাতা, শুষ্ক গাছের ফল
আমায় এই চারটি কথা বল। —বাঁকুড়া

১৭

খড়িতে জরিবরি জলে অধিবাস
ফুল নাই ফল নাই ধরে বার মাস। —মেদিনীপুর

১৮

অহল্যা গৌতম-নারী
আপন মনে বিচার করি
পতি শাপে হয়েছিল যাহা,
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিয়ে
পাঠাইবেন তাহা। —ঐ

১৯

হেথা দিলাম থানা হয়ে গেল লতা,
ফুল নাই ফল নাই শুধু তার পাতা। —মুর্শিদাবাদ

২০

গড়িতে জড়াবড়ি ফলে অধিবাস
ফুল নাই ফল নাই ধরে বারোমাস। —ঐ

২১

ছিল্ ছিল্ ভাঁড়ি ছিল্ ছিল্ পাত
মাণিক ভাঁড়ি চব্বিশ হাত। —কোচবিহার

২২

টকড়ের তলে তলে ভিক মতির গাছ
ফুল নাই গুটা নাই ধরে বারমাস। —শ্রীহট্ট

২৩

ক্ষণেক পাখী ক্ষণেক রঙ্
ক্ষণেক পাখীর তিন রঙ্
গোপে গেলে এক রঙ। —২৪ পরগণা

২৪

[পানের চুণ-পাত্র]

ছোট ছোট পাউরি
চুরা আঁটা ন কুড়ি,
সাত শত গাউরে খার
তও চুরা ন ফুরার। —চট্টগ্রাম

২৫

আচিরে প্রাচীরে লাগালাম চারা
ফল নেই ফুল নেই পাতায় ভরা। —মেদিনীপুর

২৬

কালা কুচকুচা সাদা থপ্ থপা,
বিভা গাছের ফল লতা গাছের পাতা। —ঐ

২৭

আগা ছোটি গোড়া অবিলাস
ফুল নাই গোটা নাই ধরে বার মাস। —চট্টগ্রাম

২৮

হেথায় একটি লতা হোথায় একটি লতা
ফুল নেই ফল নেই তার কুসুম কুসুম পাতা। —বর্ধমান

২৯

[পান, সুপারি, চুণ, খয়ের, তামাক]
পাঁচ পায়রার পাঁচ রং
মিলে গেলে এক রং। —মেদিনীপুর

৩০

তিন জিনিসের তিন রঙ
গর্তে ঢুকলে এক রঙ। —ঐ

৩১

[পান, সুপারি, মূলা, চিংড়ি]
হাটের নরপতি কিনিবে চুনিয়া
হাতীর ছয় দাঁত,
যদি কড়ি কিছু রয়
চুলে বাইন্ধ্যা আনবে জন পাঁচ-ছয়। —ঐ

৩২

কাল কুচ কুইচ্যা ধব ধব ধুইব্যা,
লতা গাছের পাতা বিস্তা গাছের ফল
আমার এই চারটি কথা বল। —ঐ

৩৩

সূর্যের কিরণ সইতে নারি
সুসময় যৌবন বৃদ্ধ কালে রতি
বিদেশীকে ডেকে আনে এমনি রসবতী —২৪ পরগণা

৩৪

হাত দিয়া ধরিয়া
মধ্যে দিলাম ভরিয়া। —যশোহর

ব্যাখ্যা ঃ—পান ছেঁচা চুঙ্গা

৩৫

সাত কপাটের ভিতরে থাকে, নারী কিন্তু নয়,
রোদের উত্তাপ সইতে নারে এমনি রসময়,
যুবাকালে রক্তি নাই, বৃদ্ধা কালে রক্তি
বিদেশীকে পাশে আনে, এমনি রসবতী। —মেদিনীপুর

৩৬

সভাস্থলে সবাকার রাখবে সম্মান,
রমণীগণেতে তার মর্ম জানে ভালো
কি নাম তাহার, ভাই, চিন্তা করি বলো। —ঐ

৩৭

গলা আছে তার তলা নাই। —নদীয়া

৩৮

রাজকুমারী নই গো আমি, রাজমহলে রই।
সব নারী মজাতে পারি, কিন্তু নারী নই॥ —হুগলী

৩৯

চারটে পাখি চার রঙ্
খাঁচায় ঢুকলে এক রঙ্। —হুগলী

ব্যাখ্যা :—পান, সুপারি, খয়ের, চুণ

৪০

ধব ধব ধবলা।
কালো চুক কচলা॥
লম্ভা গাছের পাতা
অরুণ গাছের ফল॥
এই চারটি কথা বল। —মেদিনীপুর

৪১

চার পায়রা, চার রঙ্
কপালে হয় একই রঙ্। —পুরুলিয়া

পান সম্পর্কে কয়েকটি হিন্দী ধাঁধা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

৪২

ফরে কে ন ফুলে কে
ভর ভর দৌড়া ভুরে কে।

অর্থাৎ তার ফল নাই, ফুল নাই
তবু ঝুরি ভরিয়া তুলে সবাই। —ভোজপুরী

৪৩

মিমোর ছুমোরি কে দলিকে,
খুনিয়া এ কে নিকলিলে। — ঐ

অর্থাৎ হাতে মুচরিয়ে রাখলাম ভিতরে,
তার রক্ত ফেললাম বাইরে।

পানিফল

১

রিঙ্ রিঙ্ এ তিন শিঙ্
পাত রাঙা ফল থাজা। —মুর্শিদাবাদ

২

ইনশিঙ বিনশিঙ মাথায় তিনটে শিং,
পশু নয় পক্ষী নয় জলে পাড়ে ডিম। —বীরভূম

৩

তিরিঙ্ রিঙে তিন শিঙা,
ফল মিষ্টি পাত রাঙা। —পুরুলিয়া

পিরুৱা

(এক রকমের ফল মেদিনীপুর জিলার বেলপাহাড়ী অঞ্চলে পাওয়া যায়, পাতাগুলো ছোট ছোট)

১

পাত চিক্ চিক্ ফল গেঁড়া
যে না ভাঙে তার বাপ মা ভেড়া। —মেদিনীপুর

পিঁয়াজ

১

একটু খানি মায়া
গা ভর্তি জামা। —২৪ পরগণা

২

লাল মোরগ হাটে যায়
চক্ষে ঠোকরায়। —রাজশাহী

৩

বন থেকে বেরুল টিয়ে
লাল গামছা গায়ে দিয়ে। —মুর্শিদাবাদ

৪

মাটির তলে থাকে বেটি
তেনা পিন্ধে আঁটি আঁটি
নাপিতে না ছোঁয়
ধুলায় না রয়
তেও বেটি ছাপ রয়! —শ্রীহট্ট

ব্যাখ্যা: পিঁয়াজ ও রসুন

৫

বনের ভেতর টিয়া
লাল টুপিটি দিয়া।

৬

কোন কলির মুখ সাদা? —২৪ পরগণা
পিঁয়াজ কলি

৭

উপর থেকে পড়লো বুড়ি
ন্যাকড়া চোকরা সাত কুড়ি। —ঐ

৮

গোড়ায় লোম ঝোম ফুটালে গন্ধ
অধম নিমাই বলে যা ভেবেছ তা নয়। —যশোহর

৯

ওপর থেকে আসছে হাতি কোট-প্যান্ট পরে।
একটা কোট খুলে গেলে চোখ দিয়ে জল পড়ে॥ —হুগলী

১০

একটুখানি গোবর্ধন দাস।
কাপড় পরে রাশ রাশ॥ —২৪ পরগণা

১১

নানা শর্মা গোবর্ধন দাস
কাপড় পেন্দেরে গো পচাশ। —গুজরাট

পুঁই

১

বুনতে গোল মরিচ তুলতে বড়া। —মুর্শিদাবাদ

পেঁপে

১

আনিকের মধ্যে মাণিকের বাসা
ডিম পাড়িছে থাসা থাসা। —রাজশাহী

২

চিরিক চিরিক পাতা
গোল মরিচের ছাতা,
আমার বাড়ী যাতা
ঠাণ্ডা পানী খাতা। —মেদিনীপুর

৩

গাছ ছালুয়া পাতা ঢালুআ
ছেইথত্ হিঁড়া খাইতে মিডা (মিঠা)। —চট্টগ্রাম

৪

পাত চিরি চিরি ফল কোঁড়া।
যে না বলে তার বাপ ভেড়া॥ —পুরুলিয়া

৫

গলা কাটিলে ধলা রক্ত—
একথা যে কইতে পারে
বুদ্ধি আছে তার। —বরিশাল

পোস্ত

হাড়টিমৃটিম্, বোহাল মাছের ডিম।
আছড়ালে না ভাঙ্গে
তার নাম সর্বলোকে জানে॥ —পুরুলিয়া

ফুটি

১

একটি কথা বলি শুন মন করে স্থির,
বিলাতি সেই ফুলটি হয় চৌচির। —নদীয়া

২

ইল বিল শুইয়া গেল
ডাঙ্গার মধ্যে কাটিয়া রল। —ফরিদপুর

৩

জল শুকুল, বিল শুকুল
মধ্যে ডাঙ্গা ফেটে গেল। —যশোহর

৪

এখান থেকে ফেললাম তীর
ঐ গাছটা চৌচির। —২৪ পরগণা

ফুলকপি

১

প্যাখম ধইর‍্যা প্যাখমা করে
ঘরে আনলে লাজে মরে। —মৈমনসিংহ

ফুলের মালা

১

হরিহর সিংহের কন্যা সুতা হানায় ঘর,
একশ আটটি কন্যা তার একটি তার বর॥ —মেদিনীপুর

বকুল গাছ

১

পাতাটি তার চিকন চাকন বিহলিতের পারা,
পুষ্প ফুটিলে হয় কাঁঙ্গারা কাহারা
সেই ফল পঞ্চজনে পায়। —মেদিনীপুর
(বটগাছের পাতা ফল, আটা,)

বটগাছ

(পাতা, ফল ও আটা)

১

একই গাছে পান সুপারী একই গাছে চুন
কিবা ভাগে আইলাম রে বা কি বা ভাগের গুণ॥ —শ্রীহট্ট

২

আহা মরি মরি গলায় দড়ি কিবা গাছের গুণ,
যে না গাছে ধরে পান স্থপারি সেইগাছে ধরে চুণ ॥ —মেদিনীপুর

৩

একই গাছে পান স্থপারি একই গাছে চুণ,
মরি কিবা গাছের গুণ। —বর্ধমান

৪

পাতা চিক্ চিক্ কটুটি গেরা।
যেনা বলতে পারে তার বাপ ভেড়া। —ঐ

৫

একই গাছে পান স্থপারী একই গাছে চুণ
দেখরে, দাদা, ঢাকা বিক্রমপুরের গুণ ॥ —ঢাকা

বন মনসার ফুল

১

ওরে মাণিক বেটা
এ ফুল তুই পেলি কোথা,
সে গাছে নাই পাতা
সে ফুল এনেছি হেথা। —মেদিনীপুর

বনের ছাতু (কোঁড়ক)

১

বনের থেকে বেরোল হাঁস
হাস বলে আমায় শুধু মাস ॥ —ঐ

২

বুনিলাম কালোজ্জিরে
বেরোল শাল কুমড়া
ফুটিল পারুল ফুল
ধরিল কামরাঙা ॥ —ঐ

বাকর

১

বন বলে কাল টাঙা —পুরুলিয়া

বাগ তরকারী

১

চার কলসী নয়ভর পাতা তার চৌত্তং,
যদি তার ফুল হয় হাজার টাকা দাম হয়। —যশোহর

বাগান

১

কে গান গায় না ? —মেদিনীপুর

২

তিন অক্ষরে নাম তার ফলে ফুলে ভরা
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে বিশ্বের সাড়া ॥ —ঢাকা

৩

কোন্ গানে স্বর নাই ? —২৪ পরগণা

বাঁধাকপি

১

প্যাখম্ ভুইল্যা প্যাখনা করে
ঘরে আনলে কাইন্দা মরে ॥ —ঐ

বাবুই ঘাস

১

আগম বনে বুড়ী চুল শুকায়। —মেদিনীপুর

বাঁশ

১

উপর থেকে পড়ল ছুরি
ছুরি বলে আমি ঠাঁয় ঘুরি ॥ —মেদিনীপুর

ব্যাখ্যা : বাঁশ পাতা

২

উপর থেকে পড়লো ছুরি
ছুরি বলে তোর ঘরে ঘুরি ॥ —বর্ধমান

৩

জন্ম সময়ে মাথায় টুপি
কেষ্ট অবতারে বধলে গোপী
রাম অবতারে রাবণ মারে
সেই দ্রব্য সকলকার ঘরে ॥ —ঐ

৪

ছোট বেলা পরে জামা

বড় হলে ন্যাংটা মামা ॥ —২৪ পরগণা

৫

আকাশ থেকে পড়ল ছুরি

ছুরি বলে আমি সাত পাক ঘুরি ॥ —বীরভূম

৬

ল্যাঙট্ ল্যাঙট্ ল্যাঙট্

ছোট বেলায় কাপড় পরে

বড় হইলে ল্যাঙট্ ॥ —ঢাকা

৭

ছোটত কাপড় পরে বড়ত পরে না ॥ —রাজশাহী

৮

রাম অবতারে ধনুর্বাণ কৃষ্ণ অবতারে বাঁশী,

আমি যদি অভক্ত হই কেমন ভক্তের কাঁধে আসি ?—মেদিনীপুর

৯

ন্যাংটা ন্যাংটা ন্যাংটা

ছোটতে কাপড় পরে

বড়তে নেংটা ॥ —মুর্শিদাবাদ

ইহার সঙ্গে এই হিন্দী ধাঁধাটির তুলনা করা যাইতে পারে—'ছোটি মুঝি রহলিত কপরে পহিরলি, বড় ভইলি ত লংগটে রহলি।' —ভোজপুরী

১০

আবাল কাল্যে মাথায় টোপী

কৃষ্ণ অবতারে মজায় গোপী

রাম অবতারে রাবইন মারে

সেই তরকারী হাম্‌দের ঘরে ॥ —পুরুলিয়া

১১

কচিতে কাপড় পরা যুবায় উলঙ্গ,

কহেন কবি কালিদাস ভিতরে সুড়ঙ্গ ॥

১২

ছোটবেলা ঘোমটা বড় হলে ন্যাংটা ॥ —২৪ পরগণা

১৩

পোয়াকালে বস্ত্রধারী যোয়ান কালে উলঙ্গ
বুড়াকালে জটাধারী মধ্যে মধ্যে হুরঙ্গ ॥ —চট্টগ্রাম।

১৪

ছোট বেলাতে জামা জুতা
বড় হইলে ল্যাংটা। —নদীয়া।

১৫

বাগান থেকে বাইরাইল হিরে
তার সবগায়ে গিরে। —বরিশাল

১৬

শিশুকালে কাপড় পরা যৌবনে ল্যাংটা
বৃদ্ধ কালে ঘোমটা। —২৪ পরগণা

১৭

সুঁচ মুখে তার জন্ম গায়ে তার বাকল,
লক্ষ লক্ষ হাত পা ছাড়ে কোমল ও বদন। —২৪ পরগণা

১৮

ছুয়া অবতারে মাথারে টিকি
কোন অবতারে মাইলে গোপী
রাম অবতারে রাবণ মারি
তাহাকু ভঞ্জন করউমি। —মেদিনীপুর

১৯

ডেঙ্গা মামার গাঠি গাঠি। —হাতীবাড়ী

বিলাতী বেগুন

১

বিলাত থিক্যা আনলাম ধইর্যা
লাল রঙ তার পড়ে রইর্যা ॥ —মৈমনসিংহ

বেগুন

১

গাছটি ঝাপুর ঝুপুর
তার তলায় চৈতন্ত ঠাকুর। —সিংভূম

২

একটুখানি ডালে
কৃষ্ণ ঠাকুর দোলে —২৪ পরগণা;

৩

মুহুরি বুনিয়া চাষা করে আনচান
বেরুল বিড়ির গাছ দেখ বিদ্যমান
ফুল ধরে রাঙ্গা রাঙ্গা ফল ধরে বেল,
কই হেঁয়ালীর ছন্দ
কত কত পণ্ডিতের লেগে গেল ধন্দ ॥ —বর্ধমান

৪

ঝপ ঝপা গাছটি
তারতলায় ভূতটি ॥

৫

বুন্‌তি মুহুরি তুলিতে গ্যাড়া,
যেনা বলিতে পারিবে সে আসলে ভেড়া। —নদীয়া

৬

কাঁচা খায় পাকা ফেলে দেয় ॥ —রাজশাহী

৭

ঝাপঝুপ গাছটি
তার তলায় ঘরটি। —মেদিনীপুর

৮

ফেলতে মসুরী তুলতে ঢেলা। —মুর্শিদাবাদ

৯

বুনিলাম মুসুর ডাল বাহির হল বাঁশ গজা।
ফুল হ'ল ধুতুরা ফুল ফল হল বেল ফল।
শত শত পণ্ডিতে বলিতে না পারে।

১০

কালরে কোলোরে
পাছা ধরে তোলরে। —২৪ পরগণা

বেত

১

আগা তিতা গোটা খর
ছাল পবিত্র করি ধর ॥ —চট্টগ্রাম

২

মা তিতে বোন মিঠে
ভাইটি আমার ঝগড়াটে। —মেদিনীপুর

বেল

১

এ মোর ও মোর তে মোড় ঘাড়
ভিতরে মাংস উপরে হাড়। —ফরিদপুর

২

তিন একী পাতা তার সব ডালে কাঁটা
খিতে লাগে মধুর যত মুখে লাগে আঁটা। —২৪পরগণা

৩

তিন তিরিখে পাতা
খাইতে বড় মিঠা
দাঁতে লাগে আটা ॥ —ঢাকা

৪

তিন তিরিক্কে পাতা
পায়ে ধরে পাতা
খাইতে মধু ফালাতে আটা। —রাজশাহী

ব্যাঙের ছাতা

১

বন্‌লে বাইরাল হাঁস।
হাঁস বলে আমার শুধাং মাস ॥ —পুরুলিয়া

২

বনবে বেরোল হাঁস।
হাঁস বলে শুধাই আমার মাস ॥ বাঁকুড়া

৩

ইচ গাছের বীচ নাই
ই বীচ সংসারে নাই। —পুরুলিয়া

৪

নিমন মজা, মজ (বীজ) নাই তার উঠে গজা। —সিংভূম

৫

খাই কই, পুঁই নাই, তার বীজ সংসারে নাই। —পুরুলিয়া

ভুট্টা

১

এক মনসে রুট, তাকর দনাদনি ফট,
তকর কড় দিয়ে হিঁদর মাস মজাদার॥ —পুরুলিয়া

অর্থ :—কড়=লবণ, হিঁদর=লতা, মাস=স্বাদ

২

বহরা খুটু খাপ খাপ।
যে না জানে তার সাত কুড়ি বাপ॥ —পুরুলিয়া

৩

ঢেঙ্গা মামুর কাঁখে ছা। —মেদিনীপুর

৪

ভুঁইকে ছাড়ে হাতে
তার পোর মুয়ে চুল পাকনা
তার বাপের বয়স কেতে? —ঐ

৫

আম মড়্ মড়্ তেঁতুল চামর
বৌরি নহা কঁ চড়ৈটির পেটে ছা। —ঐ

৬

ভুয়ের সে বাইর হ'ল ছুটো হাত
ব্যাটার মাথায় চুল পেকেছে বাপের বয়স কত। —ঐ

৭

বহড়া গুটি খাপকে খাপ
যে না খায় তার বারোটা বাপ — ঐ

৮

বাপ সাযরা জেঠা পেটে
তখন আমার বৎসর আটেক। —মেদিনীপুর

৯

বহড়ায় খুঁটি খাপকে খাপ
যে নাই ছাড়ায় তার বারোটা বাপ। —ঐ

১০

কাছাত চুল মাথাত বাল
ভিতরটা মেলে দেখলে টিস টিস থাল। —দিনাজপুর

১১

এইত্তি গেহু ঐত্তি গেহু মাটি পাড়ার হাট
এমন কন্যা দেখে আসিনু ষোল সারি দাঁত। —দিনাজপুর

১২

সেজা পালক খাপকে খাপ,
সে না ভাঙে তার সাত শো বাপ। —মেদিনীপুর

ভেড়ু

১

পাতালে ঘরবাড়ী দুযোর উদাও থাকে
শুধাইলে বিয়ানার না হয় বিধির বিপাকে।
কয় কবিকঙ্কণ হেঁয়ালির ছন্দ
এই রকম মুল্লুকি মান্ষী হইছে মন্দ। —কোচবিহার

ভেলা

(ফল বা মূল)

২

সিন্দুরে টগ্‌মগ্‌ কাজলের ফোঁটা
এমন সুন্দর কন্যা বনে কেন বালা। —পুরুলিয়া

২

বন থেকে বেরোল টিয়া।
টিয়ার মাথায় টুপি দিয়া॥ —ঐ

৩

শুনহে রাম কাকা—
বীজ বাইরের ফলটি পাকা। —ঐ

৪

বনলে বেরুল টিয়া।
লাল টোপি লিয়া॥ —ঐ

৫

বনের বাহিরিল টিয়া।
টিয়া বলে আমার লাল টুপিটি দিয়া॥ —ঐ

৬

বন্‌লে বাইরাল্য টিয়া
রাঙা টোপি মাথায় দিয়া। —ঐ

৭

শুন ওহে রামকাকা
বিরটি (বীজ) বাহির ফলটি পাকা,
বলুন ভালা কি? —ঐ

৮

বনের নে বাইরে হ'ল টিয়া
টিয়া গেল আমার লাল টুপি দিয়া। —ঐ

৯

বন হ'তে বাহিরিল টিয়া
টিয়া বলে আমার লাল টুপিয়া। —মেদিনীপুর

১০

কাঁচায় সবুজ সবুজ
পাকলে লালকালো। —ঐ

১১

সিঁদুর টুকটুক ফলটি গ্যাড়া
যে না ভাঙে তার বাপ ভেড়া। —ঐ

মজা সুপারী

১

চারিদিকে থাগুম থুম্বুম মধ্যে একটা থাল,
গুপি দেখলে খ্যাকটালী খাইতে লাগে ভাল। —রংপুর

মধু

১

সাতশ' গোপিনীর একটা পিঠা! —পুরুলিয়া

২

আদাইরের গাইয়ের পাদাইড়ে বাছুর
বেনার বোনে তার খুটা,
সেই গাইয়ের দুধ বড় মিঠা। —বরিশাল

৩

অজাত গরুর বেজাত বাছুর
আগানে বাগানে ফুটা,
সেই গরুর দুধ মিঠা। —যশোহর

৪

গুটিয়ে সং নি দুইটা পিঠা
গাই গরভিনী দুধটি মিঠা। —মেদিনীপুর

মনসা ফুল

১

ওরে মারিয়া বেটা এ ফুল তুই পেলি কোথা,
যে গাছে নাই পাতা সে ফুল এনেছি হেথা। —ঐ

মহুয়া

১

'রসদানা রসদানা পিঠে কেন কুঁজ',
'চিনি চিনা রাস্তে কেন বুলু'। —ঐ

২

গাছটির নাম হীরা,
আধি ধরে গুড় বাইগন আধি ধরে জীরা। —ঐ

৩

[মহুয়া ও সাপ]

'টিপিসকা রে টিপিসকা রাত্রে কেন পড়',
আকুড়ারে বাকুড়া রাত্রে কেন বুল। —মেদিনীপুর

৪

'রোসো দনা রোসো দনা উপরি কেন পড়',
কলু কছু কলু কছু রাত্রি কেন বুলু। —ঐ

৫

গাছটির নাম হীরা,
তাই ফলেছে গুড়, বেগুন, জিরা। —পুরুলিয়া

৬

বাপ-বেটির একই নাম :
ডুমকা ছোঁড়ার ভিন্ন নাম॥ —ঐ

৭

উপরে থোঁদা নীচে ডিন। —ঐ

৮

উপরে খোসা, তলে ডিম
দেখ্‌বে ভোঁদা পাথর ডিম। —ঐ

৯

ফল খাই, ফল পাই
ডাল ধরলে সাক্ষী পাই। —মেদিনীপুর

মাটিয়া আলু

১

আগাত্‌ মোর গোড়ার মেজা
আজার বাড়ী গোয়াং রাজা
গোরাং রাজার পথত্‌ ঘর
আজার বাড়ী পিতাব চড়্‌॥ —চট্টগ্রাম

মানকচু

১

গাছের নাম তার মুগুর মাথা
এক ডাল তার এক পাতা। —২৪ পরগণা

২

হেট্টে কলসী উপর ডাল
পাতা মেলে চৌচাল
যদি কলসী ফুল ফুটিবি.
হাজার টেকার মূল ধরিবি ॥ —চট্টগ্রাম

মাষ কলাই

১

কালো বউ এর কপালে চিক্
জামাই এলে করে হিত। —মুর্শিদাবাদ

মুশুর ডাল

১

উপরে মালসা
নীচে মালসা
মধ্যিখানে লাল তামসা। — ঢাকা

২

এতটুকু তিরিয়া সে নীল বিরিয়া ॥ —বীরভূম।

৩

রাজা বিবি জামা গায়,
কাটিলে বিবি দুই খান হয়। —২৪ পরগণা

মূলা

১

হাতীর দাঁত কদমের পাত ॥ —শ্রীহট্ট।

২

ঝাম্‌রি-ঝুম্‌রি গাছটি।
তার তলায় মাগুর মাছটি ॥ —হুগ্‌লি

৩

ঝাপুর ঝুপুর গাছ কোণা
তারিতলে সোয়াস কোণা ॥ —রাজশাহী

৪

ঝাপ্ ঝুপা গাছটি
তার তলায় সাপটি ॥ —মেদিনীপুর

রাঙিনা

(এক ধরণের কাঁটাগাছ)

১

বুনিলাম কালো জিরা, হলো শাল চাঙ্গা।
ফুটিল পারুল ফুল, ফলো কামরাঙ্গা ॥ —পুরুলিয়া

রুটকো ছাতু

(জঙ্গলে পাওয়া যায়, খাওয়া হয়)

১

বিনা বৃক্ষে ফল ধরে পাকলে হয় ধলা,
মুখ্খু কি বুঝিতে পারে পণ্ডিতের ঝালাপালা। —পুরুলিয়া

লঙ্কা

১

একটুখানি ডালে রাঙা বৌ দোলে। —হুগলি

২

লিপিকাটা জরম জরম। —পুরুলিয়া

৩

মা ঝাপরি, বেটি সুন্দরী। —ঐ

৪

লাল কুচি (ছোট), বাবা গো। —ঐ

৫

লাল লাল কচিটি খালি বলে বাবাগো। —ঐ

৬

বাড়ি নামে গাছটি ফল মুঙ্গি ধরে।
খায়না পাখড় ক্ষেতে খেলে পেট গুড় গুড় করে। —ঐ

৭

একটু খানি গাছে রাঙা বেটি নাচে। —মেদিনীপুর

৮

একটু পানি গাছে লাল পেয়াদা নাচে —২৪ পরগণা

৯

বিটি তো পিন্থরী মা তো ছিন্দরী। —চট্টগ্রাম

১০

এতটুকু গাছটি ফল নিহুর ধরে
নানা পাখী খেয়ে গেলে
মন ধুক ধুক করে। —মেদিনীপুর

১১

এতটুকু গাছটি পড়ে গায় ভতি। —ঐ

১২

এতটুকু গাছটি ফল বিস্তর ধরে
তোতা পাখী খেয়ে গেল
প্রাণ ধুক্ ধুক্ করে। —ঐ

১৩

আসতে যেতে মেদিনীপুর
একটি গাছে কুড়িটি ফল। —ঐ

১৪

এতটুকু গাছটিতে ফল নিগুর ধরে
নানা পাখী খেয়ে গেলে
ঠোঁট ঠক্ ঠক্ করে। —ঐ

১৫

একটু পানি গাছে রাধা কৃষ্ণ নাচে। —২৪ পরগণা

১৬

একটুকু ডালে কৃষ্ণঠাকুর ঝুলে,
মায়া নেই ধরা নেই লেকর লেকর কাঁদে। —মেদিনীপুর

১৭

এক রত্তি গাছে রাকা শ্যাম নাচে।

১৮

এতটকুন গাছে রাঙা বৌটি নাচে। —বীরভূম

১৯

একটু খানি গাছে লাল পেয়াদা নাচে —নদীয়া

২০

একটু খানি গাছে রাঙা বউ নাচে। —ফরিদপুর

২১

এতটুকু গাছে লালবাবু ঝুলে। —মেদিনীপুর

২২

একটু খানি গাছে লাল পেয়াদা ঝোলে। —নদীয়া

২৩

একটু খানি ডালে লাল ঠাকুর ঝোলে। —বরিশাল

২৪

একটু খানি গাছে লাল পিয়াদা নাচে। —২৪ পরগণা

২৫

এতটুকু গাছে লালবাবু ঝুলে। —সিংভূম

লতা

১

মাঝ বাঁধে কুরল চলে। —পুরুলিয়া

২

ছাগলটি বাঁধা রইল
দড়িটি চরতে গেল। —মেদিনীপুর

লাউ

১

ধলা মেয়া হাটে যায়
নিত্তা হাটে চিমটি খায়। —ফরিদপুর

২

সাদা মেয়া হাটে যায়
প্রত্যেক হাটে চিম্‌টি খায়। —বরিশাল

৩

চাঁদ চাছে সূর্য চাছে
পিঠের বীজ চাছে। —মেদিনীপুর

৪

ছাগল রহিল বাঁধা দড়ি গেল চরতে। —মেদিনীপুর

৫

ছাগল লুটে দড়ি হাঁটে। —চট্টগ্রাম

৬

কাছত যায় কাছত আসে
চাটত গেলে চিমটি খায়। —রাজশাহী

৭

বাপ গস্ থস্ যাও পাতাড়ী
ভাই ছুম্ ছুম্ বন-সুন্দরী। —ঐ

৮

হিত্তি গেনু হত্তি গেনু পেনু মরার হাট,
এমন সাইতে দেখে আনু ষোল সারি দাঁত। —রাজশাহী

৯

এথি গেনু উথি গেনু চণ্ডার হাট,
একটা বস্তা দেখে আইনু ষোল সারি দাঁত। —কোচবিহার

১০

ইত্তি গেনু উত্তি গেনু গেনু গরাদের হাট,
একনা চ্যাঙড়ার দেখিয়া আসনু ষোল সাইরা দাঁত। —ঐ

লিচু

১

তেল কুচকুচ পাতা তার ফলে ধরে কাঁটা
পাকলে মিষ্টি বিচি তার গোটা।

মন্তব্য : কাঁঠাল সম্পর্কেও অনুরূপ ধাঁধা আছে।

লেবু

১

বন লে বেইরাল চিত্তি
চিত্তি বলে তোর পাতে মুতি। —পুরুলিয়া

২

ঠাকমা দিদির কোলে
হলদে পাখি দোলে। —২৪ পরগণা

৩

বন থেকে আইলা চিতি
চিতি বলে তোর ভাতেই মুতি। —সিংভূম

৪

বন থেকে বেরুলো ভুতি
ভুতি বলে তোর পাতে মুতি। —বর্ধমান

৫

বন থেকে বারালো পেতি
পেতি বলে তোর ভাতে মুতি। —মেদিনীপুর

৬

ছোট ছোট পইর গোআ
ইচা মাছে ভরা। —চট্টগ্রাম

৭

বনের থিক্যা আইল ব্যাঙ্
পাতে দিল মুইত্যা। —ঢাকা

৮

রাজার পৈরিত ইচা মাচে ভরা
এক্কে টিপ মাইরলে বেয়াগ্‌গুন মরা। —চট্টগ্রাম

৯

বনের থেকে বেরুল হাতী,
হাতী বলে আমি বড় লোকের পাতে মুতি। —জলপাইগুড়ি

১০

বন থেকে বেরুল দূতী,
দূতী বলে আমি ভাতে মুতি। —মুর্শিদাবাদ

১১

বনের থেকে বেড়ুল হাতি
হাতি বলে আমি ভদ্রলোকের পাতে মুতি। —মেদিনীপুর

১২

বন থাকি বাইরাইল হইত্যা
ধরলাম জাইত্যা দিল মুইত্যা। —শ্রীহট্ট

১৩

বন হইতে আসিয়া
পাতে গেল বসিয়া,
রস চাইতে তাকে
তকখুনি দিলা মোকে। —মেদিনীপুর

১৪

জঙ্গল হইতে বাইরইল বাইন্দা
পাতে দিল কাইন্দা। —মৈমনসিং

১৫

এত্তাটুকুন গাড়া
তাতে ইঁচার গুড়ি ভরা। —ফরিদপুর

১৬

বাগান থেকে আসল ভুতে
পালা ভরে দিলে মুতে। —বরিশাল

শশা

১

বাপ ঘিন বিন্ মাও পাতারি,
ভাই হল্লুম্ ধুম বইন সুন্দরী। —রংপুর

শাঁখালু

১

আপর ঝুপুর গাছটি।
তার তলে শাঁখটি॥ —পুরুলিয়া

২

ওপরে মাটি, নিচের মাটি।
তার তলে দুধের বাটি॥ —হুগলী

৩

ঝাঁকড়া-ঝোঁকড়া গাছটি।
তার তলাতে শাঁখটি॥ —২৪ পরগণা

৪

প্যাট খুইয়া গাছ উরে। —জলপাইগুড়ি

শাপলা ফুল

১

সমুদ্রের মধ্যে ফুল হরির গাছ,
ডাল নাই ডুল নাই একলটা পাও। —রাজসাহী

২

রাজার পইরত রাজাএ ঠাই পায়,
আর কেহএঁ ঠাই ন পায়। —চট্টগ্রাম

শালুক

১

মাঝ পুকুরে সরু চালের হরা। —মেদিনীপুর

২

মাঝ পুকুরে চালের পুড়া। —ঐ

৩

কালো হেন ধুমসি পাতালে তার বাস।
লক্ষ লক্ষ ছানা তার চাজারে পঞ্চাশ॥ —ঐ

৪

কাদায় লটপট্ট মহিষের নাতি
একটা বুড়ির ছ-পণ নাতি॥ —ঐ

৫

মাঝ বাঁধে সরু চালের কুড়া। —ঐ

৬

আকাশে থুহু সাক্ষী, পাতালে থুহু সাক্ষী
একে ডুবে তুলুক চোঙালী কাটা পাখী। —রংপুর

৭

এক লোক হাসে এক লোক ভাসে,
আর এক লোক কাদায় মুড়া গাছা দিয়ে থাকে। —বীরভূম

শিউলি

১

গাছের নাম হীরা
ফল ধরেছে গুড় বাইগণ জিরা। —মুর্শিদাবাদ

শিখরী (জলজ ফল)

১

হাসক ভাজা টুকা রাঙা,
পাইতে মিডা পাতা রাঙা। —চট্টগ্রাম

২

বড় পইরর বড় মাছ মোচড়ি ভাঙ্গে কতা
যেই কেডা ভাঙ্গি দিব সাহী সোনার বেটা।
সাহী সোনার বেটা নয় সত্যপীরের নাতি
এই কিচ্ছা ভাঙ্গি দিব আলিক্ত আর কাতি। —চট্টগ্রাম

শিমূল

১

এক বৃক্ষের চারটি ডালা
কতক ধরে কাচকলা
কতক ধরে ওরের ফুল
কতক ধরে বক্রের বাটুল। —২৪ পরগণা

২

আগে জন্মিলাম আমি (ফুল)
তারপরে দাদা (তুলা)
সেই গর্ভে মা জন্মিছে (বীজ)
তার পরে বাবা। —মেদিনীপুর

৩

গা করে তার খসর মসর
পাতা করে তার ফেণী
ফুল করে লাল তামাসা
ফল করে মুতানি। —মুর্শিদাবাদ

৪

গাছের নাম ঢাকঢালা
আধেক ধরে কাঁচকলা,
কতক ধরে বুনো বাঁটুল।
কতেক ধরে ওরের ফুল। —রাজসাহী

শিলা

১

উপর থৈইল ঝাঙ্কি পড়ের
খাইতাম আছে পইতাম নাই। —চট্টগ্রাম

শুশনি শাক

১

চারি চাল তার একটি খুঁটি। —মুর্শিদাবাদ

২

এক থাম, চার চাল। —মেদিনীপুর

৩

একটি থামে চারিটি পাতা। —বাঁকুড়া

শূন্যলতা

১

যেদিন হতে শূন্য হাতে এসেছে এই ভবে,
সেদিন হতে পরের উপর রস খাইতেছে চুষে। —বরিশাল

শেওলা

১

একটু খানি জলে
কালী ঠাকুর দোলে। —২৪ পরগণা

শোনলো শুঁটি

১

গাছটি তিতা পাতাটি ভোজন
ফুল ফুটেছে ইন্দ্রভবন। —পুরুলিয়া

সজনে

১

আগে মুড়ি পরে খৈ, তারপরে সাপ।
এমন কি জিনিষ আছে বল দেখি বাপ॥ —ঐ

২

আগে হয় মুড়িটি পরে হয় খইটি,
দেখতে দেখতে হল সাপ।
লোকে বলে বাপরে বাপ॥ —ঐ

৩

একটি গাছে তিনটি তরকারী। —পুরুলিয়া

৪

গাছটির নাম লালবিহারী
তায় ধরেছে তিনটি তরকারী। —মেদিনীপুর

৫

এক গাছে তিন তরকারী
দাঁড়িয়ে আছে লালবিহারী। —মুর্শিদাবাদ

৬

একটি লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল।
ফিরে আসার সময় বললে—
'বাপরে, খাওয়ার সময় দেখলাম
'খই মুড়ি', এখন দেখি সাপ।' —মেদিনীপুর

৭

ছাল তিতা তার পাতা ভোজন,
ফুল ফুটেছে ইন্দ্র ভবন। —ঐ

৮

আমার নাম লাল বিহারী
একটি গাছে তিন তরকারী। —ঐ

৯

আগে হল চালভাজা পরে হল মুড়ি
তারপর হল খই, দেখতে দেখতে
সাপ হল—অবাক হয়ে রই। —২৪ পরগণা

১০

আগে মুড়ি পাছে খই
কাজ বাড়াইলে অবাক হই। —ফরিদপুর

১১

হিতে হিতে হিল মুড়ি,
হিতে হিতে হিল খই,
হিতে হিতে হিল সাপ
কালিদাস বলে বাপরে বাপ। —মেদিনীপুর

১২

পৌষ মাসে পুষ্প, মাঘ মাসে শিরে জটা,
ফাগুন মাসে কাটল মাথা,
তার তরকারী আমাদের ঘরে। —পুরুলিয়া

১৩

শাক লাভিটা পাতে ভোজন,
ফুল ফুটেছে চৌদ্দ ভুবন। —ঐ

১৪

মামাগো বাড়ীর পারে হাড়ক্যা হাড়ক্যা নল,
তা খালি পরে মানুষ হয়ে যায় পাগল। —ফরিদপুর

১৫

উঠ্‌তে মুড়ি ফুটতে খই
আস্তে আস্তে সটান হই। - ২৪ পরগণা

১৬

আগে মুড়ি তার পরে খই
তার পরে হল সাপ,
পথের পথিক বলে, একি রে বাপ! —মেদিনীপুর

সরলা গাছ

১

গাছটির নাম বনবেহারী
তার ফল ফলেছে তিন তরকারী। —পুরুলিয়া

সন্ন্যা গাছ (স্বর্ণলতা)

১

গাছ নামে সনাতন
পৌষে পুষ্প বরিষণ
মাঘেতে মাথায় জটা
ফাগুনে যে কাটা যায় মাথা। —বাঁকুড়া

সরিষা

১

ঝিং ঝিং ঝিং খসরালে ভাঙ্গে না
সরালের ডিম। —মেদিনীপুর

২

দেখিতে অতিশয় ক্ষুদ্র
রান্না ঘরে নহে তো শূদ্র । —মৈমনসিংহ

৩

হট্ টিমা টিম্ টিম্
পোনা মাছের ডিম,
আছড়ালে না ভাঙে
সর্বলোকে জানে। —বীরভূম

৪

হাট্টিমাটিম্ টিম্
আছড়ালে ভাঙে না শরাকের ডিম। —ঐ

৫

রিং রিং রিং
হাসরালে ভাঙেনা
ছরালের ডিম। —মেদিনীপুর

৬

লা টিম্ টিম টিম টিম
আছাড়িলে ভাঙ্গে না
বোয়াল মাছের ডিম। —ঐ

৭

হাট্টিম টিম, বউল মাছের ডিম।
আছড়ালে ভাঙে না,
তার নাম জানে সর্বলোকে। —রাজশাহী

৮

রিং রিং রিং
পাটকিলে ভাঙে না সরালের ডিম। —পুরুলিয়া

৯

রিং, রিং রিং
পাটকিলে না ভাঙে সোনার ডিম। —ঐ

১০

হা টিম টিম
তারা মাঠে পাড়ে ডিম,
আছড়ালে না ভাঙে
সর্বলোকে জানে। —মুর্শিদাবাদ

১১

হাট্ টিমা টিম্ টিম্
বোয়াল মাছের ডিম।
আছড়ালে না ভাঙে,
তার নাম সর্বলোকে জানে। —মেদিনীপুর

১২

হা টিম টিম
কাচারিলে ভাঙেনি রে সরালের ডিম। —মেদিনীপুর

সাপুক ডাঁটা

১

ঐ আস্‌ছে কেলে, দুই হাত মেলে
তোকেও খেলে, আমাকেও খেলে।
পোঁদ দিয়ে পরাণ বার করলে। —হুগলি

সুপারী

১

স্বর্গে থাকি পইল ভ্যাট
ভ্যাট বলে মোর প্যাট কাট। —রংপুর।

২

ইরি ইরি বিরা তিরি তিরি পাত
বাড়ীর বিরা চব্বিশ হাত। —শ্রীহট্ট

৩

উ ঃ—সুপারী গাছ।

মা ভিওলী, ছা পাওলী
পুত গুল্‌গুল্যা। —চট্টগ্রাম

৪

উঁচা ঢিবি পদ্মমালা
ডিম পেরেছে হেলা হেলা।
হে সূর্য ,তুমি সাক্ষী
ডিম পেরেছে কোন্ পক্ষী। —মেদিনীপুর

৫

হাটের গোটা গোটা শঙ্খনদীর কোটা
দুইটা হস্তীর দাঁত, ছটা বিরিখের পাত,
এই ছিল্‌কা ভাঙ্গি দিতে লাগে গুয়া পান। — কুচবিহার

৬

উপর থাকে আইল ঢেপ
ঢেপ বলে মোর কাট পেট। —রাজসাহী।

৭

মামাগো ফুওরীর পারে
কাঁচা কাঁচা ডিম,
তা সর্ব পুজায় লাগে। —ফরিদপুর

৮

উপর থেকে পড়ল ঢেপ
ঢেপ বলে মোর পেট্‌টা কাট। —বরিশাল

৯

মামাগো পুকুরে মোর পাখীটা ঘোরে
কাঁচা কাঁচা ডিম পাড়লে সর্ব পুজায় লাগে। —ঐ

১০

মামাগো পুকুরে গোর কাকিটা গোরে
তার কাচ্চা বাচ্চা ডিমগুলি সব পুজায় লাগে। —২৪ পরগণা

১১

লড়লড়ে গাছে মড়মড়ে ফল
যে না কত্তি পারবে সে
হারামজাদার ছল। —ঐ

১১

মামাদের পুকুরে মোর পক্ষিটি
ঘোরে কাচাকাচা ডিম পাড়ায়। —যশোহর

১২

সরসরে গাছে কড়কড়ে ফল
যে না কইতে পারবে সে চামারের ছল। —যশোহর

১৩

ভাট, ভাট, ভাট, ভাট
বলে মোর পিটটা কাট। —মেদিনীপুর

১৪

উপর থেকে পড়লা ভাট
ভাট বলে মোর পেট কাট। —ঐ

১৫

দুহাতে ধরলাম চিরি
মাঝখানে দিলাম ভরি,
দু একবার কচর কচর
কাজটি দিলাম সারি। —ঐ

১৬

দুই পা ফাঁক করে
মাঝখানে দিলাম তারে
বাহির হল দুইখান হয়ে। —ঐ

সুরসুরনীর শাক

১

এক খুঁটিতে চার চাল। —২৪ পরগণা
(বাধের পারে ছোট ছোট গাছ হয়—৪টি পাতা।)

২

মাষ্টারমশাই মাষ্টার মশাই
ঘুর দেশে দেশে।
কোন্ গাছটির চারটি পাতা
দেখেছেন কোন্ দেশে॥ —বর্ধমান

সিমগাছ

১

ওহে চৈত্র, কোন্ গাছটি নি-পত্র।　　—মেদিনীপুর

সোনাকুঁচ

১

সিঁদুরে ভগমগ কাজলের ফোঁটা
এক হাজারে হাজার ফলের একইটা বোঁটা।　　—রাজসাহী।

কুঁচ দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম অধ্যায়

গ্রহ-নক্ষত্র প্রকৃতি

প্রত্যক্ষ দৃষ্ট গ্রহ-নক্ষত্র মানুষের মনে চিরকালই কৌতূহল সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। আজ বৈজ্ঞানিক চিন্তার চরমোৎকর্ষের দিনেও প্রকৃতিকে লইয়াই যে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিতেছে, যেমন চন্দ্রাভিযান, পৃথিবী বা চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া আবর্তন, কিংবা অন্যান্য গ্রহে অভিযানের পরিকল্পনা ইত্যাদি সকলেরই উৎপত্তি আদিম মানবের গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কিত এই কৌতূহল হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে। সূর্যের আলো, চন্দ্রের জ্যোৎস্না, তারকার আকৃতি, সূর্য এবং চন্দ্রের গ্রহণ, আকাশের বিস্তার ইত্যাদি নানা ভাবেই আদিম সমাজের মানুষের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছিল। সেইজন্য তাহাদের আচার-আচরণকে নানা রূপকচ্ছলে বর্ণনা করিয়া তাহাদের সম্পর্কে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা হইয়া থাকে। তবে এই শ্রেণীর ধাঁধার সংখ্যা যে খুব অধিক হইতে পারে না, তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক ; কারণ, ইহাদের আচরণগত খুব বেশী বৈচিত্র্য নাই। তারপর জীবনের কিংবা সমাজের উপর ইহাদের প্রভাব একদিক দিয়া গৌণ বলিয়া অনুভব করা হয়। অর্থাৎ হুঁকো-কল্‌কে গ্রামবাসীদের সঙ্গে যত নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ, আকাশের তারা কিংবা চন্দ্রের কিরণ তত নহে। সেই জন্য ইহাদের সম্পর্কিত কৌতূহল গৌণ স্থানের অধিকারী।

গ্রহ-নক্ষত্র ব্যতীতও প্রকৃতির কতকগুলি বিষয় এই অধ্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত করিতে হয় ; যেমন আকাশ, আলো, বাতাস, মেঘ, জল ইত্যাদি। সূর্য এবং তাহার কিরণের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক আছে এবং নানাভাবে ইহারা তাহা দ্বারা প্রভাবিত। অথচ সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে গেলে ইহারা গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে পড়ে না। যদিও গাছপালাকেও প্রকৃতিরই অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়, তথাপি লৌকিক দৃষ্টিতে তাহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যও আছে ; কিন্তু আলো, আকাশ ইত্যাদির তেমন স্বাতন্ত্র্য নাই। ইহারা প্রধান গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। সেইজন্য ইহাদিগের সকলকে লইয়া একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করিবার আবশ্যক হয়।

আকাশ

১

চিতারা মিতারা ভোতরা গাই
হাটত ও ন মিলে, দেশত ও নাই। —চট্টগ্রাম

২

আশি টাকার খাসি, নব্বই টাকার বই,
এক পিঠ দেখা যাচ্ছে, আর এক পিঠ কই? —মুর্শিদাবাদ

৩

এক থাল মোতিন সে ভরা
সবকে শির পর ঔন্ধা ধরা।
চারো ওর থাল উয়ো ফিরৈ
মোতী উসসে এক ন গিরৈ। —হিন্দী

[একটি থালা মুক্তায় ভরা। চারিদিকে সেই থাল ফিরিয়া বেড়াইতেছে, তবু তাহার মুক্তা পড়িয়া যায় না।]

আগুন

১

কাঠ খায় সিঁদুর হাগে। —পুরুলিয়া

২

সব খায়, জল খেলে মরে যায়। —মেদিনীপুর

৩

ছুটু মুটু জোবাটি
ফুল ফুটে শোভাটি॥ —পুরুলিয়া

আলো

১

এতটুকু খড়ে, ঘরটি বেড়ে। —ঐ

২

একটা পেড়ে, গোটা ঘরটা বেড়ে॥ —ঐ

৩

একটি পেড়ে, ঘরটি বেড়ে। —ঐ

৪

এক ফোঁটা মিঠাই
ঘর ভরে ছিটাই। —বরিশাল

৫

একটু খানি দড়ি
ঘর খানি সব বেড়ী। —যশোহর

৬

এক ফোঁটা মিঠাই
ঘর ভরে ছিটাই। —ফরিদপুর

৭

একটি খড়ে ঘরটি বেড়া। —মেদিনীপুর

৮

একটি খড়ে
গোটা ঘরটি ঘিড়ে। —ঐ

কুয়াশা

১

আঁচির ডুবল পাঁচীর ডুবল ডুবল বড় বড় ঘড়া,
সরষে ডুবতে জল নাই ডুবল রথের চূড়া। —ঐ

২

জল নাই, বৃষ্টি নাই। —পুরুলিয়া

৩

আচরি ডুবল প্রাচীর ডুবল ডুবল রথের চূড়া,
সরিষা ডুবতে জল নাই ডুবল কুলির মুড়া। —মেদিনীপুর

গাছের ছায়া

১

জীব নয় জন্তু নয় বুঝে দেখ, ভাই।
বাইলে তাহার নিকট পরাণ জুড়াই॥
হাত-পা নাই তবু ধীরে ধীরে চলে।
বুঝহ সকল লোক কি আছে ভূতলে॥ —২৪ পরগণা

ঘূর্ণি

১

উড়ে যায় পাখী,
নাড়ী ধরে রাখি। —ফরিদপুর

২

অলক পুঁই, বৃহৎ গাছ, তার পাতা বার হাত। —পুরুলিয়া

৩

আপনাকে দেখতে আইলো
আমাকে লইয়া গেল। — ঐ

৪

গাছ নয়, পাতা নয় ধরে তরুলতা।
গলা অবধি ধরে গেছে বিশালাক্ষ পাতা। —মেদিনীপুর

৫

গাছ নয় গাছ নয় নয় তরুলতা,
গোড়ায় থেকে ধরে গেছে
নানারঙের বিশ হরি পাতা।

চন্দ্র, সূর্য, তারা

১

রাজার বেটা মরিয়া রইছে কান্দিবার নাই,
রাজার উঠান পড়িয়া রইছে ঝাড়িবার নাই।
মালী ফুল ফুটিয়া রইছে তুলিবার নাই। —শ্রীহট্ট

চাঁদ

১

একটা লুচি
আঁতার মিষ্টি। —পুরুলিয়া

২

গাছ, গাছ, গাছ বলে তারে কেহ নাহি খাই,
এক পক্ষ তার কালো, এক পক্ষ তার ধলো,
এ চকটি যে ভাঙাইবে তার মাথা খুব ভালো। —মেদিনীপুর

৩

মামা ডাকে মামা বলে বাবা বলে ভাই,
ছেলেতে বলে মামা মা বলে ভাই। —পুরুলিয়া

৪

নিচ্চানী পক্কী খায় হলদীর গুড়া
হাগ্‌তে হাগ্‌তে যায় পক্কী
মান্তানের মুড়া॥ —রাজশাহী

৫

তেল কুচ কুচ মাণিক পাতা
এ ধন তুই পেলি কোথা
রাজারও ভাণ্ডারে নেই, বেণেরও দোকানে নেই॥ —ঐ

৬

পোয়াকালে দুই শিং
যোয়ান কালে নাই শিং
বুড়া কালে দুই শিং॥ —চট্টগ্রাম,

৭

[চাঁদ ও সূর্য]

আকাশ গুড় গুড় পাথর ঘাটা
শাতশত ডালে দুইটি পাতা॥ —নদীয়া

৫

[চন্দ্র ও সূর্য]

আতা আতা আতা
পৃথিবীর মধ্যে দুইটি আছে পাতা॥ —মুর্শিদাবাদ

৬

[চন্দ্র, আকাশ ও নক্ষত্র]

রাজার বেটা মরিয়া রইছে কান্দিবার নাই
রাজার উঠান পড়িয়া রইছে ঝাড়িবার নাই
মালী ফুল ফুটিয়া রইছে তুলিবার নাই। —কোচবিহার

৭

মায়েরও মামা বাবারও মামা কে? —মুর্শিদাবাদ

১

আকাশ গুম গুম পথের ঘাটা

সাতাশ ডালে দুইটি পাতা —২৪ পরগণা

২

সকল লোকে মামা বলে কেউ নেই তার ছেলে,

সকল হোচ্ছে তার ছেলে

মা কোন দিন নেই না কোলে। —মেদিনীপুর

চন্দ্র

ছায়া

১

নদীতে তো জল নাই নতা কেন ভাসে,

যার সঙ্গে ভাব নাই সে কেন হাসে। —পুরুলিয়া

২

বন থেকে বেরোল বুড়ো কোদাল কুড়োল নিয়ে

মরা গাছে ফুল ফুটেছে কাটন কেমন করে। —পুরুলিয়া

জল

১

উড়ি উড়ি যায় গুঁড়ি গুঁড়ি আসে।

হাড় নাই মাংস নাই, সংসারের লোকে খায়॥ —পুরুলিয়া

২

হরির উপরে হরি হরি শোভা পায়।

হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়। —হুগলি

জল, পদ্মপাতা, ব্যাঙ ও সাপ

তারা

১

সন্ধ্যা কালে জনম যার, প্রভাতে মরণ

জিনিস খুঁজে পাবে না আর এমন। —পুরুলিয়া

২

সন্ধ্যাকালে জন্ম তার প্রভাতে মরণ

মস্তক উপরে সদা করে বিচরণ,

স্বর্ণকায় মনোহর দেহের বরণ

এক পথে করে গতি, সেই কোন জন। —মেদিনীপুর

৩

এক নৌকা স্থপারী
গুণ্তে না পারে ব্যাপারী। মেদিনীপুর

৪

এক ডাল সুপারী
গুণ্তি পারে কোন ব্যাপারী। —ফরিদপুর

৫

অ্যার কইলাম গাছটি তের গেল ছাইয়া
কি ফুল ফুটিল এই লঙ্কা গেল ছাইয়া। —বরিশাল

৬

এক থাল সুপারী
গোনতে পারে কোন ব্যাপারী। —ঐ

৭

আন্দি পুকুরের কান্দি নাই
ফুল ফুটিয়াছে তার তুলনা নাই।

৮

আকাশের থেকে পড়ল ছুরি
ছুরি গেল গাছের মুড়ি
আয় ছুরি ডাক দিয়ে
ফুল ফুটছে প্যাক দিয়ে। —২৪ পরগণা

৯

রাত্তি গরু জোটালাম দিনে গরু নেই,
কোন শালা নিয়ে গেল কটায় গোবর নেই। —ঐ

১০

একথালা সুপারী
গুণিতে না পারে ব্যাপারী। —মেদিনীপুর

১১

সন্ধ্যা হইলে গরু গোঠ সকাল হইলে নাই,
কোথা গেল গরু গোঠ সকালে কেন নাই। —ঐ

১২

এক ডালা সুপারী
গণিতে না পারি — মেদিনীপুর

১৩

বাবু ঘরে গোঠে গাই
সকাল হলে গটাই নাই। —ঐ

১৪

এক হাজার গোঠে গাই
সকাল পইলে একটিও নাই। —ঐ

১৫

এক থালা সুপারী গুণতে না পারে যে ব্যাপারী। —নদীয়া

১৬

এক ঝাঁকা সুপারী
গুণিতে না পারে কেন ব্যাপারী। —ফরিদপুর

১৭

এক পুস্তলায় গাছটি বের গেল ছাইয়া
কি ফুল ফুটিল শকা গেল ছাইয়া। —ঐ

১৮

একথালা সুপারী
গুণতে পারে কোন্ ব্যাপারী ॥ —২৪ পরগণা

১৯

এতটুকু বাবাজী মটর মটর শাখা,
দেশ জুড়ে মজ্জর খায় জল পায় কোথা ॥ —বীরভূম

২০

এক থাল সুপারী
গুণতে নারে ব্যাপারী ॥ —পুরুলিয়া

২১

ঝাপর উপর ঝাপ
তার উপর কালন্তর হাপ (সাপ)।
কালন্তর হাপে ডিমা পাড়ে
কেহএ গণিত না পারে ॥ —চট্টগ্রাম

২২

এক থালা সুপারী
গুণতে না পারি ॥ —বর্দ্ধমান

২৩

একথাল সুপারী
গুণতে পারে না ব্যাপারী ॥ —বাঁকুড়া

২৪

ঝিঁয়া ফুল ফুটি রইয়ে তোলয্যা নাই,
বড় উঠান পড়ি রইয়ে কোঁচান্যা নাই। —চট্টগ্রাম

২৫

সফুল ফুইট্টা রইছে তুলুইয়া নাই
সুমড়া মর‍্যা রইছে কান্দইয়া নাই
সুবিছনা পইড়া রইছে সুউইয়া নাই। —ঢাকা

[তারা ও আকাশ]

২৬

একথাল সুপারী গণতে নারি। —পুরুলিয়া

২৭

রাতে গরু গোঠাইল, দিনে গরু নাই,
কোন পথে গরু গেল গোঠে গোবর নাই। —ঐ

২৮

এক থালা পোস্ত।
গুণতে পারে না গেরস্ত ॥ —হুগলি

২৯

একথাল সুপারি,
গুণতে নারি ব্যাপারী। —পুরুলিয়া

৩০

সন্ধ্যাকালে জনম যার প্রভাতে মরণ
এমন জিনিষ খুঁজে পাবে না আর কখন। —ঐ

৩১

সন্ধ্যাকালে জন্ম দিবসে মরণ,
মাথা পড়ে করিছে সদা বিচরণ। —মেদিনীপুর

৩২

রৌপ্যসম দ্যুতি খেলে, অঙ্কের বরণে
এক পথে তার গতি বল কোন জনে। —ঐ

৩৩

সন্ধ্যায় জনম প্রভাতে মরণ।

৩৪

রাতে জলে দিনে ঝরে। —রাজশাহী

৩৫

এউরি বাঁশ ছেউরি বাঁশ
তারি তলে বালি হাঁস,
বালি হাঁসে আণ্ডা পাড়ে
কোন্ কোন্ রাজা গুণতে পারে। —ঐ

৩৬

থাল বোঝাই সুপারী
গুণতে লাগে ব্যাপারী ॥ —ঐ

৩৭

একথাল সুপারী
গুণতে লাগে ব্যাপারী ॥ —মেদিনীপুর

৩৮

এক নৌকা সুপারী
গুণতে পারে না ব্যাপারী ॥ —২৪ পরগণা

৩৯

একটি গাছের বিকট কন্ধি
তাতে ফুল ফোটে বারমাস।

৪০

একথাল সুপারী
গুইণতে লারে বেপারী। —সিংভূম

৪১

ধবধবে বিছানা তাতে কেউ শোয় না,
সুজনি ফুল ফুটে আছে তাকে কেউ তোলে না। —হাওড়া

৪২

রাইতে গরু গোইঠাল দিনে গরু নাই,
কোন বাগে পাল্যাল গরু গঠো গোবর নাই। —পুরুলিয়া

৪৩

এক ঢাকা মুলা
কাটলে হয় এক পুলা। —মেদিনীপুর

৪৪

এক থালা সুপারি গুণতে না পারে ব্যাপারী। —খুলনা

৪৫

এক ডালা সুপারী
গুণিতে না পারি। —মেদিনীপুর

৪৬

এক থাল সুপারী।
গুন্‌তে নারে ব্যাপারী॥ —মুর্শিদাবাদ

ধোঁয়া

১

ডাল নেই পাতা নেই
তবু গাছ বেড়ে। —২৪ পরগণা

২

অলি অলি পাখিগুলি
গলি গলি যায়,
চোখগুলোকে খায়। —পুরুলিয়া

৩

অলি অলি পাখিগুলি গলি গলি যায়
সর্ব অঙ্গ ছেড়ে দিয়ে চোখগুলো খায়। —ঐ

৪

অলি অলি পাকুড়টি, গলি গলি যায়,
কান দুটি ছেড়ে, চোখ দুটি খায়। পুরুলিয়া

৫

লতা লত্তো লত্তো যায়।
সর্বাঙ্গ থাকতে লতা, চোখের মাথা খায়॥ —হুগলি

৬

গাছটি লতিয়ে লতিয়ে যায়।
গাছটি চোখের মাথা খায়॥ —পুরুলিয়া

৭

অলি অলি পাখিগুলি গলি গলি যায়
সর্বাঙ্গ ছেড়ে দিয়ে চোখদুটিকেই খায়। —ঐ

৮

ইয়েলে ইন্ন কোথবে ইন্ন
মন্ন বেলে মও 'ছে'। —কানাড়ী

৯

অলি অলি পাখীগুলি গলি গলি যায়।
সর্ব অঙ্গ ছেড়ে দিয়ে চোখগুলোকে খায়। —পুরুলিয়া

পাথর

১

পালিস্ তো তালিস কি
পেয়ে গেলে আবার দেখছিস কি? —ঐ

বরফ

১

হিম হিম কাজললতা
এ ফলটি পেলে কোথা
রাজার ভাণ্ডারে নাই
বেণের দোকানে নাই। —বীরভূম

২

দাদা দিল হাতে
রাখলাম কলুদাতে
হায়, ভগবান, করলাম কি,
দাদা শুধালে বলব কি ? —বীরভূম

৩

হাতে আছে হাতে নাই
হাত বাড়ালে পেতে তাই। —মেদিনীপুর

৪

বিনা বৃক্ষের ফলটি কৃষ্ণ দিল রাখি
ওগো সখি হোল কি কৃষ্ণ আলে দিব কি ? —ঐ

বর্ষাকালের মেঘ

১

কাল গরু কাল শিরে দুধ দেয় পাঁচ সের
যখন গরু হামলায় পাড়ার লোকে সামলায়। —২৪-পরগণা

বাতাস

১

তিন অক্ষরে নাম যার সব সময়ের তরে
থাকেরে এই ভবে।
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে খেলে খেলে থাকে
মধ্যের অক্ষর ছেড়ে দিলে সবলোকের কাজে লাগে
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে তরীর কাজে লাগে।
—বরিশাল

২

পাত সরবর লোহার গাড়ী।
যেনা জানে তার গুষ্টি হাড়ি। ঘূর্ণিবাতাস—পুরুলিয়া

৩

অলক শিকড় জবর গাছ :
ফুল ফুটেছে বারো জাত॥ —ঐ

৪

তিন অক্ষরে নাম তার সর্বলোকে খেলে।
প্রথম অক্ষরে ছেড়ে দিলে সর্বলোকে খেলে।
মধ্যম অক্ষর ছেড়ে দিলে রাস্তাতে দৌড়ায়। —মেদিনীপুর

৫

এই দিলাম, এই নাই, হারাইল্ল! —পুরুলিয়া

৬

রাজারো ডেম্ গড় গড়াইলেম্।
যে ধরিত পারে, তারে হাজার টাকা দেম্॥ —চট্টগ্রাম

বিদ্যুৎ

১

এই ফলটা গেলিস কোথা!
রাজার কুণ্ডলেও নাই
পয়সা দিলেও মিলে নাই॥ —পুরুলিয়া

২

এই দেখলাম এই নাই
কি কইমু রাজার ঠাঁই॥ —শ্রীহট্ট

বৃষ্টি

১

গেছিলাম তোরে আনতে হেন যোগে এলি তুই।
কিছুক্ষণ দাঁড়া তোরে নিয়ে আসি।
তার পরে আসবি তুই।

অর্থাৎ জল আন্‌তে গিয়ে মেয়েটি বৃষ্টি দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।—মেদিনীপুর

২

উআত থুন পৈল্লো বুড়ি
ছাআর মাথায় আতার কুড়ি। —চট্টগ্রাম।

৩

উত্তর থিনি আল হাতী নদর বদর করে
আগ্‌না তরে হাগে দিল ছ্যাটর ব্যাটর করে।—রাজশাহী

৪

আকাশে উচু উচু পাতালে পাও
কহ দিনি পণ্ডিত মশাই কি বগের ছাও। —রাজশাহী

৫

উপরথুন পৈল বুড়ী
ছায় যায় আঠার কুড়ি ॥ —চট্টগ্রাম

৬

আকাশে জুড়লাম লাঙ্গল পাতালে জুড়লাম মই
সাত তাল কাটংায় চিবড়িয়া খাম খই। —কোচবিহার।

ভূমিকম্প

১

এত্ গাছটা টান দিলে বেত গাছটা লড়ে
খুকুমণি ডাক দিলে সমুদ্র খানি লড়ে। —ঢাকা

২

এক গাছ টান দিলে বেত গাছটা লড়ে
কোকিলে ডাক দিলে সমুদ্র লড়ে। —ঢাকা

৩

সাগ্ তলে পড়িল লাটম কূইতে আগুন জলে
আমার ঠাকুর যে দিকে চায়
সে দিকে জোকার পড়ে। —শ্রীহট্ট

৪

এক গাছটি নাড়া দিলে বেগ গাছটি নড়ে
কুকুরে ডাক দিলে সমুদ্র নড়ে। —ঢাকা

ভেরুল বা ঘূর্ণিবায়ু

১

গাছ নয় পাতা নয় নয় তরুলতা
গোড়ায় থেকে বেরিয়ে গেছে অগনণ পাতা।—মেদিনীপুর

২

নয় লতা তার তরুলতা
গোড়া থেকে উঠে যায়
বিশ বিশ পাতা। —মেদিনীপুর

মর্ধনা বা মোরধুন

১

কালি গাই শুইছে
একশ বাছুর পিছে। —ঐ

মেঘ

১

কালো গরু সেইখনে দুধ দেয় সের খানে
যখন গরু হামলায় লোক তখন চমকায়। —পুরুলিয়া

২

কালো গরুর দেহখানি
দুধ দেয় সের খানি
গরু যখন হাম্বায়
লোকে তখন চমকায়। —ঐ

৩

কালো গরুর দেহখানি দুধ দেয় সেরখানি।
গরু যখন হাম্বায় লোকে তখন চমকায়। —বাঁকুড়া

৪

কালো গরু কাল পিরে দুধ দেয় পাঁচ সের।
যখন গরু হামলায় দেশশুদ্ধ লোক সামলায়। —হুগলি

৫

পাখা নাই উড়ে যায় মুখ নাই ডাকে।
চোখ কেটে আলো ছুটে কান কাটে হাঁকে। —পুরুলিয়া

৬

কালো গাই কালো বাছুর
দুধ দেয় উজ্জ্বল উজ্জ্বল। —ঐ

৭

বোঁটা নাই হাওয়ায় দোলে
আগুন নাই তবু গলে। —রাজশাহী

৮

চাষা মল চাষে
খুলু মল হাসে,
গাছের ফল গাছে থাকিল
বোঁটা পড়িল খসে। —ঐ

৯

কালো গরুর দেহখানি দুধ দেয় সেরখানি
গরু যখন হাম্বায় লোক তখন চমৎকায়। —বাঁকুড়া

১০

কাঠের গাই কাঠের বাছুর যখন গাই হাম্বালে,
যোল কোশ খাঁখালে। —মেদিনীপুর

১১

ব্যাত গাছটি টান দিলে ব্যাত গাছটি নড়ে,
কুরকুর ডাক দিলে গুরুম গুরুম করে। —ফরিদপুর

১২

কালো কালো কালসা
দুধ দেয় এক মালসা,
যদি পাই হাঁকুড়ে
সাত সমুদ্র সাঁতুরে। —বীরভূম

১৩

দুই দামড়ায় একই সমান।

ব্যাখ্যা : মেঘ ও বজ্রমাতা

১৪

একহাল বাছুর একই সমান —মেদিনীপুর

১৫

উড়ে যাবরে পক্ষী জুড়ে যাবরে বিল
সোনার ঢাকনি আর রূপার খিল। —২৪ পরগণা

১৬

পাখা নাই উড়ে যায় মুখ নাই ডাকে
বুক ফেটে আলো ছোটে কান কাটে হাঁকে। —মেদিনীপুর

১৭

কালো গরুর দেহ যেমন
দুধ দেয় পুকুর সমান,
কিন্তু যখন হাম্বা বলে
নরলোকে চমকে বুলে। —ঐ

১৮

কালিয়া গাই শুইছে
সো সো বাছুর পিছে। —ঐ

১৯

ডানা নেই উড়ে যায় মুখ নাহি ডাকে
বুক ফুটে আলো ছোটে কান কাটে হাঁকে। —ঐ

রাত্রি

১

ঢক ঢল ঢল ঢক মালিয়া
ঢক খাইছি জল মালিয়া
সেই ঢক খেবে কিরিক
চারি ঘর মারি বসিব। —মেদিনীপুর

রোদ

১

থালার উপর থালাথালা মন মন করে,
বৃন্দাবনে আগুন লেগেছে
কে থামাতে পারে। —হাওড়া

২

লাঠি কোন কোন কোন
ঢাকার শহরে আগুন লাগছে
কে নিভাইতে পারে? —ঢাকা

৩

উপরে পাতা তলে পাতা পাতা ঝন্‌ঝন্‌ করে
বৃন্দাবনে আগুন লেগেছে কে নিভাতে পারে। —মেদিনীপুর

৪

আল ঝম্‌ ঝম্‌ আল কন্‌ কন্‌ আল নিল চোরে
আল পর্বতের আগুন কে নিবাইতে পারে। —শ্রীহট্ট

৫

আল ঢুম্‌ ঢুম্‌ আল ঢুম্‌ ঢুম্‌ আল নিয়া গেইল চোরে
বাগুচা বাড়ীত্‌ আগুন লাগচে্‌ কে নিবাবার পারে। —রংপুর

৬

লাঠি ঝুন্‌ঝুন্‌ লাটি ঝুন্‌ঝুন্‌ লাঠি নিল চোরে,
বাঙ্‌লা বাজার আগুন লাগছে কে নিভাইতে পারে। —ঢাকা

৭

উপরে পাটা নীচে পাটা পাটা ঝন্‌ঝন্‌ করে,
বৃন্দাবনে আগুন লেগেছে
কেউ নিবাতে পারে। —মেদিনীপুর

৮

উপরে পাটা তলে পাটা পাটা ঝিলমিল করে
বৃন্দাবনে নিয়া আগনে কে নিবাতে পারে। —ঐ

৯

উপরে পাটা তলে পাটা পানি ঝিম ঝিম করে
শ শ রাজার ছেলে কেউ নেভাতে না পারে। —ঐ

লবণ

১

সমুদ্রেতে জন্ম তার, শহরেতে বাস
জল ছুঁইলে তার হয় সর্বনাশ। —সিংভূম

শালগ্রাম শিলা

১

হস্তপদ নাহি দেহ কুষ্মাণ্ড আকারী।
পৈতা কেহ নাহি দেয় তবু পৈতাধারী॥
চন্দনে চর্চিত কৃষ্ণ অঙ্গ পুষ্পময়।
মহারাজা নয় কিন্তু সিংহাসনে রয়॥
ভক্ষ্যপানি নাহি চায় তবু খাদ্য দেয়।
আশিস না করে কারে প্রণমিলে তায়॥ —মেদিনীপুর

শিলা

১

হাত কনকন্ মাণিক লতা
এ ধন তুই পেলি কোথা॥
রাজার ভাণ্ডারে নাই।
পয়সা দিলে মেলে নাই॥ —পুরুলিয়া

২

এমন ফুল পাবে কাথা?
রাজার বনেও নাই,
বানিয়ার দোকানেও নাই। —ঐ

৩

হাত কনকন মাণিকলতা
এ ফলটি পেলে কোথা
রাজার ভাণ্ডারে নেই, বেনের দোকানে নেই। —হুগলি

৪

দাদা দিল হাতে আমি রাখলাম কাল হাতে
হে ভগবান করলি কি দাদা এলে বলব কি? —মেদিনীপুর

৫

ফল পড়ছে গণ্ডা গণ্ডা
ফলটি খেতে ভারী ঠাণ্ডা
আঁটি নাই তার নাহিকো খোসা
ঐ ফলটি ভারী খাসা। —মুর্শিদাবাদ

৬

এই ফলটি খুঁজিলে রাজ্য ভিতর নাই। — সিংভূম

৭

হাতে থুইলে হাতে নাই
পাতে থুইলে পাতে নাই
এই রাজার মুলুকে নাই
হায়রে বিধি করি কি
লীলায় চাহিলে দিব কি ? —ঢাকা

৮

শঙ্খ চক্র মাটরি থিলা।
প্রভু আনি হাতত্ দিলা॥
খাইতাম আছে থুইতাম নাই।
এই দৈব্য (দ্রব্য) সংসারত নাই॥ —চট্টগ্রাম

৯

তালগাছে হক্‌কতা
ই ফলটি পেলে কোথা
রাজার ভাণ্ডারে কড়ি দিলে মিলে না। —মেদিনীপুর

১০

বিনা বৃক্ষে ফল ধরে পাকালে হয় ধুলা
মূর্খকে বুঝাব কত পণ্ডিতের পোঁদে গুলা। —ঐ

১১

বিনি হাল হাঁস লদর বদর করে
আগলা ডুবে বজা পাড়ে কে গুণতে পারে। —রাজশাহী

১২

আসে ফল দেশে নাই
খাই ফলের খোসা নাই। —বীরভূম

১৩

ঘড় ঘড় বাবই লতা
ই ফলটি পাবি কোথা। —পুরুলিয়া

১৪

আছে ফল দেশে নাই
খাই ফল হোক নাই। —বরিশাল

১৫

আছে ফল দেশে নাই
ফল খাই তার বাকল নাই। —২৪ পরগণা

১৬

ধরে চিত করে চিত করে শুতায়। —যশোহর

১৭

হাতী দাতে গজমুক্তা ছ্যাচনে বাকল নেই
এই একটি কহি দাওনা যাই এর ভিতর নাই। —মেদিনীপুর

১৮

হাতি দাঙো গজমুক্তো ছেঁচলে বাকল নাই,
ও জিনিস খুঁজলে কোন পৃথিবীতে নাই। —ঐ

শিশির

১

একটু খানি গাছ, মরিচ ঝুমঝুম করে,
একটুখানি টুকা দিলে ঝুপঝুপাইয়া পড়ে। —ঢাকা

২

এতটুকু গাছটি
ছহাতি পাতাটি। —মেদিনীপুর

শোলা

১

জলে জন্ম ডেঙ্গায় কর্ম মালা কারিগরে করে।
ঠাকুর নয় ঠুকুর নয় মাথার উপরে চড়ে। —মুর্শিদাবাদ

সাগর ও তারা

১

ত্ববিছানা পড়িয়া রইছে কেউ শোয় না।
ত্বফুল ফুটিয়া রইছে কেউ তোলে না॥ —পুরুলিয়া

সান্-লাইট (সাবান)

১

কোন্ দেশে লাইট নাই ? —২৪ পরগণা

সূর্য

১

মধুবন তোতাটি
ফুল ফুটিছে একটি। —সিংভূম

২

মামা ডাকে মামা বলে বাবা বলে ভাই,
ছেলেও বলে মামা মা-ও বলে তাই। —মেদিনীপুর

৩

থালার উপর থালা ঝন্ ঝন্ করে।
এমন কোনও গুনান আছে, ধ'রে রাখতে পারে ? —২৪ পরগণা

৪

একখানা কঞ্চি হ্যাকা ব্যাকা
তার উপরে মাছরাঙা,
মাছরাঙাতে মারলো ডুব, কোন্ পক্ষীর কোন্ ডুব।—মুর্শিদাবাদ

৫

কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে,
তেল নাই সলতে নাই প্রদীপ কেন জ্বলে ? —ঢাকা

৬

পুবদিকের গাছটা,
ফল ধরেছে একটা। —রাজশাহী

৭

ঢাক গোর গোর ঢাক গোর গোর
ঢাক গোর গোর করে,
বলরামপুরেতে আগুন লাইগচে
কে নিভাইতে পারে। —কুচবিহার

৮

ওপারে কাশিয়া গুটা লাল টিক্ টিক্ করে
কার বাপের সাধ্য আছে কাটি আন্‌তে পারে। —কুচবিহার

৯

খস্ খস্ কুমড়ার পাত
দেখতে লাগে উৎপাত। —ঐ
ব্যাখ্যা :—ছপুরের সূর্য

১০

মামা ডাকে মামা বলে, বাবা বলে তায়।
ছেলেতে বলে তো মামা, মা-ও বলে তায়। —মেদিনীপুর

১১

আকাশ থেকে পড়ল থালা থালা ঝুম ঝুম করে,
বৃন্দাবনে আগুন লাগে কে ঠেকাতে পারে। —ফরিদপুর

১২

জায়গায় বসিয়া দিনরাত্র দৌড়া দৌড়ি করে
এই অধম ব্রজের বাণী
যদি আদর করে।
তবে ভাই কেমন কথা হয় রে। —বরিশাল

১৩

প্রথমে লোহিত বর্ণ মধ্যমে প্রখর
মত্যার শেষে করে জীবের মন কাল। —ঐ

১৪

আকাশ থেকে পড়লো থাল থাল ঝুন ঝুন করে
বৃন্দাবনে আগুন লাগছে কেউ ঠেকাতে পারে। — যশোহর

১৫

পিতা পুত্রে এক নারী করে আলিঙ্গন
উভয়ের ঊরসে জন্মে উভয়ের নন্দন
কি নাম তাদের ছিল বল দেখি শুনি
সত্য কিম্বা মিথ্যা ইহা শাস্ত্রের লিখনি। —মেদিনীপুর
ব্যাখ্যা :—সূর্য এবং যম।

১৬

নদী যে পাথরু আইলা জনে বাঁড়শী কাঁধে করি
শুকনা গাছে ফুল ফুটেছে কাটমু কেমন করে।

—মেদিনীপুর

১৭

মধুবন গুটাটি
ফুল ফুটেছে এক আঁটি। —ঐ

সূর্য ও চন্দ্র

১

আকাশে গুড়গুড় পাথর কাটা
সাতশো ডালের দুটি পাতা। —রাজসাহী

২

এলইন বেইলন্
হক্তল দেখে এককই তেলইন। —চট্টগ্রাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যবহার

কেবলমাত্র বাহ্য বস্তু কিংবা তাহাদের আকৃতি এবং প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করিয়াই যে ধাঁধা রচিত হয়, তাহাই নহে—নরনারীর কতকগুলি বিশেষ আচার আচরণের মধ্যে যদি দৃশ্যত কোন বিশেষত্ব প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহার উপর নির্ভর করিয়াও ধাঁধা রচিত হইতে পারে। এই শ্রেণীর ধাঁধা বিশেষ কোন ব্যক্তি কিংবা বস্তু নিরপেক্ষ এবং তাহার পরিবর্তে তাহাদের আচার-আচরণ কিংবা ব্যবহারের (habit) উপর নির্ভরশীল। ইহার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছাড় খাওয়া। স্বাভাবিক ভাবে পথ চলাই সাধারণের পক্ষে নিয়ম, ইহার ব্যতিক্রম কখনও হাস্যকর হইতে পারে, কখনও বা তাহা নিতান্ত করুণ হইয়াও উঠিতে পারে; অর্থাৎ পথ চলিতে কোন সক্ষম ব্যক্তি যদি সাধারণ পথ চলার নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া আছাড় খাইয়া পড়ে, তবে তাহা হাস্যকর হয়, কিন্তু সে যদি আছাড় খাইয়া পড়িবার ফলে হাত পা ভাঙ্গিয়া ফেলে তবে সেই মুহূর্তেই তাহা হাস্যরসের পরিবর্তে করুণরসের সৃষ্টি করে। কিন্তু করুণরসের অবতারণা ধাঁধার কোন দিনই উদ্দেশ্য নহে, সেইজন্য আছাড় খাওয়ার সেই অংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র তাহার কৌতুকের দিকটিই ধাঁধার লক্ষ্য হইয়া থাকে।

আছাড় খাওয়ার মধ্যে যে 'খাওয়া' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তাহাও ধাঁধা জিজ্ঞাসাকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আছাড় খাওয়ার 'খাওয়া' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়? ইহাতে প্রকৃত 'খাওয়া' বলিয়া কিছু নাই, সুতরাং আছাড় খাওয়ার কৌতুককর চিত্রের রূপক বর্ণনায় এই খাওয়া শব্দটিও বিশেষ সহায়ক হইয়াছে।

নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের আচার-আচরণ এবং ব্যবহার (habit) কে ভিত্তি করিয়া এই শ্রেণীর ধাঁধা রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের মধ্যে সুগভীর অভিনিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবনের খুঁটিনাটি লক্ষ্য করিবার প্রবণতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেইজন্য ইহাদের একটি সুগভীর বাস্তব আবেদন আছে।

আহার খাওয়া

১

খাইবার জিনিষ নয় অনেকেই খায়
বৃদ্ধে খাইলে তবে করে হায় হায়
যুবকে খাইলে চায় এধার ওধার
শিশু খাইলে নেত্রে তার বহে অশ্রুধার। —ত্রিপুরা

২

অখাইদ্য জিনিষ সকলেই খায়
গুড়ায় খাইলে কান্দ্যা লোটায়
বুড়ায় খাইলে করে হায় হায়
যুবকে খাইলে এদিক ওদিক চায়। —ফরিদপুর

৩

মৎস্য নয় মাংস নয় সর্বলোকে খায়
সভাতে খাইলে বড় লজ্জা পায়। —শ্রীহট্ট

৪

এক খাদ্য ফল আছে সর্বলোকে খায়
চ্যাংড়া প্যাংড়া খালে কান্দে আকুল হয়,
বুড়া মানুষে খালে পড়ে করে হায় হায়,
ভালো মানুষে খালে পড়ে বড় লজ্জা পায়
যুয়ান মানুষে খালে পড়ে যুবতী নারী চায়। —রাজসাহী

৫

চেংড়া খাইলে করে হায় হায়
বুড়া খেলে চারিদিকে চায়
কালিদাস খেয়েছিল যমুনার ঘাটে
এই শ্লোক ভেঙে দিতে পণ্ডিতের বুক ফাটে। —ঐ

৬

খাওয়ার জিনিষ নয় অনেকেই খায়
বুইড়্যা মানুষ খালি পড়ে করে হায় হায়
যুবক খালি চায় এধার ওধার
শিশু খাইলে বয় নেত্রধার। —ঐ

৭

খাওয়ার জিনিষও নয়
কিন্তু অনেকেই খায়। —যশোহর

৮

খাইবার জিনিস নয় সকলেই খায়
বৃদ্ধতে খাইলে পরে করে হায় হায়,
যুবকে খাইলে পরে ইদিক সিদিক চায়
শিশুতে খাইলে পরে হুকারে চেঁচায়। —ফরিদপুর

৯

অখাদ্য, খাদ্য নয় যে সর্বলোকে খায়;
বালক-বালিকা খেলে কেঁদে ঘরে যায়॥
যুবক-যুবতী খেলে লজ্জায় মরে যায়।
বৃদ্ধারা খেলে পর দেখে হাসি পায়॥
একদিন খেয়েছিল কালিদাস যমুনার ঘাটে।
মূর্খ কি বলতে পারে, পণ্ডিতের মাথা কাটে॥ —হুগলী

১০

খাইবার দ্রব্য নয়, কিন্তু সব লোকে খায়।
যুবক খাইলে চারিদিকে চায়॥
বৃদ্ধ খাইলে করে হায় হায়।
বালক খাইলে কেঁদে গড়াগড়ি যায়॥ —পুরুলিয়া

১১

খাদ্যবস্তু নয় কিন্তু সর্বলোকে খায়।
যুবকে খাইলে তা লজ্জায় মরে যায়॥
বৃদ্ধলোকে খাইলে তাহা করে হায় হায়।
শিশু ছেলে খেলে পরে কান্নায় মরে যায়॥ —ঐ

১২

এমন একটি জিনিস আছে প্রত্যেকে খায়
শিশুরা খাইলে কেঁদে কেঁদে অশ্রুধারা বয়
বৃদ্ধ খাইলে করে হায়রে হায়। —ফরিদপুর

১৩

প্যালিস্ (ব্যথা পাওয়া)
ত ভাইলছিস্ কি ? —পুরুলিয়া

১৪

পাইল ত ভালছস কি ? —মেদিনীপুর

১৫

পালিস্ তো ভালছিস্ কি ? —ঐ

১৬

পালে তো ভালছ কি ? —ঐ

কাপড় পরা

১

এক হাত কাপড় দু'হাত পুড়িল
ঝাড়াঝাড়ি করে পরতে বলল। —পুরুলিয়া
(এক হাত জলন্ত কাপড় দু'হাতে নিভিয়ে দিয়ে
তাহাকে ঝাড়িয়া বাকি অংশ পরিল)

২

এক হাত কাপড়, দু'হাত পোড়ে পরত বোলে। —ঐ

ব্যাখ্যা :—কাপড়ে আগুন লাগা

কুয়োতে জল তোলা

১

ঘর গেল বেড়ে
পা দুটি দিল তেড়ে,
যেতে হস্ হস্
আসবার সময় টস্টস্। —মেদিনীপুর

২

দুই ধারে দুই পা দিয়া মাঝে দিলাম ডরি,
বার বার দুই তিন কচর কচর কাজটি দিল সারি। —ঐ

৩

দুই ঠ্যাং ফাঁক করে হাত পকাশ দিলাম ভরে
হয়ে গেল যখন টেনে তুললাম তখন। —২৪ পরগণা

খই ও খই ভাজা

১

একটুখানি ঘরে।
ঘোড়া ধড়ফড় করে। —বর্ধমান

২

ভাঙ্গা ঘরে ফকির আছে
তার মাথায় টুপ আছে। —বাঁকুড়া

৩

ফুরুৎ কুঁজো! —২৪ পরগণা

৪

ভাঙ্গা ঘরে ফকির নাচে
তার মাথায় টুপ আছে। —মেদিনীপুর

৫

এক পইরের মাঝে, কালা বিলাই নাচে
এক বুড়ী দবর বায়,
ছ কুড়ি নাটুয়া নাচে। —চট্টগ্রাম

৬

ছোট মোট বেটিবা বহুত খাড়ি হিচে পিচে
হঁচা পোকে কামড় দিলে তুরুৎ তুরুৎ নাচে। —চট্টগ্রাম

৭

চুটুম পেট পাখরা। —মুর্শিদাবাদ

৮

চুড্ডুং পাকড়া
মধ্যাৎ ভ্যাকড়া। —কুচবিহার

৯

ভাঙ্গা ঘরে ভূত নাচে
ভূতের মাথায় টুপি আছে। —হাওড়া

১০

একটু খানি ঘরে ঘোড়া ছটফট করে। —ঐ

১১

ভাঙা ঘরে ফকির নাচে। —মুর্শিদাবাদ

১২

চুট্যাং পাকড়া মধ্যে ভ্যাকড়া। —কুচবিহার

১৩

ভাঙা ঘরে ফকির নাচে
ঘুড়া দিলে আরো নাচে। —রাজশাহী

১৪

পড়ে ঘুঘু মরে আছে
জাল মাছ য্যান চায়ে আছে। —রাজশাহী

১৫

ইটু ইটু ছেলেরা নায়ের ছল সেঁচে,
চিনা জোঁপে কামড় দিলে তুরতুরইয়া নাচে। —ঢাকা

১৬

টুর্‌ত গুজা।

১৭

টুর্‌ত পাকড়া মুক্তোং ভ্যাকরা। —রংপুর

১৮

ভাঙা ঘরত ফইর (ফকির) নাচে। —চট্টগ্রাম

১৯

ভাঙা ঘরত ফইরে নাচে
ফইরের কি আকেল আছে। —ঐ

২০

কোটার উপর কোট
নাচে খেড়ের বেটা। —বর্ধমান

২১

একটুখানি ঘরে দবধড় করে। —ঐ

২২

একটুখানি ঘরে ঘোড়া ছুম্ ছুম করে। —ঐ

২৩

রাজার ব্যাটা হুঁকলী, গাছ কাটে কুরুলী
যখন রাজা হাঁকে
ফুল পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে। —নদীয়া

২৪

একটু একটু ছেলেরা ডোহায় জল সেচে,
বাইরের লোকে কামড় দিলে তুরতুরিতে নাচে।
—বরিশাল

২৫

ছোট ছোট ছেলেরা নার জল ফেলে
বাড়িয়া লোকে কামড় দিলে তুর তুরাইয়া নাচে।
—ফরিদপুর

খাওয়া

১

যামু গো যামু ধবলা পাথরটা
পরায়ে দিলে একলা ঘর যামু। —মেদিনীপুর

২

হাসা পাথরটা পার করলে
আমি একলাই থাব। —বাঁকুড়া

৩

পাঁচজনে তোলে বত্রিশ জন ধরে
আর একজন ঠেলে দিলে সমুদ্রে পড়ে। —মেদিনীপুর

৪

হানা পাহাড় পার করে দিলে
আমি একলাই চলে যাব। —ঐ

খাগের কলমে লেখা

১

বনে থাকে বীর নয় নয় বন পশু
মুখ দিয়া বিয়ায় তার লক্ষ লক্ষ শিশু।
আগে কাড়ে গাল তার পাছে কাটে মুণ্ড।
কয়, কবিকঙ্কণ হেঁয়ালীর ছন্দ।
মুর্খে বুঝিতে নারে পণ্ডিতের লাগে ধন্দ। —রংপুর

গরু কেনা

১

ষোলো সতেরো উনিশে জিত,
এই কথাটা ভাঙতো পণ্ডিত। —২৪ পরগণা

গোঁফ দেখিয়ে বলা

১

এই মাসে (মাংস) কোন্ মাসে গোঁফ ওঠে ? —মেদিনীপুর

ঘোমটা দেওয়া

১

ওরে ভাল মাইনসের ঝি,
দিতে দিতে রইয়া গেল
ওরে ছিঃ ছিঃ। —বরিশাল

২

ঘাটে দিই ঘাটে দিই
তোমায় দেখিলে দিই বা না দিই। —২৪ পরগণা

৩

দি ত দি দাঁড়ে ঘাটে দি
দি ত দি সভার মাঝে দি
দি ত দি পুকুর ঘাটে দি
দি ত দি চুয়াশালে (কুয়োতলা) দি
তুমি আমার আমি তোমার
তোমায় দিব কি। —মেদিনীপুর

৪

ঘরে গেলি দিস বা না দিস
বাইরে গেলি দিস। —ফরিদপুর

৫

দিই ত পথে ঘাটে দিই
দিই ত পর পুরুষে দিই
তুমি আমার আমি তোমার
তোমায় দিব কি ? —মেদিনীপুর

৬

দিইতো দিই ঘাটে বাটে দিই
দিইতো দিই পর পুরুষকে দিই
তুমি আমার আমি তোমার তোমাকে দিব কি ?

—বাঁকুড়া

৭

দিই তো যাকে তাকে দি
দিই তো পর পুরুষকে দি
তুমি আমার আমি তুমার
তুমাকে দিব কি ? —পুরুলিয়া

৮

দিই তো পথে ঘাটে দিই
দিই তো পরপুরুষে দিই
তুমি আমার আমি তোমার
তোমায় আবার দোষ কি। —২৪ পরগণা

৯

ভাল মানুষের ঝি
তোমার ব্যাপার খানা কি
দিতে দিতে হয়ে গেল
আরে ছিঃছি ছি। —মেদিনীপুর

১০

দি তো দি পথে ঘাটে দি পুকুর ঘাটে দি
তুমি আমার আমি তোমার
তোমায় দিব কি। —ঐ

১১

দি তো দি পথে ঘাটে দি,
তুমি আমার আমি তোমার
তোমায় দিব কি। —ঐ

১২

'ওলো বড় লোকের ঝি
দিই তো পর পুরুষেরে দিই
তুমি আমার আমি তোমায় দিব কি ? —নদীয়া

১৩

দিই দিছি দেই তো ঘাটে পথে দেই
দেই তো যারে তারে দেই
তুমি আমার আমি তোমার
তোমায় দেব কি ? —ঢাকা

১৪

দিই তো দিই পথে ঘাটে দিই
দিই তো দিই কুয়োশালে দিই
পুকুর ঘাটে দিই
দিই তো দিই পরপুরুষে দিই,
তুমি আমার আমি তোমার তোমায় দেব কি ?
—সিংভূম

১৫

বলি ছি ছি ছি
ভাল মানুষের ঝি
দেবার চেয়ে দিলা না কি ? —ঐ

১৬

দিই তো দিই পথে ঘাটে দিই
দিই তো দিই পরপুরুষকে দিই
তুমি আমার আমি তোমার
তোমায় দেব কি ? —মেদিনীপুর

১৭

দিই ত যাকে তাকে দিই
দিই ত পথে ঘাটে দিই
দিই ত পরপুরুষেও দিই
তুমি আমার, আমি তোমার,
তোমায় দিব কি ? —পুরুলিয়া

১৮

দিই তো দি পথে ঘাটে দি,
দিই তো দি রাস্তা-ঘাটে দি ;
তুমি আমার আমি তোমার,
তোমায় দিব কি ? —ঐ

১৯

বলি ভাল-মানুষের ঝি,
তোমার ব্যাপার খানা কি ?
দিতে দিতে রয়ে গেলে
আরে ছি-ছি-ছি ! —হুগ্‌লী

২০

দি তো দি বাধা ঘাটে দি।
দি তো দি পথে ঘাটে দি।
দি তো দি ঘরে-দুয়ার দি।
তুমি আমার, আমি তোমার,
তোমায় দেব কি ? —পুরুলিয়া

২১

দিতেছিলে দিলে না, বড় ঘরের ঝি,
তুমি আমার আমি তোমার, তোমায় দিব কি ? —ঐ

চিঁড়ে কোটা

১

কাল ধানে চাপট মারে, তার ঘর ওপারে। —পুরুলিয়া

চুমু খাওয়া

১

তুমিও খাও আমিও খাই
মুখ বাড়ালেই পাই,
যত-ই খাই পেট না ভরে
মরি, একি বালাই। —সিংভূম

২

তুমি খাও, আমিও খাই, মুখ বাড়ালে পাই,
যত খেলে পেট ভরে না, মরি কি বালাই। —মেদিনীপুর

চুরি করা

১

নিশিযোগে গোপনেতে জন্মে যার ঘরে
তার বাড়ির লোকজন কান্নাকাটি করে,
মূর্খের নাহিক শক্তি, পণ্ডিতের বোঝা যায়। —পুরুলিয়া

চুড়ি পরান

১

পরের মেয়ে বসল এসে পর পুরুষের কাছে
কুসুর কাসুর গুজুর গাজুর ভিতরেতে আসে
একটু দিলে কাঁদে সবটা দিলে হাসে। —মেদিনীপুর

২

পরতে গেলেই কাঁদাকাঁদি
ভেতরে গেলেই হাসি। —নদীয়া

৩

ধরা ধরি মলা মলি পরপুরুষের কাছে
অর্ধেক গেলে মুখটি ঘোরায়
গোটাটি গেলে হাসে। —বাঁকুড়া

৪

হাসতে হাসতে বসলেন গিয়ে পর পুরুষের পাশে
হস্তাহস্তি কুস্তা কুস্তি
ভিতরে যাবার আসে
ভিতরে গেলে শীতল হয়।
কবি কালিদাসের বউ বলে যেটি ভেবেছ সেটি নয়। —হুগলি

৫

হাসিয়া বসিল নারী দোকানদারের পাশে,
দোকানদার কহিল লও পছন্দ করিয়া,
পছন্দ করিল নারী অনেক ঘাঁটিয়া,
লইবার কালে নারী করিল ক্রন্দন,
ভিতরে গেল যখন হাসিল তখন। —মেদিনীপুর

ছুঁচে সুতো পরানো

১

বুড়া লোকে তিন চার বার
আর ছোঁড়ায় একইবার। —পুরুলিয়া

২

মল্যে মল্যে কইরলম খাড়া।
খাড়া গেলেন পঁদের গোড়া॥
বুঢ়া বুঢ়ীর দশবার।
ছড়া-ছোড়ীর একইবার। —পুরুলিয়া

৩

নাড়তে নাড়তে করলাম খাড়া,
ঠেকালাম বিঁধের গোড়া,
বুড়োরা তিন তিন বার
ছোঁড়ারা একবার। —ঐ

জল তোলা

১

প্রথমেই এক ঠেলা,
কোমরে কোমর দিয়ে জড়িয়ে ধরলো গলা॥ —হুগলি

ব্যাখ্যা : কলসীতে জল ভরিয়া কাঁখে লইবার চিত্র।

জাল ফেলা

১

শুন শুন ঠাকুর পো শুন মোর কথা।
এ অর্থ না ভাঙ্গিলে খাও মোর মাথা॥
জলেতে জাল দিল সে সারা দিন ধরে।
তবুও না জল তাতিল কপালের ফেরে॥ —পুরুলিয়া

২

জলেতে দিতেছি জাল সারাদিন ধরে।
তবু না তাতিল জল কপালের ফেরে॥
বল বল ঠাকুরপো বল এই কথা।
যদি না বলিতে পার খাও মোর মাথা॥ —ঐ

৩

শুনগো ঠাকুরপো শুন মোর কথা—
জলেতে দিয়েছে জাল সারাদিন ধরে।
তবু না তাতিল জল কপালের ফেরে,
উহার কি অর্থ হয় বল দেখি রে॥
নতুবা জানিব তোমার বুদ্ধি নাই ঘটে। —ঐ

৪

শোন ওগো ঠাকুরগো, শোন মোর কথা।
এ কথাটি বলে দাও, খাও মোর মাথা॥
জলে দিতেছি জাল সারাদিন ধরে।
তবু না তাতে জল কপালের ফেরে॥
ইহার কি অর্থ বলে দাও ভাই।
নতুবা জানিব তোমার কিছু বুদ্ধি নাই॥ —হুগলী

৫

ডাকাত এসে বাড়ী ঘিরলো হাতে দড়ি দড়া,
জানলা দিয়ে ঘর পালালো গেরস্থ পড়ল ধরা। —মেদিনীপুর

ঝাড়া দেওয়া

১

কুড়াই কাড়াই ধুন্দুর॥ —চট্টগ্রাম

টোপর পরা

১

জলে জন্ম স্থলে কর্ম মালাকারে গড়ে
তাই মাথায় দিয়ে দিয়ে মিলন হয়ে গেল
লয়ে গেল ঘরে। —বরিশাল

২

জলে জন্ম স্থলে কর্ম গড়ে মালাকার
ঠাকুর নয় দেবতা নয় চড়ে মাথার উপর। —মেদিনীপুর

৩

জলে জন্ম স্থলে কর্ম মালাকারে গড়ে
ঠাকর নয় ঠুকুর নয় মাথার উপর চড়ে। —ঐ

৪

জল থেকে তুলে আজ কারিকর গড়ে
দেব নয় দেবতা নয় লোকের মাথায় চলে। —২৪ পরগণা

৫

জলে জন্ম ডাঙায় বাস কারিগরে গড়ে
দেব নয় দেবতা নয় মাথার উপর চড়ে। —মেদিনীপুর

৬

লিক্ লিক্ তারি চিক্ চিক্ পাত
খাই নাই খুট নাই দেখিবার সাধ। ঐ

ঢেঁকিতে ধান ভানা

১

উপর দিকে যতবার যায়।
ততবার খাবার খায়। —পুরুলিয়া

তালগাছে ভাঁড় বাঁধা

১

কাঠের গায়ে মাটির বাছুর
দুধ দুইতে বাঁধ বাছুর। —পুরুলিয়া

২

কাঠের গাই মাটির বাছুর
দুধ খাবি তো বাঁধ্ রে বাছুর। ঐ

দাড়ি কামানো

১

বেল পুকুরের গাঁ
যেতে বলেছে মা,
জল দিলে সরে
জল না দিলে রয়। —২৪ পরগণা

দাঁড়িয়ে থাকা

১

[শীতকালে নদীতে স্নান করতে গিয়ে]
সারা রাস্তা দৌড়াদৌড়ি
ঘাটে গিয়ে গড়াগড়ি। —২৪ পরগণা

দুধ দোওয়া

১

মাটিতে পোঁদ হাঁটুতে পোঁদ
ছয় চোখ ছয় পাও
বিচার কইর‍্যা তামাক খাও। —বরিশাল

২

এসেছি কাজে বলিনি লাজে
সে কাজ আছে
দু ঠ্যাংয়ের মাঝে। —মেদিনীপুর

৩

জামাই এলে কাজ করে বলতে পারে লাজে,
জামাইএর কাজ ছিল দুটি জাঙের মাঝে। —বাঁকুড়া

৪

[দুধ-দই-ননী-ঘি]
আগেতে জনম আমার তার পরে দাদা,
ভাসতে ভাসতে মায়ের জনম তারপরে বাবা।
—মেদিনীপুর

৫

তিন শুঁড় দশ পা
সাংঙ্গর সট্‌কা। —ঢাকা

৬

ওরে ওরে কুঁইলা
কোডে কোডে গেইলা
চাইর মাথা বার ঠ্যাং
কোডে কোডে দেইলা (দেখিলা)। —চট্টগ্রাম

৭

হাউ ঠেং ভাউ ঠেং মাট্যা তিজির ছা
দশ ঠেং তিন মাথা টাক্কার ঘণ্টায়। —ঐ

৮

ঢেঁ ঢেঁ বাঁশতলা দিনে
চাইর মাথা বার ঠেং হিসাব করি দে। —ঐ

৯

চাইর কোনত চাইর খুড়া মধ্যে ভিঁড়া
দেইখ্‌তে ধোপ্‌ খাইতে মিত্তা (মিঠা)। —ঐ

১০

সাঁই সুরুক সট্‌কা
তিন মুখ দশ পা ॥ —মেদিনীপুর

১১

গবাচ্যাং গবাচ্যাং
চার মাথা বার ঠ্যাং ॥ —ঢাকা

নাক ঝাড়া

১

এমন সুন্দর ছাওটাকে
পুইকি মোড়াই দিল। —পুরুলিয়া

২

ধর্‌ শ্যালাকে মার্‌ আছাড়। —ঐ

ঝাঁতা বুলানো

১

একটি বুড়ি রোজ সকাল থেকে
এ ঘর ও ঘর হয়। —মেদিনীপুর

২

এক যে বুড়ী দিন সকালে
এ নেটা সে নেটা। —ঐ

৩

সকাল হলে একটা বুড়ী
ঘস্‌রে ঘস্‌রে বেড়ায় ॥ —ঐ

প্রদীপ, প্রদীপ জ্বালানো

১

আগ দিয়া বাঘ যায়,
ল্যাজ দিয়া জল খায়। —জলপাইগুড়ি

২

একটু খানি জলে বকুলটি চরে
জলটি শুকুলে বকুলটি মরে। —২৪ পরগণা

৩

রাজার পুকুর দরিয়ায় ভাসি
পিছুতে কাঠি দিলে ফিক্ করে হাসি। —মেদিনীপুর

৪

চ্যাপ্টা চ্যাড়াং মধ্যে ডোবা জাজের ময়লা খায়।
ঠেলে দিলে শোভা পায় যেটা মনে করছ সেটা নয়। —ঐ

৫

এতটুকু বাবাজী গঙ্গাজলে ভাসে
পিছনে খুঁচে দিতে ফিক্ করে হাসে। —বীরভূম

৬

দিনমানে মৃত্যু তার জীয়ে রজনীতে
মরণের পরে রাখে ডুবায়ে জলেতে,
জীবন পাইয়া প্রভা প্রকাশে যখন
অন্ধ মাত্র নাহি দেখে তাহার বরণ। —মেদিনীপুর

৭

এতটুকু খড়ে ঘরটি বেড়ে। —ঐ

৮

এক চাপড়ে ঘর আঁধার। —ঐ

৯

তক্ত বড় শক্ত কথা তক্ত রইল বসি,
গাছের ফল গাছে থাকলো ওর বোক পড়ল খসে। —ঐ

১০

টেঁ চড়কি মাঝে ডিবা রজনী কালহু পাওচি শোভা
জগরে আহর খায় ঢেঙ্গা দেখলি কুকরি যায়। —ঐ

১১

হাতাইলের উপর মাথা থুইয়া
জল খায় সে শুড় দিয়া। —যশোহর

১২

একটি খড়ে ঘরটি বেড়ে। —পুরুলিয়া

১৩

তিন ইঞ্চি বাবাজি গঙ্গা জলে ভাসে।
পাছায় তার হাত দিলে ফিক্ করে হাসে। —বীরভূম।

১৪

(প্রদীপটি জলে ফেলে দেওয়া)
বিনা তেলে প্রদীপ জ্বলে। —২৪ পরগণা

১৫

রাজার পুকুর দরিয়াই ভাসি
পিছুতে কাঠি দিলে ফিক্ করে হাসি। —ঢাকা

১৬

জানবু বগা জানতা খায়
জান পুরাইলে বগা ধায়। —চট্টগ্রাম

১৭

এক গাছ ছনে বড় ঘর ছায়। —ঐ

পাখি-শিকার

১

কি বল্‌ছিস্ মোকে,
ঠিক নগাইছি তোকে।
আমার জী যাবে, তোকে খাব। — পুরুলিয়া

পান সাজা ও খাওয়া

১

আড়ে বউ ঠাড়ে।
চিত করি ফাড়ে॥
কনের কান গুড়াকিটা লড়ে।
লাল জলটা পড়ে। —পুরুলিয়া

পাল্‌কী, পালকী বহন
(বেহারা সমেত)

১

পাঁচার ভিতর পেঁচার ছাও
তিন মাথা তার ছয় পাও। —রাজশাহী

২

আট পায় হাটে চার পায় বসে
মানুষও না জন্তুও না। —যশোহর
(পাল্কী, আটজন বাহক ও বর বৌ)।

৩

দশ মুণ্ড নব দাড়ি
ষোল ঠ্যাংয়ে বাড়াইগা বাড়ি,
কালিদাস পণ্ডিতে কয়
আরো চার ঠ্যাং উপরে রয়। —চট্টগ্রাম

৪

(পাল্‌কী, বৌ, চার বেয়ারা)
দশ পা তার মাটী চলে
পাঁচ মুখ তার চাবে বলে
কহেন কবি কালিদাসের ভাগনা
চার এঁড়ে এক বক্‌না। —মেদিনীপুর

৫

বারো পা তার আট পা চলে
ছয়ে মুখ পরে বলে,
কহেন কবি কালদাসে ভাগনা
পাঁচটি এঁড়ে একটি বকনা। —২৪ পরগণা

পাশা খেলা

১

তিন বীর যার শির বিয়াল্লিশ লোচন
ভূমেতে পড়িয়া তারা করে মহারণ,
উত্তর পক্ষেতে তারা হয় সহকারী
এ হেন বীরের নাম বলহ বিচারি। —মেদিনীপুর

২

আঁচরি পাঁচরি চাঁচরি ঘর
ষোলটি কন্যার তিনটি বর। —ঐ

৩

তিন বীর বারো শির বিয়াল্লিশ লোচন।
ভূমিতে পড়িয়া তারা কর্যে মহারণ
পণ্ডিতে বলিতে নারে দু'তিন দিবসে
মূর্খে বলিতে পারে বছর ছ'মাসে। —বীরভূম

পায়ের দাগ ফেলা

১

পাছটা গেল চলি, পাতাটা রইল বলি। —পুরুলিয়া

পুকুর কাটা

১

কাটিলে বড় হয় ছোট হয় না কখন
ভেবে চিন্তে এই কথা বল দেখি এখন। —২৪ পরগণা

২

কাটলে পড়ে বেড়ে যায়না কাটলে কমে যায়
—২৪ পরগণা

পুতুল খেলা

১

জন্মে যার বিবাহ হয় নাই কোলে বেটার বউ।
—নদীয়া

পুস্তক পাঠ

১

সেড় কুনি তু ইয়ের চাইর কুনি মাথা,
পোক হইএ যে জটা জটা
সেই পোকে পড়ে, বড় বড় পণ্ডিতে বুঝে। —চট্টগ্রাম

২

হাড় নয়, মাংস নয় তার সঙ্গে কথা। —মেদিনীপুর

পোঁটা ফেলা

১

এক বুড়ী তার দুই খুয়ারি
টেনে এনে আছড়ে মারি। —মুর্শিদাবাদ

২

ধরেই আছাড়। —নদীয়া

ফুটবল খেলা

১

থপা খাই লাথি খাই কুমড়োর মতো
বেশী করে খাই লাথি পায়ে পড়ি যত।
ছুটোছুটি করে শেষে হারাইলে গোলে
আবার তখন মোরে হাতে করে তোলে॥ —মুর্শিদাবাদ।

ভাত, ভাতরাঁধা, ভাত খাওয়া

১

একটুখানি পুকুরটি ইচা পুইচা গাবায়
যে না কইতে পারে সে ভাডা গু চাবায়। —বরিশাল

২

আছাড়ে পাছাড়ে ভাঙ্গে না টিপ দিলে সয় না। —ঐ

৩

একটারে দিলাম টিপ
ভাটি শুদ্ধ উঠে কয় আরে ঠিক ঠিক। —ঐ

৪

একটু খানি জলে
মাছ কিলকিল করে। —২৪ পরগণা

৫

আছাড় দিলে ভাঙে না
টিপি দিলে থাকে না। —হুগলি

৬

পাঁচ মদ্দ ঠেলে দিল
বত্রিশ মদ্দের ঘাড়ে,
বুড়ো ব্যাটা নিয়ে গেল ঘরে। —যশোহর

৭

হাটু জলে ফোটে ফুল
জল শুকালে ফোটে ফুল। —যশোহর

৮

হুড়গড়ানি দীঘির পার, তাতে একটি মল্লিকা ঝাড়,
মল্লিকা ঝাড় ফুটলো, ছেলে বুড়ো জুটলো। —মেদিনীপুর

৯

হক কহইলা ভক কহইলা
ঘাড়ে ধরি রক্ত নিগুরি নিলা
কাজ কাম সারে বত্ বা
আর কানা ধরি পুছে তত্ বা। —ঐ

১০

একটি বিলে বত্রিশটি হাল
কি ধান বুনিছ রাজারাম সীতাশাল। —ঐ

১১

শ শ রাজার ছেলে
মাছ ধরতে না পারে। —ঐ

১২

চারি কেনিয়া পুকুরটিয়ে মাছ কিল কিল করে। —ঐ

১৩

ওত্তোটুকু পুকুরে মাছ কিলকিল করে
অন্ত দেশের লোক এসে না ধরতে পারে। —ঐ

১৪

অফুটা ফুটিলা ফুটি বাসকলা
চিপাচুপি বড় হলা। —ঐ

১৫

একটু খানি জলে মাছ চুড়বুড় করে। —নদীয়া

১৬

হাটু জলে গেচুর ফুল
তাতে পানি ফোটে ফুল। —ফরিদপুর

১৭

একটু খানি পুকুরটি টচা বইচা গাবায়। —ঐ

১৮

ধরিয়া উবুত করিয়া চিত
ভিতর গেলে মন পিরীত। —রংপুর

১৯

অপারে পোনা গুটি খুপুর বুপুর করে
এপারে বুড়া ফোনা পুটেৎ চাপড় মারে। —কোচবিহার

২০

অতটুকু পুকুরটি মাছ কিলবিল করে
সাত গো রাজার বেটা আইসে ধরতে নারে।—মেদিনীপুর

২১

[ভাতের গ্রাস]

টেবুতে উজুত, সাইত্তে চিৎ
ভিতরে গেলে মন পীরিত। —চট্টগ্রাম

২২

টিম টিম টিম
আছাড়ত না ভাঙে
হুয়ার ডিম। —রাজশাহী

২৩

আছাড় দিলে ভাঙে না
ঢিপের ভর সয় না। —রাজশাহী

২৪

[ভাত ও তরকারী]

একটারে সান্দায় না
দুইডা দিলে লেলে করে
যদি হয় ভণ্ড, পঁচিশ বেত দণ্ড। —ঐ

২৫

ফুর ফুর পাখীটি গুরগুরে যায়,
হাড় গোড় নাই তার মানুষেতে খায়। —মেদিনীপুর

২৬

এতটুকু পুখুরটি মাছ খদবদ করে,
আর সাতশো রাজার বেটা
আলে নাই ধরতে পারে। —ঐ

২৭

একটু খানি জলে মাছ চুড়বুড় করে। —নদীয়া

২৮

খাটের ওপর খুড়ো খানি
তার ওপরে বাছুরণি
কেঁদে কোঝা খায়
গাল ভরা লাল পড়ে যায়। —ঐ

২৯

আত্তার ধরে বান্দর নাচে
না করলে আরো নাচে। —ঢাকা

৩০

মুড় মুড়িয়ে পাখীটি
গুড় গুড়িয়ে যায়,
হাড় নয় গোড় নয়
মানুষেতে খায়। —খুলনা

৩১

আছাড় দিলি ভাঙে না
টিবির ভর সয়না। —রাজশাহী

৩২

এতটুকু জলে মাছ কিল বিল করে
শত রাজার বেটা এলে মাছ ধরতে নাড়ে। —মেদিনীপুর

৩৩

এক আড়ু পানিত্ লাগাইলাম ফুল
ছটাক পানি ফুটৌক্ ফুল। —চট্টগ্রাম

৩৪

পাঁচ মদ্দে ধরে বত্রিশ মদ্দে ঘিরে
এক মদ্দে ঠেলা দিলে দইর গাইতর পড়ে। —ঐ

৩৫

একটুকু জলেরে, মাছ থুব থুব করে রে। —মুর্শিদাবাদ

৩৬

একরত্তি জলে মাছ কিল্-কিল্ করে। —ঐ

৩৭

একটু খানি জলে মাছ কিলবিল করে
শাতশো রাজার ছেলে আসলে ধরতে নাহি পারে। —ঐ

৩৮

মামাদের পুকুরটি মাছ চুরবুর করে,
কারো বাবার সাধ্য নাই, হাত বাড়িয়ে ধরে। —ঐ

৩৯

চার কুন্তা পুকুরটি মাছ কব্ কব্ করে
সাত রাজার বেটা আইলে কেউ ধরতে না পারে।
—মেদিনীপুর

৪০

ঘুর ঘুরে প্যাখীটি গুরপুরে যায়
হাড় গোড় নাই গো তার মাছবেতে খায়। —হুগলি

৪১

একটু খানি ঘরে মাছ খিল খিল করে। —২৪ পরগণা

৪২

চল পাঁচু হাড়দা যাব, হাড়দায় যায়ে তদার যাব।

—পুরুলিয়া

৪৩

খাটের ওপর খুড়োখানি।
তার ওপরে বাছমণি॥
হাসিয়া আকুল করে।
পা ব'য়ে তার নাল পড়ে॥ —হুগলি

৪৪

মলয় পর্বতে বসিয়াছে চক্রের নন্দন।
তার ওপরে বিরাজ করে লক্ষ্মীনারায়ণ॥
সঞ্জয় আসিয়া যখন করেন তাড়ন।
লক্ষ্মীর গর্তে তখন ঢোকেন নারায়ণ॥ —হুগলী

৪৫

চড়কা পাহাড় পার করে রাখ,
আমি ওদিকে একাই যাবো। —পুরুলিয়া

মশলা-বাটা

১

চিত করে পেলানি,
রগড় রগড় করলি।
লাল জল পড়ে গেল,
সব কাম সেরে গেল। —পুরুলিয়া

মহিষ বলি

১

হাতী শুঁয়ের মায়ের পুরে
জিঃ কলিজের গাছের তলে,
কর্তারে বানাইয়াছে বেয়ে গেছে কল্। —যশোহর

মুগকাড়া

তনের নাহিরে কাড়া
কাড়া বলে আমার মাথায় ভারা। —পুরুলিয়া

মুড়ি ভাজা

[খই ভাজা দ্রষ্টব্য]

১

ভাজা ঘরত ফকির নাচে থর থর করে
ফুঁইয়া খাইলে তবে মচ মচ করে। —রাজসাহী।

২

একটুখানি ঘরে ঘোড়া দড়বর করে। —নদীয়া।

৩

মাটির মাদল খড়ক মুকথা
ঠ্যাং তুলি তুলি নাচছে ফুকথা। —মেদিনীপুর

৪

তুলের মাটি টিলে ঘুরে
ঘুরি ঘুরি পেট ভরে। —মেদিনীপুর

মৃত্যু

১

কিবা এই পৃথিবীতে আছয়ে এমন
কোন জীব নাহি পায় করিতে গ্রহণ,
কিন্তু সে সকলে পায় অতি এ আশ্চর্য
কিবা এই পৃথিবীতে আছয়ে এমন। —ঐ

২

সংসারে এমন জিনিস কিবা আছে বল,
লইতে না চাহে তারে মানব সকল।
কিন্তু তাহা সবে পাবে অতি আশ্চর্য
বল দেখি বুঝি তব বুদ্ধির তাৎপর্য। —ঐ

যাঁতিতে সুপারি কাটা

১

ঠ্যাং দুটায় ধরে, মাঝখানে ভরে
বার করতে খচর্ খচর্ করে
কালিদাস বলে যে-কথাটা বুঝেছ
সে কথাটা নহে। —পুরুলিয়া

২

মধ্যে ভরা, দুদিকে ধরা। —রাজশাহী

৩

দুই চরণ ধরিয়া, মধ্যে দিলাম ভরিয়া
চাপ দিলে কাজ হয়।
যদি হয় ভণ্ড—
তোকে দিব পাঁচ টাকা দণ্ড। —ঐ

রথ, রথটানা

১

সুন্দর বরণ তার কুণ্ডল চরণ,
যশোদা দৈবকী নয় গর্ভে নারায়ণ। —মুর্শিদাবাদ

লজ্জা

১

এমন একটি জিনিস আছে প্রত্যেকের কাছে,
কারুর কাছে পাই কারুর কাছে নাই। —ফরিদপুর

লাঙল দেওয়া

১

তিনটা জীবের দশটা খড়
তিনটা মাথা, চারটা চোখ
হুড়ুক গজা, হুড়ুক মাটি। —পুরুলিয়া

অর্থ: খড়=পা, গজা=হাল

২

তরোয়ালকে ঝিক্‌মিক্ বনকে বাদাড় ।
তিন মাথা দশ পা দেখেছ কোথাও ? —হুগলি

৩

হাপি হাপি হাপি,
ছুই ঠ্যাঙে চাপি । —পুরুলিয়া

লুচি ভাজা

১

রাঁধলাম বাড়লাম খেলাম না ছুঁলাম হাঁড়ি,
ভর্তি পুকুরে সাঁতার দিলাম, না ভিজল শাড়ী । —হুগলী

লেখা

১

এক দুই তিন করে হেঁয়ালী লিখে
একাদশী গুরুর সামনে তক্তরসে করে ঘসাঘসি । — নদীয়া

২

হাতে ছড়ালাম মুখে বুড়োলাম । —মেদিনীপুর

লোহা-পিটানো

১

লাল থানে কাল মারে, তার ঘর ওপারে,
কাল থানে চাপট মারে, তার ঘর ওপারে । —পুরুলিয়া

শঙ্খধ্বনি করা

১

এখান থেকে তারা,
তারা গেল বামুনপাড়া । —মেদিনীপুর

২

খোবো কুঁকড়া স্তাজ হুকড়া
ছুঁই দিলে বলে ভোঁ । —ঐ

৩

পানির ভিতর বিষের মণি হাত দেয় নি কেউ
ঘরের ভিতর লুকিয়ে থাকে সিঁধালো বাবুর ছাউ,
শিং ভাঙি যায়, বাহারি আসে সব লোকের প্রিয়
মুখ ছুইলে তাকি মারি আর কিরো ঘিয়ো মিয়ো। —ঐ

৪

তুমি যদি এত বুদ্ধিমান
করি গুটিয়ে কান। ঐ

৫

কুকুরা নেজ বাঁকুড়া
ফুঁকি দিলে কর প্যা। —ঐ

৬

কুষ্ট বিধবা যে নারী
মঙ্গল কার্যে তাকে বরি। —ঐ

শবযাত্রা

১

চোদ্দ চরণ দশটি নয়ন
পাঁচটি পিঠে চারিটি জীবন। —পুরুলিয়া

শাঁখা-পরা

[চুড়ি পরা দ্রষ্টব্য]

১

হাস্তে হাস্তে বসলো নারী পরপুরুষের কাছে।
হস্তাহস্তি কস্তাকস্তি ভিতর যাবার আগে।
ভিতর গিয়ে শীতল হন।
যে ভাবটি মনে করেন, সে ভাবটি নন। —সিংভূম

২

ছ্যাঁপা মেলে বসল নারী পরপুরুষের কাছে,
হস্তাহস্তি মলামলি ঠেলে দিল কষে,
জিনিষটি যখন ভিতরে গেল
নারী তখন মুচকি হেসে উঠে গেল। —মেদিনীপুর

৩

হাস্তে হাস্তে বস্‌ল গিয়ে, পরপুরুষের কাছে।
একটুখানি ওঠালে কাঁদে, সবটা ওঠালে হাসে॥ হুগ্‌লী

৪

নারী হয়ে যায় পরপুরুষের কাছে, অর্ধেক ঢুকে কাঁদে,
সটাই ঢোকায় তখন লোককে দেখায় হাসে। —পুরুলিয়া

৫

মাগী মিনসে বসে
কস কসাকস কসে
না কসলে তেল দিয়া কসে। —বরিশাল

৬

ব্রজ ভাবিয়া কয় চোকে না ঢুকাও কেন,
পরের মেয়ে কান্দাও কেন যা ভাবিছ তাহা নয়।
—বরিশাল

৭

এক যুবতী রসবতী ঘুনিয়ে ব'সে কাছে,
দেবার সময় হু হু করে হয়ে গেলে হাসে। —২৪ পরগণা

৮

পরপুরুষের কাছে বসে বলে মধ্যে গেলে,
আমার ও ভাল তোমার ও ভাল। —ফরিদপুর

৯

ঢোকে না ঢুকায় পরের মেয়ে কান্দায়। —ঐ

১০

হাসতে হাসতে বসল নারী পর পুরুষের কাছে
একটু দিলে উহু হু করে গোটাটা দিলে হাসে। —মেদিনীপুর

সন্ধ্যা দেওয়া

১

চাপতি লাপতি হেলজেই শোভা পায়
কবি কালিদাসের বউ বলে
যে কথাটি মনে করি সে কথাটা নয়। —পুরুলিয়া

ধূম পান

১

গোক গোক পদিমানী
এক কুমীরে খায় দুই পুকুরের পানি। —রাজসাহী

সিগারেট খাওয়া

১

টান্‌লে কমে, কাট্‌লে বাড়ে। —পুরুলিয়া

হরিনামের মালা জপা

১

হরিপুরের হরযাত্রী সুতাহাটায় ঘর
একশ আট কন্যা আর আড়াই বছরের বর। —মেদিনীপুর

২

হরিহর পুরের কন্যা সুতাহাটায় ঘর
একশ আটটি কইন্যার
এক্‌টেই মোটে বর। —পুরুলিয়া

৩

একশ আটটী কন্যা একটি তার বর
কন্যার নাম হরিপ্রিয়া,সুতা নগরে ঘর। —মুর্শিদাবাদ

হা-ডু-ডু খেলা

১

ঘুরিফিরি যুদ্ধ করি মরিবার ভয়ে
না ছুঁলে সে মরে না ছুঁলে সে মরে
বলো হে পণ্ডিতে পাঁচশো বছর ধরে। —বীরভূম

সপ্তম অধ্যায়

আচারমূলক

প্রাচীন কালে ধাঁধার যে সামাজিক আচারগত (ritual) একটি মূল্য ছিল, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। সেই মূল্য সাম্প্রতিক কালের সমাজ-জীবনে হ্রাস পাইলেও সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায় নাই। এখনও পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রাচীন ধারা অনুসরণ করিয়া ইহারা এখনও সমাজ-জীবনে কোন প্রকারে বাঁচিয়া আছে মাত্র, অধিককাল ইহাদের অস্তিত্ব রক্ষা পাইবে এমন আশা করা যায় না।

বিবাহাচারে যে ধাঁধা একদিন বরযাত্রী কিংবা বরকে জিজ্ঞাসা করা হইত, তাহা ইতিমধ্যেই প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি সুদূর পল্লী অঞ্চলে এখনও ইহাদের কিছু কিছু সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বাংলা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে তেমনই একটি সুদীর্ঘ ধাঁধা ১৯৬৯ সনের মে মাসে সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহা এই বিষয়ক একটি অত্যন্ত প্রাচীন রীতির নিদর্শন বলিয়া বিস্তৃত ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছি। বিবাহাচার সম্পর্কিত ধাঁধার ইহা একটি অভিনব রূপ। যে সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠান নির্বাহ করিবার জন্য পুরোহিতের মন্ত্র কিংবা যাগযজ্ঞের প্রয়োজন হইত না, সেই সমাজে লৌকিক আচারই স্বভাবতঃ প্রাধান্য লাভ করিত। আজ জাতিগত অভিজাত্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সকল স্তরের সমাজেই বিবাহানুষ্ঠানে পুরোহিতের আবির্ভাব ঘটিতেছে, সেই জন্য লৌকিক আচারগুলি লুপ্ত হইতেছে, তবে এখনও যে সকল অঞ্চলে সামাজিক অনুষ্ঠানে পুরোহিতের উপদ্রব সৃষ্টি হয় নাই, কেবলমাত্র সেই সকল অঞ্চলেই বিবাহাচার মূলক ধাঁধারও সন্ধান পাওয়া যায়।

আচারমূলক ধাঁধাগুলি আকারে যেমন ক্ষুদ্রও হইতে পারে, তেমনই সুদীর্ঘও হইতে পারে। সংক্ষিপ্ত ধাঁধাগুলির মধ্যে বুদ্ধির অনুশীলন হইলেও দীর্ঘতর ধাঁধাগুলি প্রধানতঃ বর্ণনাত্মক।

গাজন উৎসবের আচারের মধ্যে কতকগুলি ধাঁধার এবং তাহাদের উত্তরের সন্ধান পাওয়া যায়; প্রকৃত পক্ষে ইহারা কতকগুলি গতানুগতিক প্রশ্ন এবং গতানুগতিক উপায়ে তাহাদের উত্তর দিবার প্রয়াস। সংক্ষিপ্ত ধাঁধাগুলির

মত ইহাদের মধ্যে বুদ্ধির অনুশীলন হইতে দেখা যায় না। সেইজন্য ইহাদিগকে প্রকৃত অর্থে ধাঁধা বলাও কঠিন।

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার মনসা পূজার আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে কতকগুলি আচারমূলক ধাঁধা আছে, তাহাদিগকে সাধী গান বলা হয়। প্রকৃত পক্ষে ইহারা গান নহে, ইহারা প্রশ্নোত্তর মূলক কতকগুলি গতানুগতিক সংলাপ মাত্র। ঝাড়গ্রাম মহকুমার এই প্রকার এক শ্রেণীর কথোপকথনকে বাদীগান বলা হয়। তাহাও স্ত্রীপুরুষের মধ্যে একটি প্রশ্নোত্তর বাচক খেলা মাত্র।

বিবাহাচার মূলক

১

আসর বন্দনা :

শুন ভাই দশজনা করি নিবেদন,
ছোট বড় সবাকার বন্দি শ্রীচরণ।
স্বর্গে ইন্দ্র রাজা বন্দি, পাতালে বাসুকি,
মধ্যস্থলে বন্দি আমি দেব নারায়ণ।

১

প্রশ্ন— রাত্রির নিয়মে ভাই করলে কেন বেলা
কাজের সময়ে তোরা কর কেন হেলা।
উত্তর—কে বহিল দড়া দড়ি কেউ বহিল ভার
কেউ সাজল বড় লোক রাত অন্ধকার।
ঠেস বজড় (=আছাড়) পায়ে ভাই, হইল অনেক বেলা
পা জারিতে চাই ভাই আগুন কাঠ ভেলা (ফল)।

২

প্রশ্ন— প্রভাতে আইলাম ভাই গঙ্গা নিবেদিতে,
কেও কত বিপদে আছে বল হে সাক্ষাতে?
উত্তর—কৃপা যদি করি মোরে করিলে জিজ্ঞাসা
লক্ষ টাকার কন্যা পায়ে মনেরই উল্লাস,
আর কত ধন দিবে অমূল্য রতন।
বড় সুখে আছি ভাই দশেরই চরণ।

চোখ সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গে যে ধাঁধাটি পাওয়া গেছে, তা প্রায়, হুবহু এক। ধাঁধাটি এরূপ :

অলি অলি পাখিগুলি গলি গলি যায়।
সর্ব অঙ্গ ছেড়ে দিয়ে চোখ খুবলে খায়॥

দিগারডি গ্রামের লালমোহন সর্দার (১২) একটি ধাঁধা বলে। যেমন :

১। আগে মুড়ি পরে খই তারপরে সাপ।
কালিদাস কবি পণ্ডিতের বাপে বলে একি হলো বাপ॥ —সজনে

এটি ছাপানো 'কালিদাসের ধাঁধা' থেকে নেওয়া বলে তত উল্লেখযোগ্য নয়। একে খাঁটি লোক-সাহিত্যের ধাঁধা বলা সম্ভব নয়। লালমোহন, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর চাকর ; আমরা ঐ বাড়ীতে যখন সংগ্রহে রত, তখন এক বোষ্টম এলেন—নাম জগন্নাথ দাস। তাঁর আস্তানা চার মাইল দূরে পোড়াতে। তাঁকে ধরে কিছু গল্প ও ধাঁধা পাওয়া গেল। অবশ্য বোষ্টমকে বাড়ীওয়ালা যথেষ্ট মূল্যও এজন্য দিয়েছেন। তাঁর বলা ধাঁধাতেও ২।১ টা কালিদাস ভণিতা যুক্ত। ধাঁধাগুলি :

২। বারো মাসের মেয়েটি তেরো মাসের কালে।
গণ্ডা গণ্ডা প্রসব করে অগণন ছেলে॥
কহে কালিদাস হেঁয়ালীর ছলা।
মূর্খে বুঝিতে নারে পণ্ডিতে বুঝে কলা॥ —কলা

৩। গুণ গুণ করে সেই নাহি গুণ লেশ।
বৃষভ বাহনে যায় নহে তো মহেশ॥
উদর হরিলে তার মুখ হয় বাধা।
মূর্খে বুঝিতে নাড়ে পণ্ডিতের লাগে ধন্দ॥ —বোলতা

বাঁকুড়াতে বস্তাকে গুণ বলে। আগে জগন্নাথ দাসের বাড়ী ছিল বাঁকুড়ায় ধরাজোরে।

৪। দু' অক্ষরে নাম যার শুনে ভয় পায়।
প্রথম অক্ষরে 'আ'-কার দিলে সব লোকে খায়॥
শেষের অক্ষরে 'আ'-কার দিলে হৃদয় মাঝে রাখি।
তার উপরে 'তা' দিলে আদর করে ডাকি॥ —যম
[যমকে 'জম' ধরে জাম, জামা, জামাতা]

৫। তিন অক্ষরে নাম তার বড় আরাম পাই।
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে বড় ভয় পাই॥
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে সর্বলোকে খায়।
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে কৃষ্ণগুণ গায়॥ —বিছানা।

৬। হরির চক্রে নির্মাইল, শুকাইল কর্ণ কি তাতে
আট্টর হুতাশনে জো বীর বাঁচিল,
সে বীর টুটিল কোন্ বিপাকে?
অলি বাহন বাহন হাম চলি।
শশী বাহন বাহন হাম ঠেলি।
দশশির অনুজ ভাঙা নন্দ কি নন্দ লাগা কাঁখে॥ —কলসী।

কালিদাস পণ্ডিতের হেঁয়ালী কটা বাদ দিলে ধাঁধাগুলোর পাঠান্তর বাংলা দেশের অন্যত্র প্রচলিত আছে। আমাদের বিভাগের ধাঁধা সংগ্রহ এদিন সবচেয়ে বেশী হয়, বোনেরা মুখোপাধ্যায় পরিবারের মেয়েদের কাছে প্রায় ৫০।৬০টি ধাঁধা পান। অন্য বাড়ী ভিক্ষে করতে যাবার আগে জগন্নাথ বোষ্টম আরেকটি ধাঁধা বলেন:

৭। তিন অক্ষরে নাম তার ঝুলে বৃক্ষ ডালে,
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে ভাসে গঙ্গা জলে।
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে মীনের মরণ। —আমড়া।

দিগারুতি গ্রামে আরেক দিন যেতে হয়। ঐদিন দশরথ কর্মকারের (৩৬) কাছে অনেক গল্প পেলেও একটি ধাঁধা পাওয়া গেছে। যেমন:

৮। জান কহানী জান।
লেজে ধরে টান॥ —হুচ সুতো বা বেগুন।

শত চেষ্টা করেও আর ধাঁধা সংগ্রহ করতে পারিনি। আরও গ্রামে গেলে হয়ত আরো পেতাম। কিন্তু শিবির-জীবন নির্দিষ্ট কটা দিনের। সুতরাং একদিন কোলকাতা ফিরে আসতে হলো।

ধাঁধা সংগ্রহ করতে গেলে অসীম ধৈর্যের দরকার। কারণ, প্রথম আলাপে চট্ করে কেউ তা বলতে চায় না। শহরে লোকেদের কাছে গ্রামবাসীরাও সহজ হতে পারে না। অনেক গ্রামবাসীর কাছে আমাদের একদিন একথা শুনতে হয়েছিল যে, ওরা আমাদের মত শিষ্ট কথা বলতে পারে না। সুতরাং নিজের দীনতা গোপন করতে গেলেই তো বাক্ বন্ধ রাখতে হয় এবং দূরত্ব

বজায় রাখতে হলে কম কথা বলাই তার সহজ উপায়। তারপর আছে লজ্জা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কেমন যেন একটা সংকুচিত ভাব। অনেকেই ধাঁধার উত্তরটি জানেন, কিন্তু ধাঁধাটি মুখস্থ বলতে পারেন না। সব মানুষ সমানভাবে মিশতেও চায় না। তবে এবার আমরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গ্রামবাসীর সহৃদয়তা পেয়েছি, তাঁরা আমাদের আপন করেই নিয়েছিলেন।

প্রথম দিকে সরকারের লোক বা ভোটের জন্য গেছি মনে করে অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখেছেন। তারপর মাঠা ডাক বাংলায় উঠেছিলাম, তাই ভীত হয়ে পড়েছেন। স্থানীয় লোকের কাছে ওটা একটা আতংকের স্থান। গ্রীষ্মকালে জীবিকার জন্যে অনেকেই বন থেকে কেঁদ পাতা বা বিড়ি পাতা সংগ্রহ করে— বন বিভাগের আদেশ লঙ্ঘন করেই। সুতরাং ধরা পড়লে জরিমানা ও কয়েদ খাটতে হয়। আরও নানারকম কারণে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বন-বিভাগের একটা তিক্ত মেজাজ গড়ে উঠেছে। যাই হোক, এবারকার সাফল্যের মূলে আছে যে কারণ তা হলো আমরা গ্রামবাসীদের মন থেকে অমূলক সন্দেহ দূর করে দিতে পেরেছিলাম।

গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন সুবিধের নয়, তেমনি আবার সামাজিক অবস্থারও রূপান্তর ঘটেছে। এরকম অবস্থাতে লোক-সাহিত্যের অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য। কেন না বৃদ্ধরা যারা লোকশ্রুতির আজ একমাত্র ধারক ও বাহক, তারা কতদিন বাঁচবেন? ছেলেরা 'ইংরেজী শিক্ষার' আওতায় এসে নিজের সব কিছু ভুলবেই। সুচানবাবুর শিক্ষিত ছেলেরা কেউ পিতার মত গাইয়ে, গল্প বলিয়ে এবং ছোউ নাচিয়ে হবে না। অনেককে জিজ্ঞেস করলে বলেছে, 'অমুকে, জানেন। আমি জানি না। তবে শুনেছি অনেক। গ্রামে একটি ছেলের পরণে ছুঁচলো প্যান্ট তার টেরিলীনের জামা দেখেছি। আদিবাসী সমাজের ছেলেরা পাঠশালায় পড়ছে। তারা সভ্য হলেই নিজের সব কিছু ভুলবে না, এমন তো বলা যায় না। তারপর 'ট্রানজিস্টার রেডিও' কোথাও কোথাও আছে। ক্রমশঃ এর ব্যবহার বাড়বে। গ্রামগুলি রাজনৈতিক দিক থেকেও ভোটাধিকারের কেন্দ্র মাত্র। কোথাও বোনেদের 'সিপাহী' বইয়ের গান শুনিয়ে তার কিছু ধাঁধা আদায় করতে হয়েছে। সিনেমা ওখানেও প্রভাব ছড়াচ্ছে ক্রমশঃ। শহরে এসে সিনেমা সবাই দেখে না; কিন্তু গল্প তো শোনে। এসব দেখে শুনে একটা কথাই মনে পড়ে, আর বেশীদিন লোকশ্রুতি গ্রামে জীবন্ত থাকবে না। কাজেই রবীন্দ্রনাথের 'দেশের কাজে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে

কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটীরে, প্রত্যক্ষ বস্তুকে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা জানিবার জন্য, শিক্ষের বিষয়কে পুঁথির মধ্য হইতে মুখস্থ না করিয়া বিশ্বের মধ্যে তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি, এই আহ্বানে যদি তোমরা সাড়া দাও, তবেই তোমরা যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে পারিবে; তবেই তোমরা সাহিত্যকে অনুকরণের বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে এবং দেশের চিৎশক্তিকে দুর্বলতার অবসাদ হইতে উদ্ধার করিয়া জগতের জ্ঞানী সভায় স্বদেশকে সমাদৃত করিতে পারিবে' একথা আজ আবার ভাববার দরকার। নতুবা অমূল্য সম্পদ্ চিরকালের জন্য লুপ্ত হ'বে। স্বাধীন দেশেও কবির এই বাণী যথার্থ মর্যাদা পায়নি—এটা দুঃখের কথা বইকি। বস্তুতঃ মাঠা শিবিরের আগে আমাদের কাছেও কবির এই বাণী তেমন স্পষ্ট করে প্রতিভাত হয়নি।

(ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়, 'লোকশ্রুতি' ৩)

উপরে বাংলা দেশের পল্লী হইতে ধাঁধা সংগ্রহের যে অভিজ্ঞতার কথা বর্ণিত হইল, তাহা কেবলমাত্র বাংলা দেশের পক্ষেই সত্য তাহাই নহে, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের পক্ষেই সত্য। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ধাঁধা সংগ্রহ করিতে গিয়া একজন সংগ্রাহকের যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, তাহা তাঁহার নিজের ভাষাতেই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি লিখিয়েছেন—

Since many Filipinos could not understand or accept the purpose of our research regardless of various explanations, they were often suspicious. At the start, informants recommended by friends refused to tell stories, claiming they knew none. Since we were Protestants (no special effort was made to hide or exhibit our religious affiliation) a few devout Catholics felt it sinful to associate with us. Some were convinced we were collecting folktales 'to make a book'. Since everything Americans do is profitable, several individuals demanded pay for their stories. One woman requested a 'loan'. We politely refused. To show our appreciation to many informants, however, medicine was purchased for sick family members, photographs of children

were given them and reading materials and clothing were distributed. We lost only one informant by refusing cash payment for each story'.

(Hart, Doun Vorhis, *Riddles in Fillipino Folklore*, Introduction)

বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলেও লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া আমাদের সম্পূর্ণ অনুরূপ অভিজ্ঞতাই হইয়াছে। সুতরাং আজ পৃথিবী ব্যাপী লোক-সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহে এক অভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়াছে।

সামগ্রিক ভাবে সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে যে কয়েকটি ধাঁধার সংগ্রহ এ যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের সকলই ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই হইয়াছে, বহু প্রদেশ হইতেও যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদেরও অধিকাংশ ইংরেজি ভাষাতেই সংগৃহীত হইয়াছে। কোনও ভারতীয় ভাষায়, শুধু সর্বভারতীয় নহে, কোনও প্রাদেশিক ভাষাতেও আনুপুর্বিক সংগ্রহ কিংবা তাহার আলোচনা প্রকাশিত হয় নাই। ইহাদের মধ্যে Verrier Elwin এবং W. G. Archer সম্পাদিত *Man in India* পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা *An Indian Riddle Book* (১৯৪৩) এবং দুর্গা ভগত রচিত *The Riddle in Indian Life, Lore and Literature* (১৯৬৫) উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রথমোক্ত গ্রন্থটিতে মধ্যপ্রদেশের মুরিয়া জাতি হইতে মাত্র ৬০টি, আগরিয়া জাতির মধ্য হইতে ১০টি, বৈগা জাতির মধ্য হইতে ৫০টি, গড় জাতির মধ্য হইতে ২০টি, উড়িষ্যার ভূইঞা জাতির মধ্য হইতে ৪টি, জুয়াঙ জাতির মধ্য হইতে ১৮টি, সৌরা জাতির মধ্য হইতে ১০টি, ছোটনাগপুরের আসুর জাতির মধ্য হইতে ৫০টি, বীরহোড় জাতির মধ্য হইতে ৫টি, খরিয়া জাতির মধ্য হইতে ৫০টি, মুণ্ডা জাতির মধ্য হইতে ৫০টি, ওরাওঁ জাতির মধ্য হইতে ৫০টি, রাজপুত কায়েতদিগের মধ্য হইতে ৫০টি, সমগ্র মুসলমান সমাজের মধ্য হইতে মাত্র ১০টি, বিহারের সৌরিয়া পাহাড়ীদের মধ্য হইতে ১৩টি, সাঁওতাল জাতির মধ্য হইতে মাত্র ৫০টি মুণ্ডা সমাজ হইতে মাত্র ৫০টি, সারা বাংলাদেশ হইতে মাত্র ২৩টি ধাঁধার ইহাতে স্থান দিয়াছেন। অথচ এই বইকেই *Indian Riddle Book* নামকরণ করিয়াছেন।

শেষোক্ত বইখানির ধাঁধার সংগ্রহ আরও অকিঞ্চিৎকর এবং ধাঁধা সম্পর্কিত আলোচনাও মাত্র ৭২ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ধাঁধার প্রচার বিশেষ কোন ভৌগোলিক সীমা অনুসরণ করে না, বরং বিশেষ সাংস্কৃতিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। একই ছোটনাগপুরের অভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন আদিবাসী বাস করে, কিন্তু তাহাদের ধাঁধা এক নহে অর্থাৎ একই বিষয়বস্তু লইয়া রচিত একই ধাঁধা তাহারা ব্যবহার করে না, প্রত্যেকেরই এই বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য আছে। সুতরাং ধাঁধা সংগ্রহ-কালে প্রত্যেক আদিবাসী সমাজেরই সাংস্কৃতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে জানিয়া লইবার আবশ্যক হয়। নতুবা সংগ্রহকালে এই পার্থক্যবোধ থাকে না। এই বিষয়ক দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের দেশেরই শুধু নয়, বিদেশের সংগ্রাহকগণও সম্যক্ অবহিত নহেন।

২

সংজ্ঞা, প্রকৃতি, শ্রেণীবিভাগ

ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে ধাঁধার কোন সংজ্ঞা কিংবা শ্রেণীবিভাগই সম্পূর্ণ যথাযথ হইতে পারে না; প্রকৃত পক্ষে তাহা হয়ও নাই। এই বিষয়ে বিগত শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ যে সংজ্ঞার নির্দেশ করিয়াছিলেন, পরবর্তী শতাব্দীতেই তাহা পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিগত শতাব্দীতে যে সংজ্ঞা স্থির করা হইয়াছিল, তাহা প্রধানতঃ ইউরোপ এবং মার্কিন দেশের সংগৃহীত ধাঁধার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের তখন এমন ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, পাশ্চাত্ত্য দেশের উচ্চতর সমাজ ব্যতীত ধাঁধার প্রচলন নাই; ইহার কারণ, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ এবং জাতির ধাঁধা তখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগৃহীত হয় নাই। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকের মধ্যে লোকশ্রুতির অনুশীলনের বিষয়রূপে বিভিন্ন দেশ হইতে ধাঁধার প্রচুর সংগ্রহ প্রকাশিত হয়; তাহার ফলে ইহার সম্পর্কে নূতন ভাবনার প্রয়োজন হয়। সেই অনুযায়ী ইহার সংজ্ঞাও পরিবর্তন করিবার আবশ্যক হয়।

প্রধানতঃ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন ধাঁধা লইয়া সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ এবং গবেষণা যিনি প্রকাশ করিয়াছেন, এই বিষয়ের সুগভীর পণ্ডিত Archer Taylor ধাঁধার এই সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন—

Essential structure of the riddle consists of "two descriptive elements, one positive and one negative—the positive element is metaphorical, in terms of the answer,

though the listener is led to understand it in a literal sense. In contrast, the negative descriptive element is correctly interpreted literally.

ইহার তাৎপর্য এই : প্রত্যেক মৌলিক ধাঁধায় একটি বস্তু কিংবা বিষয়ের দুইটি বর্ণনা থাকে, একটি অস্তিবাচক, আর একটি নেতিবাচক। অস্তিবাচক বর্ণনাটি রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু শ্রোতা ইহাকে সহজ অর্থেই বুঝিয়া থাকে। ইহার বৈপরীত্য স্বরূপ নেতিবাচক বর্ণনাটি আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি এই Irish ধাঁধাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন 'Something has eyes and cannot see.' ইহার উত্তর আলু; Something has eyes ইহার প্রথম বর্ণনা, ইহা অস্তিবাচক এবং রূপক; cannot see ইহার দ্বিতীয় বর্ণনা, ইহা নেতিবাচক, এবং ইহার মধ্যে কোন রূপক ব্যবহার হয় নাই, ইহা প্রত্যক্ষ ভাবেই বোধগম্য। বাংলা হইতেও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

এতটুকু কানি,
শুকাতে না জানি। —জিভ

এতটুকু কানি অস্তিবাচক এবং রূপক, জিভকেই রূপক হিসাবে কানি বলা হইয়াছে, 'শুকাতে না জানি' নেতিবাচক এবং এখানে কোন রূপকের ব্যবহার হয় নাই।

এড়া এড়া এড়া, পাট কাঠির বেড়া।
তার মধ্যে কেউ, বল্‌তে না পারে কেউ। —ঐ

ইহাকেও এই সংজ্ঞা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা চলে।

কিন্তু সর্বত্রই যে উপরি-উক্ত সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয়, তাহা নহে। কারণ, প্রথমাংশের বর্ণনায় রূপক ব্যবহারের কথা মানিয়া লইলেও দ্বিতীয়াংশের বর্ণনায় সর্বত্রই যে নেতিবাচক বর্ণনা থাকে, তাহা স্বীকার করা কঠিন। তথাপি এই কথা সত্য, ধাঁধার মূল প্রকৃতি বিচার করিলে এই সংজ্ঞা অনেকখানি যথাযথ বলিয়া মনে হইতে পারে।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণও এই সংজ্ঞা সকলে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। George এবং Dundes তাঁহাদের গ্রন্থে এই সংজ্ঞা সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, ইহা 'inadequate' বা যথাযথ নহে। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে এমন কি, Taylor নিজে যে ধাঁধাগুলি তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে

বহু ধাঁধার উপর তাঁহার এই সংজ্ঞা আরোপ করা যায় না। এই কথা সত্য, বহু বাংলা ধাঁধাতেও অস্তিবাচক এবং নেতিবাচক পদের সুস্পষ্ট বিভাগ পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ধাঁধাই বস্তুর বর্ণনা মাত্র; তবে রূপক বর্ণনা হইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে তাহাও হয় না, অস্তিবাচক অংশ যেমন রূপক হয় না, নেতিবাচক অংশও আক্ষরিক অর্থে গৃহীত হইতে পারে না। সেইজন্য কেহ মনে করিয়াছেন, 'there is a need for a definition for the riddle which will be broad enough to include traditional texts such as the ones cited which appatently fall outside Taylor's definition, and be narrow enough to exclude other materials whose morphological characteristic indicate that they are specimens of another genre (Georges and Dundes 1963, p. 113)

ইঁহারা ধাঁধার গঠনগত একটি সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মতে —'A riddle is a traditional verbal expression which contains one or more descriptive elements in opposition and which may be literal or metaphorical but contain no apparent contradiction,'

ইহার তাৎপর্য সাধারণ ভাবে এই: ধাঁধা ঐতিহ্যমূলক, ইহার প্রকাশ মৌখিক, ইহাতে এক কিংবা আপাত বিরোধমূলক বর্ণনাত্মক উক্তি থাকে, তাহা রূপকাশ্রয়ী কিংবা একাধিক আক্ষরিক সত্তা রূপেও গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাদের মধ্যে ভাব এবং অর্থগত কোন বিরোধ থাকে না।

ধাঁধার এই সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক এবং সর্বক্ষেত্রে অত্যন্ত সহজভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে। বাংলা ধাঁধার সম্পর্কেও এই সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়।

ধাঁধার কতকগুলি সাধারণ গঠন-গত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ দেখা যায়, বহু ধাঁধার মধ্যেই কতকগুলি দুর্বোধ্য বা অর্থহীন শব্দ কিংবা শব্দগুচ্ছের ব্যবহার হয়। ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর শব্দ ধ্বন্যাত্মক এবং প্রধানতঃ পদপূরণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন

উঠান ঠন্ ঠন্ বৈঠক মাটি।
মা গর্ভবতী পুত্তে ধরল ছাতি॥ —সুপুরি গাছ

উক্ত শব্দগুলির স্বাধীনভাবে অর্থ থাকিলেও উদ্ধৃত পদটিতে তাহাদের কোন অর্থ নাই। এক পদেই ধাঁধার জিজ্ঞাসাটি প্রকাশ পাইয়া গেলে ধাঁধাটিকে দুই পদে পূর্ণ করিবার জন্ত একটি অনাবশ্যক পদের এই ভাবে সৃষ্টি হইয়া থাকে। খেলার ছড়ার মধ্যেও এই শ্রেণীর পদ এবং শব্দ যোজনা করা হয়, তবে খেলার ছড়া আত্মোপান্তই অর্থহীন, কিন্তু ধাঁধার একটি পদ এমনই অর্থহীন হইলেও আর একটি পদ অর্থবহ করিবার আবশ্যক হয়। আর একটি দৃষ্টান্ত দিই—

রাজার বাড়ীর মেনা গাছটি মেন মেনাইয়া চায়।
হাজার টাকার মরিচ খাইলে আরো খাইতে চায়॥ —শিলনোড়া

প্রথম পদটির সামগ্রিক ভাবে যেমন কোন অর্থ নাই, তেমনই বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখিলেও মেনা গাছ শব্দটি তেমন অর্থহীন, মেন মেনাইয়া চাওয়াও তেমনই অর্থহীন। অনেক সময় ধাঁধার মধ্যে একেবারেই সম্পূর্ণ অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে—

গাছ হরঙ্গা পাত্তা সরুঙ্গা।
ফলটি রাঙ্গা বিচিটি ভাঙ্গা॥ —খেজুর

এখানে হরঙ্গা সরুঙ্গা শব্দগুলি অর্থহীন।

দ্বিতীয়তঃ ধাঁধায় এমন কতকগুলি শব্দ কিংবা বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের ব্যবহার হয়, ধাঁধাটি না ভাঙ্গানো পর্যন্ত তাহাদের অর্থ বুঝিতে পারা যায় না, তবে ধাঁধাটি ভাঙ্গানো হইলে তাহাদের অর্থ সহজেই ধরা পড়ে। তৃতীয়তঃ আরও এক শ্রেণীর দুর্বোধ্য শব্দ ধাঁধায় ব্যবহৃত হয়, তাহাদের উপর ধাঁধার উত্তর নির্ভর করে না। ইহাদের কিছু নিদর্শন উল্লেখ করা যায়—

১

ঝাপু তলায় মিটি মিটি মিটি তলায় ক্যা।
ক্যাতলায় ফদর ফদর ফদরই ভেজে দে॥ —মানুষ

২

গাছটি ঝাপুর ঝুপুর।
তার তলে মিলিক মালি॥
তার তলে সে ফোঁস।
তার তলে গুজুর গুটুর॥ —মানুষের মাথা

৩

চিং চিং পানি তার মধ্যে চোয়াব ও হাড়ি।
তোমার ও তো মনের খবর জানি॥ —মানুষের মাথা

৪

হাঁটে ঢকসা ঢকসা দশপায়।
তিন মুড় দেখিছ রে যোঁছা॥ —কৃষক ও বলদ

৫

উজি উজি উজি
বেড়া লেলো গুঁজি। —সিকনি

প্রত্যেক দেশের ধাঁধার মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্য নিতান্ত সাধারণ ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং ইহা কেবল মাত্র বাংলা দেশের ধাঁধারই বিশেষত্ব নহে, ধাঁধার বহির্মুখী ইহা একটি বিশিষ্ট গুণ। পূর্বেই বলিয়াছি, পদ পূরণের জন্য, পদের উচ্চারণে ঝোঁক সৃষ্টি করিবার জন্য, অনেক সময় মিত্রাক্ষর রচনার জন্যও এই প্রকার অতিরিক্ত শব্দ কিংবা শব্দগুচ্ছ ধাঁধার সঙ্গে যুক্ত করা হয়; কিন্তু তাহা দ্বারা ধাঁধার মূল বক্তব্য কখনও আচ্ছন্ন হইয়া যায় না।

সাধারণতঃ কি কি বিষয় বস্তু অবলম্বন করিয়া ধাঁধা রচিত হইয়াছে, এই বিষয়ে অনুসন্ধানকারিগণ নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। ধাঁধা রচনায় পৃথিবীর সর্বত্রই একটি সাধারণ নীতি অনুসরণ করা হয় কিনা, তাহাও অনুসন্ধানের বিষয় হইয়াছে। কিন্তু এই সম্পর্কে কোন চরম সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছানো সম্ভব হয় নাই। কেহ কেহ দেখাইয়াছেন, ভারতীয় প্রাচীনতম সাহিত্য বা বেদে যে ধাঁধার ব্যবহার হইয়াছে তাহাদের সব কয়টিই প্রকৃতি-বিষয়ক। অথচ প্রকৃতি-বিষয়ক ধাঁধার স্থান পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে নিতান্ত গৌণ। আর্চার টেলার (Archer Taylor) এই বিষয়ে বলিয়াছেন, 'riddles describe familiar household objects, but even in looking about the household and farmstead, the modern English riddler failed to see many things.'

অর্থাৎ সুপরিচিত গৃহস্থালীর জিনিস বা তৈজসপত্র ধাঁধার অবলম্বন হইয়া থাকে, কিন্তু সাম্প্রতিক কালে যে সকল ধাঁধা রচিত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে গৃহস্থালীর বহু জিনিস পত্রেরই অভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ প্রত্যেক মানব-গোষ্ঠীরই নিজস্ব জীবনাচার হইতেই ধাঁধার বিষয় সংগ্রহ করা হয়। অর্থাৎ কৃষি ভিত্তিক জীবনে যে উপাদানগুলি ধাঁধায় স্থান লাভ করে, যাযাবর সমাজে তাহাই স্থান লাভ করিতে পারে না। যাহার গৃহই নাই, তাহার গৃহস্থালীর জিনিস পত্রও নাই, অথচ তাহার অন্যান্য

জীবনোপকরণ আছে, তাহা তাহার মৃগয়ার সরঞ্জাম। যে সকল পশুপক্ষী কিংবা জলচর জন্তু সে শিকার করিয়া থাকে, তাহাদের আচার আচরণ সম্পর্কে তাহার সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং বহির্মুখী অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং সে তাহাই অবলম্বন করিয়া তাহার ধাঁধা রচনা করিয়া থাকে।

বৈদিক যুগে কেবলমাত্র প্রকৃতিই ধাঁধার বিষয় ছিল, এ কথা বলিতে পারা যায় না। কারণ, সে যুগের ধাঁধার মধ্যে কেবলমাত্র বৈদিক সূক্তের মধ্যে বিধৃত ধাঁধাগুলিই রক্ষা পাইয়াছে, অন্যান্য ধাঁধা লুপ্ত হইয়াছে। কারণ, ধাঁধা রচনার একটি বৃহত্তর সামাজিক প্রবণতা হইতেই বৈদিক ধাঁধাগুলির উদ্ভব হইয়াছিল, বেদের সূক্তের মধ্যে যাহা স্থান পায় নাই, তাহা রক্ষা না পাইলেও সে যুগে নানাভাবে যে তাহাদের ব্যবহার হইত তাহা বুঝিতে পারা যায়। বরং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায়, নিসর্গ বা প্রকৃতি বিষয়ক ধাঁধার সংখ্যা সর্বত্রই নিতান্ত অল্প। বাংলাতেও ইহাদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম। অথচ গৃহস্থালীর বিষয় বা তৈজসপত্র সম্পর্কে ধাঁধা যে বাংলায় সর্বাধিক, তাহাও মনে হয় না। বাংলাতে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ বিষয়ক ধাঁধা একটি উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করিয়াছে। নাগরিক জীবনের যতই নিকটবর্তী হওয়া যায়, ততই দেখা যায়, গৃহস্থালীর বিষয় কিংবা পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ বিষয়ক ধাঁধার সংখ্যা ততই কমিয়া আসে। ইহার কারণও সহজেই অনুমান করা যায়; কারণ, প্রত্যক্ষ বস্তু ব্যতীত ধাঁধা রচিত হয় না। গ্রাম্য জীবন কিংবা পশুপক্ষী কীটপতঙ্গের জগৎ যতই আমাদের নিকট হইতে দূরবর্তী হইয়া পড়িতেছে, ততই ইহারা আমাদের কৌতূহল বা ঔৎসুক্য সৃষ্টি করিতে ব্যর্থকাম হইতেছে।

সুতরাং প্রত্যেক জাতিরই জীবনাচারের বৈশিষ্ট্যের উপর ধাঁধার বিষয়-বস্তু নির্ভর করে এবং সমাজ-জীবনের ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধাঁধার বিষয়বস্তুও পরিবর্তিত হইতে থাকে। সাম্প্রতিক কালে বাংলার পল্লীতেও ফুটবল খেলা প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহার ভিত্তিতেও সেখানে ইতিমধ্যেই এই প্রকার ধাঁধা রচিত হইতেছে—

ধপা ধাঁই লাথি খাই কুমড়োর মত।
বেশি করে খাই লাথি পায়ে পড়ি যত॥
ছুটাছুটি করি শেষে হারাইলে গোলে।
আবার তখন মোরে হাতে ধরে তোলে॥

তথাপি সাধারণভাবে সকল দেশের পক্ষেই এই কথা বলা যায় যে, 'riddles are found almost exclusively in the vinicity of the father's house. Earthworms, chickens, milk and eggs, as well as house hold tools, are characteristics and popular themes. (Taylor, 1951). অর্থাৎ বাড়ীর চারিদিকেই ধাঁধার বিষয় ছড়াইয়া আছে। পোকা-মাকড়, মুরগীর ছানা, দুধ, ডিম তৈজসপত্র এ' সবই সাধারণতঃ ধাঁধার বিষয়। বাংলা ধাঁধার পক্ষেও এই উক্তি প্রযোজ্য হইতে পারে। তবে বাঙ্গালী হিন্দুর গৃহে মুরগী পালন করা হয় না বলিয়া মুরগী কিংবা ইহার ছানা সম্পর্কে কোন ধাঁধা বাংলায় প্রচলিত নাই। মুসলমান সমাজেও ইহাদের সংখ্যা খুব অধিক, তাহা বলিতে পারা যায় না।

বাড়ীর চারিদিকেই ধাঁধার বিষয় ছড়াইয়া আছে, এই কথা স্বীকার করিয়া লইলেও দেখা যায়, কতকগুলি নিতান্ত পরিচিত পশুপক্ষীর নাম ধাঁধায় স্থান পাইতে পারে নাই। যেমন কুকুর কিংবা বিড়াল। বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনে ইহাদের অপেক্ষা পরিচিত পশুপক্ষী আর কি আছে? অথচ তাহাদের সম্পর্কে কোন ধাঁধা নাই বলিলেই হয়। পাশ্চাত্ত্য ধাঁধায়ও ইহাদের বিশেষ কোন স্থান নাই। এই বিষয়ে আর্চার টেলার লিখিয়াছেন,—

...dogs and horses are not often the answers to riddles··· cats and mice are virtually never used and riddles rarely allude to wild animals.

অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় এই যে ইউরোপের মত দেশেও কুকুর কিংবা ঘোড়া ধাঁধার বিষয় নহে। অথচ কুকুরের মত প্রিয় গৃহপালিত জীব ইউরোপে আর দ্বিতীয় নাই। কুৎসিৎ আচার এবং অখাদ্য ভক্ষণের জন্য কুকুর ভারতীয় তথা বাংলা ধাঁধায় স্থান না পাইতে পারে, কিন্তু ইউরোপীয় সমাজে সযত্ন লালিত কুকুরের প্রতি এই অবহেলা কেন, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না।

সুতরাং কেবল বাড়ীর চারিদিককার চোখে দেখা জিনিস হইলেই হইবে না, প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে সমাজের বিশিষ্ট মনোভাব (attitude)-এর উপর ধাঁধার বিষয় নির্বাচন নির্ভর করে। সেইজন্য গৃহস্থের নিতান্ত পরিচিত জীব হওয়া সত্ত্বেও কোন দেশেই কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া, সম্পর্কে বিশেষ কোন ধাঁধা নাই, অথচ গরু সম্পর্কে সর্বত্রই সংখ্যাতীত ধাঁধার সন্ধান পাওয়া যায়। তবু পূর্ব বাংলা হইতে কুকুর সম্পর্কে মাত্র ৩টি ধাঁধার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, পশ্চিম বাংলায় একটিরও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

১

ছাই ভিন্ন শুতে না,
লাথি ভিন্ন উঠে না। —রাজশাহী

২

বেকা লেজ,
ভাজি দিতে বেড় পেঁচ। —চট্টগ্রাম

৩

ভাত খায় কললী, না ধোয় মুখ।
কেহ এসে, কেহ এ ন দে ন ভরে ফুক। —ঐ

এলউইন ও আর্চারের যুগ্ম সম্পাদনায় যে *An Indian Riddle Book* প্রকাশিত হইয়াছে (*Man in India, XXIII*, 1943) তাহাতে পাঁচ শতাধিক ধাঁধার মধ্যে কুকুর সম্পর্কে একটি মাত্র ধাঁধা স্থান পাইয়াছে, তাহা মধ্য প্রদেশের মুরিয়া নামক আদিবাসী সমাজ হইতে সংগৃহীত,

'whistle and the pole waves to and fro' —কুকুরের লেজ।

সুতরাং কেবলমাত্র পরিচিত বলিয়াই নহে, বিষয়-বস্তুর প্রতি সমাজের বিশিষ্ট মনোভাবের উপর ধাঁধার বিষয়-নির্বাচন নির্ভর করে।

কেহ কেহ ধাঁধার বিষয় নির্বাচনে স্ত্রীসমাজের সম্পর্কের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতে চাহিতেছেন, ধাঁধা স্ত্রীজাতির জগৎ (women's world). আর্চার টেলার এই মতের পক্ষপাতী। তিনি লিখিতেছেন,—'Provisionally at least, we can say that modern European traditional riddles deal with the subjects in a woman's world or a world as seen from the windows of a house (Taybor, 1951)......We might be inclined to believe that European riddling has become a women's activity.'

অবশ্য এই বিষয়ে এখন পর্যন্তও এমন কোন গবেষণা হয় নাই যাহাতে এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। তবে বাংলা দেশ হইতে যে সকল ধাঁধা যে ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে স্ত্রীসমাজকে ইহার জন্য এতখানি গৌরব দেওয়া যাইতে পারে না। পল্লীসমাজ হইতে ধাঁধা সংগ্রহ করিতে গিয়া দেখা গিয়াছে যে পুরুষেরাই বেশি ধাঁধা বলিতে পারে; বরং মেয়েরা গান এবং ছড়া বলিতে পারিলেও এমন কি সামান্য কিছু লোক-কথাও বলিতে সক্ষম হইলেও ধাঁধা খুব কমই তাহারা

বলিতে পারিয়াছে। বরং তাহার পরিবর্তে নিরক্ষর কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ—সকল বয়সের পুরুষের নিকট হইতেই অধিক ধাঁধার সংগ্রহ হইয়াছে।

সুতরাং ইউরোপের স্ত্রীসমাজ-সম্পর্কে আর্চার টেলারের সিদ্ধান্ত বহুলাংশে সত্য হইলেও ভারতীয় পল্লীর স্ত্রীসমাজ সম্পর্কে তাহা সর্বাংশে প্রযোজ্য হইতে পারে না। কারণ, ইউরোপীয় স্ত্রীসমাজ মননশীলতায় যতখানি অগ্রসর হইয়াছে, ভারতীয় পল্লীর স্ত্রীসমাজ ততখানি অগ্রসর নহে।

বিশেষতঃ ধাঁধা রচনার জন্য কতকটা মননশীলতা, শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তাহা ভারতীয় পল্লীরমণীর মধ্যে ততখানি নাই। সেইজন্য এইদেশে পুরুষও ধাঁধা রচনা এবং তাহার বিষয় নির্বাচনে সমান অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

ধাঁধার বিষয়বস্তু নির্বাচনে জাতির নিজস্ব সাংস্কৃতিক জীবনাচরণগত বৈশিষ্ট্যই প্রধানতঃ নির্ভর করে। সেইজন্য একই ভৌগোলিক পরিবেশে বাস করিয়াও বিভিন্ন জাতির ধাঁধা বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে—এক এবং অভিন্ন হয় না।

আর্চার এবং এলউইন এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'All the tribes of Chhota Nagpur and Central India have a similar landscape. Many of them have common inplements. There material environments are much the same. Yet out of a tribe's four hundred riddles, scarcely forty are shared. Almost all Oraon riddles differ markedly from Munda. Almost all Kharia riddles differ radically from Santal, Almost all Baiga riddles are quite distinct from Muria. Instead of each area possesing a common stock it is as if a tribe keeps rigidly to itself. Besides a ban on inter-tribal it is as if there were a ban on inter-tribal riddles.' (Elwin and Archer, 1943, 30)

সুতরাং ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, কতকগুলি সাধারণ বিষয়বস্তু বাদ দিয়া জাতির বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মধ্য হইতেই ধাঁধার বিষয়-বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়।

অনেকে মনে করেন, ধাঁধার বিষয়-বস্তু নৈর্ব্যক্তিক কোন ভাব মাত্র নহে, বরং তাহার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ কোন বস্তু। বাংলা ধাঁধাগুলি বিশ্লেষণ করিলে এই উক্তি আংশিক সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কারণ, ব্যবহার (habit) আচার (ritual) মৃত্যু, ভয়, চিন্তা ইত্যাদি সম্পর্কেও বহু বাংলা ধাঁধার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং যে জাতির যেমন ভাবনা, সেই অনুযায়ীই ধাঁধা রচিত

হইয়া থাকে, কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মানব-সংস্কৃতির কোনও বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে গিয়া সর্বদাই ভারতের মত একটি অতি প্রাচীন সভ্য দেশের নিদর্শন পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। সেই জন্যই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র ইউরোপের পক্ষে সত্য হইলেও প্রাচীনতর ঐতিহ্যমূলক দেশগুলি সম্পর্কে কদাচ সত্য হয় না।

তবে এই কথাও সত্য যে ধাঁধার বিষয়-বস্তু সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ বস্তু (concrete object)ই হইয়া থাকে। বাংলা দেশেও যে সকল ধাঁধা প্রচলিত আছে, তাহাদেরও শতকরা ৮০ ভাগই প্রত্যক্ষ বস্তু-বিষয়ক. তবে অবশিষ্ট শতকরা ২০ ভাগের বিষয়-বস্তু যে নৈর্ব্যক্তিক ভাবমূলক (abstract) তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যাইবে না।

কোন্ বয়সের নরনারীর মধ্যে কি পরিমাণ ধাঁধার ব্যবহার হয়, এই বিষয়েও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন যে, 'Interest in riddles began at about four years and culminated at eight to ten years.' এই সিদ্ধান্তও পৃথিবী ব্যাপী সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে না। কেবলমাত্র যে সকল সমাজে শিক্ষাবিস্তার অত্যন্ত ব্যাপক অর্থাৎ নিরক্ষর প্রায় নাই বলিলেই চলে, তাহাতে যে বয়সে ধাঁধার ব্যবহার হয়, নিরক্ষর কিংবা শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসর সমাজের মধ্যে তাহা সেই ভাবে প্রচলিত থাকিতে পারে না। বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলে নিরক্ষর বৃদ্ধদিগকেও, তাহার শিশু সন্তানদিগের কিংবা পৌত্র এবং দৌহিত্রদিগের সঙ্গে একত্র ধাঁধার সমস্যা পূরণ করিতে শুনিতে পাওয়া যায়। নাগরিক জীবনে এদেশে কোন বয়সের শিশুর মধ্যেই এই বিষয়ে কোন আন্তরিক আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। শিশু পত্রিকায় যে সকল কাব্যধাঁধা প্রকাশিত হয়, তাহাও প্রকৃত পক্ষে পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিরই রচনা, শিশুর রচনা নহে।

৩

ধাঁধার ব্যবহার (function)

কোন গোপনীয় কথা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করিবার বাধা বা অন্তরায় বোধ হইলেই হেঁয়ালী করিয়া তাহা প্রকাশ করিবার রীতির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছেন। আদিম সমাজে মৃতদেহের সম্মুখে সকল কথাই অপ্রত্যক্ষ (indirectly) ভাবে বা হেঁয়ালীর আকারে প্রকাশ করা

হইত, কারণ, মৃতদেহকে ঘিরিয়াই প্রেতাত্মার অবস্থান হইয়া থাকে এবং প্রেতাত্মার নিকট সকল পার্থিব বিষয়ই গোপন করিবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। এখনও অন্ত্যেষ্টি ধাঁধা (Death Riddle) নামক যে এক শ্রেণীর ধাঁধার কোন কোন সমাজে প্রচলন আছে, তাহা আদিম সমাজ হইতে উদ্ভূত এই মনোভাবেরই পরিচায়ক।

যে উদ্দেশ্যেই সমাজে ধাঁধার প্রথম উদ্ভব হউক না কেন, কালক্রমে ইহা সমাজ-জীবনের বহু ব্যবহারিক প্রয়োজনে আসিতে লাগিল। সমাজে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার বহু প্রয়োজনীয়তা আজ লুপ্ত হইয়া গেলেও এখনও ইহা যে বিভিন্নমুখী প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া থাকে, তাহা হইতেই ইহার সামাজিক মূল্য বুঝিতে পারা যাইবে।

সমস্যা পূরণ বা ধাঁধার উত্তর দানের জন্য প্রথমতঃ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির প্রয়োজন হয়, ইহা একক অনুশীলনের বিষয় নহে। সেইজন্য নাগরিক জীবনে যে নিঃসঙ্গতার ভাব দেখা দিয়াছে, যে সমাজে ইহার প্রচলন আছে, তাহাতে ইহা স্থান পাইতে পারে না। সমস্যা পূরণের মধ্যে বহু ব্যক্তি একসঙ্গে যোগ দিতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে তাহা হইলেই ইহার সম্পর্কে যথার্থ কৌতূহল সৃষ্টি হইতে পারে। বাংলার পল্লীগ্রামে কোন অবকাশের সময় গ্রামবৃদ্ধদিগকে ঘিরিয়া গ্রাম্য বালকের দল এক সঙ্গে বসিয়া সকলে সমবেতভাবে যে সমস্যার জিজ্ঞাসা ও তাহার মীমাংসা করিয়া থাকে, তাহাতে ইহার একভাবে চর্চা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা তাহার একটি দিক মাত্র। যে সমাজে প্রাচীন কোন ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া ধাঁধা বিকাশ লাভ করে, তাহাতে ইহার আর একটি মূল্য আছে, তাহা ইহার আচার (ritual) গত মূল্য। অর্থাৎ ধাঁধার ব্যবহার প্রধানতঃ দুই প্রকারে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ কৌতুক ও বুদ্ধির অনুশীলনের জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানের জন্য। আদিম সমাজে ঐন্দ্রজালিক উদ্দেশ্যে একমাত্র ধর্মীয় এবং সামাজিক আচারানুষ্ঠানেই ইহার ব্যবহার ছিল, ক্রমে ইহার সেই মূল্য হ্রাস পাইয়া প্রথমতঃ বুদ্ধির অনুশীলন এবং তারপর কেবলমাত্র কৌতুক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ইহার ব্যবহার হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, নাগরিক আত্মকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মত ইহাও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই আশঙ্কা কতদূর সত্য, তাহাও গভীরভাবে বিশ্লেষণ না করিয়া বলিতে পারা যাইবে না।

কাটন —সতীর শোকে মহাদেব উন্মাদ হয় মিথ্যা কথা নয়।
কমলাকান্ত জানেন অন্ত আপনি নারায়ণ।
সুদর্শনে সতী দেহ করিলেন ছেদন ॥
তারপরে শুন বিবরণ বিধাতা লিখন।
গৌরী নামে জন্মিলেন দুর্গা গিরিরাজার ভুবন ॥
দেবের লীলা বুঝিবারে সাধ্য আছে কার।
গৌরী দেবীর সাথে শিবের বিবাহ হয়ে যায় ॥
যখনি হইল বিবাহ মাতার সহিত।
তখনি হইল শিব অতীব সুধীর।
সুধীর হইয়া শিবের উন্মাদনা গেল।
পথ ছাড় পশুপতি পুজিব সকলে ॥

বাঁধন

ভাট গন্ধা নিরবধি তিন টেঁকের মাথা।
দশ মাস দশ দিন ছিলে তোমরা কোথা ॥
কোথায় পেতে চাল কড়ি, ভাই, কোথায় পেতে হাঁড়ি।
কোথায় বসিয়ে তোমরা কাটিতে ত্রিকড়ি ॥
কোথায় বসিয়ে তোমরা করিতে রন্ধন।
কোথায় বসিয়ে তোমরা করিতে ভক্ষণ ॥
কোন শিয়রী শুতে তোমরা কোন্ শিয়রী পা।
ভূমিষ্ঠ হয়ে তোমরা কাকে বল মা ॥

কাটন

ভাট গন্ধা নিরবধি তিন টেঁকের মাথা।
দশ মাস দশ দিন ছিলাম আমরা তথা ॥
তথায় পেতাম চাল কড়ি ভাই তথায় পেতাম হাঁড়ি।
তথায় বসিয়ে আমরা কাটিতেম ত্রিকড়ি ॥
তথায় বসিয়ে আমরা করিতেম রন্ধন।
তথায় বসিয়ে আমরা করিতেম ভক্ষণ ॥
দক্ষিণ শিয়রী শুতেম আমরা দক্ষিণ শিয়রী পা।
ভূমিষ্ঠ হয়ে আমরা বসুমতীকে বলি মা ॥[১]

১ শ্রীপ্রশান্ত হালদার কর্তৃক যশোর ২৪-পরগণা জিলার সীমান্ত হইতে সংগৃহীত।

অষ্টম অধ্যায়

কাহিনী মূলক

কতকগুলি ধাঁধার সুদীর্ঘ কাহিনী ব্যাপিয়া জিজ্ঞাসাটি প্রকাশ করা হয়, সাধারণ ধাঁধার মত কেবলমাত্র কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কবিতার পদের মধ্য দিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসাটি উপস্থিত করা হয় না। ইহাদিগকে কাহিনীমূলক ধাঁধা বলিয়া উল্লেখ করা যায়। কালিদাসের নামে প্রচলিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বৌদ্ধ জাতক এবং অন্যান্য প্রাচীন কথাসাহিত্যে ইহাদের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। বাংলা দেশের লৌকিক কথাসাহিত্যের উপরও ইহাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব স্থাপিত হইয়াছিল। এমন কি, এই শ্রেণীর সংস্কৃত কাহিনীগুলি বাংলায় রূপান্তরিত হইয়াও বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। ক্রমে তাহাদের অনুসরণে বহু বাংলা কাহিনীও মুখে মুখে রচিত হইয়াছে।

এই সকল কাহিনীর মধ্যে যেমন একদিকে নীতি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তেমনই আর একদিক দিয়া হাস্যরস সৃষ্টিরও অবকাশ পাওয়া গিয়াছে। অধিকাংশ বাংলা কাহিনীরই জিজ্ঞাস্য বোকা কে? একাধিক বোকার কাণ্ড ইহাদের মধ্যে বর্ণনা করিবার পর সব চাইতে বোকা কে, তাহাই এখানে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে এবং বোকাদিগের আচার আচরণ প্রচুর হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছে। বাংলা ধাঁধায় যে পরিমাণ হাস্যরস পরিবেশন করা হইয়াছে, তাহার একটা বিপুল অংশ এই শ্রেণীর কাহিনীর মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে।

'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র এই শ্রেণীর কাহিনীগুলি বাংলা দেশে ব্যাপক প্রচলিত বলিয়া তাহারও কয়েকটি কাহিনী নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। একটি জাতকের কাহিনীরও নিদর্শন দেওয়া হইল। এই সকল কাহিনী সামান্য পরিবর্তিত আকারে বাংলা দেশের আজিও সর্বত্রই প্রচলিত আছে।

১

বারাণসীর রাজা ছিলেন প্রতাপ মুকুট, বজ্রমুকুট ছিল তাঁহার হৃদয়-নন্দন রাজকুমার। একদিন রাজকুমার অমাত্যপুত্রের সঙ্গে এক অরণ্যের নিকটবর্তী স্থানে মৃগয়ায় গমন করেন। ঐ স্থানে ছিল এক মনোরম সরোবর। রাজপুত্র যখন অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, তখন এক সুন্দরী রাজকন্যা সেই সরোবর তীরে স্নান সমাপন করিয়া মহাদেবের পূজা করিতেছিলেন। রাজকুমার

রাজকুমারীকে দেখিয়া মোহিত হইলেন। রাজকুমারীও রাজকুমারকে দেখিয়া অলক পদ্ম হস্তে লইলেন, তাহা কর্ণ সংযুক্ত করিয়া দন্ত দ্বারা ছিন্ন করিলেন এবং পদতলে নিক্ষেপ করিলেন, আবার তাহা গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে স্থাপন করিলেন এবং রাজকুমারের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে সঙ্গিনীদের সঙ্গে প্রস্থান করিলেন।

এইদিকে রাজকুমার বিরহ বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিলেন এবং প্রিয় বয়স্য অমাত্যপুত্র সর্বাধিকুমারকে বলিলেন—'বন্ধু, আমি এক অজ্ঞাতনামা সুন্দরীকে ভালবাসিয়াছি, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহাকে না পাইলে প্রাণত্যাগ করিব।' সর্বাধিকুমার প্রশ্ন করিলেন—'বন্ধু, সে কি প্রস্থান সময়ে তোমাকে কিছু বলিয়াছিল?' —'না বয়স্য'। —'তবে সে কি কোন ইঙ্গিত করিয়াছিল?' রাজকুমার সেই কমল-ঘটিত বৃত্তান্ত বলিলেন। সর্বাধিকারীর পুত্র বলিলেন—'শুন বন্ধু, পদ্মপুষ্প মস্তক হইতে কর্ণে সংলগ্ন করিয়া সে বলিতে চায়—সে কর্ণাটনিবাসিনী, দন্ত দ্বারা ছিন্ন করিয়া সে বলিয়াছে, সে দন্তবাট রাজার কন্যা। পদ্ম পদতলে নিক্ষেপ করিয়া সে এই সঙ্কেত করিতে চায় যে তাহার নাম পদ্মাবতী। আর সেই পদ্ম হৃদয়ে রাখিয়া সে বলিল, তুমিই তাহার প্রিয়তম।'

রাজপুত্র অত্যন্ত খুশী হইয়া প্রিয় বয়স্যকে লইয়া কর্ণাট নগরে গেলেন। সেখানে এক বৃদ্ধার সহায়তায় রাজকুমার রাজকুমারীর নিকট তাহার আগমন সংবাদ প্রেরণ করিলেন। রাজকুমারী বৃদ্ধাকে গলা ধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। শুনিয়া রাজপুত্র অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সর্বাধিকারী পুত্র বলিলেন—'বয়স্য, চিন্তার কোন কারণ নাই। এই গলহস্ত প্রতিকূল নয়, অনুকূল। সে সঙ্কেত করিতেছে অন্তঃপুরের খড়কী দিয়া রজনী যোগে যাইতে হইবে। রজনী উপস্থিত হইল। রাজকুমার অন্তঃপুরের খড়কী দিয়া প্রাসাদে উপনীত হইলেন। গান্ধর্ব বিধানে তাঁহাদের বিবাহ হইল।

ব্যাখ্যা—এখানে ইঙ্গিতগুলিকে ধাঁধা এবং সর্বাধিকুমার দ্বারা ইঙ্গিতগুলির ব্যাখ্যা ধাঁধার ব্যাখ্যা বলিয়া মনে করিতে হইবে।

২

জয়স্থল নামে এক নগর ছিল। তথায় কেশব নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। ব্রাহ্মণের মধুমালতী নামে এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। তাহার পিতা ও ভ্রাতা মধুমালতীর বিবাহের জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিল। ক্রমে তিন পাত্র একত্রিত

হইল, তাহাদের নাম ত্রিবিক্রম, বামন ও মধুসূদন। তিনজনেই রূপে গুণে, বিদ্যায় বয়সে সমতুল্য। ব্রাহ্মণ এখন কি করেন? এমন সময় সর্পাঘাতে মধুমালতীর মৃত্যু ঘটিল। বিষবৈদ্যেরা অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাকে বাঁচান গেল না। অবশেষে শ্মশানে তাহার দেহ দাহ করা হইল। বরেরা মধুমালতী লাভে হতাশ হইয়া বৈরাগ্যভাব সম্পন্ন হইলেন। ত্রিবিক্রম চিতা হইতে অস্থি সঞ্চয় করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বামন সন্ন্যাসী হইয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। মধুসূদনও সেই শ্মশান প্রান্তে পর্ণশালা নির্মাণ করিয়া রাশিকৃত দেহ ভস্ম লইয়া যোগসাধনা করিতে লাগিলেন। একদিন বামনের সঙ্গে এক ব্রাহ্মণীর সাক্ষাৎ হইল, তিনি মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জানিতেন। মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র আয়ত্ত করিবার পর দৈবযোগে তাহার সঙ্গে অপর দুইজন বরেরও দেখা হইল। তাহারা বামনকে অস্থি ও ভস্ম প্রদান করিল। বামনের মন্ত্র প্রভাবে মধুমালতী পুনর্জীবিতা হইল। এইবার আবার তিনজনই মধুমালতীর প্রার্থী হইল। এখন কে মধুমালতী লাভে যথার্থ অধিকারী?

ত্রিবিক্রম অস্থি সঞ্চয় দ্বারা মধুমালতীর পুত্র স্থানীয় হইয়াছে। আর বামন জীবন দান দ্বারা পিতৃস্থানীয় হইয়াছে। অতএব ন্যায়ানুসারে মধুসূদন তাহার যথার্থ অধিকারী। কারণ, সে ভস্মরাশি সংগ্রহ করিয়া ও শ্মশানবাসী হইয়া যথার্থ প্রণয়ীর কাজ করিয়াছে।

৩

ধারা নগরে মহাবল নামে এক রাজা ছিল। তাঁহার দূতের নাম ছিল হরিদাস। হরিদাসের এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল, তাহার নাম মহাদেবী। মহাদেবী একদিন পিতাকে বলিল—পিতঃ, 'যাঁহার সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে তিনি যেন সর্বগুণান্বিত পুরুষ হন'। একদিন এক ব্রাহ্মণ-তনয় হরিদাসকে বলিল—'তোমার সুন্দরী কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ দাও।' হরিদাস তাহার কন্যার প্রার্থনার বিষয় ব্রাহ্মণ-তনয়কে জ্ঞাপন করিল। ব্রাহ্মণ-তনয় বলিল, 'আমি বাল্যকাল অবধি নানা বিদ্যা যত্নে আয়ত্ত করিয়াছি। এমন কি, এক আশ্চর্য রথ আমি নির্মাণ করিয়াছি, যাহাতে আরোহণ করিলে এক দণ্ডে সর্বগম্য স্থানে উপনীত হওয়া যায়।' হরিদাস বলিল, 'আগামী কল্য আমার বাড়ীতে তোমার রথ লইয়া আসিও। তোমাকে কন্যা দান করিব।' এই দিকে হরিদাসের স্ত্রী, পুত্রও পৃথক্ পৃথক্ ব্রাহ্মণ-তনয়কে মহাদেবীর সঙ্গে

বিবাহ দিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু দৈবদুর্যোগে সেই রাত্রিতেই বিন্ধ্যাচলবাসী এক রাক্ষস মহাদেবীকে লইয়া প্রস্থান করিল; পরদিন প্রাতঃকালে মহাদেবীর অদর্শনে গৃহে কান্নার রোল উঠিল। বিবাহার্থী যুবকদের মধ্যে একজন হরিদাসকে বলিল—'আমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। বর্তমানে আপনার কন্যাকে এক রাক্ষস হরণ করিয়া বিন্ধ্যপর্বতে লইয়া গিয়াছে।' দ্বিতীয় বর বলিল, 'আমি শব্দভেদী শর দ্বারা শত্রুর প্রাণ সংহার করিতে পারি, যদি কেহ আমাকে বিন্ধ্য পর্বতে পৌছাইয়া দিতে পারে।' তৃতীয় বর বলিল—'এই আমার রথ, ইহাতে আরোহণ করিয়া তথায় গমন কর।' দ্বিতীয় জন রথারোহণে বিন্ধ্যপর্বতে গমন করিল এবং রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিয়া মহাদেবী সমভিব্যাহারে ধারা নগরে প্রত্যাবর্তন করিল। এইবার তিন বর বিবাদ করিতে লাগিল। প্রত্যেকেরই দাবী সেই মহাদেবীর পাণিগ্রহণের অধিকারী। কে মহাদেবীর পাণিগ্রহণের যথার্থ অধিকারী?

মহাদেবীকে উদ্ধার করিয়াছে সেই বরই কন্যা লাভের প্রকৃত অধিকারী

৪

ধর্মপুর নগরে ধর্মশীল নামে এক রাজা ছিলেন। রাজা অতি সুশীল, সংসার ধনে জনে পরিপূর্ণ, কিন্তু মনে তাঁহার শান্তি নাই। কারণ, রাজা অপুত্রক। একদিন রাজা মন্ত্রীর পরামর্শে দেবী কাত্যায়নীর পূজা করিয়া পুত্রবর লাভ করিলেন। সেই দেশে দীনদাস নামে এক তন্তুবায় ছিলেন। দীনদাস এক পরমাসুন্দরী কন্যার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ ছিলেন। তিনিও একদিন কাত্যায়নী মন্দিরে গিয়া দেবীর নিকট প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইলেন, 'যদি আমি এই সুন্দরী রমণীকে লাভ করি, তবে স্বহস্তে নিজ মস্তক ছেদন করিয়া তোমার পূজা দিব।' কিছুদিন বাদে দীনদাসের সঙ্গে সেই রূপলাবণ্যবতী নারীর বিবাহ হইল। দীনদাস প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া অভিলষিত দারসমাগম দ্বারা সুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। একদিন দীনদাস তাহার মনোরমা পত্নী ও প্রিয় বয়স্যের সঙ্গে শ্বশুরালয়ে যাইতেছেন, পথে সেই কাত্যায়নী মন্দির দর্শন করিয়া তাহার পূর্ব স্মৃতি জাগ্রত হইল। সে বন্ধু ও পত্নীকে পথে অপেক্ষা করিতে বলিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল এবং স্বহস্তে দেবীর খড়্গ দ্বারা মস্তক ছেদন করিল। দীনদাসের প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব দেখিয়া তাহার বন্ধু মন্দিরে প্রবেশ করিল এবং ভাবিল—সংসারের লোক মনে করিবে আমিই ইহার স্ত্রীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া ইহাকে

বধ করিয়াছি। এইরূপ লোকাপবাদ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়। সুতরাং আমার প্রাণত্যাগ করাই বিধেয়।' সেও খড়্গ দ্বারা নিজের মস্তক দেহচ্যুত করিল। এইদিকে তন্তুবায় কন্যা বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল এবং চিন্তা করিল—বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল। তাছাড়া লোকেও বলিবে আমিই আমার স্বামী ও স্বামীর বন্ধুর প্রাণ বধ করিয়াছি। সুতরাং আমার প্রাণত্যাগ করাই বিধেয়। সেও সেই শোণিত-রঞ্জিত খড়্গ দ্বারা আত্মহত্যায় নিযুক্ত হইল। ঠিক সেই সময়ে স্বয়ং দেবী আবির্ভূতা হইলেন এবং বলিলেন—'আমি তোমার সাহস দেখিয়া প্রসন্ন হইয়াছি। বর প্রার্থনা কর।' তন্তুবায় কন্যা বলিল—'জননি! যদি তুমি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তবে ইঁহাদের প্রাণ দান কর।' দেবী বলিলেন—'তুমি দেহে মস্তক সংযুক্ত করিলেই ইহারা বাঁচিয়া উঠিবেন।' তন্তুবায় কন্যা অত্যন্ত আনন্দে একের মস্তক অন্যের দেহে সংযুক্ত করিয়া দিলেন। উভয়ই প্রাণ পাইয়া পুনর্জীবিত হইলেন এখন কোন ব্যক্তি এই কন্যার স্বামী হইবে?

দেহের সমুদয় অঙ্গের মধ্যে মস্তক উত্তম, সুতরাং যে ব্যক্তির কলেবরে পূর্ব স্বামীর উত্তমাঙ্গ সংযোজিত হইয়াছে, সেই তাহার স্বামী হইবে।

৫

মহাউম্‌মগ্‌গ জাতক

বোধিসত্ত্ব এক জন্মে মহৌষধ কুমার নামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শ্রীবর্ধন ছিলেন মিথিলার সন্নিহিত পূর্বযবমধ্যক গ্রামের শ্রেষ্ঠী। মিথিলার রাজা নানা কৌশলে শ্রেষ্ঠিপুত্রের বুদ্ধি পরীক্ষা করিতেন, প্রতি বারই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মহৌষধ পণ্ডিত সমাজে শ্রেষ্ঠাসন লাভ করিতেন।

(১) একদিন রাজা গ্রামবাসীদিগকে মহৌষধের নিকট প্রেরণ করিলে, বলিয়া পাঠাইলেন আমার দোলায় ক্রীড়া করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। এখানে বালুকার যে পুরাতন রজ্জু ছিল, তাহা ছিন্ন হইয়াছে, তোমরা বালুকার দ্বারা একটি রজ্জু পাকাইয়া দিবে। যদি তাহা দিতে অসমর্থ হও তবে তোমাদের সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিতে হইবে।' গ্রামবাসীরা নিরুপায় হইয়া মহৌষধের সম্মুখীন হইল। মহৌষধ তাহাদের আশ্বস্ত করিয়া কয়েক জন বচন কুশল লোককে আহ্বান করিলেন এবং তাহাদের কিছু শিখাইয়া দিলেন। তাহারা রাজার নিকট গিয়া বলিল—

'মহারাজ গ্রামবাসীরা বুঝিতে পারিতেছে না আপনার ঐ পুরাতন বালুকার রজ্জু কতটা স্থূল বা সূক্ষ্ম ছিল। অনুগ্রহ করিয়া ঐ পুরাতন বালুকা রজ্জুর বিতস্তি-প্রমাণ অন্ততঃ চতুরঙ্গুলি প্রমাণ পাঠাইয়া বাধিত করুন। ঐ পুরাতন রজ্জু দেখিয়া আমরা প্রয়োজন মত স্থূল বা সূক্ষ্ম রজ্জু প্রস্তুত করিব। রাজা বলিলেন—'আমার বাড়ীতে কখনও বালুকার রজ্জু ছিল না।'

বচনকুশল এক ব্যক্তি বলিল—'মহারাজ, আপনি যদি নিদর্শন দেখাইতে না পারেন, যবমধ্যক গ্রামবাসীরা কিরূপে রজ্জু প্রস্তুত করিবে?'

রাজা প্রশ্ন করিলেন—'কে এই প্রতিসমস্যা বাহির করিয়াছে?'

তাহারা বলিল—'মহৌষধকুমার'।

(২) একদিন রাজা আদেশ করিলেন—'আমার জলকেলি করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। পূর্বযবমধ্যক গ্রামবাসীদের পঞ্চবিধ পদ্ম সুশোভিত একটি পুষ্করিণী প্রেরণ করিতে হইবে। যদি তাহারা অসমর্থ হয়, তাহাদের সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিতে হইবে।'

গ্রামবাসীরা মহৌষধের আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। মহৌষধ কয়েক জন বাক্‌পটু লোককে আহ্বান করিলেন। তাহাদের বলিলেন—

'তোমরা অনেকক্ষণ জলকেলি করিবে যাহাতে তোমাদের চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, তারপর আর্দ্রকেশে আর্দ্রবস্ত্রে পঙ্কলিপ্ত দেহে রাজদ্বারে উপনীত হইয়া রাজাকে সংবাদ পাঠাইবে—তোমরা রাজদ্বারে তাঁহার দর্শন মানসে প্রতীক্ষা করিতেছ। তাঁহার অনুমতি লাভ করিলে রাজভবনে প্রবেশ করিবে এবং রাজাকে বলিবে—'মহারাজ, আপনি পূর্ব যবমধ্যক গ্রামবাসীদের একটি পুষ্করিণী পাঠাইতে আদেশ দিয়াছেন, আমরা আপনার আদেশানুসারে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী লইয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু সেই পুষ্করিণী বনবাসিনী। নগরীর প্রাকার, পরিখা, অট্টালিকা ও লোকজন দেখিয়া সে ভয়ে রজ্জু ছিন্ন করিয়া আবার বনেই পলাইয়া গিয়াছে। আমরা তাহাকে লোষ্ট্রদণ্ডে আঘাত করিয়াও আর ফিরাইতে পারিলাম না। আপনি ইতিপূর্বে জলকেলির জন্য বন হইতে যে পুষ্করিণীটি আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ করুন, তাহার সঙ্গে এই নূতন পুষ্করিণীকে যুড়িয়া তবে লইয়া আসিব।' রাজা বলিলেন—

আমি পূর্বে কখনও কোন পুষ্করিণী বন হইতে আনয়ন করি নাই, পুষ্করিণী আনয়নের জন্যও অন্য পুষ্করিণী প্রেরণ করি নাই।'

'তাহা হইলে মহারাজ, আমরাই বা কি করিয়া এই কাজ করিতে পারি ?

(৩) যবমধ্যক গ্রামের একটি প্রাচীন বনেদী অথচ গরীব শ্রেষ্ঠী পরিবারের বালিকাকে দেখিয়া মহোষধ ভাবিলেন—কন্যাটি পরমাসুন্দরী, সর্বসুলক্ষণা এবং আমার পদচারিকা হইবার উপযুক্তা। কিন্তু এই নারী বিবাহিতা বা অবিবাহিতা তাহা তো জানি না। তিনি তাহার বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য দূরে থাকিয়াই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিলেন। বালিকা বুঝিল তিনি বিবাহিতা কি অবিবাহিতা পথিক তাহা জানিতে চাহিতেছেন। সেও নিজের মুষ্টি খুলিয়া দেখাইল। বোধিসত্ত্ব এইবার অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং প্রশ্ন করিলেন—

'তোমার নাম কি ভদ্রে ?'

বালিকা বলিল—'প্রভু, যাহা পূর্বে হয় নাই, পরেও হইবে না, এখনও নাই—আমার নাম তাহাই।'

বোধিসত্ত্ব বলিলেন—'জগতে অমর কিছুই নাই। তবে কি তোমার নাম অমরা ?'

বালিকা উত্তর করিল—'তাহাই প্রভু।'

—'তুমি কাহার জন্য যবাগু লইয়া যাইতেছ ?'

—'পূর্ব দেবতার জন্য, প্রভু।'

বোধিসত্ত্ব বলিলেন—'মাতাপিতাই পূর্ব দেবতা, তবে তুমি কি তোমার পিতার জন্য যবাগু লইয়া যাইতেছ ?'

—'হাঁ, প্রভু।'

—'তোমার পিতা কি করেন ?'

—'তিনি এককে দুই করেন।'

—'একের দ্বিধাকরণকে কর্ষণ বলা হয়, তবে কি তিনি কৃষিকাজ করেন ?'

—'হাঁ, প্রভু।'

—'তিনি এখন কোথায় কৃষিকর্ম করিতেছেন ?'

—'যেখানে একবার গমন করিলে কেহ আর প্রত্যাগমন করে না।'

—'ভদ্রে, তোমার পিতা কি তবে শ্মশানের নিকটে কৃষিকর্ম করিতেছেন ?'

—'হাঁ, প্রভু তাহাই।'

—'তুমি আজই প্রত্যাবর্তন করিবে ত ?'

—'প্রভু, যদি আসে, তবে আসিব না, যদি না আসে তবে আসিব।'

—'ভদ্রে, যদি নদীতে বান আসে, তবে বোধ হয় তুমি ফিরিবে না, যদি বান না আসে তবে বোধ হয় ফিরিবে।'

—'হাঁ, প্রভু, তাহাই ঠিক।'

এইবার বোধিসত্ত্ব বলিলেন—'আমি তোমার বাড়ী যাইব পথ বলিয়া দাও।'

অমরা বলিল—ভালোই, বলিতেছি শুন—

ছাতু আর আমানির দোকান দুটা আছে ;
তার পর ফুটেছে ফুল কোবিদার গাছে।
যে হাতে খায় ভাত লোকে, সেই দিকে যাও ;
যে হাতে খায় না কেহ, সেই দিক ছেড়ে দাও।
যব মধ্যক গাঁয়ে যেতে গুপ্ত পথ এই ;
ঘটে আছে বুদ্ধি যার, জানতে পারে সেই। —'জাতক মঞ্জরী'

৬

এক গ্রামে এক শিকারী বাস করত। সে তার বউয়ের নাকের নোলক হাতে ধরে রেখে প্রত্যেক দিন তার মধ দিয়ে তীর চালাত। একদিন সে শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করল যে তার স্বামী রোজ তার নাকের নোলকের মধ্য দিয়ে তীর চালায়, সে কি উপায় করবে? শাশুড়ী বলল, 'তুমি ছেলেকে বলবে তোমার মত শিকারী এই পৃথিবীতে অনেক আছে।' শিকারী বউয়ের কথা পরীক্ষা করার জন্য দেশ ভ্রমণে বেরোল। যেতে যেতে অনেক দূর গিয়ে দেখল একটা মাঠে লোকেরা লাঙল চালাচ্ছে। শিকারী তামাক খাবে বলে আগুন চাইতে গেল। আগুন নিয়ে তামাক খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের এখানে খোন্দকারী (শিকারী) আছে?' তারা হাঁ' বলল। তারা আরও জানাল যে সেই শিকারী এমন বীর যে সে তার বাড়ী থেকে তীর ছুঁড়লে তা আমাদের ক্ষেতের মধ্যে এসে পড়ে, আর আমরা তখন বুঝতে পারি যে আমাদের বাড়ী ফিরবার সময় হয়েছে। এমন সময় সেই শিকারী এল এবং উভয়ের মিলন হল। দুজনে ঐ দেশ থেকে বেরিয়ে পড়ল এবং ঘুরতে ঘুরতে অনেক দূর গেল। সেখানে তারা এমন এক লোকের সন্ধান পেল যে ভাত খাওয়া হলেই এক দৌড়ে সে সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরে আসে। তাকেও তারা তাদের দলে নিল। তিন জনে আবার তাদের যাত্রা শুরু করল। এমন সময় তারা এক অন্ধকে দেখতে পেল। সেই অন্ধ আকাশের দিকে তাকিয়ে কি দেখতে দেখতে আসছে। তিনজন তাকে জিজ্ঞাসা করল, সে অন্ধ অথচ কি দেখছে। সে বলল যে সে

আকাশে অনেক অপ্সরী নাচতে দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু এরা তিনজন তাকে দেখতে পাচ্ছে না। এবার চারজন হল। তারা চলতে লাগল। যেতে যেতে এক রাজার দেশে এসে উপস্থিত হল। সেখানে গিয়ে দেখল সেই দেশের রাজার মেয়ের খুব অসুখ। তারা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করল 'তোমরা রাজকন্যাকে সুস্থ করতে পারবে কি না?' পারবে বলায় তাদের রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা তাদের খুব সম্মান করল। তাদেরে নানাভাবে আপ্যায়ন করল। এমন সময় অন্ধ বলল, আমি ওষুধটা পাব কোথায়? যেখানে সূর্য আছে সেখানে ওষুধ আছে, আমি পাব কি করে? বন্ধুদের বলায় তারা বলল একমাত্র যে এক দৌড়ে পৃথিবী ঘুরে আসে সে ছাড়া পাবে না। তখন সেই লোকটি খাওয়া দাওয়া সেরে ওষুধ আনতে এক দৌড়ে পৃথিবী ঘুরে আসতে বেরুলো, ওষুধ আনা হল। আসতে আসতে সে জঙ্গলের মধ্যে একটা বিরাট বটগাছ দেখতে পেল। সে সেখানে একটু বিশ্রাম করবে ভাবল, তারপর সে ওষুধ নিয়ে যাবে। বিশ্রাম করতে করতে গিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল। একটা সাপ ওকে খাওয়ার জন্য হাঁ করে গিলতে এল। বাকিরা বলল ওর ফিরে আসতে এত দেরী হচ্ছে কেন? এমন সময় অন্ধ উপলব্ধি করল যে একটা বিরাট সাপ যে বটগাছের তলায় বিশ্রাম করছে তা' থেকে নেমে এ'সে তাকে গিলতে আসছে। সে তখন অপর দুজন শিকারীকে তীর ছুঁড়তে বলল। দুজনেই তীর ছুঁড়তে চাইল। অবশেষে যে নোলকের ফাঁকে তীর চালাত সে তীর ছুঁড়ল, তীরটা ছুটে গিয়ে সাপের মাথায় লাগল। সাপটি ছট্‌ফট্‌ করতে তখন অপর শিকারীটি তীর ছোঁড়া মাত্রই তীরটি তার পেটের মাঝখানে গিয়ে লাগল এবং পেটের নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে এল। সাপের গোঙানিতে ইতিমধ্যে গাছের তলায় বিশ্রামরত ব্যক্তিটির ঘুম ভেঙে গেল, সে তাড়াতাড়ি ওষুধ নিয়ে উপস্থিত হল এবং রাজকন্যাকে ওষুধটা খাইয়ে দিল। রাজকন্যা বেঁচে গেল।

রাজকন্যাটিকে কে পাবে? উত্তর—যে নোলকের ফাঁকে তীর ছুঁড়েছিল সে।

—পুরুলিয়া জিলার কিতাডিগ্রাম।

৭

দুজন থাকে বীর। তারা একে অপরকে বড় বলে। এ নিয়ে চলে বাকবিতণ্ডা। শেষে তারা ঠিক করল তারা একজনকে সাক্ষী মানবে, তাদের বীরত্বের পরীক্ষা দেবে। একদিন এক বুড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে খাবার নিয়ে তার

ছেলের জন্যে। দুজন বীর এসে তাদের সমস্যার কথা জানাল এবং তাকে বিচার করতে বলল, কে বড় তাদের মধ্যে।

বুড়ির তাড়া ছিল তাই সে বলল তোরা দুজনে দুকাঁধে বসে ঝগড়া করতে করতে চল, আমি শুনি। দুই বীর তাই করতে করতে চলল। এমন সময় এক চিল এল, আর এক দমকায় বুড়ি আর দুই বীরকে ঠোঁটে তুলে উড়ে চলল। এক দেশে এক রাজার মেয়ে ছাদে চুল শুকোচ্ছিল, সে যেই ওপর দিকে তাকাল অমনি চিলের ঠোঁট থেকে তারা তিনজন পড়ে গেল রাজকন্যের চোখে। রাজকন্যে তার দাসীকে বলল, চোখে কি পড়ল দেখতে। দাসী কাপড়ের খুঁট দিয়ে তাদের বের করে আনলো।

কে বেশী বীর?—দাসী। —পুরুলিয়া

৮

চারজন পাশা খেলছে। একটা মেয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছে। তার পিছনে একটা লোকও ছিল। মেয়েটি পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। তখন যারা পাশা খেলছিল তারা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি পিছন ফিরে তাকাচ্ছ কেন?" মেয়েটি তখন উত্তর করল—

আমার বাপের উনার বাপের শ্বশুর জামাই
পাশাখেলির পাশা খেল আমার হয় কেন পথের কামাই?

—মা-বেটা

৯

চারটে ছেলে পাঠশালায় পড়তে গিয়েছিল। একটা ডোমনি সেই পথ দিয়ে টুকরী বিক্রি করতে যাচ্ছিল। তারা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার পুরুষের (স্বামীর) নাম কি? তার উত্তরে ডোমনি বলল—

চার চোদ্দ আরো চার
সেই চৌকি দেহ দাম।
আমার পুরুষের এই নাম।

—ঘাটু।

১০

একজন লোক একটা মেয়েকে রং দিতে আসছিল, তখন মেয়েটি বলল 'আমি কে জানিস?

'আমার শ্বশুর বিয়ে করেছে তোর শ্বশুরের মাকে।'

তখন গুরুজন সম্পর্ক ভেবে রং না দিয়ে চলে গেল।

—মামী শাশুড়ী

১১

এক ছিল ভীষণ বড় বীর। কিন্তু ভীষণ বড় বীর হলে কি হবে, তার ঘরে খাবার অভাব। কিছু উপার্জনের প্রত্যাশায় সে ভাবলো বিদেশে যাই। স্ত্রীকে বললো, 'কুঁড়ো (ছাতু) বেঁধে দাও, রাস্তার খিদে পেলে খাবো।' খাবার নিয়ে বীর পথে বেরুলো। যাচ্ছে, অনেক দিন পেরোলো, অনেক মাস পার হয়ে বছর ঘুরে গেল প্রায়—বীর হেঁটেই যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে একটা পুকুর দেখতে পেয়ে বীরের মনে হলো তার খিদে পেয়েছে। সঙ্গে কুঁড়ো ছিল, সে পুকুরের জলে সেগুলো ভিজতে দিলো, বিরাট পুকুরে তার কুঁড়োগুলো গেলো হারিয়ে। কিন্তু বীর তার জন্য বিব্রত নয়, সে পুকুরের সমস্ত জলই খেয়ে নিলো। এদিকে ঐ পুকুরে রোজ একটা হাতী জল খেতে আসতো, সে যথানিয়মে, যথাসময়ে এলো। শূন্য পুকুর দেখে হাতী তো রেগে খুন। সারা শরীর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাতী খুঁজতে লাগল, কোথায় সেই লোক যে এমন কাণ্ড করেছে। বীরকে দেখতে পেয়েই শুঁড় দোলাতে দোলাতে বীর বিক্রমে ছুটলো বীরকে সংহার করতে। হাতী তার দিকে ছুটে আসছে দেখেও বীর নির্ভয়ে বসে রইলো। হাতী কাছে আসতেই বীর তাকে আছড়ে ফেলে ট্যাকে গুঁজে রাখল অনায়াসে।

তারপর আবার পথ চলতে শুরু করলে সে। চলতে চলতে হঠাৎ দেখতে পেলো যে ৬দিনের একটা ছেলে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। তখন সেই বীর সেই হাতী ট্যাক থেকে বের করে ছেলেটার সামনে ফেলে দিল। ছেলেটা দেখলো তার ঝাঁটার সামনে কি একটা পড়লো, সে সেটাকে ছুঁচো মনে করে ঝেঁটিয়ে ফেলে দিল। বীর এই ব্যাপার দেখে তো অবাক। বীর ভাবতে লাগল যে যার ছেলে এমন, তার বাবা না জানি কত বড় পালোয়ান। বীরের ঈর্ষা হলো, ভাবলো ছেলেটার বাবার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে জয়ী হতে হবে। ছেলেটার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো যে তার বাবা কোথায়? ছেলেটা বীরের রাগকে তাচ্ছিল্য করে জানালো যে তার বাবা গেছে সাতশ' গাড়ী নিয়ে বনে কাঠ কাটতে। ছুটতে ছুটতে বীর পেছনের গাড়ীটা ধরে টান মারলো। ছেলেটার বাবা কি একটা ধাক্কা অনুভব করে পেছনে ফিরে দেখে বীর দাঁড়িয়ে। সে বললো, 'যদি বীর হও তো এস আমার সামনে।'

তারপর বাঁধলো তুমুল যুদ্ধ। যুদ্ধে এত ধুলো উড়তে লাগলো যে চারিদিক আঁধার হয়ে গেলো। সেই সময় এক কাঁড়া পাইকার ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল।

তারা ভাবলো, ইস্‌স্‌, যদি কাঁড়াগুলো উড়ে যায় ধুলো ঝাড়ে। ভয় পেয়ে তাদের একজন কাঁড়াগুলি একসঙ্গে বেঁধে মাথায় তুলে নিল।

ঠিক সেই সময়েই একটা চিল উড়তে উড়তে যাচ্ছিল, কাঁড়া পাইকারদের মাথার ওপর দিয়ে। চিলটা ভাবল, ওদের মাথায় বোধহয় কিছু খাবার। এই ভেবে চিলটা ছোঁ মেরে ঐ পুঁটুলিটা নিয়ে ফুস্ করে উড়ে গেল। যেতে যেতে পথে পড়লো রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের ছাতে ছিলো অপরূপ সুন্দরী এক রাজকন্যা দাঁড়িয়ে। চিলটার পা ফস্‌কে রাজকন্যার চোখে ঐ কাঁড়াগুলি উড়ে পড়লো। দাসী ছিলো রাজকন্যার পাশেই। তাকে রাজকন্যা বললো, দ্যাখতো, দাসী, চোখে কি যেন পড়লো।' দাসী কাপড়ের খুঁটে কাঁড়াগুলি বের করে নিল।

এখন বলতো কে এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বীর? —দাসী (পুরুলিয়া)

১২

চারিটি লোক একসঙ্গে গ্রামের পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের বিপরীত দিক দিয়ে একটি লোক আসছিল। এই চারজনকে দেখে সে হাত জোড় করে নমস্কার করে চলে গেল। কিছুদূর যাবার পর চার জনার মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। সবাই বলে, তোকে নয়, আমাকে নমস্কার করেছে। কিছুতেই এর সমাধান হোল না দেখে চারজনেই ঠিক করল, লোকটিকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করা উচিত। তারপর লোকটিকে ডেকে আনল। লোকটি বলল, আমি কাউকেই নমস্কার করিনি। অনেক বলার পর সে বলল, আপনাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বোকা, তাকে আমি নমস্কার করেছি। তখন চার জনের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। সবাই বলে, আমিই সবচেয়ে বোকা।

প্রথম জন বলল, আমি সবচেয়ে বেশি বোকা, কারণ, একদিন আমি মামার বাড়ী যাচ্ছিলাম। বাবা আমাকে একটা ঘটি দিল, ঘি আনার জন্যে। পথে যেতে খুব খিদে পেল, গ্রামের একটা লোকের কাছ থেকে আমি এক আনার মুড়ি কিনলাম। মুড়িগুলি ঘটির মধ্যে রেখে দিলাম, কিন্তু খাবার সময় ঘটি থেকে মুঠো ভরা হাত কিছুতেই তুলতে পারলাম না। সারাটা রাস্তায় না খেয়ে রইলাম। এবার বলুন, এর চেয়ে কেউ কি বেশি বোকা? আমিই বেশি বোকা, অতএব আপনি আমাকেই নমস্কার করেছেন।

দ্বিতীয় জন বলল, আমি সবচেয়ে বেশি বোকা; কারণ, একদিন আমার স্ত্রী ধোপাকে ডেকে কাপড়গুলো ধুতে দিতে বলল। কিন্তু আমি ধোপাকে না

ভেকে মাথায় কাপড়গুলি বেঁধে রজকের বাড়ীতে গিয়ে ফেলে দিয়ে এলাম; অতএব আমিই সবচেয়ে বোকা, আপনি আমাকেই নমস্কার করেছেন।

তৃতীয় জন বলল, আমি সবচেয়ে বোকা; কারণ, আমার দুজন স্ত্রীকে একদিন দুপাশে নিয়ে শুয়ে আছি, হাত দুটো দুজনার কাছে। এদিকে আমার চোখে পিঁপড়ে কামড়াতে আরম্ভ করলো, কিন্তু কোন হাত দিয়েই তাড়াতে পারলাম না; কেননা, যে হাতেই তুলি না কেন, আমার স্ত্রীরা রেগে যাবে; অতএব আমিই বোকা। আপনি আমাকেই নমস্কার করেছেন।

চতুর্থ জন বলল, আমি সবচেয়ে বোকা, কারণ, একদিন আমার স্ত্রীকে বৈঠকখানায় তামাক দিয়ে আসতে বললাম; কিন্তু স্ত্রী রাজী হোল না, কেন না উঠনের জলে তার পায়ের আলতা উঠে যাবে। তখন আমি হুঁকো শুদ্ধ কাঁধে করে স্ত্রীকে নিয়ে গেলাম বৈঠকখানায়; অতএব আমিই সবচাইতে বোকা।

উঃ—প্রথম জন সব চেয়ে বেশি বোকা। —ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর; ১৯৬৬

১৩

একজন বড় লোকের ছেলে ছিল। খুব বড় ঘরে তার বিয়ে হোল। কিন্তু অগাধ সম্পত্তি হাতে পাওয়ার জন্য তার স্বভাব নষ্ট হয়ে গেল। বাবার সম্পত্তি শেষ হয়ে যাওয়ায় সে বউকে নিয়ে তার শ্বশুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। শ্বশুর বাড়ীতে সে প্রচুর আদর যত্ন লাভ করল। কয়েক দিন বাদে মা তার কন্যাকে প্রচুর গয়না গাঁটি ও কাপড় চোপড় দিয়ে জামাইয়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু জামাইএর নজর কি ভাবে সে বৌয়ের সম্পত্তি হস্তগত করবে। রাস্তার ধারে একটা খাল দেখে তার দিকে বৌকে ঠেলে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল। সেই পথ দিয়ে অনেক পথিক যাচ্ছিল। তারা মেয়েলী কান্না শুনে ছুটে এসে বৌটিকে বাঁচিয়ে তুলল এবং তার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিল। মেয়েটি কিন্তু সবই জানত, অথচ পতির নিন্দা হবে বলে কিছু স্বীকার করল না। মার কাছে অতি দুঃখে দিন কাটাতে লাগল। এইভাবে তিন চার বৎসর কেটে গেল। জামাইয়ের সমস্ত সম্পত্তি ফুরিয়ে গেল। ভাবল এই বার আমার শ্বশুর বাড়ীতে যাই, পূর্বের ঘটনা কারোর মনে নেই। শ্বশুর বাড়ীতে জামাই আদর পেল। আবার কন্যাকে প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে জামাইয়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দিল। এবার জামাই সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে বৌটিকে হত্যা করল। ফলে সে চিরদিনের মত সম্পত্তি ও বউ হারাল। এখানে দুজনেই দোষী, কিন্তু কে বেশী দোষী—বউটিই বেশী দোষী। —রেনিন টাঁড় (পুরুলিয়া)

নবম অধ্যায়

গাণিতিক

কতকগুলি গণিতের প্রশ্ন অনেক সময় ধাঁধাঁর আকারে উপস্থিত করা হইয়া থাকে। নিরক্ষর সমাজের মধ্যে গাণিতিক নানা সমস্যার সমাধান করিবার প্রয়োজন হইত এবং মুখে মুখেই সেই সকল সমস্যার সমাধান করা হইত। ইহাতে আরও প্রত্যক্ষভাবে সমাজে বুদ্ধির পরীক্ষা হইত। রচনার দিক দিয়া এই শ্রেণীর ধাঁধাঁ সম্পূর্ণ সাহিত্যগুণ বর্জিত; কারণ, হিসাব নিকাশের কথা ইহাদের মধ্যে মুখ্য স্থান লাভ করিবার জন্য ইহাদের সাহিত্যিক প্রকাশ সার্থক হইতে পারে নাই। বিশেষতঃ অবসরের মুহূর্তে গাণিতিক চর্চাও সাধারণতঃ কাহারও হৃদয়গ্রাহী মনে হইত না; সেইজন্য ইহাদের সংখ্যা যে খুব বেশি তাহা নহে, তথাপি ইহাদের মধ্যে বাংলা ধাঁধার একটি নূতন রূপের সন্ধান পাওয়া যায় বলিয়া ইহাদের কথাও উল্লেখযোগ্য। ইহাদের একটি অংশে টাকা, আনা পয়সা সম্পর্কে কোন কোন ধাঁধার এখনও সন্ধান পাওয়া যায়। অনেকগুলি ধাঁধা অঙ্কের হিসাব মাত্র, গ্রাম্য জীবনে এক শ্রেণীর লোক ইহাদের চর্চা করিয়া আনন্দ পায়, ইহাদিগের মধ্য হইতে তাহাই বুঝিতে পারা যায়। গ্রাম্য পাঠশালায়, কিংবা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের আসরে, এমন কি, অনেক সময় বৃদ্ধদিগের আসরেও এই প্রকার মৌখিক গাণিতিক হিসাব করিয়া আনন্দ লাভ করিতে দেখা যায়। কিন্তু ইহাদের অনেকগুলি ধাঁধাই অস্পষ্ট।

১

পয়সা

অলি অলি অলি
পাখীগুলি গলি গলি যায়।
চাকুলিয়ায় গিয়া তারা ডিগ্‌বাজি খায়। —সিংভূম

১

একশত টাকা

চন্দ্র পৃষ্ঠে চন্দ্র দিয়া গ্রহ যুক্ত করি
ইহাতে যে অঙ্ক হয় লও যত্ন করি।
ইহার অর্ধেক ত্যজি পৃষ্ঠে পুষ্প দিয়া।
অবিলম্বে তত টাকা দিবেন পাঠাইয়া। —জোবজুড়ি

১

চল্লিশ টাকা

বাণে রসে মিশাইয়া পূরণ করিবে।
নয়ন আনন পক্ষ বস্তু করি লইবে ॥
ইহাতে যে অঙ্ক হয় ভাখ হে সুজন।
সেই মুদ্রা পাঠাইবে বড় প্রয়োজন ॥ —ঐ

১

সিকি, আধুলি, টাকা

মিলিয়ে চারটি
সেরখানে দুটি
পাকলে একটি। —পুরুলিয়া

১

এক বছর

বোষড়ি খুষড়ি গাছটি
ফল ধরেছে বারোটি
পাকলে একটি ॥ —হুগলি

১

সত্তর

(কারণ, ৪ × ১৪ = ৫৬ + ৪ = ৬০ + ৫ × ২ = ৭০)

চার চোদ্দ আর চার,
পাঁচ যাদে দুই পাক।
ভেবে দেখ অনুমান,
ওটা আমার স্বামীর নাম। —হুগলি।

৮

অক্তমুনি বলে গেল বক্তমুনির কথা।
সাতশো তেঁতুল গাছের কয় শো পাতা? —হুগলি

উঃ চৌদ্দশ

৯

টাকায় গাই সিকায় ছাগল
পাঁচ টাকায় মেষ।
বিশটা টাকায় বিশটা জীব। —পুরুলিয়া

উঃ ১৬ সিকায় ১৬টি ছাগল, ১ টাকায় ১টি গাই আর ৩টি মেষ।

১০

ছ'পা তার বদন হীন হেঁয়ালী কহে বাত
তিনটি জীবের দুইটি হাত।

উঃ ১টি গরু, ১টি মানুষ ও ১টি সাপ

১১

হকুর হুকা কুঁড়ে মাটি
দশ পা তার তিনটে মাথা।

২টি বলদ, ১টি মানুষ ও ১টা লাঙল

১২

সিকায় ছাগল, টাকায় গাই,
পাঁচ টাকাতে মহিষ পাই।
কুড়ি টাকায় কুড়ি জিব,
কিনতে পাঠাল সদাশিব। —মেদিনীপুর

উঃ ষোলটা ছাগল, ১টা গাই ও ৩টি মহিষ।

১৩

শিবের ষাঁড়ের পিঠের উপরে যাত্রা।
শিবের পাঁচ মাথায় ৩×৫=১৫টি চোখ
ষাঁড়ের ২টি, সাপের ২টি=১৯টি।

১৪

একের যাত্রা তিনের গমন
ছয় পদ তার উনিশ নয়ন
তিন মাথা তার দুটি লেজ
এই কথাটার বড়ই তেজ। —ঐ

১৫

শশী বেদ মহীরে পুরিতে ইচ্ছা জাগে
রাবণের অরি দিয়া হরিতে তাকে
হরিলে হয়নাথ যদি মিলে যায়
তবে জানি মহাশয়ের যশ জ্ঞান হয়। —ঐ

শশী—১, বেদ—৪ মহী—১, রাবণের অরি রাম, বলরাম, পরশুরাম =১৪১৪-৩

১৬

(পাঁচ টাকায় মহিষ
এক টাকায় ভেড়া
আট টাকায় জোড়া পাঁঠা)
বাপে মহিষ টাকায় ভেড়া
অর্ধচন্দ্র পাঠার জোড়া
ডাইক্যা কয় ভদ্রকালী
একশো টাকায় একশো বলি। —ঢাকা

১৭

অকমুনি বইলা গেছে পকমুনির কাছে,
আশি-হাজার তেঁতুল গাছে কত পাতা আছে।

উঃ ১৬০ হাজার —মেদিনীপুর

১৮

এক গোষ্ঠ ত্রিপদ গামী
সাত সমুদ্র পীরে পাণি
নব বৃক্ষের তলায় বসে
বীর গোয়ালা সমান দুহে॥

(উঃ—১, ৩, ৭, ৯, ১২-র ল. সা. গু এবং ল. সা. গু-কে ১২ দিয়া ভাগ)

১৯

চার আনা বক্‌রী আট আনা গায়।
চার রূপয়া ভৈস বিকায় বীসৈ রূপয়া বীসৈ জীব॥

[চার আনায় ছাগল, আট আনায় গরু, চার টাকায় মহিষ বিক্রি হইতেছে
২০ টাকায় ২০টি জন্তু কিনিতে হইবে।

উত্তর:—তিনটি মহিষ (১২৲), পনেরটি গরু (৭৷৷০) এবং দুটি ছাগল (৷৷০)

২০

৩৬(৩৬+৩৬+১৮+৯+১)=১০০
আছে যতো আসবে তত
তার অর্ধেক তার অর্ধেক
আপনাকে নিয়ে একশত।

২০

ক্ষেতে যখন লাঙল দেওয়া হয়—মানুষের দুইটা পা, দুইটা গরুর আটটা পা, মানুষের একটা মাথা, দুইটা গরুর দুইটা মাথা।

চকো চকো চকো না
দশো পরো তিন মুণ্ডো
কহো না গো মাউসা। —সিংভূম

২১

সিসি পাখী বসেছিল ততো পাখী উড়ে গেল, কত পাখী রইল। —মেদিনীপুর

(সিসি—৯৯ ; ততো—৬৬ ; তাহলে বাকি থাকে ৩৩)

২২

একটি বাগে কতকগুলি পদ্মফুল ফুটে আছে। অনেকগুলি ভ্রমর উড়ে গিয়ে বসল। যদি দুটো করে ভ্রমর ১টা ফুলে বসে তবে ১টা ফুল বেশি হয়ে যাবে, আর যদি ১টি করে ভ্রমর ১টা ফুলে বসে, তবে একটি ভ্রমর বেশি হয়ে যাবে। কতগুলি ফুল আর কতগুলি ভ্রমর ছিল? —ঐ

উঃ—৪টি ভ্রমর, ৩টি ফুল

২৩

এক জায়গায় কতকগুলি পায়রা আছে। আরও ততগুলি আসিবে। তার অর্দ্ধেক, তার অর্দ্ধেক এবং আপনাকে নিয়ে ১০০ টা। তাহলে কতগুলি পায়রা ছিল? —হাতীবাড়ী

উঃ—(৩৬+৩৬+১৮+৯+১=১০০)

প্রঃ—টাকায় কিনেছি খাসি, লোক জুটেছে বারশ আশি।
সবাই বলে খাব খাব, কবি কাছে কত পয়সা নেব? —ঐ

উঃ—এক কড়া (বার শ আশি কড়ায় এক টাকা)

প্রঃ—
সিকায় ছাগল টাকায় গাই
পাঁচ টাকাতে মহিষ পাই
কুড়ি টাকায় কুড়িটি জীব
কিনে আন সদা শিব

উঃ—ষোলটি ছাগল—চার টাকা
তিনটি মহিষ—পনের টাকা
একটি গাই—এক টাকা

সিকি আধুলি নটি—৬টা সিকি
টাকা হবে কটি —৩টা আধুলি

১০

৩৬ এর থেকে তিনশ গেলে
কত থাকে বাকী ? —নদীয়া

উত্তর—শূন্য

৭ জন

১

সামনে ছয় জন
পিছনে ন জন
তাল তলা দিয়ে যায়,
৭টা তাল পেলে তার
সমান ভাগ চাই। —২৪ পরগণা

শুভঙ্করী ধাঁধা

শুভঙ্করের নামে প্রচলিত কতকগুলি ছড়ার মধ্য দিয়া পূর্বে বাংলার শিশুদিগকে গণিতে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইত। তাহা শুভঙ্করের আর্যা বলিয়া পরিচিত। তাহাতে কড়া, ক্রান্তি, গণ্ডা প্রভৃতির প্রাচীন হিসাব প্রচলিত ছিল। সেইজন্য কোন কোন গাণিতিক ধাঁধাকে শুভঙ্করীর ধাঁধা বলা হয়।

১

কেই মা ?
রাবণ মন্দোদরী যেই মা। —পুরুলিয়া

রাবণ+মন্দোদরী, দশানন+মন্দোদরীর একটি আনন অর্থাৎ এগারোটি মুখ।

২

একটি বাঁশগাছ, ত্রিশ হাত লম্বা। তার মাথায় একটি ফুল আছে। সে রোজ দশহাত করিয়া উঠে, আট হাত নামে, মোট দুই হাত উঠা হয়; কয়দিনে সে ফুলটি তুলিয়া আনিবে ? ১১ দিন

৩

আমার কেনা হল তিনটি কাঁকুড়।
এর মাঝি ভাই মা ঝি
কেউ খাবেনি কাটা,
সবাই খাবে গোটা
কেমন করে বলত ? —মেদিনীপ

৪

এরা বাপ বেটা ওরা বাপ বেটা তালতলা দিয়ে যায়।
একটি তাল পড়লে পরে সমান ভাবে পায়॥
—বাপ, ছেলে, নাতি

ব্যাখ্যা: তিন জন

৫

এক ব্যক্তিকে ১০০টি টাকা দিয়ে বাজারে পাঠান হইল। সে সেই টাকা দিয়া ছাগল, গরু, মহিষ কিনিল। সে মোট ২০০টি দ্রব্য কিনিল। সিকিতে ১টা ছাগল, টাকায় ১টি গরু ৫ টাকায় ১টি মহিষ। সে কোন জিনিষ কয়টি করিয়া কিনিল?

৫টি গরু ৫টাকায়
৮০টি ছাগল ২০ টাকায়
১৫টি মহিষ ৭৫ টাকায়
মোট ২০০টি জিনিষ।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের কাল-নির্ণায়ক পদগুলিকেও গাণিতিক ধাঁধার অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। কারণ, ধাঁধার আকারে তাহাতে অঙ্কের হিসাব ব্যক্ত হইয়াছে। অনেক সময় ইহারা অত্যন্ত দুর্বোধ্য।

১

শকে হল্য চন্দ্র কলা রাম করতলে।
বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥
—১৬৩৪ শক, 'শিবায়ন,' রামেশ্বর

২

রস অঙ্গ বান্ শশী শাকের সময়।
তুলা মাসে সপ্তবিংশতি শুক্রবার হয়।
মৃগলুব্ধ পোথায়ত্ত মহাদেবের পায়।
ভব তরিবার হেতু রতিদেব গায়॥
—১৫৯৬ শক, 'মৃগলুব্ধ', রতিদেব

৩

ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন শাহা নৃপতি তিলক॥
—১৪০৬ শক, 'মনসা-মঙ্গল', বিজয়গুপ্ত

৪

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের সুলতান॥

—১৪১৭ শক ('মনসা-মঙ্গল', বিপ্রদাস)

৫

শর মুনি বেদ শশী শক গণিত।
সেই মতে অশ্বমেধ রচিল কবিত্ব॥

—১৪৭৫ শক ('অশ্বমেধ পর্ব', গঙ্গাদাস)

৬

জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার।
শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার॥

১৪৯৭ শক, ('পদ্মাপুরাণ', বংশীদাস)

৭

গ্রহ বিধু ঋতু শশী শকের গণনা।
এই শকে এই কাব্য করিল রচনা॥

—১৬১৯ শক ('পদ্মাপুরাণ', কালিদাস)

৮

শর কর ঋতু বিধু শক নিয়োজিত।
মনসা-মঙ্গল রামজীবন রচিত॥

—১৬২৫ শক ('মনসা-মঙ্গল,'' রামজীবন)

৯

মহীপৃষ্ঠে শশী দিয়া বাণ বিধু সমর্পিয়া
বুঝহ সনের পরিমাণ।—১১৫১ বঙ্গাব্দ, 'কালিকা মঙ্গল', কৃষ্ণরাম

১০

ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধব গায় সারদা চরিত॥

—১৫০১ শক ('সারদা-মঙ্গল' দ্বিজমাধব)

১১

শাক রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥

—১৪৯৯ শক ('চণ্ডীমঙ্গল', মুকুন্দরাম)

১২

ইন্দু বাণ ঋষি বাণ শক নিয়োজিত।
রচিলেক রামদেব সারদা-চরিত ॥

১৫৭৫ শক ('অভয়ামঙ্গল', রামদেব)

১৩

গ্রহঋতু কালশশী শক শুভ জানি।
মুক্তারাম সেনে ভণে ভাবিয়া ভবানী ॥

—১৬৬৯ শক ('চণ্ডীমঙ্গল', মুক্তারাম)

১৪

বেদলয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা ॥

—১৬৭৪ শক ('অন্নদামঙ্গল', ভারতচন্দ্র)

১৫

ধাতা বিন্দু সাগরেন্দু শকাদিত্য সনে।
ভবানী শঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভণে ॥

—১৭০১ শক ('চণ্ডীমঙ্গল', ভবানীশঙ্কর)

১৬

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতে।
বাসলীমঙ্গল গীত হৈল সেই হতে ॥

—১৪৯৯ শক ('বাসুলীমঙ্গল,' মুকুন্দ)

১৭

ভুবন শকে বায়ু শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন ॥

—১৪৪৯ শক (খেলারাম, 'ধর্মমঙ্গল')

১৮

শাকে ঋতু শাকে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধি সহ যুগ পক্ষে যোগ তার সনে ॥
বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহত।
শর্বরী শরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হইল গীত ॥

—১৪৮৯ শক (মাণিকরাম, ঐ)

১৯

তিন বাণ চারি যুগে বেদে যত রয়।
শাকে সনে জড় হৈলে কত শক হয়॥
রসের উপরে রস তাহে রস দেহ।
এই শকে গীত হৈল লেখা কইরা লেহ॥

—১৫১২ শক (রূপরাম, ঐ)

ব্যাখ্যা : শক আর সন মিলাইয়া যুগপৎ বলিতেছি।
তিন বাণ (৩×৫), চারিযুগ (৪×৪) অর্থাৎ ১৫১৬, বেদ দ্বারা হীন (minus) করিলে যত থাকে, তত শক, অর্থাৎ ১৫১৬—৪=১৫১২ শক।

২০

শক লিখে রামগুণ রস সুধাকর।
মার্গকাত্ত অংশে হংস ভার্গব বাসর॥
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি।
যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুঁথি॥

—১৬৩৩ শক (ঘনরাম, ঐ)

ব্যাখ্যা : রাম=৩ (রাম, বলরাম, পরশুরাম), গুণ=৩, রস=৬, সুধাকর=১, 'অঙ্কস্য বামা গতি' নিয়মে ১৬৩৩ শকে শুভলক্ষণযুক্ত শুক্লপক্ষ তৃতীয়া তিথির তিন তারিখ পুথির সমাপ্তি।

২১

শারদা সানের নেত্র ভীমাক্ষি বর্জিত মিত্র
তেজিয়া শশির পক্ষ তবে।
বিধুর মধুর নাম রচনাতে কহিলাম
বুঝ সকল বিচারিয়া সভে॥

১৫৮৬ শক (কৃষ্ণরাম, 'কালিকা মঙ্গল')

ব্যাখ্যা : 'শারদা সানের সম্ভবত: শরাসনের, শরাসন শব্দের অর্থ ধনু, নবম রাশি; অতএব ধনুতে ৯, তাহা হইতে নেত্র অর্থাৎ ৩ বর্জিত হইয়া ৬; ভীমাক্ষি বর্জিত মিত্র, অর্থাৎ মিত্র বা দ্বাদশ হইতে ভীম ও অক্ষি একত্র বর্জিত হইল, তাহা হইলে ৮ রহিল; 'তেজিয়া শশির পক্ষ' অর্থাৎ ৭ হইতে

২ বাম বাইবে, তাহা হইলে পাই ৫ ; তারপর বিধুর নাম অর্থাৎ ১। অঙ্কের বামা গতিতে ইহা হইতে পাইতেছি ১৫৮৬ শকাব্দ।

২২

বসুবয় বাণচক্র শকনিরূপণ।

কালিকা-মঙ্গল গীত হৈল সমাপন॥

১৫৮৮ শক (প্রাণরাম, 'কালিকা-মঙ্গল')

২৩

বসু শূন্য ঋতুচন্দ্র শকের বৎসর।

কৃষ্ণরাম বিরচিত রায়ের মঙ্গল॥

১৬০৮ শক (কৃষ্ণরাম, 'রায়মঙ্গল')

২৪

শক আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে।

বরগীর বিভ্রাট হইবে এই দেশে।—১৬৬৪ শক (ভারতচন্দ্র)

হেঁয়ালীতে কাল নির্দেশ করিবার রীতি ক্রমে পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে হ্রাস পাইয়া আসিতে লাগিল। সপ্তদশ শতাব্দীর পর হইতে অনেকেই কোন প্রকার হেঁয়ালী না করিয়াই সোজাসুজি রচনা-কাল নির্দেশ করিয়াছেন। মঙ্গলকাব্য ব্যতীত এই রীতি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যত্র প্রচলিত ছিল না। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' নামক ভাগবতের অনুবাদ গ্রন্থে পাওয়া যায়—

'তেরশ পঁচা নই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।

চৌদ্দশত দুই শকে হৈল সমাপন॥'

দশম অধ্যায়

কাব্যধাঁধা

মৌখিক প্রচলিত লোক-সাহিত্য যখন আদি ও মধ্যযুগে লিখিতভাবে কবিতায় পয়ার ত্রিপদী ছন্দে প্রকাশ পাইতে লাগিল, তখন ইহাদিগকে নির্দিষ্ট ছন্দোবন্ধনের মধ্যে আনিবার জন্য অনেক সময় ইহাদিগের রূপ কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়া থাকে, তাহার ফলে ইহারা অনেক সময় আকারের দিক দিয়া বিস্তৃত কিংবা দীর্ঘ হয়। লৌকিক ধাঁধা যেমন সংক্ষিপ্ত হইয়া একটি ক্ষুদ্র বাক্যেও প্রকাশ করা যায়, ইহাদিগকে তাহার পরিবর্তে অন্ততঃ দুই বা ততোধিক পদে বিস্তৃত করিয়া প্রকাশ করিতে হইল। তবে প্রায় সর্বদাই দুইটির অধিক পদই ইহাদের মধ্যে যোগ করিবার আবশ্যক হইল। যেমন লৌকিক ধাঁধায় ডিম সম্পর্কে একটি রচনা এই প্রকার—'হায় হায়মুক্ত করি কি, বোঁটা নাই তায় ধরি কি'। লিখিত কবিতার অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য ইহা এই আকার লাভ করিল, যেমন,

> বিধাতা নির্মিত ঘর নাহিক দুয়ার।
> তাহাতে পুরুষ এক বৈসে নিরাহার।
> যখন পুরুষ বর হয় বলবান।
> বিধাতার সৃজন ঘর করে খান্ খান্।

কোনো বিষয় লিখিত হইলেই তাহার উপর লেখকের ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়িয়া যায়, কিন্তু অলিখিত থাকিয়া তাহা মৌখিক প্রচারিত হইলে তাহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষের ছাপ পড়িতে পারে না, বরং সামগ্রিকভাবে তাহাতে সমাজের সমষ্টিত রূপটি প্রকাশ পায়। তবে লৌকিক ধাঁধার ভিত্তিতেই এই শ্রেণীর লিখিত ধাঁধা রচিত হইয়া থাকে। ইউরোপে রেণাসেঁসের সময় হইতেই মৌখিক ধাঁধাগুলি লিখিত কবিতার আকারে প্রকাশ পাইতে থাকে। বাংলা সাহিত্যেরও মধ্যযুগে যখন মঙ্গলকাব্যগুলির লিখিত রূপ আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে, তখন হইতেই বহু মৌখিক প্রচলিত বা লৌকিক ধাঁধা কবিতায় রচিত হইয়া মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

লিখিতভাবে প্রচারিত ধাঁধাকে ইংরাজীতে literary riddles বা Art riddles বলা হয়। বাংলায় ইহাদিগকে সাহিত্যিক ধাঁধা বলা যইত। কিন্ত

এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, লৌকিক ধাঁধাও সাহিত্য-গুণান্বিত এবং লোক-সাহিত্যেরই একটি বিশেষ অঙ্গ। সুতরাং লিখিতভাবে প্রচারিত ধাঁধাকে যদি সাহিত্যিক ধাঁধা বলিয়া নির্দেশ করা হয়, তবে লৌকিক ধাঁধার কোন সাহিত্যিক গুণ নাই, এমন কথা মনে হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। সুতরাং এই শ্রেণীর ধাঁধাকে কাব্যধাঁধা অর্থাৎ যাহা কবিতার আকারে প্রকাশ করা হয়, তাহাকে কাব্যধাঁধা বলিতে পারা যায়। শৈল্পিক শব্দটি দুরূহ বলিয়া তাহা পরিত্যাজ্য।

বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 'বৌদ্ধগান ও দোহা' হইতেই হেঁয়ালী আকারের রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। বরং দেখা যায়, প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সাহিত্যে এই প্রবণতা আধুনিক যুগ হইতে অনেক বেশি ছিল; এমন কি, আধুনিক সাহিত্যে একমাত্র শিশু সাহিত্য ব্যতীত ইহার প্রচলন নাই বলিলেই চলে। তবে প্রাচীনকালে অনেক সময় তত্ত্ব, জিজ্ঞাসার ধাঁধার ব্যবহার হইত। 'বৌদ্ধগান ও দোহা' তত্ত্বমূলক রচনা বলিয়া তত্ত্বকথাই ইহাদের জিজ্ঞাসার বিষয় হইয়াছে। এখানে তাহার একটি নিদর্শন উল্লেখ করা গেল। বৌদ্ধ সাধন-ভজনের তত্ত্বকথা দুর্বোধ্য, সুতরাং ইহার জিজ্ঞাসা এবং উত্তর দুই ই সাধারণের নিকট দুর্বোধ্য।

১

দুলি দুহি পীঢ়া ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই॥
আঙ্গন ঘর পণ সুন ভো বিআতী।
কানেট চোরে নিল অধরাতি॥
সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগই।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগই॥
দিবসহি বহুড়ী কাউহি ডর ভাই।
রাতি ভইলে কামরু জাই॥
অইসন চর্যা কুক্কুরী পাএঁ গাইল।
কোড়ি মাঝেঁ একু হিঅহি সমাইল॥ —চর্যা ২

আধুনিক বাংলায় আক্ষরিক অনুবাদ করিলে ইহা এই প্রকার দাঁড়াইবে—

কচ্ছপী দুহিয়া ভাঁড়ে ধরা না যায়,
গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়।
আঙ্গন ঘরের কাছে শোনরে বাক্তরী!

নেকড়া চোরে নিল আধরাতে।
শ্বশুর নিদ্রা গেল বউড়ী জাগে,
নেকড়া চোরে নিল, কি গিয়া মাগে।
দিবসে বউড়ী কাক হইতে ডর ভাবে,
রাত্তি হইলে কামরূপ যায়।
এহেন চর্যা কুক্করী পাএ গাইল,
কোটি মাঝে এক হিয়ায় সামাইল।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নিম্নলিখিত ধাঁধাগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। লৌকিক ধাঁধার ভিত্তিতেই মুকুন্দরাম ইহাদিগকে কবিতায় রচনা করিয়াছেন।

২

বিধাতা নির্ম্মাণ ঘরে নাহিক দুয়ার।
তাহাতে পুরুষ এক বৈসে নিরাহার॥
যখন পুরুষবর হয় বলবান্।
বিধাতার সৃজন্ ঘর করে খান্ খান্॥ (ডিম)

৩

মস্তকে করিয়া আনে হয়ে বহুবান্।
অপরাধ বিনে তার করে অপমান॥
অপমানে গুণ তার কখন না যায়।
অবজ্ঞা করিয়া দেয় সবার উপায়॥ (ধান)

৪

বিষ্ণুপদ সেবা করে বৈষ্ণব সে নয়।
গাছ পল্লব নয় কিন্তু অঙ্গে পত্র হয়॥
পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দু চারি দিবসে।
মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে॥ (পাখী)

৫

বেগে যায় রথ খান না চলে এক পা।
না চলে সারথি তার পসারিয়া পা॥
হিয়ালী প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মতি।
অন্তরীক্ষে যায় রথ ভূতলে সারথি॥ (ঘুড়ি)

৬

শিরঃস্থানে নিবসে পুরের দুই সার।
ভাল মন্দ সভাকার কয়য়ে বিচার॥
বিচার করিয়া সেই রহে মৌনশালী।
পুরস্কার করে তার মুখে দিয়ে কালি॥ (চক্ষু)

৭

তরু নয় বনে রয় নাহি ধরে ফুল।
ডাল পল্লব তার অতি সে বিপুল॥
পবনে করিয়া ভর কররে ভ্রমণ।
বনেতে থাকিয়া করে বনের পীড়ন॥ (দাবানল)

৮

তৃষ্ণায় আকুল সেই জল খাইলে মরে।
স্নেহ নাহি করিলে তিলেক নাহি তরে॥
উগারয়ে অগ্ন বস্তু অগ্ন করে পান।
সখা সঙ্গে আলিঙ্গনে ত্যজয়ে পরাণ॥ (প্রদীপ)

৯

মৎস্য মকর নহে পানী পানী বুলে।
হাঙ্গর কুম্ভীর নহে দেখিলে সে গিলে॥
গিলিয়া উগারে সেই দেখে জগজন।
হিঁয়ালী প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মন॥ (নৌকা)

১০

দেখিতে রূপস দুই মুখ এক কায়।
এক মুখে উগারয়ে আর মুখে খায়॥
মরিলে জীবন পায় হুতাশ পরশে।
বুঝ হে পণ্ডিত ভাই সভামাঝে বসে॥ (উদুখল)

১১

জীয়ন্তে মৌন সেই মৈলে ভাল ডাকে।
গায়েতে নাইক ছাল বিধির বিপাকে॥
সেবা করিয়া থাকে দেবতার স্থানে।
অবস্তু আনয়ে নর মঙ্গল বিধানে॥ (শাঁখ)

১২

বনেতে জনম তার নহে ত হরিণী।
অনেক আহার করে নাহি খায় পানী॥
বুঝিয়া চলিয়া বার্তা দেয় আসি কানে।
বীরের কিঙ্কর নহে বুঝহ গিয়ানে॥ (মশা)

১৩

কমল জিনিয়া তার দেহের বরণ।
চরণ অনেক ধরে গজেন্দ্র গমন॥
বুঝহ পণ্ডিত তার শয়ন কুণ্ডলী।
শ্রীকবিকঙ্কণ ভনে অদ্ভুত হিয়ালী। (কেন্নাই, কেন্না)

১৪

রঙ্গে বৈসে নানা স্থানে ভ্রমে চারি ভাই।
জীবন কালে পৃথক্ মরণে এক ঠাঁই॥
পণ্ডিতে বুঝিতে নারে মূর্খে কিবা জানে।
হিয়ালী প্রবন্ধে কবিকঙ্কণ ভনে॥ (পাশার গুটি)

১৫

চক্ষু আছে মুখ আছে নাহি তার পা।
সভাকার হাতে থাকে কৃষ্ণবর্ণ গা॥
শিরের উপর থাকি করয়ে আহার।
শ্রীকবিকঙ্কণ ভনে হিঁয়ালীর সার॥ (হুঁকা)

১৬

যোগী নয় সন্ন্যাসী নয় মাথায় হুতাশন।
ছেলে নয় পিলে নয় ডাকে ঘন ঘন॥
চোর নয় ডাকাত নয় বর্শা মারে বুকে।
কন্যা নয় পুত্র নয় চুম খায় মুখে॥ (হুঁকা)

১৭

বৃক্ষ অগ্রে বৈসে সেই নহে পক্ষীজাতি।
ত্রিলোচন জটাভার নহে পশুপতি॥
নারকী নহে তার অম্বর কায়।
রক্ত মাংসে জড়িত নয় বারি বলায়॥ (নারিকেল)

১৮

এক বর্ণ নহে সে অনেক বর্ণ কায়।
আপনি বুঝিতে নারে পরেরে বুঝায়॥
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় হিঁয়ালী রচিত।
বার মাস ত্রিশ দিন বান্ধেন পণ্ডিত॥ (পুথি)

১৯

এক ঘরে জন্ম তার দুই সহোদর।
এক নাম ধরে সেই দুই কলেবর॥
প্রবল জীবন সেই না ধরে জীবন।
হিঁয়ালী প্রবন্ধে কহে শ্রীকবিকঙ্কণ॥ (নাক)

২০

দেখি ভয়ঙ্কর অতি বিপরীত কায়।
ব্যাঘ্র ভল্লুক নহে পথিক ডরায়॥
শ্রীকবিকঙ্কণ কহে বিপরীত বাণী।
ধরাধর নহে সেই বরিষয়ে পানী॥ (মেঘ)

২১

আঁখিতে জনম তার নহে আঁখিমল।
মারি কাটি বান্ধি ধরি নহে দুষ্ট খল॥
মরিলে মধুর বোলে নহে সাধুজন।
হিঁয়ালী প্রবন্ধে কহে শ্রীকবিকঙ্কণ॥ (ইক্ষু)

২২

জন্ম হৈতে গাছ যার রুধির ভক্ষণ।
দুই জনে জড় হৈলে অবশ্য মরণ॥
মরণ সময়ে নর ছাড়ে হুহুকার।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান হিঁয়ালীর সার॥ (উকুন)

ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' নিম্নোক্ত ধাঁধা গুলির ব্যবহার দেখা যায়—

২৩

কটাতে বাঘছাল কপুরুহ বান্ধে।
কান্ধে চাপি শিকার সন্ধানে নিত্য সাজে॥
অরিকা বলেন হায় শুনে লাগে ধান্ধা।
আপনি প্রবেশে বনে জট খুয়ে বান্ধা॥

বন বেড়ে পড়ে বেগে শিকার সন্ধানে।
অনেক পুরুষ তার জটে ধরে টানে॥
সুরিক্ষা কহেন, কহ হেঁয়ালীর পদ্ধি।
বিরল বাটে বন পালাল জলজন্তু বন্দী॥ (ধীবরের জাল)

২৪

অপর বলিছে নটী বচন প্রবন্ধ।
বচন করিয়া জীব গৃহ করে বন্ধ॥
গৃহস্থ জনার মৃত্যু গৃহদাহ হলে॥ (গুটি পোকা)

২৫

কমলে কমল-রিপু জন্ম লয়ে উঠে।
দেবতার মাথায় মুকুটে বৈসে ছুটে॥ (অর্ধচন্দ্র)

২৬

মার গর্ভে জন্ম লয় নাহি তারে মায়া।
জন্মিয়া ভক্ষণ করে জননীর কায়া॥
বাসি না সকল রাখে দরিদ্র লক্ষণ।
আশ্রয় জনার পীড়া করে অনুক্ষণ॥
সবার সে হিত করে নহ দুষ্ট ঠক॥ (অগ্নি)

২৭

সুরিক্ষা কহেন, শুন পুনঃ ওহে রায়।
না খাইলে শান্ত হয়ে চুপ করে থাকে॥
খেতে দিলে কান্দে শিশু পরিত্রাহি তাকে।
পেট ভরে ভক্ষণ করে গুঁজে নাকে মুখে।
নারীগুলা গলায় গেলায় বসে বুকে॥
যদি তার নাহি খায় করয়ে প্রহার॥ (চরকা)

২৮

নাস্তি মুখ মস্তকাদি নাস্তি হস্ত পা।
নাস্তি ছু আকার ভুয়ে নাস্তি বাপ মা॥
নহে সেই জীবজন্তু কিন্তু অতি শক্ত।
আবেশে আহার করে মনুষ্যের রক্ত॥ (চিন্তানল)

২৯

খায় সে সহস্রমুখে পাক নাহি পায়।
উদরে আহার ভরে অস্থিরে বেড়ায়॥
তায় প্রহারের ঘায় পরিত্রাহি ডাকে।
আহার উগরে ফেলে তবে ছাড়ে তাকে॥ (যাতু)

রামকৃষ্ণের 'শিবায়ন' বা 'শিবমঙ্গল কাব্যে' নিম্নোক্ত ধাঁধা এবং অভিনব পদ্ধতিতে তাহাদের উত্তর দিতে শুনিতে পাওয়া যায়—

৩০

যোগী নহে জটা ধরে তোমার লক্ষণ।
গঙ্গা নহে জল বহে এ তিন লোচন॥
নারি সম্বোধন মাত্র নহে স্ত্রীজাতি।
শঙ্খ উপজে তাহে, নহে সেই ক্ষিতি॥
হর, বুঝ প্রহেলিকা, হর, বুঝ প্রহেলিকা।
জিজ্ঞাসে তোমারে একপাটলা বালিকা॥

উত্তর

শুন একপাটলা তোমার এ প্রহেলিকা।
নাম কহিয়া দিলে দিবে কুমুদ-কলিকা॥
যেই অস্ত্র করে ধরে রেবতীর কান্ত।
তৃতীয় অক্ষরে যার কর ই-কারান্ত॥
সেই ত বৃক্ষের ফল শুন গো সুন্দরী। (নারিকেল)

৩১

এক রূপে দুই ভাই বৈসে দুই দেশে।
চিনা পরিচয় নাই জন্মের বয়সে॥
ও চলিতে এই চলে তার পাছে পাছে।
দেখাদেখি নাহি মাত্র থাকে কাছে কাছে॥
তুমি বুঝহ হেঁয়ালী, তুমি বুঝহ হেঁয়ালী।
একপর্ণা বলে নহে দিব হাততালি॥

উত্তর

শুন কহি একে একপর্ণার হেঁয়ালী।
দুই ভাই দেখাদেখি নাই যেই হেতু।
আড়াল করিয়া তার মধ্যে আছে সেতু॥
আজ্ঞা যদি কর কাটিয়া ফেলি আজি।
দুই ভায়ে দেখাদেখি হয় আজি কালি॥ (চক্ষু)

৩২

ডিম্ব নাহি ফুটে মাত্র বাহিরায়েছে পাখা।
ডিম্বের ভিতরে তার শিশু যায় দেখা॥
দেখিল অপূর্ব ডিম্ব অনুক্ষণ উড়ে।
সতত চঞ্চল মাত্র ঠাঁঞি নাঞি ছাড়ে॥
বলেন ভৃগুর রমণী বলেন ভৃগুর রমণী।
একটি ফলাইয়ে আমি একমাস জিনি॥

উত্তর

শুন গ ধাত্যার মাতা ভৃগুর রমণী।
রূপে বড় রসিকা বয়সে কাত্যায়নী॥
তোমার ফলাইয়ে বিদগ্ধের বুদ্ধি টুটে।
পাখ বাহিবার আগে ডিম্ব নাঞি ফুটে॥
শুনিতে আশ্চর্য গ আদেশ যদি পাই।
শলাকাও আগ দিয়া সে ডিম্ব ফুটাই॥ (চক্ষু)

৩৩

একত্রে বসতি করে দুই সহোদর।
মাথায় টোপর পরে নহে তারা বর॥
রাজ নহে তবু না পাইতে চায় কর।
বল দেখি হর তার কোন দেশে ঘর॥
ইহা বলেন অদিতি ইহা বলেন অদিতি।
বুঝিতে নারিবে তুমি নামে পশুপতি॥

উত্তর

শুন কশ্যপের প্রিয়া আমার উত্তর।
রাজা নহে কর লএ সেই যে বর্বর॥
ইঙ্গিত করহ যদি ঘর আমি জানি।
কর প্রহার করিয়া ধরিয়া তারে আনি॥ (পয়োধর)

৩৪

দ্বিজনাম ধরে সেই নহে ত ব্রাহ্মণ।
অনুক্ষণ থাকে অঙ্গে দিয়া আচ্ছাদন॥
রসনা বাজায় নাই অঙ্গ আভরণ।
পরশ করিলে তাহে চাহি আচমন॥

তুমি ধুস্তর বিভোলা তুমি ধুস্তর বিভোলা।
ক্ষেমা বলে হর তুমি পড় স্ত্রী-কলা॥

উত্তর

ধর্মপত্নী ক্ষমা তোমার কলই বিচিত্র।
কোন শাস্ত্রে নাঞি কহে দ্বিজ অপবিত্র॥
উপেক্ষা করিল সেই দ্বিজে দ্বিজরাজ।
হাসিতে রোহিণীকান্তে হব বড় লাজ॥ (পক্ষী)

৩৫

তারা বলে হারা হৈল চাহিয়া বুলি শিল।
দেশে না কিনিতে পাই পর্বতে ছুর্মিল॥
বাপ হেন জনে যদি পাইয়া গতাই।
চাহিবার কালে তাহা কভু নাহি পাই॥
যদি না পার বলিতে যদি না পার বলিতে।
তবে আজি না চাহিবে পার্বতীর ভিতে॥

উত্তর

শুন তারাবতী তুমি বড়ই চতুরা।
গড়াইলে না পায় শিল থুইলে হয় হারা॥
বৃত্তির কারক তুমি উলটিয়া পড়।
পাইবে তাহার নাম কহিলাম দড়॥ (শিল)

৩৬

অপূর্ব জালিয়ার জাল না পরশে জল।
বৃক্ষের উপরে নাথে নহে ফুল ফল॥
দেবতার প্রীতি তাহে পাইতে দুরাপ।
রস মধ্যে ক্ষার নহে লবনের বাপ॥
আহার প্রহেলী ইহা আহার প্রহেলী।
উত্তর না দিয়া তুমি না করিবে কেলি॥

উত্তর

আহার হেঁয়ালী ছয় রস মধ্যে মিষ্ট।
কৈটভের জ্যেষ্ঠ ভাই মাসের কনিষ্ঠ॥ (মধু)

৩৭

কাল ধল দুই পক্ষ—নহে কাক হাঁস।
আট হাজার লক্ষ পণ জড় কৈলে মাস॥
পালিবে যে দুই পক্ষ কর অঙ্গীকার।
রোহিণী বলেন তবে করিবে বিহার॥
হর, জান প্রহেলিকা, হর, জান প্রহেলিকা।
নহে পুষ্প দেহ বুঝি মালতী মল্লিকা॥

উত্তর

সতীর কাহিনী শুন রোহিণী সুন্দরী।
পক্ষ পালিবারে আমি সত্য নাঞি করি॥
তোমার শাধনে আমি পালিব পক্ষিণী।
হেঁয়ালীর প্রত্যুত্তর দিলা শূলপাণি॥ (চন্দ্র)

মাণিকরামের 'ধর্মমঙ্গলে' সমস্যাপূরণ বা ধাঁধার উত্তর দান আরও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। লাউসেন যখন প্রায় গৌড়ের প্রান্ত দেশে গোলাহাটে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন গণিকা সুরিক্ষা তাহাকে কৌশলে নিজগৃহে লইয়া গেল। তাহাকে বলিল, গোলাহাট দিয়া যে গৌড়ে যায়, সে একরাত্রি আমার গৃহে বাস করে। তখন সে আমার জিজ্ঞাসিত কতকগুলি সমস্যার যদি জবাব দিতে পারে, তবে পরদিন আমার নিকট হইতে মুক্তি লাভ করিয়া গৌড়ে গিয়া প্রবেশ করে। কিন্তু আমার সমস্যাগুলি যদি পূরণ করিতে না পারে, তবে তাহাকে চিরদিন আমার গৃহে বন্দী হইয়া আমার অন্নগ্রহণ করিয়া আমাকে ভৃত্যের মত সেবা করিতে হয়। এই রকম কত ব্রাহ্মণ আমার গৃহে বন্দী হইয়া আছে। লাউসেন ইহা শুনিয়া বলিলেন,

সমস্যা পূরণে যদি পরাভব পাই।
প্রতিজ্ঞা তোমার হাতে তবে অন্ন খাই॥

প্রথম সমস্যাটি সুরিক্ষা লাউসেনকে সংস্কৃত ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল—

৩৮

পৃথিব্যাঃ কঃ গতিশ্চৈব পৃথিব্যাং কোঽপি দুর্লভঃ।
প্রধানতঃ কোঽপি রত্নঃ [চ] কথয়খ সুনাগর॥

অর্থাৎ হে সুনাগর তুমি বল, পৃথিবীর গতি কি, পৃথিবীতে কি দুর্লভ, কোন রত্ন প্রধান?

লাউসেন ইহার যে জবাব দিলেন, তাহা একটু ব্যাখ্যাত্মক (explanatory)। তিনি বলিলেন—

সেন কয় সমস্যা সকল অর্থে যায়।
মুখ্য পক্ষে কহিলে বিপক্ষে নাহি দায়॥
শরীর পৃথিবী হয় শাস্ত্রে ইহা বলে।
হরিনাম গতি তার হয় অন্ত কালে॥
দুর্লভ দক্ষিণ হস্ত দিবানিশি দানে।
সত্য মিথ্যা শশিমুখি সম্ভাবিয়ে মনে॥
চিরদিন করি যাতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা।
ইহা হ'তে অধিক দুর্লভ আছে কিবা॥
পরীক্ষায় কর্ণকে প্রধান কর্যা মানি।
কুতূহলে কৃষ্ণের কীর্তন যাতে শুনি॥
বদন প্রধান আর বিনোদ লহরী,
হেলায় শ্রদ্ধায় যাতে হরিনাম করি॥
চিন্তাচয় হতে হয় চক্ষু সে রতন।
পূর্ণভাবে পাই যাতে কৃষ্ণ দরশন॥
এই যে কহিনু ইহা সাধকের পর।
সুরিক্ষা কহিছে, সত্য কহিলে সুন্দর॥

অর্থাৎ পৃথিবীর এক অর্থ শরীর, শরীরের গতি হরিনাম। দক্ষিণ হস্ত দুর্লভ, কারণ, ইহাদ্বারা দান এবং কৃষ্ণসেবা করা হয়। কর্ণ প্রধান রত্ন, ইহা দ্বারা কৃষ্ণের নামকীর্তন শুনিতে পাওয়া যায়। বদনকেও প্রধান বলা যায়, কারণ, তাহাতে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করা যায়। চক্ষুই রত্ন, কারণ, তাহা দ্বারা কৃষ্ণ দর্শন হয়।

৩৯

জীব নয় জন্তু নয় জীবনে বাস করে।
জীবন বিহীন হৈলে যথাতথা মরে॥
জীবে যদি পরশে জীবনে টানাটানি।
সত্য বল সেই কে সুন্দর গুণমণি॥ (জলের ফেনা)

৪০

নটিনী জিজ্ঞাসে পুন শুনহে নাগর।
চতুর্ভুজ মূর্তি তার দেখিতে সুন্দর॥

শূন্যপথে সদাগতি—সংসারের সার।
সুরনর সকলে প্রসাদ খায় তার॥
সদাই সন্তুষ্ট তায় সংহার কারণ।
সত্য বল সুনাগর সেই কোন জন॥ (শ্বেত মৌমাছি)

৪১

নটিনী কহিছে পুন তবে শুন আন।
উদয় অচল নয় অঙ্গের প্রধান॥
অরুণ উদয়কাল অনুমান লখি।
সূর্যের উদয় তায় সদা কাল দেখি॥
মনে মোহ ময়নার মহীপাল বলে।
সেই ত সমস্যা আছে তোমার কপালে॥ (সিঁদুরের ফোঁটা)

৪২

সুরিক্ষা তখন কয় তুমি সাধুজন।
নাহি তার হস্তপদ নাসিকা নয়ন॥
শ্রবণ বদন নাই আর নাই বা।
গজ সম গর্জে উঠে গায়ে দিলে পা॥ (কামারের জাতা)

৪৩

সুরিক্ষা কহিছে তাকে সর্বলোকে খায়
অথচ কেমন কেহ দেখিতে না পায়॥
যথাকালে সেজন যখন যায় ছেড়া।
সকল সয়াল সুখ সব থাকে পড়া॥
সদাই চঞ্চল কিন্তু সংসার ব্যাপিত।
বুঝ্যা দেখি বল সেন বট শাস্ত্রবিৎ॥ (পরমায়ু)

৪৪

সাবধান হ'য়ে শুন সমস্যার সার।
যুগলে যুগল নাই যুগল বিচার॥
কাঁউরে কমিক্ষা চণ্ডী কামতায় এতা।
অঙ্গমধ্যে অঙ্গনার ধাতু রয় কোথা॥
ইহার উত্তর কর‍্যা অচিরাৎ যাবে।
নচেৎ আমার হাতে অন্নজল খাবে॥

লাউসেন মহাসমস্যায় পড়িলেন, 'অঙ্গমধ্যে অঙ্গনার ধাতু রয় কোথা' ইহার জবাব তিনি জানিতেন না। সুরিক্ষা বলিল, ইহার জবাব দিয়া মুক্তি লাভ কর, নতুবা আমার আজীবন দাসত্ব বরণ কর। তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর।

লাউসেনের 'পরাণ উড়িল ভয়ে আঁখি ছল ছল।' অলঙ্কার, আগম, নিগম, পুরাণ, তন্ত্র, ইত্যাদি সব স্মরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু 'অঙ্গমধ্যে অঙ্গনার ধাতু রহে কোথা' তাহার উত্তর কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। লাউসেন এবং কর্পূর সেনকে সুরিক্ষা বস্ত্র দ্বারা বাঁধিয়া ফেলিলেন। এই অবস্থায় লাউসেন ধর্মঠাকুরের নাম জপ করিতে লাগিলেন, এই বিপদে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এদিকে সুরিক্ষা লাউসেনকে সেই রাত্রেই তাহার প্রতিজ্ঞামত তাহার রান্না ভাত খাওয়াইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিল। লাউসেন বলিলেন, 'প্রভাত হইলে রাত্রি না খাইব ভাত।' ধর্মঠাকুর তাঁহার ভক্ত 'হনুমানকে পাঠাইলেন, হনুমানের কৌশলে মধ্যরাত্রেই রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, তাহার ভাত খাইতে হইল না। কিন্তু সমস্যার জবাব না দিয়া তাঁহার মুক্তি নাই। হনুমানও সমস্যার কথা শুনিল, লাউসেন সুরিক্ষার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—সমস্যার জবাব দিয়া তাহার গৃহ ত্যাগ করিবেন। অতঃপর হনুমান বৈকুণ্ঠে ধর্মঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া ইহার মীমাংসা করিয়া দিতে বলিলেন। ধর্মঠাকুর বলিলেন,

সর্বশাস্ত্র জানে সেই সুরিক্ষা বেউশ্যা।
বিকল করাাচে কয়্যা বিষম সমস্যা॥
কাঙুরে কামিক্ষা চণ্ডী কামতারা হয়।
অঙ্গ মধ্যে অঙ্গনার ধাতু কোথা রয়॥
উপদেশ আপুনি ইহার কর আগে।
তবে সে তোমার পুজা হয় কলিযুগে॥
অনাদি কহেন বাপু আমি নাহি জানি।
ব্রহ্মার নিকটে যাও জানিবেন তিনি॥

হনুমান ব্রহ্মলোকে ছুটিলেন—

ব্রহ্মা কন বিপর্যয় বেউশ্যার বাণী :
বাপের বয়েসে বাপু আমি নাহি জানি॥

তিনি বিষ্ণুকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিবার পরামর্শ দিলেন। হনুমান বিষ্ণুলোকে ছুটিলেন,

জনার্দন কন ইহা আমি নাহি জানি।
বল গিয়া বিশ্বনাথে বলিবেন তিনি॥
হনুর হয়রাণ হৈল হরির বচনে।
শিবের সাক্ষাতে গেল সজল নয়নে॥

শিবের নিকট সমস্যাটির কথা বলিলে তিনি বলিলেন—

শিব কয় সিদ্ধি খেয়ে বুদ্ধি নাই বাছা।
জানি নাই জন্মে ইহা জিজ্ঞাসিলে মিছা॥
অঙ্গনার অলক্ষে উলঙ্গ হয় গা।
জিজ্ঞাসিব জানে বা কি গণেশের মা॥

শিব হনুমানকে লইয়া পার্বতীর নিকট উপস্থিত হইলেন, তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া সমস্যাটির কথা বলিলেন—

শিব কন শঙ্করী সন্তোষ হয় তবে।
অঙ্গ মধ্যে অঙ্গনার ধাতু কোথা কবে॥

পার্বতী ইহা শুনিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞের মত হাসিলেন,

হাসিলেন হৈমবতী শুনে হর বাক্যে।
অঙ্গ মধ্যে অঙ্গনার ধাতু বাম চক্ষে॥

হনুমান বৈকুণ্ঠে ধর্মঠাকুরের নিকট এই সংবাদ দিয়া বায়ুগতিতে মর্ত্যলোকে লাউসেনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তারপর তাহার কানে কানে সমস্যার জবাব বলিয়া দিলেন।

কানে কানে কয়্যা দেন ক্রোধবান্ হয়।
বাম চক্ষে রয় ধাতু বেউশ্যাকে কয়॥

তারপর সমস্যা পূরণ করিয়া পরাজিত সুরিক্ষার নাক, কান ও লোটন (বেণী) কাটিয়া লইয়া লাউসেন এইবার কর্পূর সেনকে সঙ্গে করিয়া গৌড়ে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিজ রামদেবের 'অভয়া-মঙ্গল' কাব্যে নিম্নোদ্ধৃত পদগুলি ধাঁধার লক্ষণাক্রান্ত—

৪৫

সখি হে একি মোর কৈল জঞ্জাল।
ময়ূরে অজগরে বঞ্চে মোহে এক ঘরে
কিরূপে বঞ্চিমু চিরকাল॥

গজে সিংহে করে খেলা মূষিকে মার্জারে মেলা
ছাগে বাঘ সে খেদাইয়া।
দেখিয়া ছাগার কোপ ভয় হৈল তিন লোক
ভেকে সর্প গিলে পন্থে রৈয়া॥
বসিয়া কূপের পারে অন্ধে আসি দীপ জ্বালে
আতুরে সর্বস্ব লই যায়।
দ্বিজ রামদেব ভণে হরি না ভজিলে কেনে
চোর আসি সাধুরে জাগায়॥

'বৌদ্ধগান ও দোঁহা'য় যে ধাঁধাটি সর্বপ্রথম উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতেও ইহারই রচনার ধারা অনুসরণ করা হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যাও বিশ্লেষণাত্মক।

৪৬

সারঙ্গ অরির হিত তার বন্ধু মিত
তার সুত প্রচণ্ড প্রতাপ।
তাহার তনয়া-পতি মুনির যে সন্ততি
তার রিপু মোরে দিল তাপ॥
সখিহে, ভুবন দ্বিগুণ করি তাহাতে তপন পুরি
তার আধা করিমু যে পান।
নতু বায়ু-সুতের সুত করিমু যে কণ্ঠযুত
জীবনে জীবন দিমু দান।

৪৭

হে সখি বিরাট-তনয় দাও দান।—উত্তর দাও।

বট তলায় প্রচলিত 'কালিদাসের হেঁয়ালী' কিংবা 'বর ঠকান ধাঁধা' নামক পুস্তিকায় প্রচারিত ধাঁধাগুলিকেও কাব্যধাঁধার অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। লৌকিক ধাঁধাগুলিকেই ইহাদের মধ্যে বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ নূতন করিয়া রচনা করিয়াছেন মাত্র। বিশেষতঃ রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণের যে প্রভাব ইহাদের মধ্যে দেখা যায়, তাহাও সাধারণভাবে ইহাদের লৌকিক চরিত্রের অনুকূল নহে। ইহাদের কিছু নিদর্শন এখানেও উদ্ধৃত করা হইল।

৪৮

যুধিষ্ঠির-কন্যা নারী নকুল গৃহিণী।
সহদেব পুজে যারে ভাগ্য বলে মানি॥

কেবা সেই নারী হয় বলহ সুমতি।
মম হৃদিমাঝে তিনি আসুন সম্প্রতি ॥

যুধিষ্ঠির—হিমালয়, কন্যা—দুর্গা, নকুল—মহাদেব, সহদেব—দেবগণের সহিত অর্থাৎ হিমালয়ের কন্যা দুর্গা এবং শিব দেবগণের সহিত আসুন।

৪৯

কোন নারী দরশনে পুণ্য হয় অতি।
আলিঙ্গনে মোক্ষ লাভ শাস্ত্রের ভারতী ॥
চুম্বন কারলে হয় পবিত্র জীবন।
হেন কোন নারী আছে জগতে এমন ॥ (গঙ্গা)

৫০

পাক কার্যে ক্লান্তা হয়ে ভীমের রমণী
বক্ষ হতে বস্ত্র খুলে ফেলিল তখনি ॥
শ্বশুর সম্ভোগ ইচ্ছা বধূ হয়ে করে।
কেমনে সম্ভবে ইহা বলহ আমারে ॥

অর্থাৎ বায়ুপুত্র ভীম, তাঁহার স্ত্রী দ্রৌপদী ক্লান্ত হইয়া বায়ু প্রার্থনা করিতেছেন :

৫১

পশু সঙ্গে ভ্রমে সেই কিন্তু পশু নয়।
কভু রাজবেশ কভু যোগী বেশে রয় ॥
অসম্ভব কার্য তার শুনে হাসি পায়।
পিতার কন্যার গর্ভে সন্তান জন্মায় ॥ (রামচন্দ্র)

৫২

পিতা পুত্রে এক নারী করে আলিঙ্গন।
উভয় উরসে জাত উভয় নন্দন ॥
কি নাম তাদের হয় বল দেখি শুনি।
মিথ্যা নহে সত্য ইহা শাস্ত্রে আছে জানি ॥

অর্থাৎ যম-পুত্র যুধিষ্ঠির, যম পুত্র সূর্য, সূর্য-পুত্র কর্ণ।

৫৩

নপুংসক বেশ ধরি পুরুষ হইয়া।
থকিলেক বার মাস সে দেশে থাকিয়া ॥
তাহার রাজার পুত্রে প্রশ্নের কারণ।
ত্বরা করি আনি দাও মোদের ভবন ॥ (উত্তর)

৫৪

রামায়ণে লেখা আছে অতি পুরাতন।
স্বামী স্ত্রী দুইজনে বাইশ হাত হন॥
কি নাম তাঁদের হয় বলহ সত্বর।
বুদ্ধিমান বলি বুঝি পাইয়া উত্তর॥ (রাবণ ও মন্দোদরী)

৫৫

দ্বিভুজা রমণী কিন্তু পতি দশ ভুজ।
পশুপতি নয় তবু পতি পঞ্চমুখ॥
পুত্রহীন শ্বশুর যে অকালে মরিল।
কেবা সেই নারী হয় চিন্তা করি বল॥
(পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী)

৫৬

হস্ত পদ নাহি, দেহ কুমাণ্ড আকারী।
পৈতা কেহ নাহি দেয় তবু পৈতাধারী॥
চন্দনে চর্চিত কৃষ্ণ অঙ্গ পুষ্প ময়।
মহারাজ নহে কিন্তু সিংহাসনে রয়॥
ভক্ষ্য পানি নাহি চায় তবু খাদ্য দেয়।
আশিস্ না করে কারে প্রণমিলে তায়॥ (শালগ্রাম)

৫৭

চারি দেব উপবিষ্ট আসি একস্থান।
সপেনেতে পঞ্চ পদ তিন পেট হন॥
নয়টি মস্তক আর বাহু চৌদ্দখান।
উনিশ নয়ন সবে অষ্টাদশ কাণ॥
বুদ্ধি করি বল দেখি কেমনে সম্ভবে।
পুরাণে বর্ণিত ইহা ভেবে দেখলে পাবে॥
অর্থাৎ দুর্গা, কার্ত্তিক, রাহু ও ভৈরব (ভৈরব একপদ বিশিষ্ট)

৫৮

নয়ন থাকিতে অন্ধ হইয়া আপনি।
লৌহের মুদ্গরে গর্ভ বিনাশেন যিনি॥
রাজকন্যা রাজমাতা হয় সেই নারী।
কি নাম তাঁহার হয় বল শীঘ্র করি॥ (গান্ধারী)

৫৯

শচী-সুত নহে কিন্তু ইন্দ্রের তনয়।
পিতামহ ব্যাসদেব জানিবে নিশ্চয়॥
ভগ্নী তার ভার্যা হল একি বিপরীত।
মামীকে শাশুড়ী বলে জগতে বিদিত॥ (অর্জুন)

৬০

বিধাতৃ নির্মিত ঘর অতি সুগঠন।
তাহার মধ্যেতে থাকি করে বিচরণ।
হস্ত পদ নাহি তার মাংসপিণ্ড প্রায়।
জলের ভিতরে থাকে কিবা সেই হয়॥ (শামুক)

৬১

সন্ধ্যাকালে জন্ম তার প্রভাতে মরণ।
মস্তক উপরে সদা করে বিচরণ॥
স্বর্ণাকার মনোহর দেহের বরণ।
এক পথে করে গতি সেই কোন জন॥ (তারা)

৬২

ওগো ঠাকুরগো শুন মোর কথা।
এ কথাটী বলে দাও—খাও মোর মাথা॥
জলেতে দিতেছি জাল সারাদিন ধরে।
তবু না তাহিল জল কপালের ফেরে॥
ইহার কি অর্থ হয় বল দেখি ভাই।
নতুবা জানিব তোমার কিছু বুদ্ধি নাই॥
(জলে জাল ফেলা)

৬৩

জলজন্তু নহে কিন্তু জলমধ্যে রয়।
মনুষ্য প্রভৃতি সবে বক্ষে করি লয়॥
পদ নাই কিন্তু ধায় পবনের গতি।
কোণে ধরি বলে যেই সেই তার পতি॥ (নৌকা)

৬৪

আড়ে দীর্ঘে চারিদিকে যে দিকেই কাট।
ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায় নাহি হয় ছোট॥
কাটিলে সকল বস্তু খাট কিন্তু হয়।
কি নাম তাহার বল আছে এ ধরায়॥ (গর্ত)

৬৫

খাদ্যবস্তু নহে কিন্তু সর্বলোকে খায়।
অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে পড়িয়া ধরায়॥
বৃদ্ধেতে খাইয়া তাহা করে হায় হায়।
যুবকে খাইয়া তাহা লজ্জায় মরে যায়॥
বালকে খাইয়া তাহা করয়ে ক্রন্দন।
বুঝিয়া বলহ বস্তু কি আছে এমন॥ (আছাড়)

৬৬

আগে যায় ফিরে চায় ওটী তোমার কে।
ওর শ্বশুরকে আমার শ্বশুর বাবা বলেছে॥
(শাশুড়ী ও বউ)

৬৭

কোন ফলে বীজ নাই বল দেখি দাদা।
না বললে বুঝব তুমি আস্ত একটি হাঁদা॥ (নারিকেল)

৬৮

গণপতি নহে কিন্তু এক দন্তধর।
কটীতে বদন তার দেহ লম্বাকার॥
দুই পদ পাতালেতে তাহার প্রবেশে।
দন্তাঘাতে বহু কর্ম করয়ে অক্লেশে॥ (ঢেঁকি)

৬৯

কাঠের গরুটী দেখ মাটির বাছুর।
বাঁট নাই দুগ্ধ তার জন্মায় প্রচুর॥
বল দেখি এ কিরূপ অপরূপ ধাঁধা।
গরুর গলায় কিন্তু বাছুরটী বাঁধা॥
অর্থাৎ তালের রস ; তালগাছ—গরু, বাছুর—ভাঁড়।

৭০

নিশিযোগে গোপনেতে জন্মে যার ঘরে।
তার বাড়ীর লোকজন কান্নাকাটি করে॥
জন্মদাতা অন্ন দিয়া সত্বর পলায়।
মূর্খের নাহিক শক্তি পণ্ডিতে বুঝা দায়॥ (চুরি)

৭১

বারো মাস বয়স তার তেরো মাসের কালে।
গণ্ডা গণ্ডা প্রসব করে অগণন ছেলে॥
কহে কবি কালিদাস হেঁয়ালির ছলা।
থাকুক মূর্খের কাজ পণ্ডিতে বুঝেন কলা॥ (কলাগাছ)

৭২

মামা ডাকে মামা ব'লে, বাবা বলে তাই।
ছেলেতেও বলে মামা, মাও বলে তাই॥ (সূর্য)

৭৩

ছাল ফেলে কাটি কিন্তু চক্ষু ভাসে জলে।
ভয় আছে লোকে পাছে চোক্ খেকো বলে॥
নুন খেয়ে নেবু রস রসে যুক্ত করি।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা চিনি তার ভরি॥
টুকি টুকি খেলে পরে, রসে ভরে গাল।
নেচে ওঠে নন্দলাল, মুখে পড়ে লাল॥ (আনারস)

৭৪

আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর।
গড়িতেছে পিটে পুলি অশেষে প্রকার॥
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ কুটুম্বের মেলা।
কোন কালে হয় ইহা বল দেখি বালা॥ (পৌষ-পার্বণ)

৭৫

ঘোর জাঁক বাজে শাঁখ যত সব রামা।
কুটিছে তণ্ডুল সুখে করি ধামা ধামা॥
খোলায় পিটুলি দেন হয়ে অতি শুচি।
ছ্যাক ছ্যাক শব্দ হয় ঢাকা দেন মুচি॥

উনুনে ছাই নিবারি, বাউরি বাঁধিয়া।
চাউনি কর্তার পানে, কাহার লাগিয়া॥ (ঐ)

৭৬

সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে॥
হাঁড়ি কাঠে ফেলে দিই, ধরে ছুটী ঠ্যাং।
সে সময়ে বাদ্য করে ড্যাডাং ড্যাডাং॥
এমন বস্তুর নাম সে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড় বংশে বোকা॥ -ঈশ্বর গুপ্ত (পাঁটা)

৭৭

পিতৃগৃহে লজ্জাবতী থাকে অতিশয়।
কিন্তু পরগৃহে সেই ভাব নাহি রয়॥
বদনে ফেলিলে তারে জুড়ায় জীবন।
সভাস্থলে সবাকার রাখয়ে সম্মান॥
রমণীগণেতে তার মর্ম জানে ভাল।
কি নাম তাহার হয় চিন্তা করি বল॥ (পান)

৭৮

গলদেশে খাদ্য থাকে গলাতে উগারে।
কোমরের নীচে মুখ আছে বাহির করে॥
আহারের কালে তার ঘোর শব্দে শুনি।
জিহ্বায় প্রস্রাব ত্যাগ, আশ্চর্য কাহিনী॥ (ঘানিগাছ)

৭৯

দিনমানে মৃত্যু তার জীয়ে রজনীতে।
মরণের পরে রাখে ডুবায়ে জলেতে॥
জীবন পাইয়া প্রভা প্রকাশে যখন।
অন্ধ মাত্র নাহি দেখে তাহার বরণ॥ (প্রদীপ)

৮০

পিতা জন্ম দিল বটে মা ছিল না কাছে।
ভূমিতে উৎপন্ন কিন্তু নাহি ফলে গাছে॥
অপরূপ গল্প বলি না শুন বচন।
উত্তর দেখিলে তুমি পাইবে কারণ॥ (সীতাদেবী)

৮১

তিন অক্ষরে নাম তার সর্বলোকে বলে।
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে ভাসে গঙ্গার জলে॥
মধ্যম অক্ষর ছেড়ে দিলে মাছ ধরতে যায়।
শেষে অক্ষর ছেড়ে দিলে সর্বলোকে খায়॥ (আমড়া)

৮২

সূত্রবদ্ধে আবদ্ধ নির্মিত হয়ে চর্মে।
সহায়তা করে সেই সবাকার কর্মে॥
ধনী মানী দীন দুঃখী সবে সম ভাব।
সদা পদাশ্রিত থাকে এমনি স্বভাব॥
তার জন্ম না হইলে সকল সংসার।
প্রতিক্ষণে কাতরে করিত হাহাকার॥ (জুতা)

৮৩

তিন অক্ষরে নাম মোর নই আমি মিঠে।
কখনও হাতে খড়ি কখনও বা পিঠে॥
প্রথম অক্ষর নিয়ে তুমি পান কর সুখে।
গরম গরম ভাল লাগে তোল যদি মুখে॥
বাকি অংশ অমনি ইংরাজী কথা হয়।
বলে মোরে পড় নিয়ে যত মনে লয়॥ (চাবুক)

৮৪

পাখা নাই উড়ে যায় মুখ নাই ডাকে।
বুক কেটে আলো ছোটে, কান ফাটে হাঁকে॥ (মেঘ)

৮৫

পৃথিবীতে আছে কিবা আশ্চর্য এমন।
কেহ তারে নাহি চায় করিতে গ্রহণ॥
কিন্তু সেই সবে পায় এ অতি আশ্চর্য।
বল দেখি বুঝি তব বুদ্ধির তাৎপর্য॥ (মরণ)

৮৬

পশু নয় পক্ষী নয় জীব মধ্যে ধরি।
অগণন বাণ তার পৃষ্ঠের উপরি॥

না জানিয়া কেহ যদি করে পরশন।
সে সকল বাণে তারে বিন্ধে সেইক্ষণ॥ (শুঁয়াপোকা)

৮৭

জলে স্থলে বাস করে সকলেই জান।
অনেকেই খায় তারে করিয়া রন্ধন॥
চক্ষু মুখ পদ তার আছে বিদ্যমান।
কেবল মস্তকহীন বুঝহ ধীমান্॥
এমন কি প্রাণী আছে এ বিশ্বমাঝারে।
অনুভবে বুঝি শীঘ্র দাও মোরে বলে॥ (কাঁকড়া)

৮৮

বিধাতা নির্মিত ঘর নাহিক দুয়ার।
যোগেন্দ্র পুরুষবর তায় থাকে নিরাহার॥
যখন পুরুষবর হয় বলবান।
বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান্ খান্॥ (ডিম)

৮৯

অর্ধচন্দ্র সম তার দেহের গঠন।
তৃণাদি কর্তন সেই করে সর্বক্ষণ॥
অগণন দন্তরাজি নাহি তার শেষ।
অনুমানে বুঝ তাই ইহার বিশেষ॥
উচ্ছিষ্ট করিয়া সেই দেয় অন্য জনে।
হেঁয়ালীর শেষে কবি কালিদাস ভণে॥ (কাস্তে)

সওয়াল

পদ্যে রচিত এক শ্রেণীর প্রশ্নোত্তরকে সওয়াল বলে। ইহারা প্রকৃত ধাঁধা নহে; পৌরাণিক জ্ঞান বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্নোত্তর মাত্র।

সওয়াল

যুধিষ্ঠির যজ্ঞ শেষ করিয়া উঠিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় একটি বেজী অর্ধ সোনা, অর্ধ বেজীরূপ ধরিয়া পায়ে আঁচড়াইতেছিল, তখন ধর্মরাজ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"এ' কে? এ'র নাম কি?"

জবাব

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"এটা গৌতমের চেলা ইন্দ্র, বেজীরূপ ধরিয়া আসিয়াছিল, উহার গাত্রের যোনিগুলি হইল সোনা, আর অঙ্গটা হইল বেজী—এইরূপে আসিয়াছে।

সওয়াল

আমি রাস্তা দিয়া যাইতেছি, এমন সময় দেখি একটি পাখী বমি করিয়া ফেলিল। বমি করিয়া ফেলিতেই দেখিলাম একটা রথ, সেই রথে তিনটি লোক, সেই তিনটি লোকের বারটি মুণ্ড, চব্বিশটি চক্ষু, তা কাহার মুণ্ড কয়টা, চক্ষু কাহার কয়টা?

জবাব

সীতাহরণের কথা। যখন রাবণ সীতাকে লইয়া যায়, রাবণের দশমুণ্ড, সীতার এক মুণ্ড; সারথির এক মুণ্ড: রাবণের চক্ষু কুড়িটি, সারথির দুইটি, সীতার দুই চক্ষু, মোট বারটি; চব্বিশটি চক্ষু।

সওয়াল

সুবল রাজার হাড়ে পাশা হইয়াছিল, পাশার তিনটি ছিদ্র ছিল, এই তিনটি ছিদ্রে কি কি হইয়াছিল?

জবাব

একটি ছিদ্রে লক্ষ্যভেদ, একটি ছিদ্রে অজ্ঞাতবাস, একটি ছিদ্রে অভিমন্যু বধ হইয়াছিল।

সওয়াল

চারিটি ক্ষেত্রের নাম কি?

জবাব

(১) গয়াক্ষেত্র (২) কুরুক্ষেত্র (৩) কর্মক্ষেত্র (৪) শ্রীক্ষেত্র।

সওয়াল

একজন রাজার চিতায় একটি স্ত্রীলোক সহমৃতা হইয়া ভস্ম হয়, সেই ভস্ম হইতে একটি বৃক্ষ হয়, সেই বৃক্ষ হইতে চারিটি বৃক্ষ হয়। সেই চারিটি বৃক্ষের নাম কি?

জবাব

অশ্বথ, আম্র তুলসী, পলাশ, আমলকী—এই চারিটি বৃক্ষ।

সওয়াল

একটি স্ত্রীলোক স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হইল, তার কেশ হইতে এক বৃক্ষ হইল দ্বাপর যুগে, সেই বৃক্ষের নাম কি?

জবাব

সেই বৃক্ষের নাম তুলসী।

সওয়াল

কোন্ রাজার রাণীর ভগবতীর মত দশ হাত ছিল এবং স্বামীর মাথা কাটিয়াছিল, সেই রাজার নাম কি ?

জবাব

সেই রাজার নাম ভ্রমতি।

সওয়াল

চারিটি চক্রের নাম কি ? কার কার হাতে আছে ?

জবাব

জ্ঞানচক্র, মায়াচক্র, সুদর্শনচক্র, রাধাচক্র। ধর্মের হাতে জ্ঞানচক্র, নারায়ণের হাতে সুদর্শন চক্র, রাধার হাতে রাধাচক্র, নিয়তির হাতে মায়াচক্র, এই চার চক্র নিয়ত ঘুরিতেছে।

নাথসাহিত্যের ধাঁধা

নাথসাহিত্যে কতকগুলি ধাঁধা আছে, তাহাদের প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র। যোগশাস্ত্রের যে একটি লৌকিক দিক আছে, তাহার উপর ভত্তি করিয়া ধাঁধাগুলি রচিত হইয়াছে। ইহাদের উত্তর সাধারণ বুদ্ধি বা জ্ঞান হইতে কেহ দিতে পারে না, বিশেষ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিই ইহাদের মীমাংসা করিতে পারে। এখানে সাধারণ বুদ্ধির পরীক্ষা অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞানের পরীক্ষা অধিক হইয়া থাকে। এই সকল ধাঁধাকে তত্ত্বমূলক ধাঁধাও বলা যায়।

গোপীচন্দ্রের গানের কাহিনীতে দেখা যায়, যখন তরুণ রাজপুত্র গোপীচন্দ্রকে তাঁহার জননী ময়নামতী সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার কথা বলিলেন, তখন জননীর উপর তিনি বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন, জননীর আদেশ প্রত্যাখ্যান করিলেন, জননী তাঁহাকে সংসারের অসারত্ব সম্পর্কে অনেক কিছু বুঝাইতে লাগিলেন। অবশেষে গোপীচন্দ্র বলিলেন, বেশ তুমি কি প্রকার তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারিণী হইয়াছ, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিব, আমার হেঁয়ালীগুলির জবাব দাও।

একে একে গোপীচন্দ্র এক একটি হেঁয়ালী জিজ্ঞাসা করিলেন, ময়নামতী সেগুলির সন্তোষজনক জবাব দিলেন। তখন গোপীচন্দ্র জননীর আজ্ঞা আর লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। ধাঁধাগুলি এই—

১

প্রঃ—চারি চকরি পুকুরখানি মধ্যে ঝলমল।
কোন বিরিখের বোটা আমি, মা, কোন বিরিখের ফল ॥
উঃ—চার চকরি পুকুরখানি মধ্যে ঝলমল।
ধন বিরিখের বোটা তুই হন বিরিখের ফল ॥

২

প্রঃ—কেবা আছি কেবা বাড়ি কেবা বসিয়া খাই।
কারে লইয়া শুইয়া থাকি, মা, কেবা নিদ্রা যাই ॥
উঃ—মনে আছ (রাছ) তনে বাড় আত্মায় বসি খাও ;
জীতা লয়ে শুয়ে থাকি মোহতে নিদ্রা যাও ॥

৩

প্রঃ—আকাশ নড়ে জমিন নড়ে পড়ে পবন পানি।
সপ্ত হাজার আনল নড়ে নিনড় কোনখানি ॥
উঃ—আকাশ নড়ে জমিন নড়ে নড়ে পবন পানি।
সপ্ত হাজার আনল নড়ে নিনড় কপালখানি ॥

৪

প্রঃ—কোনঠে রইল গয়া গঙ্গা কোনঠে বারাণসী।
কোনঠে রইল জপতপ আমার কোনখানে তুলসী ॥
উঃ—হিদ্দি (হৃদি) গয়া হিদ্দি গঙ্গা হিদ্দি বারাণসী।
মুখে হইল তোর জপতপ মস্তকে তুলসী ॥

৫

প্রঃ—কোনঠে রইল বঁড়শী, মা, কোনঠে রইল সূতা।
কোনঠে রইল বঁড়শীর ছিপ কোনখানি ফুলতা ॥
উত্তর—শিরদাঁড়া তোর বঁড়শীর ছিপ পবন হৈল তোর ডোর-সূতা ;
মূল কণ্ঠ তোর বঁড়শীর টোপ দুই রাছি (আঁখি) ফুলতা ॥
যেদিন ফুলতা তোর জলে ডুবিবে।
জননী মায়ের প্রাণ অনাথ হইবে ॥

৬

প্রঃ—তৃষ্ণা লাগিলে, মা, তৃষ্ণা আইসে কথা হনে।
তৃষার জল তৃটিক, মা, খায় কোন জনে ॥

উঃ—তৃষ্ণা লাগিলে জল আসে শূন্য হৈতে।
তৃষা লাগিলে জল তোর খায় হুতাশনে॥

৭

প্রঃ—বাও নাই বাতাস নাই, মা, পাতা কেনে নড়ে।
দুই বিরিখের একটি ফল কোন বিরিখে ধরে॥

উঃ—বিনা বাতাসে বাছু চক্ষের পাতা নড়ে।
দুই বিরিখের একটি ফল তোর মায়ের প্রাণে ধরে॥

৮

প্রঃ—যখনে আছিলাম, মা, জননীর উদরে।
কোন দিকে শিথান, মা, কোন দিকে পৈথান।
জননীর উদরে থাকি জপছি কোন নাম॥

৯

উঃ—যখন আছলু, বাছু, জননীর উদরে।
উত্তরে শিথান, বাছু, তোর দক্ষিণে পৈথান॥
জননীর উদরে থাক্যা জপছ নিজ নাম॥

তত্ত্বমূলক ধাঁধাগুলিকে কাব্য ধাঁধার অন্তর্ভুক্ত করিবার কারণ এই যে, লৌকিক উপায়ে ইহাদের জিজ্ঞাসাগুলি উপস্থিত করা হইলেও ইহাদের উত্তর দিবার সময় লৌকিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় নাই; উত্তরগুলি বিশ্লেষণাত্মক। রামকৃষ্ণের 'শিবায়নে' শিব যে ভাবে ধাঁধার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এখানেও ব্যাখ্যাগুলি সেই ভাবেই করা হইয়াছে, তবে এখানে কোন বস্তু কিংবা বিষয়ের উপর ধাঁধাগুলি রচিত না হইয়া তাহার পরিবর্তে বিশেষ ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হইয়াছে, ইহাও লৌকিক ধাঁধার লক্ষণ নহে।

একাদশ অধ্যায়

কালিদাসের হেঁয়ালী

লোক-সাহিত্য নিরক্ষর সমাজের মৌখিক সাহিত্য হওয়া সত্ত্বেও দেখা যায়, সংস্কৃত কাব্যনাটকের বিদগ্ধ রচয়িতা মহাকবি কালিদাসের নাম তাহাতে নানাভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। অথচ বেদব্যাস বাল্মীকি কিংবা ভারতের আর কোন সংস্কৃত গদ্য-পদ্য রচয়িতার তাহাতে উল্লেখ পাওয়া যায় না। যে সকল সূত্র হইতে কালিদাসের নাম এই দেশের নিরক্ষর সমাজে প্রচলিত হওয়া স্বাভাবিক তাহাদের মধ্যে এই দেশের প্রাচীন সংস্কৃত টোলগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগে দেশের সর্বত্রই যে সংস্কৃত টোলগুলি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে স্মৃতিশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলন হইলেও কাব্য এবং নাটকই যে বাঙালী ছাত্রদের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়; সেইজন্য স্মৃতি কিংবা ন্যায় শাস্ত্র পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ ছাত্রই সংস্কৃত কাব্য-নাটক পড়িত। এক কথায় বলা চলে যে কালিদাসের 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূত' কিংবা 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' না পড়িয়া কোন বাঙালী ছাত্র সেদিন নিজের পাঠ সমাপ্ত করিত না। কালিদাসের এই সকল রচনার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার নামে প্রচলিত 'দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা' কিংবা 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'ও তাহাদের আকর্ষণ সৃষ্টি করিত। সুতরাং দেখা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক কালিদাস এবং অন্যান্য সংস্কৃত লেখকের কাব্যনাটকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইবার পূর্বেই বাঙালী ছাত্র নানাভাবে কবি কালিদাসের নাম এবং তাঁহার রচনার সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়াছিল।

সংস্কৃত টোলের ছাত্রেরা কালিদাসের কাব্যনাটক এবং কালিদাসের নামে প্রচলিত কথাসাহিত্যের গল্পগুলি নিরক্ষর সমাজের নিকট অনেক সময় মুখে মুখে প্রচার করিত। তাহার ফলে কবি কালিদাস এবং তাঁহার জীবন সম্পর্কে তাহাদের মধ্যেও নানা কৌতূহল জাগ্রত হইতে লাগিল। তাহা হইতেই তাঁহার সম্পর্কে মুখে মুখে নানা কিংবদন্তী সৃষ্টি হইল। কিংবদন্তীগুলি উজ্জয়িনীর প্রাচীন সমাজ-জীবনের পরিবেশ হইতে মুক্ত হইয়া বাঙালীর গৃহচ্ছায়ায় পুষ্টি লাভ করিতে লাগিল। এইভাবে সহজেই কালিদাস বাঙালী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার জীবনী সম্পর্কে নানা কথা বাঙালীর মুখে মুখে প্রচারিত হইতে লাগিল।

কালিদাস সম্পর্কিত সর্বাধিক প্রচলিত একটি লৌকিক কাহিনী এই যে কবিত্ব লাভের পূর্বে তিনি যখন নিতান্ত মূর্খ ছিলেন, তখন একদিন দেখা গেল, তিনি একটি গাছে উঠিয়া, যে ডালটিতে বসিয়া আছেন, সেই গাছটিরই গোড়া কাটিতেছেন। মূর্খতার নিদর্শনরূপে এই বিষয়টি প্রাচ্য বহু কাহিনীতেই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ লোকশ্রুতিবিদ্ পণ্ডিত ষ্টীথ টম্‌সন এই কাহিনীটি Numskull cuts off tree-limb on which he sits এই অভিপ্রায়ের (motif) অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এই শ্রেণীর গল্প ইউরোপেও ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতেই যে এই শ্রেণীর কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছিল, সেকথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন।

সুতরাং দেখা যায়, কালিদাসের জীবনী সংক্রান্ত বাংলাদেশে প্রচলিত এই প্রসঙ্গটি মূলতঃ একটি লোক-কথা; কালিদাসকে প্রথম জীবনে নিতান্ত মূর্খ প্রতিপন্ন করিবার জন্যই তাঁহার নামের সঙ্গে এই কাহিনীটি আনিয়া যুক্ত করা হইয়াছে। এত বড় মূর্খও সরস্বতীর বরে কত বড় পণ্ডিত এবং কবি হইতে পারে, তাহাই দেখানোর জন্য বাংলার সাধারণ সমাজ ইহার সঙ্গে আনিয়া কালিদাসের নাম যুক্ত করিয়াছে। বলাই বাহুল্য, ইহার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

যে সকল কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকে না, তাহা কবি-কল্পনায় সহজেই পল্লবিত হইয়া উঠে; কালিদাসের জীবনীরও তাহাই হইয়াছে। তাঁহার জীবনের ঐতিহাসিক উপাদান কিছুই নাই, সেই সুযোগে তাঁহার সম্পর্কিত কিংবদন্তী বিপুলায়তন লাভ করিয়াছে।

কালিদাসের জীবনী সম্পর্কিত আর একটি যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহাও লোক-কথারই বিষয়। তাহা এই: রাজকন্যার নিকট বিদ্যায় পরাজিত হইয়া যখন পণ্ডিতগণ ব্যর্থ মনোরথ হইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাঁহারা কালিদাসকে গাছের ডাল কাটিতে দেখিলেন, তখন তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই মূর্খের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দিয়া তাহার অহঙ্কার চূর্ণ করিবেন। তখন তাঁহারা কালিদাসকে ডাল হইতে নামাইয়া নানা উপদেশ দিয়া রাজকন্যার নিকট পাঠাইলেন। তাহাদের কথামত আচরণ করিয়া কালিদাস রাজকন্যাকে বিবাহ করিলেন। ষ্টীথ টম্‌সন এই শ্রেণীর কাহিনীকে Foolish bride-groom follows instructions literally এই অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ইউরোপীয় লোক-কথা হইতে তাহার বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন (The folktale ১৯৪৬, পৃঃ ১৯৫)। সুতরাং এই বিষয়টি লোক-কথারই বিষয়,

কালিদাসকে নিতান্ত মূর্খ প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নাম আনিয়া এখানেও যুক্ত করা হইয়াছে। কালিদাসের নাম ইহার সহিত যুক্ত হইবার পূর্বে স্বাধীন লোক-কথা হিসাবেই এই কাহিনী সমাজে প্রচলিত ছিল, কিংবা হয়ত অন্য কাহারও নামের সঙ্গে তাহা যুক্ত ছিল। তাহার আশ্রয় ছাড়িয়া বহুল প্রচলিত নাম কালিদাসকে অবলম্বন করিয়া পরবর্তীকালে সমাজে এই কাহিনীগুলি প্রচলন লাভ করিয়াছে।

বাংলাদেশে প্রচলিত আর একটি কাহিনীতে দেখা যায়, স্ত্রী কর্তৃক অপমানিত হইয়া কালিদাস যখন জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলেন, তখন সরস্বতী আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে কবিত্বলাভের বর দিলেন। স্ত্রী কর্তৃক অপমানিত পুরুষ সংসার ত্যাগ করিয়া দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হইবার কাহিনীও সাধারণ লোক-কথার একটি প্রচলিত অভিপ্রায় মাত্র। বাংলাদেশে প্রচলিত একটি জনশ্রুতি এই যে, যে সরস্বতী কালিদাসকে কবিত্বলাভ করিবার বর দিয়াছিলেন, সেই সরস্বতীই তাঁহার মৃত্যু সম্পর্কে একটি অভিশাপও দিয়াছিলেন। তাহা এই যে, বেশ্যার গৃহে তাঁহার মৃত্যু হইবে; কারণ, তিনি সরস্বতীর স্তব করিতে গিয়া তাঁহার স্তনের উল্লেখ করিয়াছিলেন, যেমন, 'কুচযুগ শোভিত মুক্তাহারে'। কালিদাসের জীবনে এই অভিশাপ সফল হইয়াছিল বলিয়া কিংবদন্তীতে উল্লেখ আছে। প্রতিভাশালী ব্যক্তির হীন মৃত্যুর বিষয়ও লোক-কথারই বিষয়, সুতরাং লোক-কথার সূত্র হইতেই তাহা কালিদাসের জীবনীমূলক কিংবদন্তীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

কালিদাস সম্পর্কিত আর একটি কিংবদন্তীতে শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি স্ত্রী কর্তৃক অপমানিত হইবার পর 'সরস্বতী কুণ্ড' নামক সরোবরে স্নান করিয়া কবিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই বিষয়টি লোক-কথারই একটি অভিপ্রায় (motif), ইংরাজীতে তাহাকে Magic transformation বলা হয়। ঐন্দ্রজালিক শক্তি সম্পন্ন কোন জলে, পুকুরে, কিংবা হ্রদে স্নান করিয়া দিব্যশক্তি লাভ তাহার সাধারণ বিষয়। সুতরাং দেখা গেল, বাংলাদেশেরই লোক-কথার ভিত্তিতে কালিদাসের জীবনী সম্পর্কিত কিংবদন্তীগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ কালিদাসের জীবন ক্রমে লোক-কথার বিষয় হইয়াছে।

লোক-কথা ব্যতীতও কবি কালিদাসের নাম বাংলার লোক-সাহিত্যের আর একটি বিষয়ে আরও ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহা ধাঁধা। কলিকাতার বটতলাতে এক শ্রেণীর বই কিনিতে পাওয়া যায়, তাহাকে

'কালিদাসের হেঁয়ালী' বলে। সেগুলি সাধারণতঃ কতকগুলি বাংলা লৌকিক এবং কাব্যধাঁধার সংগ্রহ। ধাঁধাগুলি প্রধানতঃ লৌকিক, তবে কিছু কিছু শৈল্পিক (Art) ধাঁধাও তাহাদের মধ্যে আছে। এমন কি, কোন কোন সংগ্রহে কিছু কিছু নকলিত ধাঁধাও দেখিতে পাওয়া যায়, সবই কালিদাসের হেঁয়ালী বলিয়া পরিচিত। বলাই বাহুল্য, কালিদাসের সঙ্গে তাহাদের কোনই সম্পর্ক নাই, অথচ কালিদাসের নাম তাহাতে যে কি করিয়া প্রবেশ করিল, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়। কারণ, ধাঁধা রচনার দিক দিয়া কালিদাসের কোন প্রসিদ্ধি ছিল, এমন জানিতে পারা যায় না। কালিদাসের হেঁয়ালী বলিয়া বটতলা হইতে যে সকল ধাঁধার বই প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়, তাহাদের আর একটি নাম 'বর বা বরযাত্রী ঠকান ধাঁধা'। বাঙ্গালীর সমাজে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কনের বাড়ীর লোকেরা বরযাত্রীদিগকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিত, বরযাত্রীদের তাহাদের জবাব দিয়া নিজেদের বিদ্যা এবং বুদ্ধির পরিচয় দিতে হইত। সেই জন্যই এক কালে সমাজে ধাঁধার চর্চা হইত। এই রীতিটি সুগভীর সামাজিক তাৎপর্য মূলক, তবে তাহা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় নহে। শুধু রীতিটি যে একদিন ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, তাহাই এখানে উল্লেখযোগ্য। ধাঁধাগুলিকে একটি আভিজাত্য দিবার জন্যই ইহাদিগকে কালিদাসের ধাঁধা বলিয়া উল্লেখ করা হইত।

যদিও 'কালিদাসের হেঁয়ালী' বলিয়া প্রচারিত ছোট ছোট বটতলার বইগুলির প্রায় কোন হেঁয়ালীতেই কালিদাসের ভণিতা দেখা যায় না, তথাপি গ্রামাঞ্চলে মুখে মুখে প্রচলিত এক বিপুল সংখ্যক ধাঁধায় কালিদাসের ভণিতাও শুনিতে পাওয়া যায়। দুই একটির উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

অর্ধচন্দ্র সমাকার দেহের গঠন,
গাছপালা কাটে সেই সদা সর্বক্ষণ।
দন্তরাজি গণনেতে হয় না কো শেষ,
অনুমানে বুঝ তাই ইহার বিশেষ।
উচ্ছিষ্ট করিয়া অন্ন অপরে সে দেয়,
হিয়ালী অদ্ভুত ইহা কালিদাস কয়।

ইহার উত্তর কাস্তে, মেদিনীপুর জেলার হাতিবাড়ী গ্রাম হইতে ধাঁধাটি সংগৃহীত হইয়াছে। ধাঁধাটির গঠন দেখিলে ইহাকে কাব্যধাঁধা বা literary ধাঁধা বলিয়াই মনে হয়, তথাপি এই শ্রেণীর ধাঁধাও নিরক্ষর সমাজের মধ্যে প্রচলিত থাকিতে পারে, কারণ; গ্রামের হাটে বাজারে কলিকাতার বটতলা

হইতে কিংবা স্থানীয় কোন মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত যে সকল ধাঁধার বই কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা কোন অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি পড়িয়া দশজন নিরক্ষরের মধ্যেও প্রচার করিতে পারে। বিশেষতঃ যাহারা নিরক্ষর তাহারা তাহাদের নিরক্ষরতা গোপন করিবার জন্য অনেক সময় মুদ্রিত গ্রন্থের বিষয় মুখস্থ করিয়া থাকে, তাহাদের মাধ্যমে কাব্য ধাঁধা সহজেই প্রচারিত হইতে পারে। উদ্ধৃত ধাঁধাটি তাহারই একটি নিদর্শন। ধাঁধাটিকে একটু আভিজাত্য দিবার জন্যই যে তাহার সঙ্গে কালিদাসের নামটি জোর করিয়া প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

কালিদাসের ভণিতাযুক্ত ধাঁধা যে বাংলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চলেই প্রচলিত তাহা নহে, নিম্নোদ্ধৃত ধাঁধাটি চট্টগ্রাম জিলা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে,

দুই চিয়া মধ্যে শড়া দুই কাড়া (?) তুলে,
ঠেং তুলি আহার করে ভিতরে গেল চলে।
না চলিলে বড় দুখ চলতে লাগে ভালো,
হীন কালিদাস বলে যাহা বুঝ তাহা না। (কাঁচি)

নিজেকে দীন কিংবা হীন বলিয়া উল্লেখ করিয়া বৈষ্ণব কবিগণ ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন, সেই অনুযায়ী এখানে কালিদাসের সঙ্গে হীন শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে।

কবি কালিদাসের নামে প্রচলিত আর একটি ধাঁধা এই—

বারো মাস বয়স তার তেরো মাসের কালে।
গণ্ডা গণ্ডা প্রসব করে অগণন ছেলে॥
কহে কবি কালিদাস হেঁয়ালীর ছলা।
থাকুক মূর্খের কাজ পণ্ডিতে বুঝোন কলা॥

ইহার অর্থ কলাগাছ ; ইহা একটি বিশেষ প্রকৃতির ধাঁধা। ধাঁধার এই প্রকৃতি অনুযায়ী ধাঁধার উত্তরটি ধাঁধার মধ্যেই থাকে, কেবল তাহা বুঝিয়া লইতে হয়। ইহাও কাব্য ধাঁধারই অন্তর্গত।

বহুসংখ্যক ধাঁধা এমন শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে একই প্রকার ভণিতার ব্যবহার করা হইয়া থাকে। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই এই শ্রেণীর একই ভণিতাযুক্ত ধাঁধা শুনিতে পাওয়া যায়, যেমন 'কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে'। এই শ্রেণীর এই একটি ধাঁধা হাওড়া জিলার গ্রাম হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, ইহার উত্তর মাছি।

নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে ?
কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে।

ইহার অর্থ এই যে মাছি প্রাণহীন জীবকে আহার করিয়া থাকে, তাই এখানে বলা হইতেছে যে, প্রাণ নাই তাই পাইতে পাইতেছ, প্রাণ থাকিলে খাইতে পারিতে কি করিয়া ? এই হেঁয়ালীটি কালিদাস পথে যাইতে যাইতে বলিয়াছেন, এই কথাই ধাঁধা জিজ্ঞাসাকারীর বক্তব্য।

কেবলমাত্র কালিদাসই নহেন, অনেক ধাঁধার মধ্যে কালিদাসের পত্নীরও উল্লেখ শুনিতে পাওয়া যায়, যেমন,

চালালে চলে না, না চালালে চলে,
কবি কালিদাসের বৌ জলকে যেতে যেতে বলে।

ধাঁধাটির উত্তর কেশ, মেদিনীপুর জিলার গ্রাম হইতে সংগৃহীত হইয়াছে ; এই শ্রেণীর আরও আছে—

জল পলে নাই পাথর পলে,
কবি কালিদাসের বউ
রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে বলে।

ধাঁধাটির উত্তর মাকড়সা, ইহাও মেদিনীপুর জিলার একটি গ্রাম হইতে সংগৃহীত। কবি কালিদাসের সহধর্মিণী নিজেও বিদুষী রমণী ছিলেন, এই জনশ্রুতি হইতেই তাহার নামও ধাঁধাগুলির মধ্যে আনিয়া যুক্ত করা হইয়াছে, এই কথা সকলেই মনে হইতে পারে।

কবি কালিদাসের বউয়ের জলকে যাইবার কথা বুঝিতে পারা যায়, এমন কি, রাস্তায় চলিবার কথাও অনুমান করা কঠিন হয় না, কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত ধাঁধাটিতে তাঁহার যে আচরণটির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতে কেবল তাহার কবি-স্বামী সম্পর্কেও সকল শ্রদ্ধাবোধ লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে।

চালালে চলে নাই,
না চালালে চলে,
কবি কালিদাসের বউ
বাসন মাজ্‌তে মাজ্‌তে বলে।

পল্লীবাসী সাধারণ বাঙালীর ধারণা এই যে, বউ হইলেই তাহাকে বাসন মাজিতে হইবে, সে বিক্রমাদিত্যের সভাকবি কালিদাসের বউই হউক, কিংবা আর যে কোন লোকের বউই হউক। বাঙালী জনসাধারণ যখন কালিদাসকে

তাহাদের ঘরের লোক করিয়াই লইয়াছে, তখন তাঁহার সহধর্মিণীকে দিয়া পুকুরঘাটে বসাইয়া বাসন মাজাইতেও আপত্তি করে নাই। কালিদাস যে বাঙালীর কত নিকট আত্মীয়ে পরিণত হইয়াছেন, উদ্ধৃত ধাঁধাগুলি তাহার প্রমাণ।

বাংলা লোক-সাহিত্যের আর একটি বিষয় প্রবাদ। বাংলা প্রবাদের মধ্যেও কালিদাসের নামোল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু ধাঁধার মত তাহাতে তাহার এত ব্যাপক ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। একটি প্রবাদে এইভাবে কালিদাসের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে,

অন্নচিন্তা চমৎকারা,
কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা।

কালিদাস এখানে কোন নাম নয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অর্থে সাধারণভাবে তাঁহার নাম এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ধাঁধার মধ্যে তাঁহার নামটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এখানে তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এই সব ক্ষেত্রে কালিদাসের কবিত্বের কোন উপলব্ধি নাই; কেবলমাত্র তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়।

সুতরাং বাংলার লোক-সাহিত্যে কালিদাস চরিত্রের দুইটি পরস্পর বিপরীত দিকেরই সন্ধান পাওয়া যায়, লোক-কথা কিংবা রূপকথায় তিনি পরম নির্বোধ, তিনি যে ডালে চড়েন, সেই ডালই কাটেন, উষ্ট্রকে 'উট্র' উচ্চারণ করিয়া পত্নীর পদাঘাত লাভ করেন, কিন্তু ধাঁধা এবং প্রবাদের মধ্যে তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার প্রশংসা করা হয়। একদিকে নির্বোধের পরিচয় দিবার জন্যও যেমন কালিদাস, আর একদিকে বুদ্ধিমানের পরিচয় দিতে গিয়াও কালিদাস, কিন্তু কালিদাসের কবিত্ব কিংবা উজ্জয়িনী, বিক্রমাদিত্য ইত্যাদির সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের কথা কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাহার প্রধান কারণ, বাংলার লোক-সাহিত্যে কালিদাসকে প্রথম জীবনে একজন নির্বোধ বাঙালী এবং পরবর্তী কালে একজন সুচতুর বাঙালী বলিয়াই কল্পনা করা হইয়াছিল; সেইজন্যই তাঁহার স্ত্রীকে দিয়া পুকুরঘাটে বসাইয়া বাসন মাজাইতেও তাহাদের বাধে নাই—উজ্জয়িনীর কল্পনা তাহার কাছে ঘেঁষিতেও পারে নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, বাল্মীকি, বেদব্যাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম বাঙালীর এই সব-অত্যন্ত পরিচিত কবি থাকা সত্ত্বেও সব কিছু বাদ দিয়া কালিদাসের নামটি বাংলার লোক-সাহিত্যে এই ভাবে কি করিয়া স্থান পাইল? প্রাচীন কিংবা মধ্যযুগের আর কোন সংস্কৃত কিংবা বাঙালী কবি সম্পর্কে কোন কিংবদন্তী

এইভাবে গড়িয়া না উঠিয়া কেবলমাত্র কালিদাসের নামেই তাহা গড়িয়া উঠিল কেন ? অথচ কালিদাসের কবিত্ব সম্পর্কে যে নিরক্ষর সাধারণ লোকের মধ্যে কিছু প্রচার হইয়াছিল, তাহা ত বুঝিবার কোন উপায় নাই। কারণ, মূলতঃ, কালিদাস সংস্কৃত ভাষার কবি এবং সংস্কৃত ভাষা হইতে রামায়ণ মহাভারত পুরাণের যত অনুবাদ হইয়াছে, কালিদাসের কাব্য কিংবা নাটক সেই তুলনায় কিছুই হয় নাই। সুতরাং অনুবাদের ভিতর দিয়া যে তাঁহার সাহিত্য কিংবা নাম একেবারে জনসাধারণের স্তরে প্রচার লাভ করিয়াছে, তাহা কখনই নয়। সুতরাং একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক, সংস্কৃত টোলের ছাত্রদের মাধ্যমে কালিদাসের নাম প্রচারিত হওয়া ছাড়া আরও কোন একটি এমন দিক ছিল, যাহার ভিতর তাহা দিয়া তাহা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে বাঙালী নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সেই দিকটি কি ?

দেখা যায়, কেবলমাত্র বাংলাদেশেই নয়, বাংলাদেশের বাইরেও বিভিন্ন প্রদেশের লোক-সাহিত্যে এক শ্রেণীর লোক-কথা কালিদাসের কাহিনী বলিয়া প্রচলিত। কাহিনীগুলি প্রধানতঃ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা' এবং অন্যান্য সংস্কৃত কথারই প্রাদেশিক রূপ। যদিও তাহাদের কোনটিই কালিদাসের রচিত নয়, তথাপি প্রায় সর্বত্রই এই সকল কাহিনী কালিদাসের কাহিনী বলিয়া পরিচিত এবং সেই সঙ্গে কালিদাসের মূর্খতা, তাঁহার সরস্বতীর বরলাভ ইত্যাদি প্রসঙ্গও প্রচলিত আছে। এই শ্রেণীর কিংবদন্তী প্রধানতঃ উত্তর ভারতের সর্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। এমন কি, যে উত্তর ভারতে তুলসীদাসের 'রাম-চরিত মানস' অপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ আর নাই, সেখানেও সাধারণের মধ্যে কালিদাসের বিদ্যাবুদ্ধি সম্পর্কে যত কিংবদন্তী প্রচলিত, তুলসীদাস সম্পর্কে তাহার একাংশও নাই। তারপর মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট অঞ্চলেও কালিদাস সম্পর্কিত কিংবদন্তী আরও ব্যাপক প্রচলিত আছে। সেখানকার বহু লোক-কাহিনী এবং কিংবদন্তীর মধ্যে কালিদাসের নামের উল্লেখ আছে। দেখা যায়, সমগ্র ভারত-ব্যাপীই কালিদাসের নাম ইতিহাসের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কিংবদন্তীর রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং সর্বত্রই তাঁহার কবিত্ব অপেক্ষা প্রথম জীবনের নির্বুদ্ধিতা এবং শেষ জীবনের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে। সেই সকল সূত্র হইতেই বাংলাদেশেও অনুরূপ কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে, তার পর শেষ পর্যন্ত বাঙালী জনসাধারণ তাঁহাকে একেবারে ঘরের লোক করিয়া লইয়াছে।

লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একমাত্র কথাসাহিত্যেরই দেশ হইতে দেশান্তরে বিস্তার লাভ করিবার শক্তি আছে, কবিতা কিংবা গানের মত ইহার বাঁধা-ধরা কোন রূপ (Form) না থাকিবার জন্য এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় তাহা সহজেই বিস্তার লাভ করিতে পারে। সেইভাবেই পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে ভারতের লোক-কথা একদিন বিশ্বভ্রমণ করিয়াছিল, তাই বিশ্বের লোক-কথার ভারতীয় উদ্ভবমূলক মতবাদের জনক। সুতরাং মনে হয়, যে ভাবেই হউক, প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোক-কথাগুলি যখন সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে রচিত হইল, তখন হইতেই ইহাদের রচয়িতা হিসাবে কালিদাসের সম্পর্কে একটা জনশ্রুতি গড়িয়া উঠিল। শুধু তাহাই নহে, কালিদাসের সঙ্গে বিক্রমাদিত্যও ইতিহাস পরিত্যাগ করিয়া কিংবদন্তীতে আসিয়া আশ্রয় লইলেন; তাহা হইতেই বিক্রমাদিত্যের সম্পর্কিত যে কোন রচনাই কালিদাসের রচনা বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিল। কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ছিলেন, এই ঐতিহাসিক তথ্যটি নির্ভর করিয়াই উভয়ের সম্পর্কে সারা ভারতবর্ষ ব্যাপীই নানা কিংবদন্তী সৃষ্টি হইয়াছে, সুদূর বাংলাদেশে তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের সংস্কৃত টোলের ছাত্র, অধ্যাপক নিরপেক্ষভাবেও অন্যান্য যে সকল দিক হইতে বাংলাদেশের সঙ্গে বহির্বাংলার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল, যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা তীর্থভ্রমণ ইত্যাদি সেই সব সূত্রেও কালিদাসের নামের সঙ্গে সংযুক্ত গল্পগুলি বাংলাদেশে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। তাহা হইতেই এই দেশেও তাঁহার নামের ব্যাপক প্রচার সম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং ভারতীয় কথাসাহিত্যের সঙ্গে কালিদাসের নাম কোনভাবে জড়াইয়া যাইবার জন্যই মনে হয় তাহারই প্রচারের সূত্রে কালিদাসের নাম এই দেশে এত ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছে। তাঁহার 'কুমারসম্ভব' 'রঘুবংশ' কিংবা 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' ইত্যাদির জন্য তাঁহার নাম এত ব্যাপক প্রচারিত হইতে পারে নাই। সুতরাং দেখা যায়, যে বিষয় কালিদাস কোনদিন রচনা করেন নাই, তাহার জন্যই তিনি নিরক্ষর জনসাধারণের নিকট জনপ্রিয় হইয়াছেন, শেষ পর্যন্ত কালিদাস একটি গুণ মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার ভিতর হইতে ব্যক্তির পরিচয় সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বটতলায় মুদ্রিত 'কালিদাসের হেঁয়ালী' বা 'বাসরঘরের রঙ্গরস' নামে প্রচলিত একটি পুস্তিকা হইতে নিয়ে কয়েকটি ধাঁধা উদ্ধৃত হইল, দেখা যাইবে ইহাদের মধ্যে 'কালিদাসত্ব' কিছু নাই।

১

হাসতে হাসতে আসছ তুমি ঠাট্টা করতে মোকে।
আমার শ্বশুর বিয়ে করেছে তোমার শ্বশুরের মাকে ॥
ভেবে দেখ মোর সনে কি সম্বন্ধ হয়।
উপহাসের পাত্রী কিনা জানিবে নিশ্চয় ॥ —শাশুড়ী

২

দিইতো পর পুরুষকে দিই।
দিইতো পথে ঘাটে দিই।
দিইতো যাকে তাকে দিই।
তুমি আমার আমি তোমার, তোমায় দিব কি? —ঘোমটা

৩

মা, মাসী, ভগ্নি, পিসি, খুড়ী, জ্যাঠাই, আই।
সকলের দেখিয়াছি স্ত্রীর দেখি নাই ॥
অতি সোজা কথা ভাই ভেবে দেখলে পাবে।
স্ত্রীর কাছে বল্লে কিন্তু গালাগালি খাবে ॥ —স্ত্রীর বৈধব্য

৪

সতত গোপনে থাকে কিন্তু নারী নয়।
রবিকর তাপে ম্লান হয় অতিশয় ॥
যৌবনে নাহিক রস এ আশ্চর্য অতি।
বৃদ্ধকালে হয় সেই পূর্ণ রসবতী ॥ —পান

৫

বলি ভাল মানুষের ঝি,
তোমার ব্যাপারখানা কি,
দিতে দিতে রয়ে গেল,
আরে ছি! ছি! ছি! —ঘোমটা

৬

যেতে তাড়াতাড়ি আসতে ধীর।
পথের মাঝে পড়ে রইল এক মহাবীর ॥ —পায়খানা করা

৭

এটার ভিতর ওটা দিয়ে।
মাগ ভাতারে রইল শুয়ে॥
বাইরেতে ছিল যারা।
ঠেলাঠেলি করে তারা॥
কহে কবি কালিদাস।
ভাব বলে বারমাস॥ —খিল

৮

ত্রিনেত্রধারী, নহে শূলপাণি।
বাকল পরিধান, নহে রামচন্দ্র॥
বৃক্ষস্থ বাসী নহে পক্ষীরাজ।
অম্বু বহন্তি নহে মেঘমালা॥ —নারিকেল

৯

কায়েতের শব্দ ছাড়া, পাঁঠার ছাড়া পা।
লবঙ্গর বঙ্গ ছাড়া কিনে আনগে যা'॥ —কাঁঠাল

১০

এ ঘর যাই, ও ঘর যাই।
ধপাস্ ক'রে আছাড় খাই॥ —ছাতা

১১

কাল গরুর দেহখানি।
দুধ দেয় সের খানি॥
গরু যখন হাম্বায়।
লোকে তখন চমকায়॥ —মেঘ

১২

হাড় টিম টিম টিম।
বোয়াল মাছের ডিম॥
আছড়ালে না ভাঙে।
তার নাম সর্ব লোকে জানে॥ —সরষে

১৩

সাজালে সাজে বাজালে বাজে।
হেন ফুল ফুটে আছে বাজারের মাঝে॥ —হাঁড়ি

১৪

এক আছে কেলে মিন্সে,
তার পেট গুড়্ গুড়্ করে।
তার মাথায় আগুন জ্বলে॥ —হুঁকো, কলকে

১৫

বাঘও নয় ভাল্লুকও নয়।
আস্ত মানুষ গিলে খায়॥ —জামা

১৬

বাঁকা উরু মাথায় ছাই।
হাত মুখ চোখ নাই॥ —চিমটা

১৭

জল নাই খালে বিলে।
জল আছে সেই গাছের ডালে॥ —ডাব

১৮

রাজার বাড়ী পাতিহাঁস।
খায় খোলা তার ফেলে শাঁস॥ —চালতা

১৯

ধরেই আছাড়। —শিকনী

২০

উচ্চ নীচে ধায় রথ দেখহ বুঝিয়া।
চালায় সারথি রথ হস্তেতে করিয়া॥
আকাশেতে ধায় রথ ভূমিতে সারথি।
বুঝিয়া বলহ ভাই হেঁয়ালীর গতি॥ —ঘুড়ি

২১

কেষ্ট, ছ'খানা চরণ।
পোঁদ কাটলে, নাইকো মরণ॥ —পিঁপড়া

২২

ছুঁচলম মাথা তার করাত সম ধার।
কেশহীন মস্তক উদরে জটাভার॥
যোগী ঋষি নহে কিন্তু গায়ে মাখে ছাই।
বুঝহ পণ্ডিত আমি সঙ্কেতে জানাই॥ —কেয়াফুল

২৩

একটা খাটের তিনটা খুরো।
বসে আছে জমাদার বুড়ো॥
জমাদার বুড়ো টলমল করে।
মুখ দিয়ে দিয়ে লাল পড়ে॥ —উনুন ও হাঁড়ি

২৪

দশ শির ধরে সেই নহেক রাবণ।
রমণী ধরতে গেলে নিশ্চয় মরণ॥ —ঝিঙা

২৫

চার ভাই তার চাপুর চুপুর।
চার ভাই তার ঘৃত মধু॥
দু' ভাই তার শুক্‌নো কাঠ।
এক ভাই তার পাগল নাট॥ —গরুর ৪ পা, ৪ বাঁট, ২ শিং, ১ লেজ

২৬

চার পায়রার চার রং।
খোপে গেলে একটা রং॥ —পান

২৭

হাত কন্ কন্ মাণিকলতা।
এ ধন পাইলি কোথা॥
রাজার ভাণ্ডারে নাই।
বেণের দোকানে নাই॥ —বরফ

২৮

জলে জন্ম, স্থলে কর্ম, মালাকারে গড়ে।
ঠাকুর নয় ঠুকুর নয়, মাথায় উপর চ'ড়ে॥ —টোপর

২৯

কাঁচায় ভল ভল পাকায় সিঁদুর।
যে না বল্‌তে পারে সে ধেড়ে ইঁদুর॥ —হাঁড়ি

৩০

অলি অলি পাখীগুলি গলি গলি যায়।
বেণের দোকানে গিয়ে উল্টাবাজী খায়॥ —টাকা

৩১

হায় তরমুজ ক'রব কি।
বোঁটা নাই তার ধ'রব কি॥ —ডিম

৩২

বীজ নাই কোন ফলে বল দেখি শুনি।
বুদ্ধিমান্ বলি তোমায় জানিব তখনি॥ —নারিকেল

৩৩

বন থেকে বেরল টিয়ে।
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে॥ —আনারস

৩৪

বন থেকে বেরল হাতী কান লোটা লোটা।
মুখ দিয়ে ছেলে পড়ে
দেখ্ রে বিধাতা॥ —মোচা

৩৫

এরা বাপ বেটা, ওরা বাপ বেটা।
তালতলা দিয়ে যায়।
একটা তাল পড়্লে পরে
সমান ভাবে খায়॥ —বাপ ছেলে নাতি

৩৬

একটুখানি পুঁচ্কি, তার জামাজোমা বেশ,
সে যায় পশ্চিমকা দেশ। —চিঠি

৩৭

ঝাঁকড়া ঝোঁকড়া গাছটা, ফল ধরে তার বারোটা,
পাকলে হয় একটা। —বারমাস, বছর

৩৮

একটুখানি কানি। শুকাতে না জানি॥ —জিভ

৩৯

একটু খানি ডালে। কেষ্ট ঠাকুর দোলে॥ —বেগুন

৪০

ঘরের ভেতর ঘর। নাচে কনে বর। —মশারী

৪১

তেল কুচকুচে পাতা ফলে ধরে আঠা।
পাকলে অমৃত হয় তার বীজ গোটা গোটা।

৪২

চোখ নড়বড় দীঘল কেশ।
মূর্খ বুঝবে কলির শেষ॥
তুমি বুঝবে ক' মাস।
ন' বছর ন' মাস॥ —গলদা চিংড়া

৪৩

কোথায় যাচ্ছিস্ রে খর্‌খরাণী।
চুপ কর রে তুল্‌তুলুনী॥
এক্ষুণি গেরস্থরা শুন্‌তে পেলে।
তোকেও খাবে আমাকেও খাবে॥ —বেগুন ও কইমাছ

৪৪

চারটী ঘড়া, রসে ভরা।
আ-ঢাকা তার উপুড় করা॥ —গরুর বাঁট

৪৫

ওরে মালীর বেটা, এ ফুল তুই পেলি কোথা।
যে গাছে নাই পাতা, সে ফুল এনেছি হেথা॥ —বন মনসার ফুল

৪৬

এক চাকা মূলা, ফুটলে হয় এক কুলা। —টাকা

৪৭

উপরে মাটী নীচেয় মাটি।
তার তলায় বাবুই বাটী॥ —আলু

৪৮

কাঁচায় সর্বলোকে খায়। পাকায় গড়াগড়ি যায়॥ —ডুমুর

৪৯

শুন হে সদাশিব, কোন দেবতার পোঁদে জিভ। —কলুর ঘানি

৫০

ঝুল্ ঝুল্ ঝুল্ ঝুলুনী।
ছোট বেলায় খেলুনী॥
পাক্‌লে সুন্দরী হ'ব।
লেংটা হ'য়ে হাটে যা'ব॥ —তেঁতুল

৫১

মা লতানে, বাপ থাকুড় ধুকুড়।
বোন ছাতা, ভাই পাতা॥ —কুমড়া গাছ

৫২

বাঁশ কেটে মাটি কেটে বসালাম চারা।
ফুল নাই ফল নাই পাতা মাত্র সারা॥ —পান

৫৩

তিনটি হরফে নাম শক্ত জবাব।
চিনতো তাদের বাদশা, নবাব॥
গোড়ার অক্ষরটাকে দাও যদি ছুটি।
হ'তে পারে তাতে বেশ লুচি আর রুটি॥ —বেগম

৫৪

মসুর ছড়িয়ে চাষা করে অনুমান।
বেরল বিড়িয় গাছ দেখ বিত্তমান॥
ফুলটি ধরে কাঞ্চন, ফলটি ধরে বেল।
বড় বড় পণ্ডিতের লেগে গেল ভেল॥ —বেগুন বীজ

দ্বাদশ অধ্যায়

বিবিধ আলোচনা

১

সংগ্রহ

বাংলার লোক-সাহিত্যে ধাঁধার কোন স্বতন্ত্র সংগ্রহ গ্রন্থাকারে এই পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই; কিংবা এ'যাবৎ লোক-সাহিত্য লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই ধাঁধার বিষয়টি তাহার মধ্যে আলোচনা-যোগ্যও বিবেচনা করেন নাই। ইংরেজি লোক-সাহিত্যে Archer Taylor-এর *English Riddles from Oral Tradition* (1951) এবং *Irish Riddles from Oral Tradition* (1957) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক-সাহিত্য আলোচনায় এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এই আদর্শে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক-সাহিত্যে ধাঁধার সংগ্রহ ও বিশ্লেষণকর্ম কিছুকাল যাবৎ বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে সূত্রপাত হইয়াছে। Archer Taylor-এর সংগ্রহ, শ্রেণী বিভাগ এবং আলোচনার পদ্ধতি এই বিষয়ে যেভাবে পথ প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাতে আশা করা যায়, অচিরকালমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতেই লোক-সাহিত্যের এই বিশেষ সম্পদ্ সংগৃহীত হইয়া তাহা দ্বারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন জাতির সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশ এবং তাহার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টির সহায়তা করিবে। Taylor-এর ইংরেজি ধাঁধার সংগ্রহের আর একটি প্রধান গুণ এই যে ইহা ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় যেমন জার্মান, ফরাসী, ইতালীয়, পোলিশ, রুশ ইত্যাদিতে যে সকল ধাঁধা প্রচলিত আছে, তাহারাও অনুরূপভাবে সংগৃহীত হইলে তাহাদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার সহায়তা করিবে। তারপর তিনি যে পদ্ধতিতে ইহাদের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, তাহাও কতদূর বিজ্ঞান-সম্মত তাহা পরীক্ষা করিয়া এই বিষয়ে একটি আদর্শ পদ্ধতিও গৃহীত হইতে পারে।

বিগত শতাব্দীতে ইউরোপীয় দেশগুলিতে লোকশ্রুতির অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় যে পরিমাণে সংগৃহীত এবং আলোচিত হইয়াছে, তাহার তুলনায় ধাঁধার সংগ্রহ কিংবা আলোচনা কিছুই হয় নাই। এমন কি, যে সামান্য সংগ্রহও হইয়াছিল, তাহা দ্বারা আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে কোন তুলনামূলক আলোচনা করাও সম্ভব হয় নাই। অথচ লোক-কথার মত জটিল বিষয়ের আলোচনা

বহুকাল পূর্বেই আরম্ভ হইয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত এক অত্যন্ত পরিণত রূপ লাভ করিয়াছে। ধাঁধার যে লোক-সাহিত্যগত কোন মূল্য আছে, তাহা বহুদিন পর্যন্ত লোকশ্রুতিবিদ্ কিংবা লোক-সাহিত্য রসিক কেহই বুঝিতে পারেন নাই; সেইজন্যই তাহা গবেষকদিগের দৃষ্টিপথের বাহিরেই পড়িয়াছিল। কালক্রমে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু ততদিনে ইহার বহু নিদর্শনই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইতিমধ্যেই যাহা সংগৃহীত হইয়াছে এবং এখনও যাহা সংগৃহীত হইতেছে, তাহাদের উপর ভিত্তি করিয়াই ইহাদের সম্পর্কিত আলোচনা সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে।

এ'যাবৎ ধাঁধা সংগ্রহের দুইটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হইয়াছে—প্রথমতঃ কোন জাতির মধ্য হইতে সামগ্রিকভাবে সংগ্রহের প্রয়াস যেমন দেখা যায়, দ্বিতীয়তঃ তেমনই এক একটি বিশেষ অঞ্চল বা গোষ্ঠীর ভিতর হইতে গভীরতরভাবে তাহা সংগ্রহের প্রয়াসও দেখা যায়। ইহাদেরে যথাক্রমে জাতীয় এবং আঞ্চলিক সংগ্রহ বলিয়া অভিহিত করা যায়। Taylor-এর সংগ্রহ জাতীয় সংগ্রহ বলিয়া অভিহিত করা যায়; ইহা ইংরেজ জাতির সাংস্কৃতিক অঙ্গ। তিনি এই বিষয়ের সূক্ষ্ম পার্থক্যও অনুভব করিয়াছেন। কারণ, তিনি *Irish Riddle* সম্পর্কে এক স্বতন্ত্র সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন; কারণ, তিনি স্বভাবতই মনে করিয়াছেন যে, আয়র্লণ্ডের অধিবাসী ইংলণ্ডের অধিবাসী হইতে স্বতন্ত্র এবং এক স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি। সেইজন্য তিনি ইংরেজি সংগ্রহের মধ্যে আয়র্লণ্ডের সংগ্রহের স্থান দেন নাই; যদিও এ কথাও সত্য, বহু ইংরেজি ধাঁধা তাঁহার আইরিশ সংগ্রহের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

ইংরেজের জীবন হইতে যে ধাঁধা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই ইংরেজি ধাঁধা বলিয়া গ্রহণ করা যায়। তারপর সেই একই ধাঁধা যদি আয়র্লণ্ডের অধিবাসীদিগের মধ্য হইতে সন্ধান পাওয়া যায়, তবে তাহাকে আয়র্লণ্ডের ধাঁধাও বলিতে পারা যাইবে। তথাপি ইহাদের কথ্য ভাষাগত পার্থক্য থাকিবে। কারণ, ধাঁধা মৌখিক ব্যবহৃত হয় বলিয়া তাহাতে কথ্য ভাষাগত পার্থক্য থাকিতে বাধ্য। ইংলণ্ডের এক অঞ্চলের কথাভাষার সঙ্গে অন্য অঞ্চলের কথ্যভাষার যোগ অত্যন্ত ক্ষীণ, বিশেষতঃ আয়র্লণ্ড দেশের ভাষা ইংরেজি ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। সুতরাং ধাঁধার বক্তব্য বিষয় কিংবা গঠন অভিন্ন হইলেও একই ধাঁধা বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক সম্পদ্ হইতে পারে। যে ভাষায় একটি ধাঁধা গঠিত হইয়া থাকে, তাহা সেই ভাষার সম্পদ্ বলিয়া গণ্য হয়।

সাংস্কৃতিক কোন উপাদানেরই সুনির্দিষ্ট কোন ভৌগোলিক সীমা নাই। কেবলমাত্র ভাষাই সেই সীমা নির্দেশ করিয়া থাকে। যতদূর পর্যন্ত ইংরেজি ভাষার সীমা, ততদূর পর্যন্তই ইংরেজি ধাঁধারও সীমা। যেখান হইতে আইরিশ ভাষার সীমা আরম্ভ হইয়াছে, সেখান হইতেই আইরিশ ধাঁধার সীমা আরম্ভ হইয়াছে। বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়ার বহু ধাঁধা এক, তথাপি ইহাদের ভাষা বিভিন্ন ; সেই অনুযায়ীই ইহারা বাংলার ধাঁধা, অসমীয়া ধাঁধা এবং ওড়িয়া ধাঁধা রূপে বিভক্ত। সুতরাং ভাষার পরিচয়েই ধাঁধার জাতীয় পরিচয় নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

ধাঁধার আঞ্চলিক সংগ্রহ একদিক দিয়া অত্যন্ত মূল্যবান্, তাহা ভাষাতত্ত্বের দিক। কারণ, আঞ্চলিক ধাঁধার ভাষায় ভাষার প্রাদেশিকতার রূপ রক্ষিত হইবার সুযোগ পায়। সেইজন্যই তাহা ভাষাতত্ত্বের আলোচনার ভিত্তি হইতে পারে। ইহাদের মধ্য দিয়া জীবন-অভিজ্ঞতার গভীরতর দিকটি প্রকাশ পায় বলিয়া জীবনের বহু খুঁটিনাটি উপকরণের তাহাতে সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলা ধাঁধায় চট্টগ্রামের অধিবাসী মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের সংগ্রহে কতকগুলি চট্টগ্রামের যে আঞ্চলিক ধাঁধা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নানা কারণে মূল্যবান হইয়া আছে। শ্রীহট্ট জিলা হইতেও অনুরূপ সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সংগ্রহের পরিমাণ এত অল্প যে তাহা দ্বারা গভীরতর কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া কঠিন। তথাপি এই প্রয়াস সকল দিক হইতে অভিনন্দনযোগ্য।

এই আদর্শ অনুসরণ করিয়াই বর্তমান সংগ্রহে বাংলা দেশের বিশেষ কয়েকটি মাত্র অঞ্চলের সংগ্রহের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছিল। অঞ্চলগুলি পুরুলিয়া জিলার বাগমুণ্ডী থানা, মেদিনীপুর জিলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার অন্তর্গত হাতিবাড়ী ও তাহার পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ এবং বাঁকুড়া জিলার সীমান্তবর্তী ঝিলিমিলি, বাঁশপাহাড়ী ও তাহার সংলগ্ন গ্রামসমূহ। এই অঞ্চলগুলি ক্রমাগত কয়েক বৎসর যাবৎ সংগ্রহ কার্য চলিয়াছিল এবং ধাঁধার সম্পদ্ বাংলার পল্লী অঞ্চলে এখনও যে কত সমৃদ্ধ, তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

ধাঁধা সংগ্রহের জন্য এই অঞ্চলগুলি বিশেষভাবে নির্বাচিত করিয়া লইবার কারণ কি? প্রথমতঃ ইহারা বাংলা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল। কেবল মাত্র দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেই দেশের সাংস্কৃতিক রূপের আদিম উপকরণগুলি রক্ষিত হইয়া থাকে, এই কথা অনেকেই মনে করেন। সেইজন্য চট্টগ্রাম এবং শ্রীহট্ট জিলা হইতে কেবলমাত্র ধাঁধাই নহে, লোক-সাহিত্যের আরও বহু মূল্যবান

উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। সেই অনুযায়ী বাংলাদেশের পশ্চিম প্রত্যন্ত অঞ্চলেও অনুরূপ ধাঁধার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে মনে করিয়াই এই অঞ্চলের ব্যাপক সংগ্রহ কার্য পরিচালনা করা হইয়াছিল এবং এখান হইতে আশার অতিরিক্ত উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

এই অঞ্চলের আর একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এখানে তিনটি প্রদেশের তিনটি স্বতন্ত্র ভাষা—বাংলা, ওড়িয়া এবং বিহারী হিন্দীর মিলন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়াছে। এই প্রভাবের ফল এই অঞ্চলে সংগৃহীত ধাঁধাগুলির ভিতরে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াও এই অঞ্চলটি সংগ্রহের জন্য নির্বাচন করা হইয়াছিল। এই বিষয়ক অত্যন্ত সন্তোষজনক উপাদান এখানে সংগৃহীত হইয়াছে। ওড়িয়া ধাঁধা কি ভাবে বাংলা ধাঁধায় পরিণত হইতেছে, কিংবা বাংলা ধাঁধা কি ভাবে ওড়িয়া ধাঁধায় পরিণত হইতেছে, তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন এখান হইতে উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে। তেমনই হিন্দী ধাঁধারও কিছু কিছু রূপ কি ভাবে বাংলা ধাঁধায় অন্তর্নিবিষ্ট হইতেছে, তাহারও নিদর্শন এখানে পাওয়া গিয়াছে। ভাষা হইতে ভাষান্তরের ভিতর দিয়া ধাঁধার ক্ষেত্র কি ভাবে প্রসারিত হইতেছে, তাহা অনুশীলন করিবার ইহাই যথার্থ ক্ষেত্ররূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

সর্বদাই ধাঁধার পরিচয় যে জাতীয় কিংবা আঞ্চলিকই হইয়া থাকে, তাহা নহে, অনেক সময় তাহার পরিচয় গোষ্ঠীগত বা সম্প্রদায়গতভাবেও প্রকাশ পায়। যেমন কোন কোন দেশে যেখানে পরবর্তীকালে আদিম ধর্মের একটি গোষ্ঠীর মধ্যে খৃষ্টান ধর্মের এবং আর একটি গোষ্ঠীর মধ্যে মুসলমান ধর্মের প্রচার হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন তিনটি সাম্প্রদায়িকগোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমতঃ আদিম-গোষ্ঠী, দ্বিতীয়তঃ খৃষ্টান ধর্মান্তরিত আদিমগোষ্ঠী, তৃতীয়তঃ মুসলমান সমাজভুক্ত মানবগোষ্ঠী। একই দেশে বাস করিবার জন্য এবং মূলতঃ একই জাতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইহাদের প্রত্যেকেরই ভাষা এক, কিন্তু সাংস্কৃতিক জীবন বিভিন্ন। সেই সূত্রে ইহাদের ধাঁধার মধ্যেও বিভিন্নতা আছে। ছোটনাগপুরের কোন কোন গ্রামে একই ভাষাভাষী বিভিন্ন আদিম সমাজভুক্ত মানুষের বাস হওয়া সত্ত্বেও ইহাদের সাংস্কৃতিক জীবন পরস্পর স্বতন্ত্র, সেই হিসাবে তাহাদের ধাঁধাও পরস্পর স্বতন্ত্র। সুতরাং আঞ্চলিক বিভাগের মধ্যেও ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীগত বিভাগ আছে। পশ্চিম বাংলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী যেমন ডোম, বাউরী এবং বাগ্দী, পূর্ব বাংলার সাধারণ হিন্দু এবং নমঃশূদ্র কিংবা জেলে

কৈবর্ত ইহাদের পরস্পরের সাংস্কৃতিক জীবন কিংবা জীবনাচরণ যেমন পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র, তেমনই ইহাদের মধ্যে ধাঁধারও বিভিন্নতা আছে। এমন কি, বাংলা দেশের বৃহত্তর দুইটি গোষ্ঠি, হিন্দু এবং মুসলমান ইহাদের ভাষা এক হইলেও ধর্মীয় এবং সমাজ-জীবনে যে পার্থক্য আছে, তাহার ফলে তাহাদের ধাঁধা পৃথক্ হইয়াছে। কিন্তু এই প্রকার সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের ভিত্তিতে এদেশে এই পর্যন্ত কোন ধাঁধা সংগৃহীত নাই, যাহা হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র আঞ্চলিক পরিচয়ের ভিত্তিতেই হইয়াছে। এমন কি, অনেক সময় আঞ্চলিক পরিচয়ের ভিত্তিতে সংগ্রহ কর্ম হইলেও আঞ্চলিক ভাষা সর্বত্র রক্ষা করা হয় নাই। সংগ্রহ-কারীরা নিজেদের রুচি অনুযায়ী ভাষা পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন। সেইজন্য ইহাদের আঞ্চলিক মূল্যও বিশেষ কিছু নাই।

পাশ্চাত্ত্য দেশে সামাজিক গোষ্ঠিগত ভিত্তিতে ধাঁধার অনেক সংগ্রহ হইয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই নানা দিক হইতে সাম্প্রতিক কালে তাহাদের সুগভীর আলোচনাও হইয়াছে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসী খৃষ্টান ধর্মান্তরিত আদিবাসী এবং মুসলমান ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস। ইহাদের মধ্যে আদিবাসী এবং ধর্মান্তরিত আদিবাসীর ধাঁধা সম্পর্কে গভীর গবেষণা হইয়া আঞ্চলিক ধাঁধা বিষয়ক গবেষণার নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছে। এই ভাবে আমাদের দেশে যেমন কোন ধাঁধার সংগ্রহ হয় নাই, তেমনই কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তাহাদের আলোচনাও হয় নাই। এই সকল সংগ্রহ সাধারণতঃ আঞ্চলিক এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এমনভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে যে, সেখান হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াও প্রকাশ করা আজ সম্ভব নহে। অনেক পত্রিকা ইতিমধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের আর সন্ধান পাইবার কোন উপায় নাই।

বাংলা দেশে ধাঁধা এ পর্যন্ত যাহা কিছু সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিক্ষিপ্তভাবে সংগৃহীত হইয়াছে, সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া তাহা হয় নাই। বর্তমানে যে ভাবে বাংলাদেশ পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গে খণ্ডিত হইয়া পরস্পরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহাতে সামগ্রিক ভাবে বাংলা ধাঁধার জাতীয় সংগ্রহ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কেবল মাত্র আঞ্চলিক সংগ্রহের ভিত্তিকেই গভীর করিয়া তোলা ছাড়া আজ আর সামগ্রিক সংগ্রহকে সার্থক করিয়া তোলা সম্ভব হইতে পারে না। বিশেষতঃ ব্যবহারিক জীবনে ধাঁধার প্রচলন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। কিছুদিন

পূর্বেও বাংলার বৃহত্তর সমাজ এবং আচার-জীবনে ধাঁধার যে স্থান ছিল, আজ আর তাহার সে স্থান নাই। এখন প্রাচীন সংগ্রহগুলির মধ্যেই তাহাদের সন্ধান করিতে হইবে।

পত্র-পত্রিকায় যে সকল সংগ্রহ ইতিমধ্যেই বিক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদেরও যথাযথ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। যে সকল গ্রামাঞ্চল হইতে ইহাদিগের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের প্রাদেশিক ভাষা দুর্বোধ্য থাকিবার ফলে এই সকল সংগ্রহও অনেক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, সংগ্রহ কর্মেও একটি প্রধান অসুবিধা এই দেখা যায় যে, শহর হইতে আগত সংগ্রাহকগণ আঞ্চলিক ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই বুঝিতে না পারিয়া তাহাতে একটি সর্বজনবোধ্য সহজ ভাষার ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহাতে ইহাদের আঞ্চলিক চরিত্রও বিনষ্ট হয়।

আমার তত্ত্বাবধানে আঞ্চলিক সংগ্রহকর্মে নিযুক্ত একজন সংগ্রাহকের এই বিষয়ক অভিজ্ঞতা এখানে একটু বিস্তৃত ভাবেই উদ্ধৃত করিতেছি—

"মেদিনীপুর জেলার হাতিবাড়ী অঞ্চলে ধাঁধার নাম ঢক্। কোথাও এর নাম হেঁয়ালী। আমরা এ অঞ্চলে ধাঁধা সংগ্রহ করেছি অন্য নামে। ধাঁধা জানেন, জিজ্ঞেস করলে এমন ভাব দেখাতেন যে, আমার প্রশ্নে তারা ধাঁধায় পড়েছেন। কিন্তু যখন ধাঁধা সংগ্রহ আমাকে করতেই হবে, তখন আমি হাল ছাড়বো কেন? নিজেই ব্যাখ্যার পরিবর্তে উদাহরণ দিয়েছি। 'আচ্ছা, বলুন তো কোন্ জিনিস টানলে বাড়ে না, কমে?'—আমরা বলেছি এ শহুরে 'শুকতারা' মার্কা ধাঁধা, তারা কেউ বলতে পারেন নি। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করে তাদের বোকা প্রতিপন্ন করার অর্থ হলো আমাদের প্রতি বিরূপতা টেনে আনা। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গেই বলেছি—বিড়ি বা সিগারেট ধরিয়ে টানলে কমে, বাড়ে না। শুনে ভীড় করে থাকা লোকের একজন সমর্থন করলেন,—'হাঁ—ই বিড়ি বটেক'। আরেক জন বললেন, 'ইতো ধাঁধা নয়, ভাঙন বটেক'। কেউ পাশের লোকেধ গা ঠেলে চলেছেন, 'তু', জানিস্ তো বাবুদের দু' চারটো বাতলায়ে দে কেনে।' কখনও কেউ মুখ খুলেছেন, অন্যথায় বলেছেন 'ই আমার জানা নাই।' বলা বাহুল্য ধাঁধার নতুন নামটি হলো ভাঙন। ভেজে বলতে হয়, বলে কি এই ব্যাকরণসম্মত নাম? আগ্রহ প্রকাশ করে জানতে চেয়েছি, 'কে ভাঙন জানেন?'

প্রথম দিনে কোনো ধাঁধা সংগ্রহ হয় নি। দ্বিতীয় দিনে তুচুংড়ি গ্রামে যাচ্ছি। ৫।৬ ঘর নিয়ে একেবারেই ছোট্ট একটি গ্রাম। মাহাতো সবাই। গ্রামের কাছে এসে পড়েছি প্রায়, এমন সময় এক গাল হেসে সামনে এসে দাঁড়ালো আগের দিনের ঘুরে-আসা গ্রাম মুদিডির শত্রুঘ্ন ওরাওঁ। মুখের হাসি নিমেষে সরলতা ভরা কালো চোখের মধ্যে চালান করে ওর প্রশ্ন, 'আমাকে চিনতে পারছেন?' বোনেদের মধ্যে একজন বললেন, 'তুই তো শত্রুঘ্ন। কেন চিনতে পারবো না।' অনেক লোক তখন পাকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে শত্রুঘ্নকে দেখছে। ওরা সবাই বলরামপুরে যাবে বলে বাসের জন্য অপেক্ষা করছে। শত্রুঘ্নও যাবে। ওকে যে দিদিরা চিনতে পেরেছে, তাতে তাকে বেশ গর্বিত বলেই মনে হলো। বলরামপুরে না গিয়ে ও আমাদের সঙ্গেই রাস্তার বিপরীত দিকের গ্রাম তুচুংড়িতে চলে এলো। প্রথমেই আমরা বৃদ্ধ নীলকণ্ঠ মাহাতোর বাড়ী এলাম। ওখানে একটি গালাগালের ছড়া পেলাম। তারপর পীতু মাহাতোর বাড়ীতে। বেশ ঝকঝকে তকতকে বাড়ী। মাঝখানে একটি গড়ো ঘর—এর ভিত প্রায় কোমর সমান উঁচু। আমরা ওখানেই মাটিতে বসে পড়লাম। অনেক কথার পরে খুব সতর্কতার সঙ্গে ভাঙনের খোঁজ করলাম। আমি ওদের কাছে দু' তিনটি ধাঁধা বললাম। শত্রুঘ্নকে চঞ্চল মনে হলো। তার দিকে নজর পড়তেই সে বললে, 'আমি দুটো ধাঁধা বলবো।' ওকে ইঙ্গিতে বলতে বলে ব্যাগ থেকে খাতা টেনে নিলাম। ধাঁধা দুটো—

১। বাঘ নয় ভালুক নয়।
আস্ত মানুষ গিলে খায়। —কামিজ (জামা)

২। সন্ধ্যাকালে জনম যার, প্রভাতে মরণ।
এমন জিনিস খুঁজে পাবে না কখন॥ —চন্দ্র বা তারা

প্রথম ধাঁধাটা গার্হস্থ্য, দ্বিতীয়টি প্রকৃতি-বিষয়ক ধাঁধা। প্রথমটির নতুনত্ব স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু পরেরটি সম্বন্ধে তা বলা চলে না। কেন না এটি সাহিত্যিক ধাঁধাতেও আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্যে ঋষিপত্নীগণ বাসর ঘরে শিবকে আটটি ধাঁধা জিজ্ঞেস করেন—তার উল্লেখ আছে। এর মধ্যে অষ্টম-সংখ্যক ধাঁধাটি এইরূপ:

'কাল-ধল দুই পক্ষ নহে কাক হাঁস।
আট হাজার লক্ষ পণ, জড় কৈলে মাস॥'

বলা বাহুল্য শিব এর উত্তর সোজাসুজি দেন নি। তিনিও প্রহেলিকার উত্তর প্রহেলিকা দ্বারাই দিয়েছেন। শত হলেও শিব দেবতা তো। আবার লৌকিক স্তরেও এর উদাহরণ বিরল নয় অবশ্য।

আকাশ গুরগুর পাথর ঘটা।
সাতশ ডালে দুটি পাতা॥

পূর্ববঙ্গে চন্দ্র ও সূর্য একসঙ্গে ধাঁধায় বর্ণিত হয়েছে। শ্রীহট্ট-প্রাপ্ত এই ধাঁধাটি দেখুন :

রাজার বেটা মরিয়া রইছে কান্দিবার নাই,
রাজার উঠান পড়িয়া রইছে ঝাড়িবার নাই,
মালী ফুল ফুটিয়া রইছে তুলিবার নাই।

এর তিন পঙ্‌ক্তিতে আছে তিনটি উত্তর। চন্দ্র, আকাশ ও তারা।

পূর্ববঙ্গের আরও দুটি ধাঁধা ;

ক। এক থাল সুপারি।
গুণিতে না পারি॥ —তারা

খ। সুবিছানা পড়িয়া রইছে কেউ শোয় না।
সুফুল ফুটিয়া রইছে কেউ তোলে না॥ —সাগর ও তারা।

শত্রুঘ্নর দেখাদেখি গীতু মাহাতোও মুখ খোলেন। তবে ভূমিকায় সঙ্কোচে জানিয়ে রাখলেন, 'মুই বিশি বলতে পারবেক নাই।' তারও দুটো ধাঁধা পাওয়া গেল ;

১। আপুনি কার মায়ের বাপের বেটা?—ভায়ের
২। হাতে শাঁখা গোরা গা,
ধুয়াস্ পুঁছাস্ কাহার ছা?
ইয়ার বাপ তাহার শ্বশুর,
সেইটো আমার সোদর ভাসুর।

—ভাসুর বেটী বা ভাসুর ঝি

এর মধ্যে অন্তরা গ্রামের সব বাড়ী ঘুরে এলেছেন। ধাঁধা আর পাওয়া গেল না। অগত্যা আমরা কুচুংড়ি থেকে অন্য গ্রামের উদ্দেশ্যে উঠে পড়লাম। শত্রুঘ্ন এর মধ্যে এক ফাঁকে বাস এলে বলরামপুরে চলে গেলো। ও আরও ধাঁধা বলবে বলে জানিয়ে গেল। পরদিন আমাদের বিভাগের অন্তরা ওর কাছ থেকে অনেক ধাঁধা সংগ্রহ করেন। সে দিন গীতু মাহাতোর বাড়ী থেকে

শত্রুঘ্নর হাওয়াই চপ্পল খোয়া যায়। স্কুলে ফেলে রেখে বলরামপুর চলে যায় ; কিন্তু ফিরে এসে পায় নি। ও নিজেই একথা বলেছে। শত্রুঘ্ন হাই স্কুলে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। বেশ চটপটে এবং কর্মঠ ছেলে। ইংরেজীতে নির্ভুল নাম ঠিকানা লিখতে পারে, বাংলায় তো পারেই। মুদিডির ভীম ওরাওঁও বাংলা লিখতে পড়তে পারে।

বন বিভাগের নোটীশ বোর্ডের 'গাছ কাটা' 'আগুন লাগানো' 'নিষেধ' এবং 'দণ্ডনীয়' পড়তে পড়তে আমরা গাছের ছায়ায় ছায়ায় হাঁটা পথে শ্রীরামপুরে এসে হাজির হলাম। ওখানে কোনো ধাঁধা পাওয়া গেল না। গ্রামে মাহাতোদের বাস। পাশের গ্রাম খুন্তুডিতেও আমরা কেউই ধাঁধা পেলাম না। খুন্তুডিতে গিয়েছিলাম পরের দিন। গ্রামে মাঝি আর মাহাতোদের বাস। ধাঁধা না পেলেও খুন্তুডি গ্রামের বিশেষত্ব আছে, এ গ্রামে বীরহোড়রা আগে ছিল। আর এখন যে কটা গ্রাম ঘুরেছি, তার মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা এ গ্রামেই অনেক বেশী। মাহাতোরা অবস্থাপন্ন। মাঝিরা নয়। লেখাপড়ায়ও মাহাতোরাই অগ্রণী। আমরা এ গ্রামের অঞ্চল-প্রধান হরিপদ মাহাতোর আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম পূর্বেই—যেন গ্রামটি একবার দেখে যাই। এ অঞ্চলে কুষ্ঠের প্রকোপ নেই, সুচানবাবু ওঁর কাকা। গ্রামে একজন কৃষি-বিজ্ঞানের স্নাতক, কয়েকজন নন্ ম্যাট্রিক এবং অনেক ছেলে এখন স্কুলে পাঠরত। হরিপদবাবু নিজে ম্যাট্রিকুলেট।

২৪.৫.৬৮ তারিখ আমরা অভিযানে চলেছি—মধ্য নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বৃন্দাবনবাবু তাঁর স্কুলে যাবার আমন্ত্রণ জানালে আমরা সেখানে যাই। পরিকল্পনা ছিল, ধাঁধা সংগ্রহ করবো শেষ দিনে। যাই হোক, ওখানে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে বেশ কিছু ধাঁধা পাওয়া গেল। প্রথমে ছেলেরা কিছুতেই বলতে চায় না। তারপর আমাদের মিষ্টি কথায় ওরা তুষ্ট হয়ে বলে গেল। তবে একজন ধাঁধা বলার পরে অন্যরা বলে যে, ওরাও এই কটাই জানে। তাই প্রথমে যার কাছে শুনেছি ; সে হলো ৫ম শ্রেণীর ছাত্র জগন্নাথ মাহাতো। ধাঁধাগুলি :

১। চিক্ চিক্ দাড়ি, লিক্ লিক্ পাত।
খাইতে মধুরস, ফেলাতে চোপা ॥—আখ।

২। এক বিঘতা গাছটি,
ছাতার মতন পাতাটি।

যে লাড়ে কোলটি
সেই তুলে ফলটি ॥'—কুমারের চাকা।

৩। উড়লে পাখী ঝিঁঝির ঝিঁঝির
বসলে পাখি বাঁধা।
আহার খেতে যায় বনে
ল্যাজটায় থাকে বাঁধা ॥—ছ্যাকাজাল

৪। চ্যাও মাহাতোর বেটি।
ল্যাজে বাঁধে ঝুঁটি ॥ —খুজি (মাছ ধরায় যন্ত্র)

৫। অলি অলি পাখিগুলি
গলি গলি যায়।
সর্বাঙ্গ ছেড়ে দিয়ে
চোখগুলোকে খায় ॥ —ধোঁয়া

বৃন্দাবনবাবু একটা বলেন :

৬। কা কহব হে সখি
কে পতিআয়।
সাত'শ চৌদ্দ হাতি
কাওয়ায় লে লে যায় ॥ —জনার বা ভুট্টা

গদাধর নায়েক (৩০) মাদলার লোক। বিদ্যালয়ে এমনি এসেছেন। তাকেও ভাঙনের কথা জিজ্ঞেস করা হয়। অনেকক্ষণ স্মৃতি রোমন্থন করে তিনি দুটো ধাঁধা বলেন :

৭। কালো গরুর দেহখানি,
দুধ দেয় সেরখানি।
গরু যখন হাম্বায়,
লোকে তখন চমকায় ॥ —মেঘ

৮। একটুখানি পুঁচকি
তার জামাজোরা বেশ।
সে যায় পশ্চিমকা দেশ ॥ —চিঠি

এইসব ধাঁধার মধ্যে অনেকগুলি অন্যত্রও দেখা যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে বাক্-শক্তিসম্পন্ন শুক পাখি রাজসভাতে অনেকগুলি ধাঁধা জিজ্ঞেস করে—এর মধ্যে দুটো ধাঁধা যথাক্রমে মেঘ ও ইক্ষু বিষয়ক। ধাঁধা দুটো :

ক। দেখি ভয়ঙ্কর অতি বিপরীত কায়।
ব্যাঘ্র ভাল্লুক নহে পথিকে ডরায়॥
শ্রীকবিকঙ্কণ কহে বিপরীত বাণী।
ধরা ধর নহে সেই বরিষয়ে পাণী॥

খ। আঁখিতে জনম তার নহে আঁখি মল।
মারি কাটি বান্ধি ধরি নহে দুষ্ট খল॥
মারিলে মধুর বোলে নহে সাধু জন।
হিয়ালী প্রবন্ধে কহে শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ইক্ষু বিষয়ক ধাঁধা মধ্য ভারতের অধিবাসী মুরিয়া উপজাতির মধ্যেও প্রচলিত আছে। যেমন:

Rough leaves, Silver branches
If you do not know this riddle,
You are a Ghasin's daughter.

বাংলাদেশের রসিক লোক-সমাজে 'ধাখ' সম্বন্ধে অপর আরেকটি ধাঁধা:

এখান থেকে করলাম দৃষ্টি,
ঐ গাছটি বড়ই মিষ্টি।

মাছ ধরা জালের উপর হেঁয়ালী আছে ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যে। গণিকা সুরিক্ষা লাউসেনকে ধাঁধাটি জিজ্ঞেস করেছিল। ধাঁধাটি:

কটাতে ঘাঘর ঘন রুনুঝুনু বাজে।
কান্ধে চাপি শিকার সন্ধানে নিত্য সাজে॥
সুরিক্ষা বলেন রায় শুনে লাগে ধান্ধা।
আপনি প্রবেশে বনে কট খুয়ে বান্ধা॥
নন বেড়ে পড়ে বেগে শিকার সন্ধানে।
অনেক পুরুষ তারে জটে ধরে টানে॥
সুরিক্ষা কহেন, কহ হেঁয়ালীর সন্ধি।
বিরল বাটে বন পাতাল জলজন্তু বন্দী॥

অনুরূপ ধাঁধাও পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলায়ও প্রচলিত।

কাব্য ধাঁধা আকারে বড় হয়, কিন্তু লৌকিক ধাঁধা আকারে ছোট। ধাঁধাটি এরূপ:

উড়িতে ঝিকিমিকি পড়িতে ধাঁন্দা।
আধার করিতে লেজে থাকে বান্ধা॥

চোখ সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গে যে ধাঁধাটি পাওয়া গেছে, তা প্রায়, হুবহু এক। ধাঁধাটি এরূপ :

অলি অলি পাখিগুলি গলি গলি যায়।
সর্ব অঙ্গ ছেড়ে দিয়ে চোখ খুবলে খায়॥

দিগারতি গ্রামের লালমোহন সর্দার (১২) একটি ধাঁধা বলে। যেমন :

১। আগে মুড়ি পরে খই তারপরে সাপ।
কালিদাস কবি পণ্ডিতের বাপে বলে একি হলো বাপ॥ —সজনে

এটি ছাপানো 'কালিদাসের ধাঁধা' থেকে নেওয়া বলে তত উল্লেখযোগ্য নয়। একে খাঁটি লোক-সাহিত্যের ধাঁধা বলা সম্ভব নয়। লালমোহন, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর চাকর; আমরা ঐ বাড়ীতে যখন সংগ্রহে রত, তখন এক বোষ্টম এলেন—নাম জগন্নাথ দাস। তাঁর আস্তানা চার মাইল দূরে পোড়াতে। তাকে ধরে কিছু গল্প ও ধাঁধা পাওয়া গেল। অবশ্য বোষ্টমকে বাড়ীওয়ালা যথেষ্ট মূল্যও এজন্য দিয়েছেন। তাঁর বলা ধাঁধাতেও ২।১ টা কালিদাস ভণিতা যুক্ত। ধাঁধাগুলি :

২। বারো মাসের মেয়েটি তেরো মাসের কালে।
গণ্ডা গণ্ডা প্রসব করে অগণন ছেলে॥
কহে কালিদাস হেঁয়ালীর ছলা।
মূর্খে বুঝিতে নারে পণ্ডিতে বুঝে কলা॥ —কলা

৩। গুণ গুণ করে সেই নাহি গুণ লেশ।
বৃষভ বাহনে যায় নহে তো মহেশ॥
উদর হরিলে তার মুখ হয় বাধা।
মূর্খে বুঝিতে নাড়ে পণ্ডিতের লাগে ধন্দ॥ —বোলতা

বাঁকুড়াতে বস্তাকে গুণ বলে। আগে জগন্নাথ দাসের বাড়ী ছিল বাঁকুড়ায় ধরাজোরে।

৪। দু' অক্ষরে নাম যার শুনে ভয় পায়।
প্রথম অক্ষরে 'আ'-কার দিলে সব লোকে খায়॥
শেষের অক্ষরে 'আ'-কার দিলে হৃদয় মাঝে রাখি।
তার উপরে 'তা' দিলে আদর করে ডাকি॥ —যম
[যমকে 'জম' ধরে জাম, জামা, জামাতা]

৫। তিন অক্ষরে নাম তার বড় আরাম পাই।
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে বড় ভয় পাই॥
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে সর্বলোকে খায়।
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে কৃষ্ণগুণ গায়॥ —বিছানা।

৬। হরির চক্রে নির্বাইল, শুকাইল কর্ণ কি তাতে
আর্টর হুতাশনে জো বীর বাঁচিল,
সে বীর টুটিল কোন্ বিপাকে?
অলি বাহন বাহন হাম চলি।
শশী বাহন বাহন হাম ঠেলি।
দশশির অনুজ ভাঙা নন্দ কি নন্দ লাগা কাখে॥ —কলসী।

কালিদাস পণ্ডিতের হেঁয়ালী কটা বাদ দিলে ধাঁধাগুলোর পাঠান্তর বাংলা দেশের অন্যত্র প্রচলিত আছে। আমাদের বিভাগের ধাঁধা সংগ্রহ এদিন সবচেয়ে বেশী হয়, বোনেরা মুখোপাধ্যায় পরিবারের মেয়েদের কাছে প্রায় ৫০।৬০টি ধাঁধা পান। অন্য বাড়ী ভিক্ষে করতে যাবার আগে জগন্নাথ বোষ্টম আরেকটি ধাঁধা বলেন:

৭। তিন অক্ষরে নাম তার ঝুলে বৃক্ষ ডালে,
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে ভাসে গঙ্গা জলে।
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে মীনের মরণ॥ —আমড়া

দিগারতি গ্রামে আরেক দিন যেতে হয়। ঐদিন দশরথ কর্মকারের (৩৬) কাছে অনেক গল্প পেলেও একটি ধাঁধা পাওয়া গেছে। যেমন:

৮। জান কহানী জান।
লেজে ধরে টান॥ —হুঁচ-সুতো বা বেগুন।

শত চেষ্টা করেও আর ধাঁধা সংগ্রহ করতে পারিনি। আরও গ্রামে গেলে হয়ত আরো পেতাম। কিন্তু শিবির-জীবন নির্দিষ্ট কটা দিনের। সুতরাং একদিন কোলকাতা ফিরে আসতে হলো।

ধাঁধা সংগ্রহ করতে গেলে অসীম ধৈর্যের দরকার। কারণ, প্রথম আলাপে চট্ করে কেউ তা বলতে চায় না। শহরে লোকেদের কাছে গ্রামবাসীরাও সহজ হতে পারে না। জনৈক গ্রামবাসীর কাছে আমাদের একদিন একথা শুনতে হয়েছিল যে, ওরা আমাদের মত মিষ্টি কথা বলতে পারে না। সুতরাং নিজের দীনতা গোপন করতে গেলেই তো বাক্ বন্ধ রাখতে হয় এবং দূরত্ব

বজায় রাখতে হলে কম কথা বলাই তার সহজ উপায়। তারপর আছে লজ্জা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কেমন যেন একটা সংকুচিত ভাব। অনেকেই ধাঁধার উত্তরটি জানেন, কিন্তু ধাঁধাটি মুখস্থ বলতে পারেন না। সব মানুষ সমানভাবে মিশতেও চায় না। তবে এবার আমরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গ্রামবাসীর সহৃদয়তা পেয়েছি, তাঁরা আমাদের আপন করেই নিয়েছিলেন।

প্রথম দিকে সরকারের লোক বা ভোটের জন্য গেছি মনে করে অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখেছেন। তারপর মাঠা ডাক বাংলায় উঠেছিলাম, তাই ভীত হয়ে পড়েছেন। স্থানীয় লোকের কাছে ওটা একটা আতংকের স্থান। গ্রীষ্মকালে জীবিকার জন্যে অনেকেই বন থেকে কেঁদ পাতা বা বিড়ি পাতা সংগ্রহ করে—বন বিভাগের আদেশ লঙ্ঘন করেই। সুতরাং ধরা পড়লে জরিমানা ও কয়েদ খাটতে হয়। আরও নানারকম কারণে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বন-বিভাগের একটা তিক্ত মেজাজ গড়ে উঠেছে। যাই হোক, এবারকার সাফল্যের মূলে আছে যে কারণ তা হলো আমরা গ্রামবাসীদের মন থেকে অমূলক সন্দেহ দূর করে দিতে পেরেছিলাম।

গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন সুবিধের নয়, তেমনি আবার সামাজিক অবস্থারও রূপান্তর ঘটেছে। এরকম অবস্থাতে লোক-সাহিত্যের অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য। কেন না বৃদ্ধরা যারা লোকশ্রুতির আজ একমাত্র ধারক ও বাহক, তারা কতদিন বাঁচবেন? ছেলেরা 'ইংরেজী শিক্ষার' আওতায় এলে নিজের সব কিছু ভুলবেই। সুচানবাবুর শিক্ষিত ছেলেরা কেউ পিতার মত গাইবে, গল্প বলিয়ে এবং ছোউ নাচিয়ে হবে না। অনেককে জিজ্ঞেস করলে বলেছে, 'অমুকে, জানেন। আমি জানি না। তবে শুনেছি অনেক। গ্রামে একটি ছেলের পরণে ছুঁচলো প্যাণ্ট আর টেরিলীনের জামা দেখেছি। আদিবাসী সমাজের ছেলেরা পাঠশালায় পড়ছে। তারা সভ্য হলেই নিজের সব কিছু ভুলবে না, এমন তো বলা যায় না। তারপর 'ট্রানজিস্টার রেডিও' কোথাও কোথাও আছে। ক্রমশঃ এর ব্যবহার বাড়বে। গ্রামগুলি রাজনৈতিক দিক থেকেও ভোটাধিকারের কেন্দ্র মাত্র। কোথাও বোনেদের 'মণিহার' বইয়ের গান শুনিয়ে তার কিছু ধাঁধা আদায় করতে হয়েছে। সিনেমা ওখানেও প্রভাব ছড়াচ্ছে ক্রমশঃ। শহরে এসে সিনেমা সবাই দেখে না; কিন্তু গল্প তো শোনে। এসব দেখে শুনে একটা কথাই মনে পড়ে, আর বেশীদিন লোকশ্রুতি গ্রামে জীবন্ত থাকবে না। কাজেই রবীন্দ্রনাথের 'দেশের কাজে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে

কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটীরে, প্রত্যক্ষ বস্তুকে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা জানিবার জন্য, শিক্ষার বিষয়কে পুঁথির মধ্য হইতে মুখস্থ না করিয়া বিশ্বের মধ্যে তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি, এই আহ্বানে যদি তোমরা সাড়া দাও, তবেই তোমরা যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে পারিবে; তবেই তোমরা সাহিত্যকে অনুকরণের বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে এবং দেশের চিৎশক্তিকে দুর্বলতার অবসাদ হইতে উদ্ধার করিয়া জগতের জ্ঞানী সভায় স্বদেশকে সমাদৃত করিতে পারিবে' একথা আজ আবার ভাববার দরকার। নতুবা অমূল্য সম্পদ্ চিরকালের জন্য লুপ্ত হ'বে। স্বাধীন দেশেও কবির এই বাণী যথার্থ মর্যাদা পায়নি—এটা দুঃখের কথা বইকি। বস্তুতঃ মাঠা শিবিরের আগে আমাদের কাছেও কবির এই বাণী যেমন স্পষ্ট করে প্রতিভাত হয়নি।

(ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়, 'লোকশ্রুতি' ৩)

উপরে বাংলা দেশের পল্লী হইতে ধাঁধা সংগ্রহের যে অভিজ্ঞতার কথা বর্ণিত হইল, তাহা কেবলমাত্র বাংলা দেশের পক্ষেই সত্য তাহাই নহে, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের পক্ষেই সত্য। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ধাঁধা সংগ্রহ করিতে গিয়া একজন সংগ্রাহকের যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, তাহা তাঁহার নিজের ভাষাতেই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি লিখিতেছেন—

Since many Filipinos could not understand cr accept the purpose of our research regardless of various explanations, they were often suspicious. At the start, informants recommended by friends refused to tell stories, claiming they knew none. Since we were Protestants (no special effort was made to hide or exhibit our religious affiliation) a few devout Catholics felt it sinful to associate with us. Some were convinced we were collecting folktales 'to make a book'. Since everything Americans do is profitable, several individuals demanded pay for their stories. One woman requested a 'loan'. We politely refused. To show our appreciation to many informants, however, medicine was purchased for sick family members, photographs of children

were given them and reading materials and clothing were distributed. We lost only one informant by refusing cash payment for each story'.

(Hart, Doun Vorhis *Riddles in Fillipino Folklore*, Introduction)

বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলেও লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া আমাদের সম্পূর্ণ অনুরূপ অভিজ্ঞতাই হইয়াছে। সুতরাং আজ পৃথিবী ব্যাপী লোক-সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহে এক অভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়াছে।

সামগ্রিক ভাবে সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে যে কয়েকটি ধাঁধার সংগ্রহ এ যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের সকলই ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই হইয়াছে, স্বত প্রদেশ হইতেও যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদেরও অধিকাংশ ইংরেজি ভাষাতেই সংগৃহীত হইয়াছে। কোনও ভারতীয় ভাষায়, শুধু সর্বভারতীয় নহে, কোনও প্রাদেশিক ভাষাতেও আনুপুবিক সংগ্রহ কিংবা তাহার আলোচনা প্রকাশিত হয় নাই। ইহাদের মধ্যে Verrier Elwin এবং W. G. Archer সম্পাদিত *Man in India* পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা ***An Indian Riddle Book*** (১৯৪৩) এবং দুর্গা ভগত রচিত ***The Riddle in Indian Life, Lore and Literature*** (১৯৬৫) উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রথমোক্ত গ্রন্থটিতে মধ্যপ্রদেশের মুরিয়া জাতি হইতে মাত্র ৪০টি, আগরিয়া জাতির মধ্য হইতে ১০টি, বৈগা জাতির মধ্য হইতে ৫০টি, গড় জাতির মধ্য হইতে ২০টি, উড়িষ্যার ভূইঞা জাতির মধ্য হইতে ৪টি, জুয়াঙ জাতির মধ্য হইতে ১৮টি, সৌরা জাতির মধ্য হইতে ১০টি, ছোটনাগপুরের অসুর জাতির মধ্য হইতে ৫০টি, বীরহোড় জাতির মধ্য হইতে ৫টি, খরিয়া জাতির মধ্য হইতে ৫০টি, মুণ্ডা জাতির মধ্য হইতে ৫০টি, ওরাওঁ জাতির মধ্য হইতে ৫০টি, রাজপুত কায়েতদিগের মধ্য হইতে ৫০টি, সমগ্র মুসলমান সমাজের মধ্য হইতে মাত্র ১০টি, বিহারের সৌরিয়া পাহাড়ীদের মধ্য হইতে ১৬টি, সাঁওতাল জাতির মধ্য হইতে মাত্র ৫০টি মুণ্ডা সমাজ হইতে মাত্র ৫০টি, সারা বাংলাদেশ হইতে মাত্র ২৬টি ধাঁধার উহাতে স্থান দিয়াছেন। অথচ এই বইকেই *Indian Riddle Book* নামকরণ করিয়াছেন।

শেষোক্ত বইখানির ধাঁধার সংগ্রহ আরও অকিঞ্চিৎকর এবং ধাঁধা সম্পর্কিত আলোচনাও মাত্র ৭২ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ধাঁধার প্রচার বিশেষ কোন ভৌগোলিক সীমা অনুসরণ করে না, বরং বিশেষ সাংস্কৃতিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। একই ছোটনাগপুরের অভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন আদিবাসী বাস করে, কিন্তু তাহাদের ধাঁধা এক নহে অর্থাৎ একই বিষয়বস্তু লইয়া রচিত একই ধাঁধা তাহারা ব্যবহার করে না, প্রত্যেকেরই এই বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য আছে। সুতরাং ধাঁধা সংগ্রহ-কালে প্রত্যেক আদিবাসী সমাজেরই সাংস্কৃতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে জানিয়া লইবার আবশ্যক হয়। নতুবা সংগ্রহকালে এই পার্থক্যবোধ থাকে না। এই বিষয়ক দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের দেশেরই শুধু নয়, বিদেশের সংগ্রাহকগণও সম্যক অবহিত নহেন।

২

সংজ্ঞা, প্রকৃতি, শ্রেণীবিভাগ

ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে ধাঁধার কোন সংজ্ঞা কিংবা শ্রেণীবিভাগই সম্পূর্ণ যথাযথ হইতে পারে না; প্রকৃত পক্ষে তাহা হয়ও নাই। এই বিষয়ে বিগত শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ যে সংজ্ঞার নির্দেশ করিয়াছিলেন, পরবর্তী শতাব্দীতেই তাহা পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিগত শতাব্দীতে যে সংজ্ঞা স্থির করা হইয়াছিল, তাহা প্রধানতঃ ইউরোপ এবং মার্কিন দেশের সংগৃহীত ধাঁধার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের তখন এমন ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, পাশ্চাত্ত্য দেশের উচ্চতর সমাজ ব্যতীত ধাঁধার প্রচলন নাই; ইহার কারণ, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ এবং জাতির ধাঁধা তখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগৃহীত হয় নাই। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকের মধ্যে লোকশ্রুতির অনুশীলনের বিষয়রূপে বিভিন্ন দেশ হইতে ধাঁধার প্রচুর সংগ্রহ প্রকাশিত হয়; তাহার ফলে ইহার সম্পর্কে নূতন ভাবনার প্রয়োজন হয়। সেই অনুযায়ী ইহার সংজ্ঞাও পরিবর্তন করিবার আবশ্যক হয়।

প্রধানতঃ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন ধাঁধা লইয়া সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ এবং গবেষণা যিনি প্রকাশ করিয়াছেন, এই বিষয়ের সুগভীর পণ্ডিত Archer Taylor ধাঁধার এই সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন—

Essential structure of the riddle consists of two descriptive elements, one positive and one negative—the positive element is metaphorical, in terms of the answer,

though the listener is led to understand it in a literal sense. In contrast, the negative descriptive element is correctly interpreted literally.

ইহার তাৎপর্য এই : প্রত্যেক মৌলিক ধাঁধায় একটি বস্তু কিম্বা বিষয়ের দুইটি বর্ণনা থাকে, একটি অস্তিবাচক, আর একটি নেতিবাচক। অস্তিবাচক বর্ণনাটি রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু শ্রোতা ইহাকে সহজ অর্থেই বুঝিয়া থাকে। ইহার বৈপরীত্য স্বরূপ নেতিবাচক বর্ণনাটি আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি এই Irish ধাঁধাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন 'Something has eyes and cannot see.' ইহার উত্তর আলু; Something has eyes ইহার প্রথম বর্ণনা, ইহা অস্তিবাচক এবং রূপক; cannot see ইহার দ্বিতীয় বর্ণনা, ইহা নেতিবাচক, এবং ইহার মধ্যে কোন রূপক ব্যবহার হয় নাই, ইহা প্রত্যক্ষ ভাবেই বোধগম্য। বাংলা হইতেও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

এত্তটুকু কানি,
শুকাতে না জানি। —জিভ

এত্তটুকু কানি অস্তিবাচক এবং রূপক, জিভকেই রূপক হিসাবে কানি বলা হইয়াছে, 'শুকাতে না জানি' নেতিবাচক এবং এখানে কোন রূপকের ব্যবহার হয় নাই।

এড়া এড়া এড়া, পাট কাঠির বেড়া।
তার মধ্যে কেউ, বল্‌তে না পারে কেউ। — ঐ

ইহাকেও এই সংজ্ঞা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা চলে।

কিন্তু সর্বত্রই যে উপরি-উক্ত সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয়, তাহা নহে। কারণ, প্রথমাংশের বর্ণনায় রূপক ব্যবহারের কথা মানিয়া লইলেও দ্বিতীয়াংশের বর্ণনায় সর্বত্রই যে নেতিবাচক বর্ণনা থাকে, তাহা স্বীকার করা কঠিন। তথাপি এই কথা সত্য, ধাঁধার মূল প্রকৃতি বিচার করিলে এই সংজ্ঞা অনেকখানি যথাযথ বলিয়া মনে হইতে পারে।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণও এই সংজ্ঞা সকলে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। George এবং Dundes তাঁহাদের গ্রন্থে এই সংজ্ঞা সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, ইহা 'inadequate' বা যথাযথ নহে। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে এমন কি, Taylor নিজে যে ধাঁধাগুলি তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে

বহু ধাঁধার উপর তাঁহার এই সংজ্ঞা আরোপ করা যায় না। এই কথা সত্য, বহু বাংলা ধাঁধাতেও অস্তিবাচক এবং নেতিবাচক পদের স্পষ্ট বিভাগ পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ধাঁধাই বস্তুর বর্ণনা মাত্র ; তবে রূপক বর্ণনা হইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে তাহাও হয় না, অস্তিবাচক অংশ যেমন রূপক হয় না, নেতিবাচক অংশও আক্ষরিক অর্থে গৃহীত হইতে পারে না। সেইজন্য কেহ মনে করিয়াছেন, 'there is a need for a definition for the riddle which will be broad enough to include traditional texts such as the ones cited which apparently fall outside Taylor's definition, and be narrow enough to exclude other materials whose morphological characteristic indicate that they are specimens of another genre (Georges and Dundes 1963, p. 113)

ইঁহারা ধাঁধার গঠনগত একটি সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মতে —'A riddle is a traditional verbal expression which contains one or more descriptive elements in opposition and which may be literal or metaphorical but contain no apparent contradiction,'

ইহার তাৎপর্য সাধারণ ভাবে এই : ধাঁধা ঐতিহ্যমূলক, ইহার প্রকাশ মৌখিক, ইহাতে এক কিংবা আপাত বিরোধমূলক বর্ণনাত্মক উক্তি থাকে, তাহা রূপকাশ্রয়ী কিংবা একাধিক আক্ষরিক সত্য রূপেও গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাদের মধ্যে ভাব এবং অর্থগত কোন বিরোধ থাকে না।

ধাঁধার এই সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক এবং সর্বক্ষেত্রে অত্যন্ত সহজভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে। বাংলা ধাঁধার সম্পর্কেও এই সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়।

ধাঁধার কতকগুলি সাধারণ গঠন-গত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ দেখা যায়, বহু ধাঁধার মধ্যেই কতকগুলি দুর্বোধ্য বা অর্থহীন শব্দ কিংবা শব্দগুচ্ছের ব্যবহার হয়। ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর শব্দ ধ্বন্যাত্মক এবং প্রধানতঃ পদপূরণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন

উঠান ঠন্ ঠন্ বৈঠক মাটি।
মা গর্ভবতী পুত্রে ধরল ছাতি। —সুপুরি গাছ

উক্ত শব্দগুলির স্বাধীনভাবে অর্থ থাকিলেও উদ্ধৃত পদটিতে তাহাদের কোন অর্থ নাই। এক পদেই ধাঁধার জিজ্ঞাসাটি প্রকাশ পাইয়া গেলে ধাঁধাটিকে দুই পদে পূর্ণ করিবার জন্ত একটি অনাবশ্যক পদের এই ভাবে সৃষ্টি হইয়া থাকে। খেলার ছড়ার মধ্যেও এই শ্রেণীর পদ এবং শব্দ যোজনা করা হয়, তবে খেলার ছড়া আন্তোপান্তই অর্থহীন, কিন্তু ধাঁধার একটি পদ এমনই অর্থহীন হইলেও আর একটি পদ অর্থবহ করিবার আবশ্যক হয়। আর একটি দৃষ্টান্ত দিই—

রাজার বাড়ীর মেনা গাছটি মেন মেনাইয়া চায়।
হাজার টাকার মরিচ খাইলে আরো খাইতে চায়॥ —শিলনোড়া

প্রথম পদটির সামগ্রিক ভাবে যেমন কোন অর্থ নাই, তেমনই বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখিলেও মেনা গাছ শব্দটি তেমন অর্থহীন, মেন মেনাইয়া চাওয়াও তেমনই অর্থহীন। অনেক সময় ধাঁধার মধ্যে একেবারেই সম্পূর্ণ অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে—

গাছ হরকা পাতা সরকা।
ফলটি রাঙ্গা বিচিটি ভাঙ্গা॥ —খেজুর

এখানে হরকা সরকা শব্দগুলি অর্থহীন।

দ্বিতীয়তঃ ধাঁধায় এমন কতকগুলি শব্দ কিংবা বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের ব্যবহার হয়, ধাঁধাটি না ভাঙ্গানো পর্যন্ত তাহাদের অর্থ বুঝিতে পারা যায় না, তবে ধাঁধাটি ভাঙ্গানো হইলে তাহাদের অর্থ সহজেই ধরা পড়ে। তৃতীয়তঃ আরও এক শ্রেণীর দুর্বোধ্য শব্দ ধাঁধায় ব্যবহৃত হয়, তাহাদের উপর ধাঁধার উত্তর নির্ভর করে না। ইহাদের কিছু নিদর্শন উল্লেখ করা যায় —

১

ঝাপু তলায় মিটি মিটি মিটি তলায় ক্যা।
ক্যাতলায় ফদর ফার ফব্দরই ভেঙ্গে দে॥ —মানুষ

২

গাছটি ঝাপুর ঝুপুর।
তার তলে মিলিক মালি॥
তার তলে সে ফোঁপ।
তার তলে গুজুর ভুটুর॥ —মানুষের মাথা

৩

চিং চিং পানি তার মধ্যে চোয়ার ও হাড়ি।
তোমার ও তো মনের খবর জানি॥ —মানুষের মাথা

৪

হাঁটে চকসা চকসা দশপায়।
তিন মুড় দেখিছ রে মোহা॥ —কৃষক ও বলদ

৫

উজি উজি উজি
বেড়া দেলো গুঁজি। —শিকনি

প্রত্যেক দেশের ধাঁধার মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্য নিতান্ত সাধারণ ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং ইহা কেবল মাত্র বাংলা দেশের ধাঁধারই বিশেষত্ব নহে, ধাঁধার বহির্মুখী ইহা একটি বিশিষ্ট গুণ। পূর্বেই বলিয়াছি, পদ পূরণের জন্য, পদের উচ্চারণে ঝোঁক সৃষ্টি করিবার জন্য, অনেক সময় মিত্রাক্ষর রচনার জন্যও এই প্রকার অতিরিক্ত শব্দ কিংবা শব্দগুচ্ছ ধাঁধার সঙ্গে যুক্ত করা হয়; কিন্তু তাহা দ্বারা ধাঁধার মূল বক্তব্য কখনও আচ্ছন্ন হইয়া যায় না।

সাধারণতঃ কি কি বিষয় বস্তু অবলম্বন করিয়া ধাঁধা রচিত হইয়াছে, এই বিষয়ে অনুসন্ধানকারিগণ নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। ধাঁধা রচনায় পৃথিবীর সর্বত্রই একটি সাধারণ নীতি অনুসরণ করা হয় কিনা, তাহাও অনুসন্ধানের বিষয় হইয়াছে। কিন্তু এই সম্পর্কে কোন চরম সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছানো সম্ভব হয় নাই। কেহ কেহ দেখাইয়াছেন, ভারতীয় প্রাচীনতম সাহিত্য বা বেদে যে ধাঁধার ব্যবহার হইয়াছে তাহাদের সব কয়টিই প্রকৃতি-বিষয়ক। অথচ প্রকৃতি-বিষয়ক ধাঁধার স্থান পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে নিতান্ত গৌণ। আর্চার টেলার (Archer Taylor) এই বিষয়ে বলিয়াছেন, 'riddles describe familiar household objects, but even in looking about the household and farmstead, the modern English riddler failed to see many things.'

অর্থাৎ সুপরিচিত গৃহস্থালীর জিনিস বা তৈজসপত্র ধাঁধার অবলম্বন হইয়া থাকে, কিন্তু সাম্প্রতিক কালে যে সকল ধাঁধা রচিত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে গৃহস্থালীর বহু জিনিস পত্রেরই অভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ প্রত্যেক মানব-গোষ্ঠীরই নিজস্ব জীবনাচার হইতেই ধাঁধার বিষয় সংগ্রহ করা হয়। অর্থাৎ কৃষি ভিত্তিক জীবনে যে উপাদানগুলি ধাঁধায় স্থান লাভ করে, যাযাবর সমাজে তাহাই স্থান লাভ করিতে পারে না। যাহার গৃহই নাই, তাহার গৃহস্থালীর জিনিস পত্রও নাই, অথচ তাহার অন্যান্য

জীবনোপকরণ আছে, তাহা তাহার মৃগয়ার সরঞ্জাম। যে সকল পশুপক্ষী কিংবা জলচর জন্তু সে শিকার করিয়া থাকে, তাহাদের আচার আচরণ সম্পর্কে তাহার সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং বহির্মুখী অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং সে তাহাই অবলম্বন করিয়া তাহার ধাঁধা রচনা করিয়া থাকে।

বৈদিক যুগে কেবলমাত্র প্রকৃতিই ধাঁধার বিষয় ছিল, এ কথা বলিতে পারা যায় না। কারণ, সে যুগের ধাঁধার মধ্যে কেবলমাত্র বৈদিক সূক্তের মধ্যে বিধৃত ধাঁধাগুলিই রক্ষা পাইয়াছে, অন্যান্য ধাঁধা লুপ্ত হইয়াছে। কারণ, ধাঁধা রচনার একটি বৃহত্তর সামাজিক প্রবণতা হইতেই বৈদিক ধাঁধাগুলির উদ্ভব হইয়াছিল, বেদের সূক্তের মধ্যে যাহা স্থান পায় নাই, তাহা রক্ষা না পাইলেও সে যুগে নানাভাবে যে তাহাদের ব্যবহার হইত তাহা বুঝিতে পারা যায়। বরং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায়, নিসর্গ বা প্রকৃতি বিষয়ক ধাঁধার সংখ্যা সর্বত্রই নিতান্ত অল্প। বাংলাতেও ইহাদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম। অথচ গৃহস্থালীর বিষয় বা তৈজসপত্র সম্পর্কে ধাঁধা যে বাংলায় সর্বাধিক, তাহাও মনে হয় না। বাংলাতে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ বিষয়ক ধাঁধা একটি উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করিয়াছে। নাগরিক জীবনের যতই নিকটবর্তী হওয়া যায়, ততই দেখা যায়, গৃহস্থালীর বিষয় কিংবা পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ বিষয়ক ধাঁধার সংখ্যা ততই কমিয়া আসে। ইহার কারণও সহজেই অনুমান করা যায়; কারণ, প্রত্যক্ষ বস্তু ব্যতীত ধাঁধা রচিত হয় না। গ্রাম্য জীবন কিংবা পশুপক্ষী কীটপতঙ্গের জগৎ যতই আমাদের নিকট হইতে দূরবর্তী হইয়া পড়িতেছে, ততই ইহারা আমাদের কৌতূহল বা ঔৎসুক্য সৃষ্টি করিতে ব্যর্থকাম হইতেছে।

সুতরাং প্রত্যেক জাতিরই জীবনাচারের বৈশিষ্ট্যের উপর ধাঁধার বিষয়-বস্তু নির্ভর করে এবং সমাজ-জীবনের ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধাঁধার বিষয়বস্তুও পরিবর্তিত হইতে থাকে। সাম্প্রতিক কালে বাংলার পল্লীতেও ফুটবল খেলা প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহার ভিত্তিতেও সেখানে ইতিমধ্যেই এই প্রকার ধাঁধা রচিত হইতেছে—

ধপা ধাঁই লাথি খাই কুমড়োর মত।
বেশি করে খাই লাথি পায়ে পড়ি যত॥
ছুটাছুটি করি শেষে হারাইলে গোলে।
আবার তখন মোরে হাতে ধরে তোলে॥

তথাপি সাধারণভাবে সকল দেশের পক্ষেই এই কথা বলা যায় যে, 'riddles are found almost exclusively in the vinicity of the father's house. Earthworms, chickens, milk and eggs, as well as house hold tools, are characteristics and popular themes. (Taylor, 1951). অর্থাৎ বাড়ীর চারিদিকেই ধাঁধার বিষয় ছড়াইয়া আছে। পোকা-মাকড়, মুরগীর ছানা, দুধ, ডিম তৈজসপত্র এ' সবই সাধারণতঃ ধাঁধার বিষয়। বাংলা ধাঁধার পক্ষেও এই উক্তি প্রযোজ্য হইতে পারে। তবে বাঙালী হিন্দুর গৃহে মুরগী পালন করা হয় না বলিয়া মুরগী কিংবা ইহার ছানা সম্পর্কে কোন ধাঁধা বাংলায় প্রচলিত নাই। মুসলমান সমাজেও ইহাদের সংখ্যা খুব অধিক, তাহা বলিতে পারা যায় না।

বাড়ীর চারিদিকেই ধাঁধার বিষয় ছড়াইয়া আছে, এই কথা স্বীকার করিয়া লইলেও দেখা যায়, কতকগুলি নিতান্ত পরিচিত পশুপক্ষীর নাম ধাঁধায় স্থান পাইতে পারে নাই। যেমন কুকুর কিংবা বিড়াল। বাঙালীর পার্হস্থ্য জীবনে ইহাদের অপেক্ষা পরিচিত পশুপক্ষী আর কি আছে? অথচ তাহাদের সম্পর্কে কোন ধাঁধা নাই বলিলেই হয়। পাশ্চাত্ত্য ধাঁধায়ও ইহাদের বিশেষ কোন স্থান নাই। এই বিষয়ে আর্চার টেলার লিখিয়াছেন,—

...dogs and horses are not often the answers to riddles··· cats and mice are virtually never used and riddles rarely allude to wild animals.

অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় এই যে ইউরোপের মত দেশেও কুকুর কিংবা ঘোড়া ধাঁধার বিষয় নহে। অথচ কুকুরের মত প্রিয় গৃহপালিত জীব ইউরোপে আর দ্বিতীয় নাই। কুৎসিৎ আচার এবং অখাদ্য ভক্ষণের জন্য কুকুর ভারতীয় তথা বাংলা ধাঁধায় স্থান না পাইতে পারে, কিন্তু ইউরোপীয় সমাজে সযত্ন লালিত কুকুরের প্রতি এই অবহেলা কেন, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না।

সুতরাং কেবল বাড়ীর চারিদিককার চোখে দেখা জিনিস হইলেই হইবে না, প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে সমাজের বিশিষ্ট মনোভাব (attitude)-এর উপর ধাঁধার বিষয় নির্বাচন নির্ভর করে। সেইজন্য গৃহস্থের নিতান্ত পরিচিত জীব হওয়া সত্ত্বেও কোন দেশেই কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া, সম্পর্কে বিশেষ কোন ধাঁধা নাই, অথচ গরু সম্পর্কে সর্বত্রই সংখ্যাতীত ধাঁধার সন্ধান পাওয়া যায়।* তবু পূর্ব বাংলা হইতে কুকুর সম্পর্কে মাত্র ৩টি ধাঁধার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, পশ্চিম বাংলায় একটিরও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

১

ছাই ভিন্ন শুতে না,
লাথি ভিন্ন উঠে না। —রাজশাহী

২

বেকা লেজ,
তাগি দিতে বেড় পেঁচ। —চট্টগ্রাম

৩

ভাত খায় কলসী, না ধোয় মুখ।
কেহ এসে, কেহ এ ন দে ন ভরে ভুক। —ঐ

এলউইন ও আর্চারের যুগ্ম সম্পাদনায় যে *An Indian Riddle Book* প্রকাশিত হইয়াছে (*Man in India*, *XXIII*, 1943) তাহাতে পাঁচ শতাধিক ধাঁধার মধ্যে কুকুর সম্পর্কে একটি মাত্র ধাঁধা স্থান পাইয়াছে, তাহা মধ্য প্রদেশের মুরিয়া নামক আদিবাসী সমাজ হইতে সংগৃহীত,

'whistle and the pole waves to and fro' —কুকুরের লেজ।

সুতরাং কেবলমাত্র পরিচিত বলিয়াই নহে, বিষয়-বস্তুর প্রতি সমাজের বিশিষ্ট মনোভাবের উপর ধাঁধার বিষয়-নির্বাচন নির্ভর করে।

কেহ কেহ ধাঁধার বিষয় নির্বাচনে স্ত্রীসমাজের সম্পর্কের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতে চাহিতেছেন, ধাঁধা স্ত্রীজাতির জগৎ (women's world). আর্চার টেলার এই মতের পক্ষপাতী। তিনি লিখিতেছেন—'Provisionally at least, we can say that modern European traditional riddles deal with the subjects in a woman's world or a world as seen from the windows of a house (Taybor, 1951)......We might be inclined to believe that European riddling has become a women's activity.'

অবশ্য এই বিষয়ে এখন পর্যন্তও এমন কোন গবেষণা হয় নাই যাহাতে এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। তবে বাংলা দেশ হইতে যে সকল ধাঁধা যে ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে স্ত্রীসমাজকে ইহার জন্য এতখানি গৌরব দেওয়া যাইতে পারে না। পল্লীসমাজ হইতে ধাঁধা সংগ্রহ করিতে গিয়া দেখা গিয়াছে যে পুরুষেরাই বেশি ধাঁধা বলিতে পারে; বরং মেয়েরা গান এবং ছড়া বলিতে পারিলেও এমন কি সামান্য কিছু লোক-কথাও বলিতে সক্ষম হইলেও ধাঁধা খুব কমই তাহারা

বলিতে পারিয়াছে। বরং তাহার পরিবর্তে নিরক্ষর কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ—সকল বয়সের পুরুষের নিকট হইতেই অধিক ধাঁধার সংগ্রহ হইয়াছে।

সুতরাং ইউরোপের স্ত্রীসমাজ-সম্পর্কে আর্চার টেলারের সিদ্ধান্ত বহুলাংশে সত্য হইলেও ভারতীয় পল্লীর স্ত্রীসমাজ সম্পর্কে তাহা সর্বাংশে প্রযোজ্য হইতে পারে না। কারণ, ইউরোপীয় স্ত্রীসমাজ মননশীলতায় যতখানি অগ্রসর হইয়াছে, ভারতীয় পল্লীর স্ত্রীসমাজ ততখানি অগ্রসর নহে।

বিশেষতঃ ধাঁধা রচনায় জন্য কতকটা মননশীলতা, শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তাহা ভারতীয় পল্লীরমণীর মধ্যে ততখানি নাই। সেইজন্য এইদেশে পুরুষও ধাঁধা রচনা এবং তাহার বিষয় নির্বাচনে সমান অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

ধাঁধার বিষয়বস্তু নির্বাচনে জাতির নিজস্ব সাংস্কৃতিক জীবনাচরণগত বৈশিষ্ট্যই প্রধানতঃ নির্ভর করে। সেইজন্য একই ভৌগোলিক পরিবেশে বাস করিয়াও বিভিন্ন জাতির ধাঁধা বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে—এক এবং অভিন্ন হয় না।

আর্চার এবং এলউইন এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'All the tribes of Chhota Nagpur and Central India have a similar landscape. Many of them have common inplements. There material environments are much the same. Yet out of a tribe's four hundred riddles, scarcely forty are shared. Almost all Oraon riddles differ markedly from Munda. Almost all Kharia riddles differ radically from Santal, Almost all Baiga riddles are quite distinct from Muria. Instead of each area possesing a common stock it is as if a tribe keeps rigidly to itself. Besides a ban on inter-tribal it is as if there were a ban on inter-tribal riddles.' (Elwin and Archer. 1943, 30)

সুতরাং ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, কতকগুলি সাধারণ বিষয়বস্তু বাদ দিয়া জাতির বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মধ্য হইতেই ধাঁধার বিষয়-বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়।

অনেকে মনে করেন, ধাঁধার বিষয়-বস্তু নৈর্ব্যক্তিক কোন ভাব মাত্র নহে, বরং তাহার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ কোন বস্তু। বাংলা ধাঁধাগুলি বিশ্লেষণ করিলে এই উক্তি আংশিক সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কারণ, ব্যবহার (habit) আচার (ritual) মৃত্যু, ভয়, চিন্তা ইত্যাদি সম্পর্কেও বহু বাংলা ধাঁধার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং যে জাতির যেমন ভাবনা, সেই অনুযায়ীই ধাঁধা রচিত

হইয়া থাকে, কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মানব-সংস্কৃতির কোনও বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে গিয়া সর্বদাই ভারতের মত একটি অতি প্রাচীন সভ্য দেশের নিদর্শন পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। সেই জন্যই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র ইউরোপের পক্ষে সত্য হইলেও প্রাচীনতর ঐতিহ্যমূলক দেশগুলি সম্পর্কে কদাচ সত্য হয় না।

তবে এই কথাও সত্য যে ধাঁধার বিষয়-বস্তু সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ বস্তু (concrete object)ই হইয়া থাকে। বাংলা দেশেও যে সকল ধাঁধা প্রচলিত আছে, তাহাদেরও শতকরা ৮০ ভাগই প্রত্যক্ষ বস্তু-বিষয়ক. তবে অবশিষ্ট শতকরা ২০ ভাগের বিষয়-বস্তু যে নৈর্ব্যক্তিক ভাবমূলক (abstract) তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যাইবে না।

কোন্ বয়সের নরনারীর মধ্যে কি পরিমাণ ধাঁধার ব্যবহার হয়, এই বিষয়েও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন যে, 'Interst in riddles began at about four years and culminated at eight to ten years.' এই সিদ্ধান্তও পৃথিবী ব্যাপী সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে না। কেবলমাত্র যে সকল সমাজে শিক্ষাবিস্তার অত্যন্ত ব্যাপক অর্থাৎ নিরক্ষর প্রায় নাই বলিলেই চলে, তাহাতে যে বয়সে ধাঁধার ব্যবহার হয়, নিরক্ষর কিংবা শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসর সমাজের মধ্যে তাহা সেই ভাবে প্রচলিত থাকিতে পারে না। বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলে নিরক্ষর বৃদ্ধদিগকেও, তাহার শিশু সন্তানদিগের কিংবা পৌত্র এবং দৌহিত্রদিগের সঙ্গে একত্র ধাঁধার সমস্যা পূরণ করিতে শুনিতে পাওয়া যায়। নাগরিক জীবনে এদেশে কোন বয়সের শিশুর মধ্যেই এই বিষয়ে কোন আন্তরিক আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। শিশু পত্রিকায় যে সকল কাবাধাঁধা প্রকাশিত হয়, তাহাও প্রকৃত পক্ষে পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিরই রচনা, শিশুর রচনা নহে।

৩

ধাঁধার ব্যবহার (function)

কোন গোপনীয় কথা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করিবার বাধা বা অন্তরায় বোধ হইতেই হেঁয়ালী করিয়া তাহা প্রকাশ করিবার রীতির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছেন। আদিম সমাজে মৃতদেহের সম্মুখে সকল কথাই অপ্রত্যক্ষ (indirectly) ভাবে বা হেঁয়ালীর আকারে প্রকাশ করা

হইত, কারণ, মৃতদেহকে ঘিরিয়াই প্রেতাত্মার অবস্থান হইয়া থাকে এবং প্রেতাত্মার নিকট সকল পার্থিব বিষয়ই গোপন করিবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। এখনও অন্ত্যেষ্টি ধাঁধা (Death Riddle) নামক যে এক শ্রেণীর ধাঁধার কোন কোন সমাজে প্রচলন আছে, তাহা আদিম সমাজ হইতে উদ্ভূত এই মনোভাবেরই পরিচায়ক।

যে উদ্দেশ্যেই সমাজে ধাঁধার প্রথম উদ্ভব হউক না কেন, কালক্রমে ইহা সমাজ-জীবনের বহু ব্যবহারিক প্রয়োজনে আসিতে লাগিল। সমাজে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার বহু প্রয়োজনীয়তা আজ লুপ্ত হইয়া গেলেও এখনও ইহা যে বিভিন্নমুখী প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া থাকে, তাহা হইতেই ইহার সামাজিক মূল্য বুঝিতে পারা যাইবে।

সমস্যা পূরণ বা ধাঁধার উত্তর দানের জন্য প্রথমতঃ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির প্রয়োজন হয়, ইহা একক অনুশীলনের বিষয় নহে। সেইজন্য নাগরিক জীবনে যে নিঃসঙ্গতার ভাব দেখা দিয়াছে, যে সমাজে ইহার প্রচলন আছে, তাহাতে ইহা স্থান পাইতে পারে না। সমস্যা পূরণের মধ্যে বহু ব্যক্তি একসঙ্গে যোগ দিতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে তাহা হইলেই ইহার সম্পর্কে যথার্থ কৌতূহল সৃষ্টি হইতে পারে। বাংলার পল্লীগ্রামে কোন অবকাশের সময় গ্রামবৃদ্ধদিগকে ঘিরিয়া গ্রাম্য বালকের দল এক সঙ্গে বসিয়া সকলে সমবেতভাবে যে সমস্যার জিজ্ঞাসা ও তাহার মীমাংসা করিয়া থাকে, তাহাতে ইহার একভাবে চর্চা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা তাহার একটি দিক মাত্র। যে সমাজে প্রাচীন কোন ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া ধাঁধা বিকাশ লাভ করে, তাহাতে ইহার আর একটি মূল্য আছে, তাহা ইহার আচার (ritual) গত মূল্য। অর্থাৎ ধাঁধার ব্যবহার প্রধানতঃ দুই প্রকারে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ কৌতুক ও বুদ্ধির অনুশীলনের জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানের জন্য। আদিম সমাজে ঐন্দ্রজালিক উদ্দেশ্যে একমাত্র ধর্মীয় এবং সামাজিক আচারানুষ্ঠানেই ইহার ব্যবহার ছিল, ক্রমে ইহার সেই মূল্য হ্রাস পাইয়া প্রথমতঃ বুদ্ধির অনুশীলন এবং তারপর কেবলমাত্র কৌতুক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ইহার ব্যবহার হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, নাগরিক আত্মকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মত ইহাও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই আশঙ্কা কতদূর সত্য, তাহাও গভীরভাবে বিশ্লেষণ না করিয়া বলিতে পারা যাইবে না।

মানব-সমাজের আদিম অবস্থায় ধাঁধা অত্যন্ত ব্যাপক এবং একান্ত জনপ্রিয় ছিল। একজন পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন, 'as civilization develops the riddle branches out in two direction mystic philosophy on one hand and recreation the other.'

এই উক্তিটি সম্পূর্ণ নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। সমাজে ধাঁধার উৎপত্তির পর ইহা দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে কিংবা প্রথমে ঐন্দ্রজালিক বা mystic ধাঁধা সমাজে জন্মলাভ করিয়া পরে তাহা হইতেই secular বা ধর্মনিরপেক্ষ ধারাটি সৃষ্টি হইয়া কালক্রমে তাহাই প্রাধান্য লাভ করিয়া গিয়াছে, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। মনে হয়, ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে সমাজে ধাঁধার সৃষ্টি হইয়াছিল, ক্রমে তাহার ধারাটি অস্পষ্ট হইয়া গিয়া তাহার উপর ধর্মনিরপেক্ষ বা কৌতুককর (secular) ধারাটির সৃষ্টি হইয়াছে। দুইটি ধারা সমান্তরালভাবে অগ্রসর না হইয়া একটি আর একটিকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। আর্চার টেলারও মনে করেন, 'In a far higher state of culture riddles begin to be looked on as trifling, their growth ceases and they only survive in remnants for children's play.'

যতই নাগরিক এবং শিল্পজীবনের বিস্তার হইতেছে, ধাঁধার ব্যবহার ততই কমিতেছে। বাংলাদেশের যে সকল পল্লী অঞ্চল এখনও নাগরিক কিংবা শিল্পজীবনের প্রভাব হইতে মুক্ত, সেখানে এখনও ধাঁধার চর্চা শুনিতে পাওয়া যায়, অন্যত্র তাহা অতি বিরল হইয়া পড়িয়াছে।

ইহার কারণ, ধাঁধার অনুশীলনের জন্য অবসরের প্রয়োজন হয়, নাগরিক কিংবা শিল্পজীবনে সেই অবসর নাই। বিশেষতঃ নাগরিক এবং শিল্পজগতের বিচ্ছিন্নতাও ধাঁধার অনুশীলনের অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া থাকে। সংহত সমাজ-জীবনে যাহার সৃষ্টি, বিশ্লিষ্ট সমাজ-জীবনে তাহা প্রাণশক্তি (vitality) হইতে বঞ্চিত হইবে ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক।

নাগরিক জীবনে নূতন নূতন ধাঁধার সৃষ্টি হইবার অন্তরায় কি, তাহা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া আর্চার টেলার বলিয়াছেন যে, ...'the more sophisticated cultures have lost the quick readiness to perceive similarities in altogether unrelated objects......a more complex civilization is full of a number of things and its representatives, therefore, find it difficult to point out equivocal formulas based on superficial similarities.'

নাগরিক এবং পল্লীসমাজের মানুষের মধ্যে বস্তু-পর্যবেক্ষণে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে। পল্লীর মানুষ যত অভিনিবেশ সহকারে কোন জাগতিক বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, নাগরিক সমাজের মানুষ তত নিবিষ্টভাবে তাহা করিতে পারে না। সেইজন্য নাগরিক সমাজের মানুষ আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন দুইটি বস্তুর মধ্যে কোন ঐক্যের উপলব্ধি করিতে পারে না। কারণ, বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান তাহার অসম্পূর্ণ এবং সীমাবদ্ধ। বিশেষতঃ যে সভ্যতা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহার উপকরণ অত্যন্ত জটিল এবং সংখ্যার দিক দিয়াও বহুল। বিশেষতঃ তাহার অবসরহীন জীবনের মধ্যে তাহার সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়েরও কোন সম্ভাবনা থাকে না। সেইজন্য বস্তু-বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তনের জন্য নাগরিক সমাজে ধাঁধার ব্যবহার এবং উদ্ভব সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

ব্যবহারিক জীবনে পল্লীর সমাজেই এখনও ধাঁধার ব্যবহার হইয়া থাকে, নাগরিক সমাজে তাহার ব্যবহার প্রায় লুপ্ত হইয়াছে বলিলেই চলে। পল্লীগ্রামে এখনও দেখা যায়, মধ্যাহ্ন রৌদ্রে কোন বৃক্ষচ্ছায়ায় বিশ্রাম করিতে বসিয়া রাখাল বালকগণ ধাঁধা বলিয়া সময় কাটাইয়া থাকে। দুইজন হইলেই ইহার সূচনা করা হয়, ক্রমে অন্যান্য আসিয়াও ইহাতে স্বচ্ছন্দে যোগদান করিতে পারে। ফিলিপাইন দ্বীপ পুঞ্জের এক গ্রামের এই বিষয়ক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্ত্য গবেষক যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বাংলা দেশের গ্রাম সম্পর্কেও সত্য। তিনি লিখিতেছেন—'It may be held at any time of the day or night whereever there is a group of people during their merrier moments as well as during their somber moods, in play and in work, before going to bed or during any activity in the day. A minimum of two may start it and the initial impulse may gain an audiance in a moment. Children tiring of their play, stop at times to indulge in riddle making. During planting or harvest time, riddles are propounded to lighten work. When rowing, or travelling afoot, during rice pounding or when fishermen make or mend their nets or traps one hears them enjoying each-others riddles.'

ভারতীয় আদিবাসীদিগের মধ্যে বিবাহানুষ্ঠান উপলক্ষে ধাঁধার ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক। মধ্যপ্রদেশের গঁড় এবং প্রধান নাম অর্ধআদিবাসী জাতির মধ্যে

বরের প্রতিনিধি স্বরূপ কোন ব্যক্তি যখন কন্যাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে পিতৃগৃহ হইতে লইয়া আসিতে যায়, তখন তাহাকে কতকগুলি ধাঁধার জবাব দিতে হয়, প্রকৃতপক্ষে ধাঁধার জবাব দিবার বিনিময়েই সে কন্যাকে লইবার অধিকারী হয়। ইহা ধাঁধার জবাব দিয়া কন্যালাভ করিবার প্রাচীনতর প্রথারই একটি নিদর্শন বলিয়া মনে হয়।

ছোটনাগপুরের বীরহোড় নামক যাযাবর উপজাতির মধ্যেও বিবাহানুষ্ঠানে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিবার রীতি আছে। বিবাহের উদ্দেশ্যে কনের বাড়ী হইতে যখন বরের বাড়ীর লোকজন আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন বরের বাড়ীর লোক তাহাদিগকে বসিবার জন্য শিকারের জাল বিছাইয়া দেয়, তাহাতে সকলে বসিবার পর, বরের বাড়ীর লোকজন কনের বাড়ীর লোকদিগকে হেঁয়ালীচ্ছলে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, কনের বাড়ীর লোককে তাহাদের জবাব দিতে হয়।১

ছোটনাগপুরের ওরাওঁ দিগের বিবাহে যে আনুষ্ঠানিক উপদেশ (sermon) দিবার রীতি আছে, তাহাতে ধাঁধার সাহায্য গ্রহণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বরকনেকে দেশীয় মদ্য বিতরণ করা হয়, তাহার এক প্রকার মদ্যের নাম ধাঁধা ভাঙ্গানো মদ (riddle propounding rice beer)।

ছোটনাগপুরের আদিবাসী সমাজের বিবাহ-প্রথার বহু উপকরণ বাংলা দেশের সম্ভ্রান্ত সমাজের বিবাহাচারের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে। এই প্রথাটি যেখান হইতেই বাংলাদেশে প্রবর্তিত হইয়া থাকিবে। বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত গৃহেও বিবাহ উপলক্ষে বরযাত্রীকে কনের বাড়ীতে আসিয়া প্রবেশ করিলে যে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা হইত, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বাংলাদেশে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে ইহা ব্যাপক প্রচলিত একটি রীতি ছিল, এখনও তাহার কিছু নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। বাঁকুড়া জিলার বাউরী জাতির মধ্যে ইহা আজিও বিবাহের একটি অবশ্য পালনীয় সামাজিক প্রথা। ওরাওঁ আদিবাসীদিগের মধ্যেও ইহা প্রচলিত আছে। শুধু ভারতবর্ষেই নহে, পৃথিবীর বিভিন্ন বিশেষতঃ আদিবাসী সমাজের মধ্যে ইহা একটি সক্রিয় সামাজিক প্রথা রূপেই বর্তমান আছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রধানতঃ আদিবাসী সমাজে অন্ত্যেষ্টি উপলক্ষে ধাঁধা জিজ্ঞাসা এবং তাহার জবাব দেওয়া একটি অবশ্য পালনীয় সামাজিক প্রথা রূপে

১ Elwin and Archer, 'A Note on the use of Riddles in India' '*Man in India*, XXIII (1943), p. 316.

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাংলা দেশে এই প্রথার প্রচলন নাই। তবে ভারতবর্ষের একটি আদিবাসী সমাজে তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

মধ্যপ্রদেশের গঁড় জাতির মধ্যে যদি কোন বিবাহিত ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তবে তাহার মৃত্যুর তিন বৎসরের মধ্যে যে তাহার সর্বশেষ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাতে এই প্রথাটি পালন করা হয়। জীবন মৃত্যুর রহস্য বিষয়ক এই ধাঁধা-গুলি গানের আকারে উপস্থিত করা হয় এবং গানের মধ্য দিয়াই তাহাদের জবাব দেওয়া হয়। সাধারণ ধাঁধা হইতে ইহাদের গঠন ভঙ্গি এবং জবাব দিবার পদ্ধতি স্বতন্ত্র। ইহারা আচারমূলক (ritualistic) ধাঁধার অন্তর্গত। তবে পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলাদেশে ইহার এখন আর সন্ধান পাওয়া যায় না। পৃথিবীর কোন কোন দেশের আদিবাসীর মধ্যে ইহাদের প্রচলন অত্যন্ত ব্যাপক। ইহাদিগকে অন্ত্যেষ্টি ধাঁধা (Riddle on Death) বলা যায়। ইহাতে মৃতদেহকে ঘিরিয়া সারারাত্র জাগিয়া মৃতের আত্মীয় স্বজন ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিয়া রাত্রি যাপন করে। ইহা অন্ত্যেষ্টি আচারের অন্তর্ভুক্ত।

পৃথিবীর কোন কোন আদিম সমাজে দেখা যায়, বৎসরের নির্দিষ্ট একটি সময়ে প্রধানতঃ ফসল কাটার সময়ই ধাঁধার ব্যবহার হয়, বৎসরের অন্য সময়ে ধাঁধার ব্যবহার সামাজিক ভাবে নিষিদ্ধ (taboo)। বাংলা দেশে এমন কোন প্রথা নাই; তবে আচার-মূলক ধাঁধা সর্বদাই যে সময় যে আচার পালন করা হয়, তখনই ব্যবহার করা হয়, অন্য সময় কৌতুকচ্ছলে কদাচ তাহা ব্যবহার করা হয় না। গাজনের সময় মূল সন্ন্যাসী যে সকল আচার-মূলক ধাঁধা বা বাঁধন ও কাটন ব্যবহার করিয়া থাকে, অন্য সময় খেলা কিংবা কৌতুকের ছলে তাহা কেহই ব্যবহার করে না।

বাংলার পল্লী অঞ্চলে ধাঁধার একটি নাম রাত কথা। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে রাত্রেই ধাঁধার ব্যবহার হইয়া থাকে, দিনে তাহা হয় না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। দিনের বেলায় অবসর মুহূর্তে যেমন ধাঁধার ব্যবহার হয়, রাত্রে বিশেষতঃ সন্ধ্যায়ও তাহা হইয়া থাকে। তবে পল্লী জীবনে দিনের বেলায় কৃষকের অবসর সব সময় থাকে না, সেইজন্য সাধারণতঃ রাত্রেই তাহা বলা হয় বলিয়া তাহাকে রাত কথা বলা হয়। বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালই ধাঁধা বলিবার উপযুক্ত সময়। তথাপি দেখা যায়, কোন কোন আদিবাসী সমাজে সন্ধ্যায় ধাঁধা বলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (taboo)। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত লিখিয়াছেন, —For the pagan Filipino Bagobo, however, riddling is.

inappropriate during the evening. There is, however, but one occasion when propounding riddles is not favoured and this is during the evenings……The old folk say that riddles should only be posed during the day, because spirits might participate without the knowledge of the riddles and may charge them, if you cannot answer my riddle I shall devour you.'

ধাঁধার উত্তর দিয়া বিবাহের জন্ম কন্যালাভ করা কেবলমাত্র কল্পনার বিষয় ছিল না, বরং কোন কোন সমাজে প্রকৃতই সত্য ঘটনা ছিল। অন্ধ্র দেশের প্রেমজ বিবাহে একদিন বর কন্যাকে এবং কন্যা বরকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিয়া পরস্পরের বুদ্ধির পরীক্ষা করিত। তাতার দেশে পাণিপ্রার্থীকে ধাঁধার উত্তর দিয়া কন্যা লাভ করিতে হইত; মধ্য এশিয়ার তুর্কি জাতির মধ্যে কুমারী কন্যাগণ প্রকাশ্যে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিয়া স্বয়ম্বরা হইয়া থাকেন। কিন্তু বাংলাদেশে বিবাহোপলক্ষে এখনও যে ধাঁধার ব্যবহার হয়, তাহার মূলে এই শ্রেণীর কোন প্রথা এক কালে বর্তমান ছিল কি না, তাহা এখনও সুগভীর অনুসন্ধান ব্যতীত বলিতে পারা যাইবে না।

ধাঁধার প্রতিযোগিতা (riddle contest) পৃথিবী ব্যাপী অত্যন্ত ব্যাপক। দুই ব্যক্তি, দুইটি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে পরস্পর ধাঁধার প্রতিযোগিতা হইতে পারে। প্রতিযোগিতায় হারিলে অর্থ দণ্ড দিতে হয়। যে জয়লাভ করে তাহার অর্থলাভ হয়। ইহা জুয়া বা flush খেলার মত। বাংলা দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে বিশেষতঃ মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বাংলা এবং ওড়িয়া মিশ্র ভাষায় এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহাদিগকে বাহী গান বলে। ইহা প্রশ্নোত্তর বাচক এবং গানের মধ্য দিয়া ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিবার এবং গানের মধ্য দিয়াই উত্তর দেওয়ার মত মনে হয়। ইহাতে নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রশ্নোত্তর বিনিময় হইয়া থাকে। নারী যদি উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়, তবে পুরুষের কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়া তাহার প্রভুত্ব স্বীকার করে। পুরুষ তাহাকে যতদিন ইচ্ছা, যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে। ইহা নিম্ন শ্রেণীর সমাজের মধ্যেই প্রচলিত। ইহা কতকটা ধাঁধা প্রতিযোগিতার (riddle contest)-এর মত। হয়ত পূর্বে ইহা স্পষ্টতর ভাবে ধাঁধা প্রতিযোগিতাই ছিল, বর্তমানে প্রশ্নোত্তরের মধ্যে ধাঁধার

পরিবর্তের সঙ্গীতের রূপ কতকটা প্রবেশ করিয়াছে। ('লোকসঙ্গীত রত্নাকর', ৪র্থ খণ্ড পৃষ্ঠা ১৫২৯-৩২ : বাদী গান দ্রষ্টব্য)।

পৃথিবীর কোন অংশেই ধাঁধার ভিতর দিয়া নীতি কিংবা ধর্মপ্রচার করা হয় না। ধর্মমূলক সঙ্গীত আছে; কিন্তু ধর্ম মূলক ধাঁধা নাই। ইহা ধাঁধার একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক গুণ। আচার-মূলক (ritual) ধাঁধার মধ্যেও ধর্মের কোন তত্ত্বকথা থাকে না, সাধারণ পার্থিব ব্যবহারিক জ্ঞানের কথাই থাকে। তবে কোন কোন ধাঁধা তত্ত্বমূলক বলিয়া বাহির হইতে মনে হইলেও ইহাদের মীমাংসার মধ্যে কোন তত্ত্বকথা থাকে না। প্রত্যক্ষ এবং পার্থিব বিষয়ই ইহাদের উপজীব্য হইয়া থাকে। নাথসাহিত্যের ধাঁধাগুলিই ইহার নিদর্শন। পাণ্ডিত্যিক ধাঁধায় জ্ঞানের কথা থাকিলেও তাহাতে তত্ত্বের কোন কথা থাকে না। তবে শিক্ষার বিষয় হিসাবে ইহাদের মূল্য প্রকাশ পাইতে পারে। কোন কোন সমাজে ধাঁধার শিক্ষাগত (pedagogic function) মূল্যও স্বীকার করা হয়।

কোন কোন অনগ্রসর সমাজে ধাঁধার ভিতর দিয়া ছেলেমেয়েদের প্রকৃত বিজ্ঞান বা বস্তুজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে—

'Riddles have been used to teach children the characteristics of both animals aud humans, describe natural objects, emphasise social distinction and encourage proper behavior that all adults must learn.'

এই সকল বিষয় সম্পর্কে যথাযথভাবে শিক্ষা দিবার সকল উপকরণই সকল জাতির ধাঁধার মধ্যে আছে। ধাঁধার অনুশীলনের মধ্য দিয়া আনন্দ এবং কৌতুকের সঙ্গে বস্তু এবং প্রাকৃত জ্ঞান লাভ সম্ভব হইতে পারে। ইহাতে জ্ঞানের কথা থাকিলেও তত্ত্বের কথা নাই বলিয়াই ইহা সকল শ্রেণীর মানুষের উপভোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

৪

ধাঁধার বিভিন্ন নাম

বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে ধাঁধা শব্দটি প্রায় অপ্রচলিত বলিলেই চলে; ধাঁধা বলিলে গ্রাম্যলোক কিছুই বুঝিতে পারে না। সেইজন্য পল্লী অঞ্চলে ধাঁধা সংগ্রহ করিতে গিয়া প্রথমই অসুবিধায় পড়িতে হয়। প্রত্যেক অঞ্চলেই ধাঁধার একটি বিশেষ স্থানীয় নাম প্রচলিত আছে, সেই নামটি না বলিলে গ্রাম্যলোক বিষয়টি কিছুতেই বুঝিতে পারে না। সেইজন্য প্রথমেই গ্রামাঞ্চলে গিয়া সেই

অঞ্চলে ধাঁধা কি বিশেষ নামে পরিচিত, তাহা জানিয়া লইবার প্রয়োজন হয়। তাহার ফলে বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধাঁধার বিভিন্ন নাম শুনিতে পাওয়া যায়। তাহাদের কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

মেদিনীপুর জিলার ঝাড়গ্রাম মহকুমা হইতে একটি ধাঁধা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, ধাঁধাকে 'কউটো' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—

ডুবলু দেকেন টুবলু শশা দেকেন কাড় (তীর)।
এত কউটো যে না ভাঙ্গে, সে তিনমণ ধান ॥ পৃ. ৫১৩

'কউটো' শব্দের অর্থ কৌটা। কৌটার মধ্যে জিনিস গোপন থাকে, ধাঁধার মধ্যেও অর্থ গোপনে থাকে, সেইজন্য ধাঁধা অর্থে কৌটা বা কৌটো শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। উক্ত অঞ্চল হইতে আরও একটি ধাঁধা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে ধাঁধাকে 'কোড়ো' বলা হইয়াছে—

ভুঁয়লে কান ফুরলে শশা দেকেন কাড়
এই কোড়োটি যে ভাঙতে না পারে
তার সাড়ে তিনশো বাপ ॥ পৃঃ ৩১৬

বলা বাহুল্য কৌটো শব্দটিই এখানে কোড়ো উচ্চারিত হইয়াছে এবং তাহাই ধাঁধার স্থানীয় নাম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

ধাঁধার আর এক নাম কাহিনী ;—তাহাও মেদিনীপুর জিলায় প্রচলিত

ব্যাটার নাম প্যাকপ্যাকারে বাপের নাম ঝাড়ু।
এই কাহিনী যে না ভাঙ্গে তার গলায় গুয়ের গাড়ু ॥ পৃ ৩২০

এখানে 'কাহিনী' শব্দে ধাঁধাই মনে করা হইয়াছে। তবে কাহিনীমূলক ধাঁধারই সংক্ষিপ্ত নাম হইতে পারে কাহিনী।

কাহিনী কখনও কখনও উচ্চারণে 'কোহানি' হইয়া যায়—

সিঁদুর টগমগ কাজলেরি কৌটা।
এই কোহানিটি বলে দেবে হরিমামার বেটা। পৃ. ৩৬২

ধাঁধা অর্থে হেঁয়ালী শব্দটিও মেদিনীপুর জেলায় প্রচলিত আছে—

পেট কাটা পিঠে কুঁজ,
এই কথাটি ছ' মাস বুঝ।
পান সুপারী খাবে ঘরে,
এই হেঁয়ালী ভাঙবে তবে ॥ পৃ. ২৯৪

হেঁয়ালী শব্দটির ধাঁধা অর্থে বাংলা ভাষায় ব্যাপক প্রচলিত আছে।

ধাঁধা অর্থে চিল্‌তা শব্দটি কুচবিহার অঞ্চলে প্রচলিত আছে। ধাঁধার আর এক নাম দত্তান, তাহাও উত্তর বাংলার কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত।

কুচবিহার এবং রংপুর জিলায় ধাঁধা অর্থে 'ছিলকা' শব্দটির ব্যবহার আছে। ইহার সঙ্গে ধাঁধা অর্থে ব্যবহৃত 'চিল্‌তা' শব্দটির কোন সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নহে। উচ্চারণ বিকৃতিতে সংস্কৃত 'শ্লোক' শব্দ হইতে ছিল্‌কা; তাহা হইতে চিল্‌তা শব্দটির সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জিলায় 'কিচ্ছা' শব্দটিও ধাঁধা অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যাইতেছে। যেমন—

সিন্দুরের গুলা ঝোলা কাজলের কৌটা।
এই কিচ্ছা ভাঙ্গে দিতে পারে বাহুর আলির বেটা॥

'কিচ্ছা' আরবি শব্দ, মুসলমানী বাংলায় কাহিনী অর্থে প্রচলিত।

মেদিনীপুর জেলায় ঝাড়গ্রাম মহকুমার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে যেখানে সুবর্ণ রেখা নদী বাংলা এবং ওড়িশ্যার সীমানা দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, তাহারই দুই তীরবর্তী গ্রাম সমূহে ধাঁধার এক অভিনব নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা ঢক—

রক্ত উপরে মাংস, মাংস উপরে হাড়
হাম উপরে টম, টম উপরে চাম।
এই ঢক ভাজি কহরে ইহার কি নাম॥ উঃ নারিকেল

শব্দটি ময়ূরভঞ্জ জিলায় ওড়িয়া ভাষায়ও প্রচলিত আছে। ইহা কোন দেশী শব্দ হওয়াই সম্ভব।

এই গ্রন্থে সংগৃহীত একটি ধাঁধার মধ্যে ধাঁধা অর্থে শিখরী শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহাও ধাঁধার একটি আঞ্চলিক নাম বলিয়া মনে হইতে পারে।

মেদিনীপুর জিলায় ধাঁধার আর একটি নাম 'কলই'; ইহার 'করই' উচ্চারণও শুনিতে পাওয়া যায়। শব্দটি হাওড়া জিলার শিবমঙ্গল কাব্যের কবি রামকৃষ্ণ রায়ও একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন,

তোমার কলই এ বিহঙ্গের বুদ্ধি টুটে,
পাখ বাহিরার আগে তিব নাহি ফুটে।

রাজশাহী জিলায় সংস্কৃত তৎসম 'শ্লোক' শব্দটিও বাংলা ধাঁধা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—

শ্লোক শ্লোক পদীমাসী।

এক কুমীর খায় দুই পুকুরের পানি ॥ (পৃ. ৪৯৬)

ধাঁধার আর এক নাম 'ভাঙন'। অর্থাৎ যাহা ভাঙাইয়া বলিতে হয়। ইহাও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ অঞ্চলে প্রচলিত।

পুরুলিয়া জিলায় ধাঁধা অর্থে 'রাতকথা' শব্দটির ব্যবহার হয়। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে ধাঁধা দিনে বলা নিষিদ্ধ (taboo); কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। দিনে ধাঁধা বলিবার কোন বাধা নাই। তথাপি রূপকথা শব্দটিই রাতকথা রূপে বিস্তৃততর অর্থে এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর জিলার সীমান্ত অঞ্চল যেখানে একসঙ্গে মিশিয়াছে, সেখানকার একটি গ্রামের নাম বাঁশপাহাড়ী। সেখান হইতে সংগৃহীত একটি ধাঁধায় ইহার 'ফোর' নামটি পাওয়া যায়—

চার ঠ্যাং-এ চোরাক চাবুক,

ছয় ঠ্যাং-এ ধরে মুগ,

কবি কালিদাস বলে,

এই ফোরটি কি হবে? (পৃ. ১২৭)

'ফোর' শব্দটির বুৎপত্তি অত্যন্ত অস্পষ্ট। তবে 'ফলই' শব্দটির সঙ্গে ইহার সম্পর্ক থাকিতে পারে।

শ্রীহট্ট জিলায় ধাঁধার নাম পই। সংস্কৃত প্রশ্ন শব্দটি পালিতে বা প্রাচীন প্রাকৃতে পঞ্‌ঞ হইয়াছে, তাহা হইতে আধুনিক উচ্চারণে পঁই হইয়াছে। ইহা ধাঁধার একটি সুপ্রাচীন নাম।

ধাঁধা অর্থে প্রহেলিকা শব্দটিও বাংলায় প্রচলিত আছে—

হয়, বুঝ প্রহেলিকা, হয় বুঝ প্রহেলিকা।

জিজ্ঞাসে তোমারে এক পাটলা বালিকা॥

ধাঁধা শব্দটি সংস্কৃত 'দ্বন্দ্ব' শব্দ হইতে জাত; ইহা সাধারণতঃ নাগরিক সমাজে প্রচলিত।

৫

বিষয়-নির্বাচন

কোন্ কোন্ বিষয়ে সাধারণতঃ ধাঁধা রচিত হইয়া থাকে, ইহাও আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। ধাঁধার মধ্যে বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং মনস্তত্ত্ব উভয়ই এক যোগে সক্রিয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ ধাঁধার বিষয়-বস্তু নির্বাচনে যেমন বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, তেমনই অভিজ্ঞতা-লব্ধ বিষয়টি মনোজগতের সমর্থন লাভ করাও আবশ্যক। বহির্মুখী জীবনের অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত বহু বিষয়ই মনোজগতের সমর্থন লাভ করিতে পারে না, ধাঁধায় তাঁহাদের ব্যবহার দেখা যায় না।

তবে এই কথা সত্য, সাধারণ মানুষের জীবনে যে সকল বিষয় কিংবা উপকরণ নিতান্ত পরিচিত, তাহাই ধাঁধায় বিষয়ের দিক হইতে অগ্রাধিকার লাভ করিয়া থাকে। যেখানে ধাঁধার আচারগত কোন মূল্যের পরিবর্তে কেবলমাত্র কৌতুক বা আমোদ করাই উদ্দেশ্য, সেখানে যে সকল জিনিসের আকৃতি কিংবা প্রকৃতির মধ্যে কোন কৌতুককর উপাদান থাকে, সেখানে তাহাই ধাঁধার লক্ষ্য হইয়া থাকে। লৌকিক স্তরের আমোদ যেমন একটু স্থূল, তেমনই তাহার ভাষাও স্থূল হইয়া থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে চিত্রগুলি জীবনের স্থূল রূপকে অবলম্বন করিয়া স্থূলভাবে প্রকাশ করা হয়। এমন কি, অনেক সময় যেখানে চিত্রের মধ্যে স্থূলতা কিছু নাই, সেখানেও স্থূল উপমা কিংবা রূপকের প্রয়োগ করিয়া নিতান্ত নির্দোষ একটি চিত্রকে প্রচ্ছন্ন বা গোপন করিয়া দেওয়া হয়।

ধাঁধার বিষয় কোন দুর্লভ বস্তু কিংবা ভাব নহে, যে বিষয়টি সম্পর্কে প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত নিবিড়, তাহাকেই রূপকের আশ্রয়ে প্রচ্ছন্ন করিয়া দিয়া ধাঁধার আকারে উপস্থিত করা হয়। পল্লী জীবনের অভিজ্ঞতা নিতান্ত সীমিত, সেই জন্য ধাঁধার বিষয়-বস্তুও সীমিত। চারিদিককার চোখে দেখার জগতের মধ্যেও সমাজের নিজস্ব মনোভাব অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করা হয়, নির্বিচারে সকল বিষয়ই গ্রহণ করা হয় না। যেমন কুকুর কিংবা বিড়ালের মত পরিচিত জীব গৃহস্থের বিশেষ নাই, তথাপি ইহাদের সম্পর্কে প্রায় কোন ধাঁধাই শুনিতে পাওয়া যায় না, অথচ কেন্নু সম্পর্কে শতাধিক ধাঁধা বাংলার পল্লী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার কারণ, প্রধানতঃ মনস্তাত্ত্বিক, দ্বিতীয়তঃ ব্যবহারিক।

মনস্তাত্ত্বিক এই অর্থে যে কুকুর এবং বিড়াল দুইই জীবনের প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসে এই কথা সত্য, কিন্তু উভয়েরই আচার আচরণ মনোজগতের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু কেন্ন বা কেড়া মানুষের জীবনের প্রত্যক্ষ সংস্রবে সেই ভাবে আসে না। সেইজন্য ইহার আচার আচরণে মানুষের মনে বিরক্তির পরিবর্তে কৌতুক বোধ উৎপাদন করে। এই নিঃসম্পর্কিত কৌতুক বোধ হইতেই এখানে কেন্ন সম্পর্কে অধিক সংখ্যক ধাঁধা এবং কুকুর বিড়াল সম্পর্কে বিশেষ কোন ধাঁধাই রচিত হয় নাই।

ধাঁধার বিষয় প্রত্যক্ষ বস্তু (Concrete object), নৈর্ব্যক্তিক ভাব মাত্র নহে। তবে বাংলা ধাঁধায় জন্ম এবং মৃত্যু সম্পর্কেও সামান্য দুই একটি ধাঁধারও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। বস্তু, প্রাণী কিংবা উদ্ভিদেরই আকৃতি এবং প্রকৃতি আছে; তাহাদিগকে রূপকচ্ছলে প্রচ্ছন্ন করিয়া দেখা সম্ভব, রূপক বিশ্লেষণ করিয়াই তাহাদের পরিপূর্ণ স্বরূপ উদ্ধার করা যায়। সুতরাং সাধারণ ভাবে তাহাই ধাঁধার বিষয় হইয়া থাকে। তবে বিশ্লেষণ করিয়া ধাঁধার অর্থ কেহ বুঝিতে চেষ্টা করে না বলিয়া গতানুগতিক উত্তর হইতে নৈর্ব্যক্তিক ধাঁধার উত্তর দেওয়াও সম্ভব হয়, নতুবা যে ভাবে নৈর্ব্যক্তিক ভাবমূলক ধাঁধাগুলি উপস্থাপিত করা হয়, তাহা হইতে কেহই তাহাদের উত্তর দিতে পারিত না।

তবে কতকগুলি আচার আচরণও ধাঁধার বিষয় হইয়া থাকে। এই বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যায় এই গ্রন্থেও যোগ করা হইয়াছে। কিন্তু মানুষের আচার আচরণও প্রত্যক্ষ দৃষ্টের বিষয়। যেমন মেয়েদের হাতে চুড়ি পরান বিষয়ে বহু ধাঁধা বাংলায় রচিত হইয়াছে। কারণ, এই আচরণটি দৃষ্ট, কেবলমাত্র ভাব বা কল্পনার মধ্যে ইহার অবস্থান নাই। এইভাবে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বহু আচরণই ধাঁধার অন্তর্ভূত হইয়াছে। প্রকৃত নৈর্ব্যক্তিক বলিতে যাহা বুঝায়, ইহা তাহা নহে।

কেহ কেহ মনে করেন, যে সকল বস্তু বা বিষয়ের নেতিবাচকের (negative) পরিবর্তে অস্তিবাচক (positive) মূল্য আছে, তাহাই ধাঁধার বিষয় হইয়া থাকে; তাঁহাদের মতে 'objects of positive value are selected as subjects and those of negative value are excluded'.

ইহার উদাহরণ স্বরূপ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন, বিড়াল নিতান্ত পরিচিত জীব হওয়া সত্ত্বেও ইহার সম্পর্কে খৃষ্টান জগতের মনোভাব এক কালে নিতান্ত

প্রতিকূল ছিল, কারণ, ইহাকে যাদুবিদ্যা (witchcraft) র সহায়ক বলিয়া মনে করা হইত। মধ্যযুগে যাদু বা ডাইনী বিদ্যার বিরুদ্ধে ইউরোপের খৃষ্টান সমাজের মনোভাব হইতে ইহার বিরুদ্ধে যে মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার সংস্কার হইতে সেই সমাজ এখনও সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই। সেইজন্য খৃষ্টান জাতির মধ্যে বিড়ালের সম্পর্কে একটি বিরূপ মনোভাব আজও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। সেইসূত্রেই ইহার সম্পর্কে সেদেশে কোন ধাঁধা রচিত হইতে পারে নাই। কিন্তু যদিও অস্তিবাচক বিষয় লইয়া ধাঁধা রচিত হয় এ' কথা স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই, তথাপি বিড়াল সম্পর্কিত ধাঁধার অনস্তিত্ব সম্পর্কে এই যুক্তি মানিয়া লইতে পারা যায় না। কারণ, দেখা যায়, যে দেশে খৃষ্টান ধর্ম কিংবা মধ্যযুগের ইউরোপের খৃষ্টান মনোভাব গড়িয়াও উঠে নাই, সে দেশেও বিড়াল সম্পর্কে বিশেষ কোন ধাঁধা নাই। ইহার কারণ, ইহা যাদুবিদ্যার সহায়ক বলিয়া নহে, ইহার কোন আকর্ষণীয় গুণ নাই, ইহাই ইহার কারণ। নতুবা খৃষ্টান জগৎ ব্যতীতও বিড়াল সম্পর্কে ধাঁধার অভাব থাকিবার কোন কথা ছিল না। বিড়ালের যে কোন গুণ নাই, তাহা নেতিবাচক কথা। সুতরাং নেতিবাচকের পরিবর্তে অস্তিবাচক (positive) বিষয় লইয়া ধাঁধা রচিত হয়, ইহা সাধারণভাবে স্বীকার করা যায়। যে সকল বস্তুর বিশেষ একটি গুণ আছে, সেই সকল বস্তুর প্রত্যক্ষগুণ সমূহ ভিত্তি করিয়াই ধাঁধা রচিত হয়, ধাঁধার তাহাই অবলম্বন : কিন্তু যেখানে কিছু নাই, সেখানে অবলম্বন হিসাবেও গ্রহণ করিবার কিছু নাই। সেইজন্য তাহাদিগকে লইয়া ধাঁধা রচিত হইতে পারে না।

কিন্তু নেতিবাচকের পরিবর্তে অস্তিবাচক বিষয়ই যে ধাঁধার বিষয়-বস্তু রূপে সর্বদাই ব্যবহৃত হয়, তাহাও নহে। কারণ, দেখা যায়, শূকর কিংবা মাছ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের খৃষ্টান সমাজে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রত্যক্ষ বা অস্তিবাচক বস্তু, অথচ সেখানকার ধাঁধায় তাহাদের বিশেষ কোন স্থান নাই। 'Pigs and fish are creatures of high positive value to Christian Filipinos, yet they are infrequent riddle subjects' ইহার কোন মনস্তাত্ত্বিক কারণ থাকা সম্ভব। সুতরাং বিশেষ মনোভাব থাকেই ধাঁধার বিষয়-বস্তু নির্বাচিত হইয়া থাকে। তবে ইহার মধ্যে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয়তার একটি দিক অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে।

ব্যক্তিগত এবং সমাজ-জীবনে যে সকল চিন্তা অপ্রিয় বলিয়া আমরা পরিহার করিয়া থাকি, তাহাও ধাঁধার মধ্যে সাধরণতঃ গৃহীত হয় না। এই বিষয়ে এক এক জাতির এক এক প্রকার প্রবৃত্তি বা প্রবণতা হওয়া উচিত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, জাতিগত কিংবা সম্প্রদায়গত এই বিষয়ক কোন প্রবণতা নাই, বরং সাধারণভাবে একটি সর্বজনীন প্রবণতা আছে। শূকর কিংবা বিড়াল কেবলমাত্র ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ধাঁধায়ই অনুপস্থিত নহে, বরং তাহার পরিবর্তে দেখা যায়, ইহা পৃথিবীর বহুদেশের ধাঁধাতেই অনুপস্থিত। শূকরের আকৃতি এবং আচরণ এই প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিলেও বিড়ালের চরিত্র ইহার জন্য দায়ী ; কারণ, বিড়ালকে কদাকার কিংবা কুৎসিৎ আচরণকারী বলিয়া উল্লেখ করা যায় না, বরং তাহার পরিবর্তে গুণহীনতাই ইহার জন্য দায়ী হইতে পারে। ইহার চরিত্রের কৃতজ্ঞতার অভাবও ইহার অন্যতম কারণ হইতে পারে। কারণ, আমাদের দেশে একটি প্রচলিত জনশ্রুতি এই যে, কুকুর কামনা করে, প্রভুর ধনৈশ্বর্য বৃদ্ধি পাক, তবে প্রভু ফেলাইয়া ছড়াইয়া খাইবে। প্রভু ফেলাইয়া ছড়াইয়া খাইলে কুকুর প্রচুর উচ্ছিষ্ট পাইবে এবং তাহা খাইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাকিবে। কিন্তু বিড়াল কামনা করে যে গৃহস্থবধূ অন্ধ হোক, তাহা হইলেই সে চুরি করিয়া খাইতে পারিবে। ইহাই বিড়ালের মৌলিক চরিত্রগুণ। সুতরাং বিড়াল সম্পর্কে সমাজের কোন সহানুভূতি সৃষ্টি হইতে পারে নাই, সহানুভূতির অভাব হইতেই তাহার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য ধাঁধাও রচিত হয় নাই। অবশ্য কুকুর সম্পর্কেও যে ধাঁধা অধিক রচিত হইয়াছে, তাহাও নহে, ইহার কারণ, কুকুরের কতকগুলি আচরণ অত্যন্ত কুৎসিৎ, সেইজন্য তাহার প্রতি গৃহস্থের মন স্বভাবতঃই বিমুখ হইয়া উঠে।

জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক, বার্ধক্য, শৈশব ইত্যাদি সম্পর্কেও ধাঁধা বিশেষ শুনিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি বিষয় অপ্রিয় বলিয়া মনের মধ্যে স্থান পায় না ; সেইজন্য তাহাদের বিষয়ে ধাঁধাও রচিত হয় না। যদিও রাজনৈতিক বিষয় লইয়া আলোচনা বাংলার পল্লীজীবনেও স্থান পাইয়া থাকে, তথাপি এই বিষয়েও কোন ধাঁধা বাংলাদেশে রচিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। অন্য দেশেও ইহার নিদর্শন খুব দুর্লভ।

কতকগুলি বিষয়ের মধ্যে স্বভাবতই ধাঁধা রচনার সম্ভাবনা থাকে। ইংরেজিতে ইহাকে riddle potentialities বলা হইয়াছে। অর্থাৎ কোন কোন বস্তুর আকৃতি দেখিবামাত্র অন্য আর একটি বস্তুর আকৃতি চোখের সামনে ভাসিয়া

উঠে। সেই সকল বিষয়ের মধ্যেই ধাঁধার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে করা হয়। যেমন কুঁচ ফলটি দেখিবা মাত্রই তাহার লাল রঙটির রক্তের সঙ্গে উপমার কথা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে, ইহা ভাবিয়া কিংবা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে হয় না। তারপর গভীর লাল রঙের উপরকার তাহার ক্ষুদ্র কাল ফোঁটার মত দাগটিও কাহারও দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। সুতরাং কুঁচফলের ধাঁধা রচনার একটি নিশ্চিত সম্ভাবনা প্রকাশ যায়, ইংরেজিতে বলিলে ইহার riddle potentiality আছে, এই কথা বলা যায়। জুতাটি দেখিবমাত্র নৌকার মত বলিয়া মনে হয়; এই প্রকার বহু জিনিস আছে, তাহাদের আকৃতি কিংবা গঠন দেখিলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ অন্য একটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বস্তু বলিয়া মনে হয়. সেইজন্য সেই বিপরীত-ধর্মী বস্তুটির উপর রূপক ব্যবহার করিয়া মূল বস্তুটিকে গোপন করিয়া দিবার সুযোগ পাওয়া যায়। সকল বস্তুর এই গুণ থাকে না. যে সকল বস্তুর থাকে, তাহাদিগকে লইয়াই ধাঁধা রচিত হয়। যাহাদের সেই গুণ থাকে না, তাহাদিগকে লইয়া ধাঁধা রচিত হইতে পারে না, তাহা যতই পরিচিত হোক না কেন। সুতরাং কতকগুলি বস্তুর সম্পর্কে ধাঁধা রচিত হইবার মত সাধারণ কতকগুলি গুণ থাকে, তাহা বস্তুর আকৃতি এবং প্রকৃতির অন্তর্নিবিষ্ট, কেবলমাত্র তাহাদিগকে লইয়াই ধাঁধা রচিত হইতে পারে। এমন কি, প্রকৃতি জগতে যে সকল বস্তুর এই গুণ নাই, তাহারা যত বিস্ময়করই হোক না কেন, তাহাদিগকে লইয়া ধাঁধা রচিত হইতে পারে না। এই সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত রামধনুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতি জগতে রামধনুর মত বিস্ময়কর আর কি আছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে তাহার সম্পর্কে কোন দেশেই বিশেষ কোন ধাঁধা নাই। ইহার কারণ, নিশ্চয়ই এই যে, বস্তুর যে সকল উপাদান থাকিলে তাহা অবলম্বন করিয়া ধাঁধা রচিত হইতে পারে, রামধনুর মধ্যে তাহা নাই। বাংলাতে রামধনুর বিষয়ে একটি মাত্র ধাঁধার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যেমন

মিলে মিশে সাত ভাই,
এই দেখি এই নাই।

সুতরাং দেখা যায়, প্রকৃতি জগতের কোন বিষয় কিংবা বস্তুর মধ্যে যদি আকৃতি এবং প্রকৃতিগত কোন বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে তাহা লইয়াই যে ধাঁধা রচিত হইবে, তাহা নহে, ইহার উপর অন্যান্য আরও অনেক বিষয় নির্ভর করে।

৬
লৌকিক ধাঁধা ও কাব্যধাঁধা

ধাঁধা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—লৌকিক ধাঁধা ও কাব্যধাঁধা। কাব্য ধাঁধা সম্পর্কে একটি অধ্যায় এই গ্রন্থে সংযোগ করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে, কাব্যধাঁধা যদি শিল্পসাহিত্যের অন্তর্গত হয়, তবে তাহাকে লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত করিয়া আলোচনা করা কতটা সঙ্গত হয়? এখানে এই সম্পর্কে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে শিল্পসাহিত্য যেমন সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা পরিকল্পিত এবং রচিত হইয়া থাকে, কাব্যধাঁধার সেই স্বাধীনতা নাই। কারণ, কাব্যধাঁধা সর্বদাই একটি ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া রচিত হয়; এমন কি, তাহার রচনার মধ্যে অনেক সময় লৌকিক ধাঁধার অনেক পদ এবং ভাষা আত্মস্থ করিয়া লওয়া হয়। সুতরাং লৌকিক ধাঁধাকে ভিত্তি করিয়াই কাব্য ধাঁধার সৃষ্টি হয়, তাহাকে পরিহার করিয়া তাহা কদাচ সম্ভব হয় না। এমন কি, অনেক সময় যখন নূতন বিষয়ের উপরও ধাঁধা রচিত হয়, তখনও ঐতিহ্যমূলক ধাঁধার আঙ্গিকই তাহাতে ব্যবহৃত হয়। ইহার গঠন ভঙ্গির মধ্যে কোন প্রকার নূতনত্ব সৃষ্টি হইতে পারে না। কিন্তু শিল্পসাহিত্যের গঠন-বিষয়ে স্বাধীনতা গ্রহণ করা হয়, ঐতিহ্যের ধারার সঙ্গে তাহার কোন যোগ থাকে না। বিষয় এবং প্রকাশ ভঙ্গি সকলই তাহার অভিনব।

বিষয়টি একটু দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে পারিলে স্পষ্ট হইবে। গল্প বলিবার যে একটি বিশেষ পদ্ধতি রূপকথা, উপকথা কিংবা ব্রতকথার ভিতর দিয়া অনুসরণ করা হয়, আধুনিক কথাসাহিত্যে তাহা অনুসরণ করা হয় না। আধুনিক কবিতাও বাংলার লোক-সঙ্গীত রচনার ধারা অর্থাৎ ছন্দ, সুর, অলঙ্কার ইত্যাদিতে বাংলার লোক-সঙ্গীতের অনুসরণ করে নাই—ভাব এবং ভাষাও ইহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু ধাঁধায় তাহা হইবার উপায় নাই। ধাঁধায় বিষয় এবং রচনাগত এই স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। নিম্নোক্ত একান্ত আধুনিক বিষয়গুলি লইয়া যে ধাঁধাগুলি রচিত হইয়াছে, তাহাও রচনার দিক দিয়া প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারাই অনুসরণ করিয়াছে, যেমন—

১

কোন গ্রামে জল নাই। —কিলোগ্রাম।

২

কোন গ্রামে লোক নাই। —কিলোগ্রাম।

৩

একটুখানি পুকুরটি মরা ছেলে ভাসে,
মাঝখানেতে টিপ দিলে খট খট করে হাসে। —টর্চ

৪

গোড়াতে মারিলং টিপা,
রংপুর গেইল তার খিপা। —ঐ

৫

কোন ড্রাইভার গাড়ী চালায় না। —স্ক্রু ড্রাইভার।

৬

দুই চক্র ঘুরে কিন্তু নহে সুদর্শন,
পায়ে চালু করি পরে ছুটে কতক্ষণ। —সাইকেল

ইহাদের মধ্যে বিষয়বস্তু ঐতিহ্য অনুসারী নহে, বরং সম্পূর্ণ নূতন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাদের রচনা ভঙ্গি প্রাচীন বা লৌকিক ধাঁধা অনুসারী।

বলা বাহুল্য অক্ষর বিষয়ক কাব্যধাঁধাগুলি অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন সমাজে প্রচলিত, নিরক্ষরের সমাজে প্রচলিত থাকিবার কথা নহে, যেমন—

তিন অক্ষরে নাম তার সর্বলোকে বলে,
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে ভাসে গঙ্গার জলে।
মধ্যম অক্ষর ছেড়ে দিলে মাছ ধরতে যায়,
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে সর্বলোকে খায়। — থামড়া

সাধারণ বর্ণ বা অক্ষর জ্ঞানের উপর এই ধাঁধার অর্থটি নির্ভর করিতেছে; সুতরাং নিরক্ষর বলিতে আমরা প্রকৃত যাহা বুঝি, সেই সমাজে এই শ্রেণীর ধাঁধা প্রচলিত থাকিতে পারে, এমন বিশ্বাস কেহই করিবেন না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বহু নিরক্ষর ব্যক্তির নিকট হইতেও এই শ্রেণীর ধাঁধা সংগৃহীত হইয়াছে। কারণ, লিখিতে পড়িতে না জানিলেও সাধারণ অক্ষর-জ্ঞান বাংলা দেশে প্রায় সকলেরই আছে। বিশেষতঃ এই শ্রেণীর ধাঁধাগুলি সামান্য অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিই রচনা এবং চর্চা করিতে পারেন, বিশেষতঃ মনস্তত্ত্বের দিক দিয়াও দেখা যায়, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের নিরক্ষরতা গোপন করিবার আগ্রহে এই শ্রেণীর ধাঁধার অধিক অনুশীলন করিয়া থাকে। সুতরাং ইহারা কাব্যধাঁধা বলিয়া মনে হইলেও ইহারাও লৌকিক ধাঁধার বিষয়-বস্তু এবং রচনা ভঙ্গি অনুসরণ করিয়া নিরক্ষর সমাজেই অধিক প্রচলিত হইয়াছে। সেইজন্য যে কোন ধাঁধা

সংগ্রহকারী নিরক্ষর সমাজ হইতেও এই শ্রেণীর ধাঁধা সংগ্রহ করিতে পারিবেন। সুতরাং দেখা যায়, লৌকিক এবং সাহিত্যিক (literary) দিক দিয়া লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যে পার্থক্যই থাকুক, ধাঁধায় সেই পার্থক্য নাই ; কারণ, কাব্যধাঁধা লৌকিক ধাঁধার গঠন ভঙ্গিকে কোথাও বিসর্জন দিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অগ্রসর হয় নাই।

রামায়ণ মহাভারতের চরিত্রের নাম এবং তাহাদের আচার আচরণ লইয়া যে সকল ধাঁধা রচিত হইয়াছে, তাহাও কাব্য ধাঁধার অন্তর্গত বলিয়াই সাধারণভাবে স্বীকার করিতে হয়। কারণ, আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, পুরাণ বিষয়ে সুগভীর পাণ্ডিত্য এবং ব্যাপক জ্ঞানের ভিত্তিতেই ইহারা রচিত হয়। কিন্তু যে ভাবে ধাঁধাগুলি উপস্থাপিত করা হয়, তাহা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, রামায়ণ মহাভারতের যে একটি লৌকিক রূপ নিরক্ষর সমাজের মধ্যে প্রচলিত আছে, প্রধানতঃ তাহার উপর নির্ভর করিয়াই ধাঁধাগুলি রচিত হইয়া থাকে—মূল রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া তাহা কদাচ রচিত হয় না। কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতেরও একটা লৌকিক রূপ বাংলার পল্লী অঞ্চলে প্রচলন লাভ করিয়াছে, ধাঁধাগুলি প্রধানতঃ তাহার ভিত্তিতেই রচিত হয়। সুতরাং ইহাদিগকেও লৌকিক ধাঁধারই অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করা হয়। বিশেষতঃ কৃত্তিবাসই হোক, কিংবা কাশীরাম দাসই হোক, ইঁহাদের প্রত্যেকের রচনাতেই যে ভক্তিভাবের স্পর্শ আছে, এই শ্রেণীর ধাঁধাগুলির মধ্যে তাহা আদৌ নাই ; বরং ইহাদের অনেকের চরিত্রের উপরই ধাঁধা রচয়িতাদিগের কুৎসিৎ ইঙ্গিত প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন,

১

পাক কার্যে ক্লান্ত হয়ে ভীমের রমণী,
বক্ষ হতে বস্ত্র খুলি ফেলিল তখনি।
শ্বশুর সম্ভোগ ইচ্ছা বধূ হয়ে করে,
কেমনে সম্ভবে ইহা বলহ আমারে —দ্রৌপদী

২

পিতা পুত্রে এক নারী করে আলিঙ্গন,
উভয় ঔরসে জাত উভয় নন্দন।

কি নাম তাদের হয় বল দেখি শুনি,
মিথ্যা নহে সত্য ইহা শাস্ত্রে আছে জানি।

—যুধিষ্ঠির, সূর্য, কর্ণ।

৩

শচীসুত নহে কিন্তু ইন্দ্রের তনয়,
পিতামহ ব্যাসদেব জানিবে নিশ্চয়।
ভগ্নী তার ভার্যা হলো এ কি বিপরীত,
মামীকে শাশুড়ী বলে জগতে বিদিত। —অর্জুন

বলাই বাহুল্য, রামায়ণ কিংবা মহাভারতের ভক্তিরস ইহাদের মধ্যে নাই; যাহা আছে, তাহা ধাঁধার কৌতুক রস মাত্র; সুতরাং কাহিনীকে এখানে পৌরাণিক স্তর হইতে লৌকিক স্তরে অবনমিত করা হইয়াছে। সেইজন্য রচনার শিল্পগুণ বা পরিপাট্য সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে লৌকিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে, এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

দেবদেবীর নাম কিংবা নামের বানানের উপর নির্ভর করিয়া যে সকল ধাঁধা রচিত হয়, তাহাদিগকে কাব্যধাঁধা বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহারা তাহা নহে; কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, লৌকিক ধাঁধার মত ইহাদের গঠন যেমন শিথিল, ইহাদের মধ্য দিয়া যে পৌরাণিক জ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও অপরিণত। এমন কি, যে বানানের উপর নির্ভর করিয়া ধাঁধাগুলি রচিত হয়, সে সম্পর্কেও ধাঁধা রচয়িতার জ্ঞান যথাযথ নহে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

প্রথম অক্ষর যেই হয়,
শেষ অক্ষর সেই হয়।
মধ্যে রায় ভেদ মাত্র এই;
কোন জন হন তিনি বল দেখি ভাই।
যে নাম সবে লয়ে ভব পারে যায়।

এই ধাঁধাটির উত্তর নারায়ণ। ধাঁধায় বলা হইয়াছে, ইহার প্রথম অক্ষর যাহা, শেষ অক্ষরও তাহাই, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে; ইহার প্রথম অক্ষর দন্ত্য ন এবং শেষ অক্ষর মূর্ধন্য ণ। সুতরাং শব্দের বানান সম্পর্কেও কোন নির্ভুল ধারণা হইতে এই শ্রেণীর ধাঁধা রচিত হয় না; বরং তাহার পরিবর্তে ইহাদের সম্পর্কেও একটি লৌকিক জ্ঞান হইতেই ইহারা রচিত হইয়া থাকে। অতএব পৌরাণিক চরিত্র কিংবা আপাত দৃষ্টিতে পৌরাণিক জ্ঞানের উপর ধাঁধা-

গুলি রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইলেও ইহাদিগকে লৌকিক ধাঁধা বলিয়াই মনে করিবার প্রয়োজন হয়।

বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলে মুখে মুখে যে সকল পুরাণ-কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহাদের সঙ্গে সংস্কৃত পুরাণের সম্পর্ক অত্যন্ত গৌণ। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী সম্পর্কেও এই কথা বলিতে পারা যায়। পল্লীজীবনে পৌরাণিক চরিত্র লইয়া যে ধাঁধাগুলি রচিত হয়, তাহা সর্বদাই রামায়ণ-মহাভারত এবং পুরাণ সম্পর্কিত এই লৌকিক জ্ঞান হইতেই রচিত হয় বলিয়া ইহারা রচনার দিক্ দিয়া কাব্যধাঁধার অনুরূপ হইলেও ইহাদিগকে লৌকিক ধাঁধা বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

৭

গঠন ও প্রকৃতি

ধাঁধার গঠন অনেকটা ছড়ার মত, সেইজন্য ছড়ার বহু পদই অতি সহজে ধাঁধার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। তথাপি এক শ্রেণীর ধাঁধা এমনও আছে, তাহা গদ্যে রচিত এক একটি প্রশ্নমূলক বাক্য মাত্র। সম্পূর্ণ ছড়ার ছন্দে রচিত ধাঁধার নিদর্শন যেমন,

১

লালবরণ ছয় চরণ পেট কাটিলে হাটে,
মূর্খে কি ভাঙ্গাইবে, পণ্ডিতেরি ফাটে।

২

ঝাপুতলায় মিটিমিটি মিটি তলায় কে ?
কে তলায় ফদর ফদর ফোরই ভেঙ্গে দে।

ছড়ার ছন্দে মাত্রার ব্যবহার বিষয়ে নানা বৈচিত্র্যও দেখা যায়, যেমন—

হাত পাও সব আছে এক তরি নাই,
এটা কোন জীব হয় বল দোখ ভাই।

৩

ত্রিভুজ মুরারি,
মাথায় সাদা পাগড়ী,
দেখিয়ে দেয় সব
নিজে না দেখতে পায়,
থাকে সে নীরব।

কিন্তু এই ছড়ার ছন্দেই যে সব ধাঁধা রচিত হয়, তাহা নহে। প্রত্যেক দেশের মতই বাংলা দেশেও কেবল মাত্র গদ্যে রচিত একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমূলক বাক্যেও এক একটি ধাঁধা রচিত হইয়া থাকে—

১. কোন সাগরে জল নাই ?—বিদ্যাসাগর
২. কোন গাছের পাতা নাই ?—সিজ
৩. কোন মাছের মাথা নাই ?—কাঁকড়া।

অবশ্য প্রকৃত পক্ষে ইহারা শিক্ষামূলক প্রশ্নোত্তর মাত্র, ধাঁধার পরিপূর্ণ লক্ষণ ইহাদের মধ্যে প্রকাশ পায় নাই। অর্থাৎ একটি বস্তুর প্রত্যক্ষ পরিচয় কোন রূপকের অন্তরালে গোপন করিয়া যে ভাবে বর্ণনা করা হয়, ইহাতে তাহা করা হয় নাই। কোন গাছের পাতা নাই—ইহা সাধারণ বস্তু জ্ঞান বিষয়ক প্রশ্ন মাত্র, প্রকৃত পক্ষে গদ্যে যে সকল ধাঁধা রচিত হয়, তাহারা মূলতঃ এই শ্রেণীরই হইয়া থাকে, কারণ, গদ্যে রূপক ব্যবহারের অবকাশ অল্পই পাওয়া যায়. পদ্যেই তাহা সম্ভব হইয়া থাকে।

সংক্ষিপ্ততা ধাঁধার একটি প্রধান গুণ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা যায়, গদ্যে রচিত এই শ্রেণীর প্রশ্নগুলি যত সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, ছড়ার ছন্দে পদ্যে রচিত ধাঁধাগুলি তত সংক্ষিপ্ত হইতে পারে না। কারণ, পদ্যের জন্য অন্ততঃ দুইটি পদ অপরিহার্য ; অথচ গদ্যে রচিত হইলে তাহা একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যেই রচিত হইতে পারে। পদ্যে পদ পূরণের আবশ্যক হয় ; সেই জন্য অনেক সময় যদি একটি পদেই ধাঁধার জিজ্ঞাসাটি প্রকাশ পাইয়া যায়, তবে আর একটি পদ নিতান্ত অনাবশ্যক ভাবেই কেবল পদ পূরণের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপরে 'লাল বরণ ছয় চরণ পেট কাটিলে হাঁটে' বলিয়া যে ছড়াটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার এই একটি পদেই প্রশ্নটি শেষ হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় পদটি অনাবশ্যকভাবে যুক্ত হইয়া ইহার রচনাকে অনাবশ্যক ভারাক্রান্ত করিয়াছে। তথাপি দ্বিতীয় পদটির এখানে একটি অর্থ হইতেছে, কিন্তু এমন অনাবশ্যক পদও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, যে তাহাদের কোন অর্থই নাই ; কেবলমাত্র একটি কবিতার পংক্তি (couplet) সম্পূর্ণ করিবার জন্যই তাহা ব্যবহৃত হইয়া ধাঁধাগুলিকে অনাবশ্যক ভারাক্রান্ত করিয়া রাখে। যেমন—

থাল ঝন্‌ঝন্ থাল ঝন্‌ঝন্ থাল নিল চোরে।
বৃন্দাবনে আগুন লাগল কে নিভাইতে পারে।

ইহার প্রথম পদটি সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং ধাঁধার উত্তরের সন্ধান পাইবার পক্ষে কিছু মাত্র সহায়ক নহে। তথাপি অনাবশ্যক ভাবে ইহা ধাঁধাটির সঙ্গে যুক্ত হইয়া ধাঁধার সংক্ষিপ্ততার গুণটিকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

ছড়ার ছন্দে কবিতায় যে সকল ধাঁধা রচিত হয়, তাহাদের সর্বত্রই যে পদে পদে মিল থাকে, তাহাও নহে, মিত্রাক্ষর বিষয়ে ধাঁধার পদগুলি অত্যন্ত উদাসীন। ক্বচিৎ মিলিয়া যায় ভাল, না মিলিয়া গেলেও কোন ক্ষতি নাই। যেমন,

১

মামাদের গড়ানে ঘাট,
বত্রিশটি কলাগাছ
একখানি পাত।

২

দুই হাত দশ আঙ্গুল নাক,
তাহার চক্ষু কর্ণ মুখ নাই,
এই কথা ব্রজ পণ্ডিত কয়
জিনিসটা কি ?

অনেক সময় একই শব্দের সঙ্গে একই শব্দের মিল দেওয়া হয়, যেমন,

১

উঠতে সূর্য নমস্কার,
পড়তে মাটি নমস্কার।

ধাঁধার গঠনে যে ইহা কখনও আপত্তিকর তাহা নহে, মূল বক্তব্য বিষয়টি প্রকাশ পাইলেই হইল, কি ভাবে প্রকাশ পাইল, তাহা কেহই লক্ষ্য করিবে না। আরও আছে—

২

হাত আছে হাতে নাই,
হাত বাড়ালে পাই নাই।

৩

মামাদের পুকুর টলমল করে,
একটুক কুটা পড়লে সর্বনাশ করে।

ছড়ার মধ্যে একটি সুর কিংবা তাল সৃষ্টি করিবার যে দায়িত্ব আছে, ধাঁধায় তাহা নাই; ছড়ার সুর কিংবা তাল লক্ষ্য, অর্থই ধাঁধার লক্ষ্য। ছড়ার কোন অর্থ নাই, অর্থের অভাব সুর কিংবা তালে পূর্ণ হয়, কিন্তু ধাঁধার অর্থের অভাব কিছুতেই পূর্ণ হইতে পারে না।

গদ্যেই যে মাত্র একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য ব্যবহৃত হয়, তাহা নহে, অনেক সময় দেখা যায়, পদ্যেরও একটি মাত্র পদেই ধাঁধাটি জিজ্ঞাসা করা হয়, মিল দিবার জন্য অনাবশ্যক কোন পদ তাহাতে যোজনা করা হয় না।

১

এক যে বুড়ী, এদিক সেদিক হয়। (ছুঁচ সুতো)

২

এক যে বুড়ী এ নাটা সে নাটা করে। ঐ

৩

হাড় নাই গোড় নাই মানুষ গেলে। (জামা)

এই পদগুলি গদ্য বলিয়া মনে হইতে পারে না, তবে এ কথা সত্য, পদ্য যেমন দুইটি পদ ব্যতীত হইতে পারে না, ইহাতে তাহা নাই; সুতরাং ইহারা গদ্যও নয়, পদ্য ও নয়। তবে গঠন ভঙ্গির দিক হইতে পদ্যের যে গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, গদ্যের সেইগুণ প্রকাশ পাইতে পারে নাই।

অনেক সময় দেখা যায়, ধাঁধাটি যত সংক্ষিপ্তই হোক না কেন, তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বে কবিতার মত মিল দিবার প্রয়াসও সার্থক হইয়াছে, যেমন—

১

এতটুক খড়ে,
ঘরটি বেড়ে।

২

একটি খড়ে
ঘরটি বেড়ে।

প্রকৃত পক্ষে ইহারা এক পদ বিশিষ্ট রচনা, তথাপি ইহার মাঝখানেই মিলটি যেন আপনা হইতেই আসিয়া গিয়াছে বলিয়া তাহা আর পরিত্যাগ করা গেল না। তবে ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, মিল দিবার বিষয়ে ধাঁধার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। যেখানেই সম্ভব হইয়াছে, সেখানেই ইহা মিল দিয়াছে, কিন্তু

যেখানে একান্তই তাহা সম্ভব হয় নাই, সেখানে ইহা গদ্যের আকারেই একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য প্রকাশ করিয়াছে।

কাব্যধাঁধার গঠন স্বভাবতঃই শিল্পসম্মত এবং বর্ণনা দীর্ঘায়িত ; কিন্তু সর্বত্রই পয়ার অর্থাৎ চৌদ্দ অক্ষরের বাঁধুনিতে আবদ্ধ, কোথাও ত্রিপদী কিংবা অন্য কোন ছন্দের ব্যবহার হয় নাই। লৌকিক ধাঁধা তাহার পরিবর্তে ছড়ার ছন্দে রচিত, পর্ব বিভাগ অনিয়মিত এবং মিলের ব্যবহার অত্যন্ত শিথিল। বুদ্ধির অনুশীলন ইহাদের মূল লক্ষ্য বলিয়া ইহাদের উভয়েরই কাব্যগুণ অত্যন্ত গৌণ।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Bhagat, Durga, *The Riddle in Indian Life Lore and Literature.*

2. Bodker, Laurits, *The Nordic Riddles. Terminology and Bibliography.*

3. Dudeney, Henry, Ernest *The Canterbury Puzzles and other Curious Problems.*

4. Hart, Donn Vorhis, *Riddles in Filipino Folklore.*

5. Taylor, Archer, *English Riddles from Oral Tradition.*

6. Venam, Edward, Hull and Taylor, Archer, *A Collection of Irish Riddles.*

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট—ক

উত্তরের নির্ঘণ্ট

খ

গ

য